শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৫শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৮৯ { ১ম সংখ্যা

ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৬ গোবিন্দ হইতে ৪৯৭ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৯০ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮৩ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৪ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১২'০০ টাকা ॥*॥

পঞ্চত্রিংশবর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

বিষয়-সূচী

বিষয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অকাম (১৩)—সজ্জন	৭।২৭৩
অতিরিক্ত জেলাশাসকের পত্র (ইংরাজীতে)	১২।৪৫৬
অতিরিক্ত জেলাশাসকের মন্তব্য	১২।৪৫৭
উদ্ধারের পথ	২।৬৪, ৪।১৩৯, ৫।১৭৭, ৬।২১০, ৭।২৫০, ৮।২৭৮, ১০।৩৫০, ১১।৩৯৭, ১২।৪৩৪
একটি পত্র (শ্রীসতীশচন্দ্র দাসাধিকারী-প্রেরিত)	৯।৩০২
এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে)	৩।১০৪
কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভারত	৩।১০১
কৃষ্ণৈকশরণ (১২)—সজ্জন	৮।২৭১
গম্ভীর (২১)—সজ্জন	১২।৪১৯
গীতার মর্ম্মবাণী—শ্রী	২।৫৯, ৪।১৩১, ৫।১৭২, ৬।২০৮, ৭।২৪৭, ৮।২৫৩, ৯।৩৩৮, ১০।৩৬৮, ১১।৩৯৪, ১২।৪২৮
গীতোপনিষদে আত্মনিবেদন—শ্রী	১।২২
গুরুসেবা—শ্রী	১।৩১
গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে বিগ্রহ-প্রকাশ মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	২।৭৮
গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন—শ্রী	৬।২২২
গোপাল-দেবাষ্টকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	১১।৩৭৭
গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী	১০।৩৭৫
গৌড়ীয়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ (সম্পাদকীয়)	১।৩৪
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জনহিতার্থে অবদান—শ্রী	১২।৪৪৬
গ্রন্থ-বার্ত্তা (আকাশবাণীতে সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের প্রচার)	৭।২৬৪
গ্রন্থ-বার্ত্তা (সিদ্ধান্তরত্ন)	১২।৪৫৮
চৈতন্যশতকম্—শ্রী (শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিত)	১।১, ২।৪১, ২।৮১, ৪।১১৯, ৫।১৫৭, ৬।১৯৩

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৫।১৯১
জতুগৃহদাহ	৪।১৪৪
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অভিভাষণ—শ্রী	১০।৩৬২
ঠাকুর শ্রীল বিল্বমঙ্গল	৭।২৫৯
দর্শনার্থীর মন্তব্য (শ্রীচুনীলাল গোস্বামী, এ্যাড্‌ভোকেট)	৯।৩৪০
দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা	১।১৪
দেবদেবীর পূজা ও বলিদান	২।৫৪, ৩।৯৭, ৪।১৩৫
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে বিশেষ কয়েক ব্যক্তির অভিমত—শ্রী (নির্ম্মলা দেশপাণ্ডে, শ্রীকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মিত্র)	৪।১৫৩
দেবাসুর	৮।২৮৭
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—শ্রী	১২।৪৫৯
নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎব	৩।১১০, ৪।১৪৯
নবদ্বীপে দাতব্য চক্ষু অপারেশন শিবির	১১।৪০৫,
নরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্—শ্রীশ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	৯।৩০১
নির্য্যাণ-সংবাদ (শ্রীপাদ সান্দিপণিদাস ব্রজবাসী)	১২।৪৪৫
পত্রোত্তর (শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের প্রেরিত)	৯।৩২৫
প্রচার-প্রসঙ্গ (বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ)	২।৭৩
প্রীতি	১২।৪২১
বদান্য (৬)—সজ্জন	৪।১২৩
বাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীকেশব গোস্বামী মহারাজের বিগ্রহ-প্রকাশ—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৩।১১৬
বাসুদেব গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন—শ্রী	৬।২২৬
বিরহ-বার্ত্তা (শ্রীমতী সুশীলা দেবী)	২।৭১
বিরহার্ত্তি কুসুমাঞ্জলি (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-মহোৎসবে)	৩।৯৪
বিরহ-তিথি-বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের)	১০।৩৫৫
বিড়াল তপস্বী (কবিতা)	৫।১৯০

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ	৬।২১৮
বৈষ্ণব চিনিতে হইবে	৫।১৮৪
বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম—শ্রী	১০।৩৪৭
বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই	৯।৩০৭
ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম	৫।১৬৭
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১১।৪১৪
ভগবান্ কি নাই ?	১।২৬
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি (শ্রীল কেশব গোস্বামী প্রভুবরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে)	১।২১
ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ	১।৮, ২।৪৮
" " —দ্বিতীয় "	৩।৮৭, ৪।১২৬
" " —তৃতীয় "	৫।১৬৪, ৬।২০২
" " —চতুর্থ "	৭।২৪১, ৮।২৭৫
ভব-বন্ধন ও ভব-ব্যাধি	১।১৭
মদনগোপাল-দেবাষ্টকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	১২।৪১৫
মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?	৯।৩২৬
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রী	৯।৩৩২
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র (ইংরাজীতে)	৬।২৩১
মেদিনীপুরের সংক্ষিপ্ত প্রচার-প্রসঙ্গ	৩।১০৭
যুগধর্ম্ম	৮।২৯৩, ১০।৩৫৭
রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৮।২৯৯
রথযাত্রা-দর্শন—শ্রী	৯।৩১৬
রাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্—শ্রী (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত)	৭।৩৩
লালাবাবুর বৈরাগ্য (কবিতা)	৬।২৩০
শিক্ষাষ্টক (বঙ্গভাষা)	১১।৩৮৪
শ্রদ্ধার্ঘ্য (শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের বিরহ-বাসরে)	৯।৩১৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৭।২৬৫
শ্রীচৈতন্য-শতকম্ (শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্)	১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১১৯, ৫।১৫৭, ৬।১৯৩
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকম্ (শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃত)	১০।৩৪১

বিষয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

সজ্জন—সত্যসার (৩) ১|৫
" —সম (৪) ২|৪৫
" —নির্দ্দোষ (৫) ৩|৮৫
" —বদান্য (৬) ৪|১২৩
" —মৃদু (৭) ৫|১৬১
" —শুচি (৮) ৫|১৬২
" —অকিঞ্চন (৯) ৬|১৯৭
" —সর্ব্বোপকারক (১০) ৬|১৯৮
" —শান্ত (১১) ৭|২৩৬
" —কৃষ্ণৈকশরণ (১২) ৮|২৭১
" —অকাম (১৩) ৮|২৭৩
" —নিরীহ (১৪) ৯|৩০৪
" —স্থির (১৫) ৯|৩০৬
" —বিজিত-ষড়্গুণ (১৬) ১০|৩৪৪
" —মিতভুক্ (১৭) ১০|৩৪৬
" —অপ্রমত্ত (১৮) ১১|৩৮০
" —মানদ (১৯) ১১|৩৮১
" —অমানী (২০) ১২|৪১৮
" —গম্ভীর (২১) ১২|৪১৯
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ ১০|৩৭০, ১১|৪০৯
স্বধামগত শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব ২|৬৯
স্বপ্নবিলাসামৃতাষ্টকম্ (শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-বিরচিত) ৮ ২৬৭
স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ ৯|৩০৯
A letter from Additional District Magistrate, Nadia ১২,৪৫৬
A programme of the Advent Anniversary of Lord Shri Krishna ৬,২৩১
Colum of remarks ৪,১৫২-১৫৩
Goverment of India, All India Radio, Calcutta (Letter No. 15 (20)/83.PI) ৭|২৬৪
Statements about ownership and particulars about newspaper "Shri Goudiya-Patrika" ১|৪০

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ	১৬ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৬ গৌরাব্দ ৩০ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৫।৩।১৯৮৩	১ম সংখ্যা

সাম্বৎসরিকম্

শ্রীচৈতন্য-শতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

প্রণম্য ত্বাং প্রভো, গৌর ! তব পাদে শতংরবে ।
সদাশয়ানাং সাধূনাং সুখার্থং মে কৃপাং কুরু ॥ ১ ॥

হে প্রভো, গৌর ! আপনার পাদপদ্মে শত শত বার প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছি যে, সদাশয় সাধুদিগের সুখের নিমিত্ত আমাকে কৃপা করুন ॥১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ সেবাং স্থাপয়িত্বা গৃহে গৃহে ।
শ্রীমৎসঙ্কীর্ত্তনে গৌরঃ নৃত্যতি প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ২ ॥

গৃহে গৃহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা স্থাপিত করিয়া শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন ॥২॥

জিহ্বায়াং হরিনাম-সাধন মহোধারা শতং নেত্রয়োঃ।
সার্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গমো নিরবধি স্বেদশ্চ বিভ্রাজতে ॥
শ্রীমদ্গৌরহরেঃ প্রগল্ভ মধুরা ভক্তি প্রদাতুর্জনৈঃ।
সেবা শ্রীব্রজযোষিতামনুগতা নিত্যা সদা শিক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

অহো! যাঁহার জিহ্বায় হরিনামসাধন, নয়নে শত জলধারা, সর্ব্বদেহে পুলকরাশির উদ্ভব ও সর্ব্বদা ঘর্ম্ম বিরাজ করিতেছে, সেই প্রৌঢ়া-মধুর ভক্তি-প্রদাতা শ্রীমদ্গৌরহরির সেবা শ্রীব্রজবধূগণের নিত্যানুগামী জন সর্ব্বদা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥৩॥

কলিমল-পতিতানাং শোকমোহাবৃতানাং
নিজজন পতি-সেবা-বিত্তচিন্তাকুলানাম্।
ইতি সমজনি গৌরস্ত্রাণহেতুং বিচিন্ত্য
প্রকট-মধুরদেহো নামদাতা কৃপালুঃ ॥ ৪ ॥

কলিপাপে মগ্ন, শোক-মোহে আচ্ছন্ন এবং নিজ ধন ও জনের চিন্তায় ব্যাকুল ব্যক্তিগণের উদ্ধারহেতু বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দয়ালু, নামদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মধুর শরীর প্রকট করিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥৪॥

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে জগত্ত্রাণৈক কর্ত্তরি।
যো মূঢ়ো ভক্তিহীনঃ স্যাৎ পচ্যতে নরকে ধ্রুবম্ ॥ ৫ ॥

জগতের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যে যে মূর্খ ব্যক্তি ভক্তিহীন, সে নিশ্চয়ই নরক ভোগ করিবে ॥৫॥

যঃ কৃষ্ণো রাধয়া কুঞ্জে বিলাসং কৃতবান্ পুরা।
গদাধরেণ সংযুক্তঃ স গৌরো বসতে ভুবি ॥ ৬ ॥

পুরাকালে (দ্বাপরে) যে কৃষ্ণ কুঞ্জে শ্রীমতী রাধিকাসহ বিলাস করিয়াছিলেন, তিনিই পৃথিবীতে গৌররূপ ধারণপূর্ব্বক শ্রীগদাধরের সহিত বাস করিয়াছিলেন ॥৬॥

সংসার-সর্পদষ্টানাং মূর্চ্ছিতানাং কলৌ যুগে।
ঔষধং ভগবন্নাম শ্রীমদ্বৈষ্ণবসেবনম্ ॥ ৭ ॥

কলিযুগে সংসাররূপ-সর্পদংশনে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র ঔষধ ॥৭॥

বিষয়াবিষ্ট মূর্খানাং চিত্তসংস্কারমৌষধম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্ ॥ ৮ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত গুরুসেবা ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনই বিষয়াসক্ত মূর্খ ব্যক্তিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক একমাত্র ঔষধ ॥৮॥

বন্দে শ্রীকরুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ তব দাস্যং দদস্ব মে ॥ ৯ ॥

আমি করুণাসাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। হে জগন্নাথ? আপনি আমায় কৃপা করুন এবং আপনার সেবা দান করুন ॥৯॥

দাস্যং তে কৃপয়া নাথ দেহি দেহি মহাপ্রভো ।
পতিতানাং প্রেমদাতাস্যতো যাচে পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

হে মহাপ্রভো, হে নাথ! কৃপাপূর্ব্বক আপনার দাসত্ব অর্থাৎ সেবা দান করুন। যেহেতু আপনি পতিতজনের প্রেমদাতা, তাই আপনার শ্রীচরণে বার বার যাচ্ঞা করিতেছি ॥১০॥

সংসার-সাগরে মগ্নং পতিতং ত্রাহি মাং প্রভো ।
দীনোদ্ধারে সমর্থস্ত্বং অতস্তে শরণং গতঃ ॥ ১১ ॥

হে প্রভো! আমি সংসাররূপ সাগরজলে পতিত ও বিশেষরূপে মগ্ন। আপনি এ পতিতকে ত্রাণ করুন। আপনি দীনজনকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম ॥১১॥

জগতাং ত্রাণকর্ত্তাসি ভর্ত্তা দাতাসি সম্পদাম্ ।
ত্রাণং কুরুস্ব ভো নাথ দাস্যংদেহি শচীসুত ॥ ১২ ॥

হে নাথ! আপনি জগতের উদ্ধার-কর্ত্তা, পালক ও সম্পদ্‌দাতা। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। হে শচীসুত গৌরাঙ্গ! আপনার দাস্য আমায় দান করুন ॥১২॥

সর্ব্বেষামবতারাণাং পুরাণৈর্যৎশ্রুতং ফলম্ ।
তস্মান্মে নিষ্কৃতির্নাস্তি হ্যতস্তে শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

পুরাণে বর্ণিত সর্ব্বাবতারের যে-ফল শ্রুত হয়, উহাতে আমার নিষ্কৃতি নাই। অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম ॥১৩॥

বিচিত্র-মধুরাক্ষর-শ্রুতি-মনোজ্ঞ-গীতে মুদা
স্বভক্তগণমণ্ডলী রচিত মধ্যগামী-প্রভুঃ ।

মনোহর-মনোহরো নটতি গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং
জগত্রয়-বিভূষণে পরমধাম—নীলাচলে ॥ ১৪ ॥

নিজ ভক্তগণ কর্ত্তৃক রচিত মণ্ডলে মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিচিত্র মধুর ভাষায় কর্ণরসায়ন গান করিতে করিতে সর্ব্বমনোহরণকারী প্রভু গৌরচন্দ্র স্বয়ং ত্রিজগতের ভূষণস্বরূপ শ্রেষ্ঠধাম নীলাচলে (পুরীতে) নৃত্য করিতেন ॥১৪॥

বিলোক্য পুরুষোত্তমং কনক-গৌর-দেহো হরিঃ
মুদা হৃদয়পঙ্কজে জলদকান্তিমালিঙ্গিতুম্ ।
পপাত ধরণীতলে সকল ভাব-সংমূর্চ্ছিতঃ
কদাচিদপি নেঙ্গতে পরমধারি সংস্পন্দনম্ ॥ ১৫ ॥

সুবর্ণের ন্যায় পীতকান্তিধারী শ্রীমদ্গৌরহরি মেঘশ্যামল পুরুষোত্তমকে দর্শনকরতঃ আনন্দে হৃদয় মধ্যে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে সর্ব্বভাবভরে পৃথিবীতলে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, অধিকন্তু অচেতন ও স্পন্দহীন হইয়া পড়িলেন ॥১৫॥

গৌরস্য নয়নে ধারা সগদ্গদবচো মুখে ।
পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গো ভাবে লুঠতি ভূতলে ॥ ১৬ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চক্ষু হইতে বহু অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। মুখকমল হইতে গদ্গদবাণী নিঃসৃত হয়। তাহার সর্ব্বদেহে আনন্দরাশির উদ্গাম হয় ও তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পৃথিবী উপর লুণ্ঠিত হইতে থাকেন ॥১৬॥

চৈতন্যচরণাম্ভোজে যস্যাস্তি প্রীতিরচ্যুতা ।
বৃন্দাটবীশয়োস্তস্য ভক্তিঃ স্যাচ্ছত-জন্মনি ॥ ১৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলে যাঁহার দৃঢ়া ভক্তি হয়, তাঁহার বৃন্দাবনের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শত জন্মব্যাপিয়া ভক্তি জন্মিয়া থাকে ॥১৭॥

যথা রাধাপদাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ।
তথৈব কৃষ্ণচৈতন্যে বর্দ্ধতে মধুরা রতিঃ ॥ ১৮ ॥

যেরূপ শ্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেমলক্ষণা ভক্তি হয় সেরূপই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মধুরা রতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥১৮॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—সত্যসার (৩)

শুদ্ধ-বৈষ্ণবই 'সত্যসার' সংজ্ঞা-লাভের অধিকারী

সজ্জনের তৃতীয় গুণ, তিনি সত্যসার। সত্যসার বলিতে কায়মনো-বাক্যে যিনি সত্য হইতে বিচ্যুত হন না। সত্য হইতে বিচ্যুত হইলেই মানব অসাধু বা অবৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করেন। সজ্জন বা শুদ্ধবৈষ্ণবই একমাত্র সত্যসার। যিনি অসত্যকে অসার জানেন এবং সত্যকেই নিষ্কপট সাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সত্যসার।

তাৎকালিক সত্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্ত্তনশীল

লৌকিক নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়া যে বস্তুধর্ম্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহাই লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কাম-ক্রোধাদি-সম্পন্ন মানব তাঁহার তাৎকালিক প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া যে সত্যানুভব করেন, তাহা তাঁহার তাৎকালিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু কামক্রোধাদির অপগমে তিনি পূর্ব্বসত্য-প্রতীতির ব্যত্যয় অনুভব করিয়া থাকেন। মানব-সভ্যতার আদিমকালে জ্ঞানের অভাবক্রমে আজকালকার জড়বিজ্ঞান-বিষয়ক উপলব্ধি অনেকস্থলে অভাবময় ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণের, চীনদেশীয় জ্ঞানিগণের, ভারতীয় বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ের জড়বস্তুসমূহে ধারণাগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া গিয়াছেন, তাহার ধারণা অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মানব, যখন মানব-সমাজের পূর্ব্বাধিগত অভিজ্ঞতা লাভ করে না, তখন তাহার সত্যপ্রতীতি নিতান্তই অল্প থাকে। অশিক্ষিত মানবের ধারণা, কামক্রোধহত সত্যপ্রতীতি-রূপ মানব-ধারণা শিক্ষাপ্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। তাৎকালিক সত্য দেশভেদে, কেন্দ্রভেদে ভিন্নরূপে সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব অনেকস্থলে অসত্যকে সত্য ধারণা করায়; আবার তাহাদের অপগমে অসত্য অন্তর্হিত হইলে সত্য আসিয়া অজ্ঞান-তমের নিরাস করে।

নিত্য-সত্যাশ্রয়ী ও তাৎকালিক সত্যানুসন্ধিৎসুর পরস্পর পার্থক্য

নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্যে ভেদ আছে। তাৎকালিক সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া জীব অন্যাভিলাষী হইয়া পড়েন, কখনও বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ফল অনুসন্ধান করিতে গিয়া কর্ম্মনিপুণ পুণ্যবান্ হন, কখনও বা মুমুক্ষু হইবার পিপাসায়, পাপ-পুণ্য ছাড়িয়া অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী হন। ইহাদিগকে অজ্ঞানী, কুকর্ম্মরত ও যথেচ্ছাচারী বলা হয়। ইহাদিগের প্রত্যেকের সত্য-

ধারণা ভ্রমপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও তাৎকালিক হেয়মিশ্র। অপ্রাকৃত হরিজনের ধারণা সেরূপ হেয় নহে। তিনি হরিকেই পরম সত্য জানেন।

ভগবদ্-বৈমুখ্য ও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই জীবের অধোগতি

হরি হইতে বিচ্যুত হইয়া হরিজন যখন হরিবিমুখ অভিমান করেন, তখনই তাঁহার পরম সত্যবস্তু হরির উপলব্ধি হ্রাস হইয়া হইয়া পড়ে। বৈমুখ্য-কুহক তাঁহার অস্মিতা ও বৃত্তিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অসত্য বস্তুতে সত্যের আরোপ করায়। হরিজনই আংশিক জ্ঞানকে সত্য জানিয়া হরিদর্শনে বিমুখ হইয়া পরমাত্মা দেখেন ; তখন তাঁহার সত্য দর্শনে পরমাত্মা প্রকটিত হন। আবার অপ্রাকৃত সবিশেষ দর্শনের চিন্মাত্রাবরণকেও বস্তু বলিয়া প্রতীতি হইলে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হন। আবার তাদৃশ জ্ঞানাভাবে বহির্দর্শনে দেবীধামে সত্য অনুভব করিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে গুণমায়া-নির্ম্মিত দেহকেই আমি বলিয়া বসেন। এই অহঙ্কারটী ক্রমশঃ হরিবিমুখ বাহ্যদর্শনে স্থির৷ হইয়া বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে নশ্বর অনিত্য স্থিরাবুদ্ধি চাঞ্চল্যবশতঃ সঙ্কল্প বিকল্প করিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে আমিত্বের অস্তিত্ব দেখেন। মন দেবীধামের গুণমায়ার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণ করিয়া স্থূলভাবে জড় ভোগের মালিক হয়। এইখানে তাঁহার হরিবৈমুখ্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয় পরম-সত্য বস্তু কৃষ্ণ হইতে বিমুখ হইতে হইতে জীব কোথায় আসিয়া পড়লেন। সকলই তাঁহার সতন্ত্রতার বিক্রম। মধুর লীলাময় শিথিলৈশ্বর্য্য হরি ; সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ হরির পরমসত্য ব্যতীত পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞানে আংশিক কেবল মধুরাভাবরূপ সত্য অনুভূতি ও পরে হরিদেহাবরণ-প্রভামাত্র ঔপনিষদ্ ব্রহ্মে সত্যপ্রভা প্রতীতি হইতে লাগিল। পরম-সত্য এইবার কুহকাবরণে দৃষ্ট হইতে আরম্ভ করায় জীবের অস্মিতা অহঙ্কার-তত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও মনদ্বারা পরম সত্যেতর তাৎকালিক সত্যসমূহে আচ্ছন্ন হইল। তাৎকালিক কুণ্ঠদেশগত সত্যানুভূতি তাহাকে সত্যসার হইতে দিল না।

প্রাকৃত সম্ভোগবাদ-মূলেই সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি

এই দেবীধামে জীব গৌর-ভক্তাভিমানে বলী ইন্দ্রিয়বর্গকে পরমসত্যের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া নশ্বর বস্তুতে তাৎকালিক সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীগৌর-ভগবান্‌ও তখন তাঁহাকে বিমুখ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীগৌর-ভগবানকে বৈমুখ্য-বিকার-বশে কোন জীব, তখন নিজের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। 'বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক' এই পরম সত্য ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকেই শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিয়া বসিলেন। সেই সকল কাল্পনিক গৌরপরায়ণ জীব আপনাদিগকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোঁসাই, অতিবাড়ী, গোপীছাড়ি, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি অভিমান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও তদীয় নিজনজগণকে তাঁহাদেরই মতো জীববিশেষ মনে করলেন। সেজন্যই সত্যের অপলাপ হইবে দেখিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপ্রভু গাহিলেন, "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ, শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।" কি-প্রকারে গৌরভক্তিকে কলঙ্কিত করিয়া "গৌরভক্ত' নামে আউল, বাউলাদির অভিমান শুদ্ধভক্তগণকে বাধা দিতে লাগিল, ঐগুলি জানিবার জন্য সেই সেই দলের গৌরভজা অনেকেরই কৌতূহল দেখা গেল। তবে যাঁহাদের তাদৃশ কৌতুহল, তাহারা "তদ্বিদ্ধিপ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" ভুলিয়া বৈষ্ণব-হিংসায় উদ্যত হইয়া সত্য জানিয়া লইবেন, এরূপ ঘৃণিত সঙ্কল্প করায় অসত্য ও অসারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনই শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের সত্য-সারত্ব

বৈষ্ণব বা গৌরভক্ত সত্যসার, সুতরাং উপরিলিখিত গৌরভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী দলের ভক্তি-বিরোধী চেষ্টাগুলি গৌরভক্তির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এই দুঃসঙ্গবর্জ্জনই তাঁহার সত্যসারত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতগণের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণযুগল" ইহাই গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই শুদ্ধগৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহাই অবিমিশ্র নিত্যশুদ্ধ গৌরভক্তের সত্যসারত্ব। ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া অসত্য অসার কথায় গৌরভজন হয় না। শ্রীগৌর-ভগবান্ মায়া নহেন, মায়াক্রীড়াপুত্তলী নহেন, হরিবিমুখ জীবের কল্পনার পণ্যদ্রব্যও নহেন। তিনিই গান্ধর্ব্বিকাগিরিধর। অন্য বস্তু নিশ্চয় নহেন। কৃষ্ণের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ হইতেই যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি। রাধিকা হইতে যাবতীয় শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কল্পনারাজ্যে বা নিত্যসত্যে সকল অধিষ্ঠানের মূলাশ্রয় শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর। সুতরাং গৌর-পদাশ্রিতের তাঁহারাই একমাত্র আরাধ্য। অন্যথা "যেপ্যন্য" শ্লোকানুসারে সেবা অবৈধ হইবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ *

ভক্তির স্বরূপবিবেক

যুগপদ্রাজতে যস্মিন্ ভেদাভেদ-বিচিত্রতা।
বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পঞ্চতত্ত্বান্বিতং স্বতঃ॥
প্রণম্য গৌরচন্দ্রস্য সেবকান্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্।
'ভক্তিতত্ত্ববিবেকা'খ্যং শাস্ত্রং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥
বিশ্ববৈষ্ণব-দাসস্য ক্ষুদ্রস্যাকিঞ্চনস্য মে।
এতস্মিন্নুদ্যমে হ্যেকং বলং ভাগবতী ক্ষমা॥

হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবমহোদয়গণ! বিশুদ্ধ-হরিভক্তি আস্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি-প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটী ফলাফল হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ-হরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞান থাকিবে না; আমরা অমিশ্র-ভাবে তাহা আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র-মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এতদূর দূষিত করে যে, পবিত্র-হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র-মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে সেরূপ মিশ্রমত হইতে রক্ষা পাইব। **মিশ্রমত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই।** যাঁহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর একটী ভান-মাত্র, কল্পনাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটী চিত্ত-ব্যাধিকে বরণ করিয়াছি, তাঁহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু আমরা সহসা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচি-দ্বারা উচ্চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অথচ শুদ্ধভক্তি বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তি-চ্ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদিগকে অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করত

---

* বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার অন্তরঙ্গ বিভাগে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমাদিগকে মিশ্র-মত হইতে ভূয়োঃ-ভূয়ঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভুরি ভুরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্যলক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি।

উক্ত শ্লোকটীর এক একটী শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে 'উত্তমা ভক্তি' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? 'উত্তমা ভক্তি' এই শব্দের দ্বারা কি আর একটী 'অধমা ভক্তি' আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তি-লতিকা হ'ন, তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যেরূপ নির্ম্মল জলকে বুঝিতে হয়, অর্থাৎ জলে কোন প্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই—এরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে নির্ম্মল, নির্গুণ, অমিশ্র, কেবল ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না; বরং ভক্তির অন্যথা ভাব-বর্জ্জিত হইলে শুদ্ধ স্বভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটী ব্যবহার করিলে যে অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণ দ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তি-রসাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটী ব্যবহার করিয়াছেন? উত্তর, না। যেমত অনেকস্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জল-পানকর্ত্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্ম্মল (Filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাচার্য্য মহাশয় কেবল-ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। 'ছল-ভক্তি,' 'প্রতিবিম্ব-ভক্তি,' ছায়া-ভক্তি,' 'কর্ম্মামিশ্রা-ভক্তি,' 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' প্রভৃতি ভাব সকল যে ভক্তি নয়, তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি ।এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটীর অর্থ-বিচারে 'দুর্গম-সঙ্গমনী'-

টীকাকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। আদৌ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-স্বরূপ কায়-বাঙ্-মানস-চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতি-বিষয়াত্মক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও, ভাবরূপ অনুশীলন —চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। **অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দ্দন করত চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণ রূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কায়-বাঙ্-মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিক হইলেই ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অহরহঃ প্রতিকূল-চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না—অনুকূল-চেষ্টাই ভক্তি।** ভজ্ ধাতু হইতে 'ভক্তি' শব্দ সাধিত হয়। অতএব গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি-সাধনে ভূয়সী॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। **সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ।** জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেব্য ভাবই নিত্য।

মূলে যে 'কৃষ্ণানুশীলন'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'কেবল-ভক্তি' শব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ-ক্রিয়া হয়, অন্যান্য রূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়-বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ভক্তির বিষয়ান্তর নাই। তত্ত্ব--ত্রিবিধ, অর্থাৎ, ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা এই মায়িক জগতের গুণগণকে ব্যতিরেক ভাবে চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে অধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সঞ্জীভূত করত একটী অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি—এরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু-লাভ হয়---ইহার প্রমাণ কি? অধ্যাত্মিক তার্কিকগণ নির্গুণ শ্রুতিগণকে

প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্ মনসো-গোচর, তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এরূপ নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে, কিন্তু, শ্রীকবি-কর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-ধৃত শ্রীমৎ প্রভুপাদ বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাবিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতিবাক্যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভালরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ তত্ত্বের তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোন স্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণাদি নাই, তাঁহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম এই যে, কেবল-জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাতে যে সিদ্ধান্তই করা যাইবে, তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় জড়ীয় সিদ্ধান্ত হইবে, নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত দ্বারা জড়ের একটী বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে। চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে দুর্ল্লভ। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে অধ্যাত্মিক জ্ঞান-বাদীদিগের প্রাপ্য-তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রথমতঃ শ্রোতৄণামেব বিবেকস্তাবানেব যাবতা জগদতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভগবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তি সিদ্ধাঃ ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তু তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী-খণ্ডিনী জ্যোতির্মাত্রত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্য-বিমানাদি-পরস্পর-পৃথগ্-ভূত-রশ্মি-পরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংশ্চর্ম্ম-চক্ষুষ স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহতঃ কৃপা-বিশেষেণ দিব্য-দৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ, ন চ নির্ব্বেশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। ইদমেব স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যনেন শ্রীগতাসূক্তং। স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মনাধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাৎ অধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥"

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, 'অতন্নিরসন'-বৃত্তি-দ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন মায়াতিরিক্ত চিন্ময় বস্তুর দিগ্ দর্শন হয় মাত্র। কিন্তু তদ্গত যে, চিদ্বিশেষ আছে, তাহার দর্শন হয় না। তৎকালে যদি সবিশেষ-তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব গুরু লাভ হয় তবেই **ব্রহ্ম-লয়রূপ-অনর্থ** হইতে রক্ষা হয়।

কেবল যোগমার্গে যাঁহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বে বিরাম লাভ করেন, শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সগুণ বিষ্ণু প্রভৃতি যে-সকল বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, সে সমুদয়ই যোগ-মার্গের অনুসন্ধেয়। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তি নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের অন্যতম যত ধর্ম্ম জগতে আছে সে সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগ-বিশেষ। চরম ফল যে ইঁহারা সকলেই ভাগবতধর্ম্মে বিশ্রাম করিবেন—এরূপ আশা করা যায় না। কেননা যোগ-মার্গের যে-সকল সোপান আছে, তাহাতে অনেক ব্যাঘাত ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনা দ্বারা কেবল অধ্যাত্মিক জ্ঞান-গর্ত্তের মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্য বিগ্রহ দর্শন ও চিত্তত্ত্বের বিশেষ-ধর্ম্মের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে-বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট-মূর্ত্তি অথবা হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী হিরণ্য-গর্ভ-মূর্ত্তি। বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকে পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সম্যক্ সিদ্ধমার্গে নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হটযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত। রাজযোগ বা অধ্যাত্ম-যোগ কতকটা এই মার্গে স্থিত হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞান-মার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না ; এই বিষয়ে 'ভক্তিসন্দর্ভে' কথিত হইয়াছে, "অন্তর্য্যামিত্ব-ময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি।" **অন্তর্য্যামিত্বময় মায়া-শক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তি অংশ-বিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা।**

জগত সৃষ্টি হইলে পর ভগবানের যে-অংশ মায়া-শক্তির অধীশ্বররূপে জগতে প্রবেশ করত এই জগতের নিয়ামকরূপে-অধিষ্ঠিত, তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। এইজন্য পরম নিত্য ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের ন্যূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল-ভক্তিমার্গে যে, তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাঁহার নাম ভগবান্। 'ভক্তি-সন্দর্ভে' ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি।

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট। জগৎ সৃষ্টি হইলে তিনি পরমাত্মারূপ অংশ-বিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাড়ান্তর্য্যামী-স্বরূপে এবং জীবের অন্তর্ভূত হইয়া ক্ষিরোদক-শায়ী ও গর্ভোদক-শায়ীরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবানই মূল তত্ত্ব ও পরিপূর্ণ বস্তু-বিশেষ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন জীব-জ্ঞান-গত বিধির বশীভূত নয়। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীব-শক্তি-নিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্ম ভজন করিয়া চরিতার্থ হয়। **সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নাম ভক্তি।** ভক্তি কেবল স্বীয় চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান ও যোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবত্তত্ত্বে যোজনা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বস্তুহীনপ্রায় বস্তুর অভাব স্বরূপ হইয়া পরিবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপরিসীম পরমতত্ত্ব অতি সত্বর জড়-জগতে লুক্কায়িত পরমাত্মা-স্বরূপে প্রতীয়মান হইবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু। ভক্তি কখনই ভগবানের ভগবত্তার হানি দেখিতে পায় না। যদিও কোন স্থানে দেখে, তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবম্ভুত ত্রিবিধাবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদাবির্ভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী পরব্যোম-নাথ দেবদেব নারায়ণ-স্বরূপে ভাস-মান হন। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণমাধুর্য্য প্রকাশস্থলে ভগবদ্-আবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বলবান হইলেও মাধুর্য্যের প্রভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। জড় জগতে এই কথাটীর তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড় জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ধ্যান করত মাধুর্য্য-তত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রলোক লীন হয়, মাধুর্য্য-স্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না।

এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও রসাধিক্যক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইল। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা

সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পারমার্থিক ইতিহাসে এসম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে-বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বসার-বচনটি উল্লেখ করিয়াছেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

দ্বিজত্বং অর্থে টীকায় লিখিয়াছেন—বিপ্রতা। যেমন রসবিধানে অর্থাৎ রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত পুত্র-শিষ্যাদিকে বৈদিক-দশসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন।

তৎপ্রমাণ—স্বয়ং ব্রহ্মাণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

(ভঃ সংহিতা ২।৩৪)

শ্রীমহাভারতে—এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
(মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মদ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজ হন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণবের দশবিধ সংস্কার বিষয়ক 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে উপনয়ন-সংস্কারেরও পদ্ধতি আছে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূর্ব্ব-লহরী ১।১৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণকুমারাণাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্য-বিশেষময় সাবিত্র্য-জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সবন-যোগ্যত্ব-প্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারা-ভাবাৎ অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণ-কুমারাণাং সবনযোগ্যত্বা-ভাবাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদস্য অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য সাবিত্র্য-জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণকুমারগণের শৌক্র-জন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযজ্ঞে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র-জন্মের অপেক্ষা করে (ব্রাহ্মণপুত্রের উপনয়ন-সংস্কার না হইলে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিকার হয় না), তদ্রূপ চণ্ডাল-কুলোদ্ভুত অদীক্ষিত ব্যক্তির সবনযজ্ঞে যোগ্যতাপ্রাপ্তির প্রতিকূলদুর্জ্জাতিত্বাবস্থা দীক্ষা ব্যতীত নাশ হয় না বলিয়া তাহারও ব্রাহ্মণকুলোদ্ভুত ব্যক্তির ন্যায় সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা আছে অর্থাৎ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণকারীর অর্চ্চন-যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না।

অধিক কথা কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের নিকট সংস্কৃত হইয়া দ্বিজ হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগত্ততঃ॥

পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বেণুনিনাদ-দ্বারা গীতি-গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক-সংসারে বংশ অনুসারে যে অযথা দ্বিজত্ব পরিচয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ কোটিগুণে উৎকৃষ্ট।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ২য় খণ্ড ৪র্থ অঃ ৭ম শ্লোকের "দীক্ষা-লক্ষণধারিণঃ পদের স্বলিখিত টীকায় দীক্ষিত মাত্রেরই যজ্ঞোপবীত ধারণের কর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন—"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদিবিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্র-বিষয়কাশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ **যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি** ধর্ত্তুং শীলমেষাং ইতি তথা তে।"

নির্ব্বোধ লোকেরা বৈষ্ণবদিগকে অচ্যুতগোত্রীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে পারে না, তজ্জন্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাসের বংশে, শ্রীনবনী হোড়ের বংশে সাবিত্র-সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবশিক্ষার্থে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন; আবার ঐকান্তিকের বিচারে বাহ্যে পরমহংস-বেষাশ্রয়-লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর (পরলোকগত) মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়কে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ শৌক্র-ধারাপ্রচলিত সামাজিক দ্বিজগণের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ অপেক্ষা অনেক-গুণে শ্রেষ্ঠ ও শাস্ত্রযুক্তি সম্মত। যাঁহারা উপনয়ন-সংস্কার প্রদানে বা গ্রহণে কুণ্ঠিত, তাঁহারা অবশ্যই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পদাবলেহী অথবা জড়-অভিমান বজায় রাখিতে ব্যস্ত। পারমার্থিক-পন্থায় চলিতে যাঁহারা একমাত্র বদ্ধ পরিকর, তাঁহারা কখনও তাদৃশ সমাজের ভয়ে ভীত নহেন। তাঁহাদের ইহাই মূলমন্ত্র—

ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥

(শ্রীমুকুন্দ মালাস্তোত্রম্)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

ভব-বন্ধন ও ভব-ব্যাধি

শাস্ত্রে কোথায়ও ভব-বন্ধন আবার কোথায়ও বা ভব-ব্যাধি-দুইটি নামের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ দুইটি নামের তাৎপর্য্য অবধারণ করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমে **'ভব-বন্ধন'** শব্দের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাউক। ভবের অর্থাৎ সংসারের বন্ধন অথবা সংসাররূপ বন্ধন-এই দুই প্রকারে সমাসবদ্ধ করা যাইতে পারে।

পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি মহামায়া দুর্গাদেবীর দুর্গে অর্থাৎ কারাগারে, সংসাররূপ মেধিকাষ্ঠে তাঁহার তটস্থাশক্তি হইতে জাত জীবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, — কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥

ইহা কারাগার নয়—শোধনাগার। কৃষ্ণবিস্মৃতির ফলে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার শোধনের নিমিত্ত কারাগার সৃষ্টি করিয়া মায়াদেবীর হস্তে জীবকে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনিও নানাপ্রকারে শোধন করিয়া চলিতেছেন। সেকারণে জীবের কর্ম্মবিপাকে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীপদ্মপুরাণে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা,—জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।

ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।

অর্থাৎ নয় লক্ষবার জলচর, বিশ লক্ষবার স্থাবর, এগার লক্ষবার ক্রিমি-কীট ও দশ লক্ষবার পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া শেষে ত্রিশ লক্ষবার পশু ও চারি লক্ষবার মনুষ্যরূপে জীব জন্ম গ্রহণ করে।

দেহধারণ করিলে তাহার একটি আধারের প্রয়োজন। উহাই তাহার সংসার। ক্রিমি-কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ সংসার প্রাপ্তি হয় ও তাহাতে আবদ্ধ থাকে। এই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় করুণাসাগর কৃষ্ণচন্দ্র গীতার মাধ্যমে আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন ; যথা,(গীতা ১৫।৩-৪)—

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪॥

অর্থাৎ এই নরলোকে সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। ইহার আদি, শেষ ও স্থিতি লক্ষিত হয় না।

ঈশবৈমুখ্যরূপ বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে সাধুসঙ্গ ও কঠোর বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অন্বেষণ করিতে হইবে। যে-পদ প্রাপ্ত হইলে কেহই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যাঁহা হইতে চিরন্তন সংসার-প্রবাহ প্রবাহিতা হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাপন্ন হইতেছি।

মনুষ্যলোকে এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থরূপ সংসার অসঙ্গ বা অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। এই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারিলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদি পুরুষ কৃষ্ণ হইতেই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। যদি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান হৃদয়ে জাগে, তবে সেই আদি পুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

ইহার প্রমাণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা যায়—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রম্যা। যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই সমুদ্র পার হইতে পারেন অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানদ্বারা বা অন্যদেব-প্রপত্তিদ্বারা পার হইতে পারেন না।

শ্রীমহাদেব ঘন্টাকর্ণকে বলিয়াছিলেন,—'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ই সকলের একমাত্র মুক্তিদাতা, ইহাতে কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই।

বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম অর্থাৎ যিনি সাধুবৈষ্ণ, তাঁহার একমাত্র শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।

ভব-ব্যাধি

এ মরজগতে দুই প্রকার পীড়া দেখা যায়, যথা,—আধি অর্থাৎ মনের পীড়া ও ব্যাধি অর্থাৎ দেহের পীড়া। শোক-তাপ, মানসিক অশান্তি প্রভৃতি মনঃপীড়া এবং স্থূলদেহের যান্ত্রিক রোগ, যথা,—নিউমোনিয়া টাইফয়েড্, কলেরা, হৃদয় ও চক্ষু প্রভৃতির পীড়াই দৈহিক ব্যাধি বলিয়া জগতে খ্যাত।

উপরোক্ত দুই প্রকার হইতে বিলক্ষণ আর একটি জগৎ প্রসিদ্ধ আময় আছে—যাহার নাম '**ভব-ব্যাধি**'।

জাগতিক দৈহিক ব্যাধি চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসকের পক্ষে যেমন রোগের লক্ষণানুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ এই ব্যাধিরও লক্ষণ নির্ণয় একান্ত আবশ্যক। ম্যালেরিয়া রোগীতে যেরূপ শীত, কম্পন ও উত্তাপ (Temperature) দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভব-ব্যাধিরও লক্ষণ অবগত হইতে হইবে।

ভব-ব্যাধির লক্ষণ

ত্রিতাপই এই রোগের একমাত্র লক্ষণ। ১। আধিদৈবিক, ২। আধিভৌতিক, ৩। আধ্যাত্মিক। দেবতা হইতে তাপ উৎপন্ন হয়, যথা,—অতিবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বজ্রপাতাদিদ্বারা যে-দুঃখ জন্মে তাহাকে আধি-দৈবিক তাপ বলে। ভূত অর্থাৎ ভূ (পৃথিবী) হইতে জাত, সেই ভূত বা প্রাণী হইতে যে-তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম আধিভৌতিক তাপ, যথা,—দংশ-মশক ও ব্যাঘ্র-সর্পাদিদ্বারা দংশন এবং মনুষ্যকর্ত্তৃক আঘাত, হননাদি। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থাৎ মানসিক দুঃখ, যথা,—শোক-মোহ, গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ইত্যাদি।

বহু ডিগ্রীধারী ডাক্তার বা বৈদ্যকর্ত্তৃক এই চিকিৎসা অসম্ভব। কোন কোন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা কাহারও উপর 'ভর' বা আবিষ্ট হইলে যেমন রোজার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ এই মায়া-পিশাচীগ্রস্ত রোগীর পক্ষে সাধু 'রোজা' অথবা ভব-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সাধুবৈদ্যের একান্ত আবশ্যক।

এখন প্রধান সমস্যা হইতেছে—এই সাধু-বৈদ্যের সন্ধান কোথায় মিলিবে।

মহাজন পদাবলীতে দেখিতে পাই—

'হৃদয় পীড়িত যার,　　কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভবরোগ নাশিতে চতুর।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন মূলতঃ প্রধান বৈদ্য হইলেও সরাসরি তাঁহার দর্শন অসম্ভব। অতএত আশ্রয়-বিগ্রহ ও সাধুবৈদ্য যে-শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আশ্রয় লইতে হইবে।

শাস্ত্রে আছে,—'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।'

অন্যত্র দেখিতে পাই—

'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥'

গুরুকরণ-বিষয়ে শাস্ত্রে সতর্কবাণী উপদেশ করিয়াছেন—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ শ্রেয় অবগত হইবার জন্য সাধু-বৈদ্য বা সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে নিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ, যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু বা সাধু-বৈদ্য।

ভব-ব্যাধির ঔষধ

সংসার-সর্পদষ্টানাং মূর্চ্ছিতানাং কলৌ যুগে।
ঔষধং ভগবন্নাম শ্রীমদ্বৈষ্ণবসেবনম্॥ (শ্রীচৈতন্য-শতকম্)

অর্থাৎ, কলিযুগে সংসাররূপ-সর্পদংশনে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র ঔষধ।

অতএব এই প্রবন্ধের সংক্ষেপতঃ সারমর্ম্ম এই যে, শাস্ত্র-কথিত ভব-বন্ধনই বলুন বা ভব-ব্যাধিই বলুন, উভয়ের কবল হইতে মুক্তির ইচ্ছা থাকিলে মুক্তিদাতা মুকুন্দ কৃষ্ণের কায়মনোবাক্যে শরণ-গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমরা ভব-বন্ধন বা ভব-ব্যাধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলতিলক অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের
৮৫তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

তুমি গুরুদেব, আমি তব শিষ্য,—তুমি প্রভু, আমি দাস ;
তব সাথে মোর সম্বন্ধ নিত্য,—এ' সম্বন্ধের নাহি নাশ ।
পিতা নাহি ত্যজে অন্ধ সন্তানে,
তেমতি তুমিও ত্যজনি এ দীনে,
আজো মোর শিরে, তব কৃপারাশি ঝরে বুঝি বারমাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তুমিই আমার সম্বন্ধতত্ত্ব,—আমি তব পদাশ্রিত,
আজি তব পূত প্রকট-তিথিতে, পূজি তোমায় অবিরত ।
গন্ধ-পুষ্প মাল্য করি' নিবেদন,
প্রেমানন্দভরে গাহি তব গুণ,
লহ প্রভু মোর প্রাণের অঞ্জলি, ব্যাসাসনে বসি' আজ !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

গুর্ব্বাশ্রিদৈবত হ'য়ে যেই জন, তব অনুবর্ত্তন করে,
তোমারি কৃপায় গৌরের বিচার সেই তো বুঝিতে পারে !
শ্রীহরিতোষণ ও শ্রীনামভজনে,
প্রেরণা দিয়াছো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
শক্তি দাও যেন তোমার বাণীতে থাকে দৃঢ় বিশ্বাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তোমার স্বরূপ যে' দেখেছে, তারে কেহ না টলাতে পারে,
তুমি যা'র গুরু, তার কি কখনও ভয় থাকে অন্তরে ?
তোমারি মাধ্যমে শ্রীগৌরসুন্দর,
মোদের করুণা করে নিরন্তর,
তুমি শ্রীগৌরের প্রকাশ-বিগ্রহ, তুমি অভিন্নব্যাস !
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

তব নাম-গুণ-লীলার স্মরণে, জড়-প্রীতির হয় নাশ,
তোমার চরণে দাস অভিমানই ভক্তির অভিলাষ।
দানি' প্রভু মোরে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান,
অনর্থরাশির কর অবসান,
মোর জন্মে জন্মে গুরুরূপে থাকি' পুরাও মনোভিলাষ।
তুমি প্রভু, আমি দাস ॥

এ শুভ বাসরে, তোমার চরণে, করি কোটি প্রণিপাত ;
কৃপা করি' প্রভু, জ্ঞানে-অজ্ঞানে ক্ষমিও মোর অপরাধ।
মানে-অপমানে তোমার করুণা,
দেখি' যেন মনে পাই সান্ত্বনা,
এ সংসার হ'তে তরাইয়া মোরে লহ তব নিজ-পাশ।
তুমি প্রভু, আমি দাস !!

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৩রা গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীগুরু-দাসাভিমানী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,
গ্রাম—বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

শ্রীগীতোপনিষদে আত্মনিবেদন

আর্য্য ঋষিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ-চূড়ামণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কারণ অন্যান্য উপনিষৎ অপেক্ষা শ্রীগীতায় লীলাময়ের লীলাময়ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতার মাহাত্ম্যশ্লোকে ইহা উপনিষদের সার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"সর্ব্বোপনিষদো গাব দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

সমস্ত উপনিষদ্‌গুলি গাভীতুল্য, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের দোহনকারী, অর্জ্জুন বৎস, সুধিগণ ভোক্তা, গীতরূপ অমৃতই দুগ্ধ।

মহাভারতের অন্তর্গত গীতার বক্তা দেবকীনন্দন শ্রীবাসুদেব। কিন্তু উক্ত শ্লোক "দোগ্ধা গোপালনন্দন" ইহাই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা। তিনি

বাসুদেববিগ্রহে শ্রীগীতা কীর্ত্তন করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তিই রসময় স্বরূপ প্রকট করিয়াছে। গোস্বামিপাদগণ বিভিন্নস্থানে মা যশোদার অপর নাম দেবকী, দেবকীপুর যশোদাপুত্রেরই নামান্তর ইহা দেখাইয়াছেন। অতএব শ্রীগীতার বক্তা বাহিরে দেবকীপুত্র বাসুদেব হইলেও অন্তরবক্তা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীগীতার উপক্রম-উপসংহারাদি আলোচনা করিলে বুঝা যায়,—শ্রীকৃষ্ণই পরমদেব, চরম উপাস্য, ভক্তিই তাঁহার উপাসনা, প্রেমভক্তিই সেই উপাসনার চরম কাষ্ঠা।

এখন শ্রীগীতার আত্মনিবেদন কি ধরণের—তাহা পর্য্যায়ভুক্ত, ইহা আলোচিত হইতেছে। বাহ্যতঃ শ্রীগীতার উপদেশ সার্ব্বভৌম। ইহাতে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া শরণাগতি ও আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির যাবতীয় কথা সূত্রাকারে গীত হইয়াছে। শ্রীগীতার আত্মনিবেদন ব্যাপারটীও সার্ব্বভৌমিক। ইহাতে কর্ম্মার্পণকারী হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদনের চরম কাষ্ঠা-প্রাপ্তগণের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতায় কথিত আত্মনিবেদন সাধারণ ও অসাধারণ-ভেদে দ্বিবিধ শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাবং বিনা" এবং অসাধারণ আত্মনিবেদনকে "ভাববৈশিষ্ট্যেন চ" এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। "তদেতদাত্মনিবেদন ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে" (ভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনু)। শ্রীল জীবপাদ 'ভাবং বিনা' আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ; আর ভাববিশিষ্ট আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র" শ্রীরুক্মিণীদেবীর এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। "পূর্ব্বং যথা—"মর্ত্ত্যো যদা' ইত্যাদিং উত্তরং যথৈকাদশ এব (ভাঃ ১১।১১।৩৫)—'দাস্যেনাত্ম-নিবেদনম্' ইতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) 'আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ' ইতি"। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩০৯ অনুচ্ছেদ)।

ভাব অর্থে সম্বন্ধ—রাগানুগ দাস্য-সখ্যাদিময়। দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব—এই চারিটীই 'ভাববৈশিষ্ট্যেন' এই পদে উদ্দিষ্ট। ভগবৎপাদপদ্মে এই চারিটীর যে-কোন একটী ভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে আত্মনিবেদন, তাহাই ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন ; আর এই চারিটীর কোন ভাবেরই উদয়ের পূর্ব্বে ভগবৎপাদপদ্ম যে আত্মসমর্পণ,

তাহাই ভাবহীন আত্মনিবেদন। ভাবহীন আত্মনিবেদন শ্রীবলি-মহারাজের চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে—ইহা শ্রীল জীবপাদ সন্দর্ভে অন্যত্র দেখাইয়াছে। শ্রীবলি-মহারাজের দাস্য—ভাবহীন দাস্য, উহা রাগানুগ-দাস্য নহে। গীতার সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ চরম উপদেশ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥" —ইহা ভাবহীন আত্মনিবেদনেরই দৃষ্টান্ত। শ্রীল জীবগোস্বামী-কর্ত্তৃক ভাব-হীন আত্মনিবেদনের উদাহরণ-স্বরূপ ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১১।২৯।৩৪) "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে" শ্লোকটী ও গীতার চরম উপদেশ-স্বরূপ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী এক তাৎপর্য্যপর। শ্রীমদ্ভাগবতের "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" আর গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্লোকাংশ একার্থবাচক। আবার "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" শ্লোকাংশ "বিচিকীর্ষিতো মে" কথারই ব্যাখ্যাবিশেষ। গীতার এই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকটী সর্ব্বসাধারণের প্রতি স্পষ্ট উপকারী।—ভাবহীন আত্মনিবেদনের কথা।

এখন বিচার্য্য, ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের ইঙ্গিত গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে কি না? কোন বিদগ্ধ প্রেমিক ব্যক্তি যখন সাধরণকে নিজের স্নেহসেবার উপদেশ দেন, তখন তাহা একরূপ ভাষায় বলেন। সাধারণের মধ্যে নিজের প্রিয়তম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিলে সেই সাধারণ কথার মধ্যেও ইঙ্গিতে তিনি প্রিয়তম ব্যক্তিগণের প্রতি নিজের বিশেষ সুখবিধানের কথা গূঢ়ভাবে অথচ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া যান। তাহা সাধারণ ধরিতে না পারিলেও যাঁহারা তাঁহার অসাধারণ প্রিয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ইঙ্গিত বুঝিয়া থাকেন। সেইরূপ বিদগ্ধ-চূড়ামণি "গোপালনন্দন" শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তথা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অসাধারণ সেবাভিলাষি-গণের জন্য অসাধারণ সেবা বা অসাধারণ আত্মনিবেদন অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা ইঙ্গিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, কর্ম্মার্পণকারী, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র, এমন কি জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ ধরিতে না পারিলেও, তাঁহার অত্যন্ত মর্ম্মী রাগানুগ ভাবাভিলাষী ভক্তগণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের শুধু ইঙ্গিত কেন, স্পষ্ট উপদেশও অনুভব করিয়া থাকেন।

দশমস্কন্ধে শ্রীরুক্মিণীদেবী পত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ," অর্থাৎ আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আপনার শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করিতেছি। এখানে কান্তাভাব বা সম্বন্ধ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আত্মনিবেদন হইয়াছে। গীতায় ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত ১০ম অধ্যায় ৯-১০ শ্লোকে এবং ১১শ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। ১০ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্য তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।৯-১০)

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সমর্পিত এবং আমার বিষয়ে মননশীল, কথা কথনশীল, আমাতেই যাহারা তুষ্ট এবং আমাকে চিন্তা করিয়াই যাহাদের চিত্তের আরাম, সেইসকল সততযুক্ত বা সতত সংযোগ আকাঙ্ক্ষী (শ্রীল বিশ্বনাথ ও শ্রীল বিদ্যাভূষণ) ভক্তদিগকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যে, সেই বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাহারা আমায় লাভ করিতে পারেন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ পর্য্যন্ত অন্যান্য সমস্ত টীকাকারগণ এই শ্লোক-দ্বয়ের সর্ব্বসাধারণোপযোগী অর্থই করিয়াছেন। বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ যেখানে-যেখানে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাঁহার সাধারণ উপদেশের মধ্যেও তাঁহার মর্ম্মকথা—বিশ্রম্ভ-সেবার কথা না বলিয়া পারেন নাই। "তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ" এই কথায় "তুষ্যন্তি চ" এইটুকুতেই সাধারণ অর্থের পরি সমাপ্তি হয়, "রমন্তি চ" এর যে ব্যাখ্যা সাধারণ টীকাকারগণ করিয়াছেন, তাহা "তুষ্যন্তি চ" কথাই পাওয়া যায়, 'রমন্তি" কথার কোন বিশেষ অর্থ থাকে না ; বিশেষ অর্থ অনুসন্ধান না করিলে উক্ত শব্দ প্রয়োগেরও সার্থকতা থাকে না। এইজন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "রমন্তি" কথার সাধারণ অর্থবাদ দিয়া প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 'রম্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া রতি প্রভৃতি বুঝায়। 'রম্' ধাতু প্রয়োগদ্বারা কেবল ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন সূচিত হয় নাই, ভাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনও সূচিত হইয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু টীকায়

বলিয়াছেন "রমন্তি চ যুবতিস্মিত-কটাক্ষাদিষু এব যুবানঃ" অর্থাৎ স্মিত কটাক্ষাদি লক্ষণ কান্তাভাবোচিত মধুর প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীভগবানকে বরণপূর্ব্বক আত্মনিবেদনই এখানে উদ্দিষ্ট। শ্রীল জীবপাদ-কর্ত্তৃক ভাব-যুক্ত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্তরূপে প্রদত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিঃ" পত্রাংশ ও গীতার "রমন্তি চ" শ্লোকাংশের ভাবার্থ একতাৎপর্য্যপর। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও "রমন্তি চ" কথায় ঐরূপ অর্থই করিয়াছেন। শ্রীঅর্জ্জুনের ভাষায় "পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ (গীঃ ১১।৪৪)—এই ভাষায় সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি ভাবযুক্ত আত্মনিবেদনের কথা পরস্ফুট হইয়াছে।

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"

এখানে শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু ও চক্রবর্ত্তিপাদ প্রমুখ মহাজনগণ "বুদ্ধিযোগ" শব্দের অর্থ ভাবযুক্ত সাধনের ইঙ্গিতই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভগবান্ কি নাই ?

আমার পাঠদ্দশায় যখন আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম, তখন থেকে এ'পর্য্যন্ত একটা কথা বার বার মনের মাঝে উকি-ঝুকি মারে। কথাটা খুব গুরুতর। মাঝে মাঝে ভগবানের কোনও অস্তিত্ব আছে কিনা, অথবা ধর্ম্মের কোনও অস্তিত্ব বা প্রয়োজন আছে কিনা, ভগবান্‌কে মান্‌লেই বা কি, আর না মান্‌লেই বা কি ?—এই ধরণের নানা প্রশ্ন মনে জাগে, আর মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয়। সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম' ব'লে আমরা যে শব্দ প্রয়োগ করি, অনেকেই তা'র ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ উপলব্ধি কর্‌তে পারেন না। আবার এও ঠিক, সব সময় সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও চলা যায় না। তবে সাধরণতঃ যে শব্দটা আমরা ব্যবহার করি, তা'র একটা অন্তর্নিহিত অর্থবোধ থাকা উচিত। মানুষ যখন তা'র নিজের চাইতে আরও বড় শক্তিশালী কোনও বস্তুতে বিশ্বাস করে, তখন সেই বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে সে যে কাজ করে, তার হয় তা'র কাছে ধর্ম্ম। এ'সম্বন্ধে Dr. Flint ব'লেছেন –"Religion may be defind as man's belief in a being or beings mightier than himself,and inaccessible to his senses, but not different to his sentiments add actions, with the feelings and practices which flow from such belief."

যখনই মানুষ তা'র এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হ'য়ে যথারীতি কাজ আরম্ভ করে, তখনই তা'র মধ্যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ইহ জগতের বাহিরে ভগবান্ ব'লে যে একটী বস্তু আছেন, তা'র প্রতীয়মান হয়।

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে অনেকেই বিশ্বাস করেন না—'ধর্ম্ম' বা 'ভগবান্' ব'লে কোনও কিছু আছে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রেছে, যা'র জন্যে আমরা দিনের পর দিন ধর্ম্মের চিন্তা কাটিয়ে এগিকে চলেছি। অনেকে ধারণা করেন যাঁ'দের কোন কাজ নাই, যাঁ'রা ধন-সম্পত্তিহীন এবং যাঁ'রা বার্দ্ধক্যে পঁহুছেছেন। তাঁরাই কেবল ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করেন। আধুনিক সমাজ আরও মনে করেন, ধর্ম্মটা বিলাস মাত্র। আজ-কালের আমরা সবাই 'বিত্তের' উপাসক। বর্ত্তমান যুগের ভগবান্ যেন 'অর্থের' মধ্যে রূপ নিয়েছেন। অর্থই ধর্ম্ম আর অর্থই ভগবান ! যদি কখনও সারাদেশব্যাপী দারিদ্র্য আসে, তা' হ'লে তা' দূর করবার জন্যে সে-স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপন্ন বেশী করা যে'তে পারে এবং সমান বন্টনের ব্যবস্থা ক'রে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে—তা'র জন্যে ভগবানের আশ্রয় নিতে হয় না। অনেকে বলেন,—মন্দিরই হউক বা গির্জ্জাই হউক বা মস্‌জিদই হউক, এ'গুলো কর্‌বার অর্থ হ'চ্ছে মাঝে মাঝে সবাই মিলিত হ'য়ে *আমাদের স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি দেখে আনন্দ করা।* এ'ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম্ম কিছুই নয়, এটা একটা অন্ধ-বিশ্বাসমাত্র। বেশ কিছুদিন আগে আমরা দে'খেছি—সোভিয়েট্ রাশিয়া তাঁ'দের দেশে বড় বড় সভা ক'রে ভগবান্ বা ধর্ম্ম যে নিছক মিথ্যা এবং তা'র জন্যে যে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই—এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ডারউইন্ থেকে আইন্‌ষ্টাইন্ পর্য্যন্ত সবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই জগৎটা শুধু একটা Evolution মাত্র। এতে 'Superior than any animate objects' এর কোন হাত নেই—ওটা নিছক কল্পনা মাত্র। ভগবান্ আমাদের আলো দিচ্ছেন না,—দিচ্ছে সূর্য্য। পৃথিবীতে আহ্নিক গতির ফলে দিন-রাত্রি হ'চ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোন দেশ যদি বিজ্ঞানে উন্নতি কর্‌তে পারে, আর Socialist-Economy adopt করে, তা'হলে তা'দের আর কোনও অভাব থাক্‌তে পারে না। রাশিয়া, জার্ম্মানী, চীন প্রভৃতি দেশ তা'র উচ্চতম নিদর্শন। উক্ত নাস্তিকা চিন্তার এবং পূর্ব্বে ভারতীয় দার্শনিকদের

মধ্যে চার্ব্বাক্ যা' ব'লেছেন—তা' পাশ্চাত্য-ভাষায় এইরূপ—"The world is made by the automatic combination of the material elements and not by God. It is foolish therefore to perform any religious rite either for enjoying happiness after this life in heaven or for pleasing God."

চার্ব্বাকের মতে ভগবান্ ব'লে কোন বস্তুই নাই। ধর্ম্ম করার কোনও প্রয়োজন নাই। যা'রা করে তা'রা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁ'র মতের মূল-সূত্রই হ'চ্ছে—Eat, drink and be merry."—ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভালভাবে পান করা এবং আনন্দ করাই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। এ'ছাড়া আর কোনও মুখ্য উদ্দেশ্য থাক্তে পারে না। অতএব ভগবান্ এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা—এ'ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এবং এ'জন্য মানুষের পক্ষে কোনও কিছু করণীয় আছে তা' ধারণা করা অন্যায়।

'জৈন'-ধর্ম্মের মতে—ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু নাই, কারণ ভগবান্ প্রত্যক্ষ বস্তু ন'ন। যাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় না, তাঁ'র কোন অস্তিত্ব থাক্তে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রত্যেকটী জিনিষই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব চিরস্থায়ী কোন বস্তু থাক্তে পারে—এ বিশ্বাস তাঁ'দের নাই, "All things are conditional; there is nothing that exists by itself. All things are therefore subject to change; owing to the change of the conditions on which they depend, nothing is permanent. There is, therefore, neithere any Soul nor any God, nor any other permanent substance." কর্ম্মই সমস্ত, মানুষ তা'র নিজ-কর্ম্মফলের জন্য জন্ম লাভ করে। তা'র কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের মাধ্যমিকদের মতে এ'জগৎ সমস্তই অসার। অতএব ভগবান্ ব'লে কোনও বস্তু যদি আছেন—মনে করা যায়, সেটা ভ্রম। সাংখ্য-দর্শনেও দেখি, অনেকে বলেন ভগবান্ আছেন। আবার অনেকে বলেন, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের মত—জৈনদের মত প্রায়।

এই ধরণের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে মানুষকে ভাব্তে হয়—সত্যিকার ধর্ম্ম বা ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে কি মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? যদিও ধর্ম্ম বা ভগবানের দ্বারা বাহ্যিক জগতে কোনও কাজ হয় না, তাই ব'লে এই ভাবনাকে মানুষ মন হ'তে নাস্তিকের ন্যায় তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিতে পারে

না—মানুষ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না এবং এ'জগৎ একটী "Enternal moral order"-এ চ'ল্‌ছে—এ' বিশ্বাস কর্‌তেই হ'বে। পাশ্চাত্য দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌স্ বলেছেন, "Spiritualism means the affirmation of an eternal moral order... .." "The need of an eternal moral order is one of the deepest needs of our breast. And those poets like Dante and Wordsworth who live on the conviction of such an order, owe to that fact the extraordinary tonic and consoling power of their verse." ভারতীয়দের দৈনন্দিন কৃত্যাকর্ম্মসমূহ ধর্ম্মের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র চার্ব্বাক্ ছাড়া আর সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

ন্যায়-দর্শনের মধ্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু উদাহরণ পাই। সবচেয়ে সেরা কথাটা—এ'জগতে যা'কিছু হ'চ্ছে সেগুলি সমস্তই Effect. এই Effect-এর Cause আছেই। মানুষ জগতের "কারণ" হতে পারে না, কেননা, মানুষের জ্ঞান বা শক্তি সীমাবদ্ধ। অতএব পৃথিবী মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান কোনও শক্তিদ্বারা গঠিত। মানুষ যদি নিজের ইচ্ছার দ্বারা সব কিছু কর্‌তে যায়—তা'কে যদি কেউ না সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই ভাল-মন্দ স্থির কর্‌তে না পে'রে নিজের ক্ষতি ক'রে ফেল্‌বে। এইভাবে তা'র মুক্তিও অসম্ভব হ'বে। ভগবান্‌ই সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি মানুষকে এই বিচার-বুদ্ধি দেন। মানুষের শক্তি যখন সীমাবদ্ধ, তখন 'অসীম বস্তু'-শক্তির প্রভাবেই এ'পৃথিবী সৃষ্ট এবং ন্যায়শাস্ত্র সেই অসীম বস্তুকেই ভগবানের রূপ দিয়েছেন।

যোগ-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পাতঞ্জল বলেন,—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। ভগবানই হ'চ্ছেন শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুতে মনকে নিযুক্ত কর্‌লে মানুষ মুক্ত হ'তে পারে। অনেক দার্শনিকই বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোজনে পার্থিব সমস্ত কিছুই উৎপত্তি; কিন্তু যোগদর্শনের মতাবলম্বীরা বলেন—সংযোজনের জন্য সংযোজক দরকার। এই সংযোজকই ভগবান্ ছাড়া কেউ হ'তে পারেন না বেদান্ত এ'সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছুই ব'লেছেন। বেদান্ত-দর্শনের বহু ভাষ্যকারের মধ্যে এস্থলে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজের কথা বল্‌ছি। শঙ্করাচার্য্য 'ভগবান আছেন' মৌখিক স্বীকার কর্‌লেও 'মায়া' কথাটীর উপর জোর দিয়েছেন। ভগবান যাদুকর ছাড়া

অন্য কিছু ন'ন, মায়ার দ্বারা তিনি পৃথিবী পরিচালন করেন। ভগবান্ সগুণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম—তা' আমরা অবিদ্যার জন্য বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু রামানুজ ব'লেছেন—"God is the only reality"—ভগবান্ নিজেই এ'জগৎ সৃষ্টি ক'রেছেন। এই জগৎ তাঁর বাহ্য-শরীর। 'মুক্তি' অর্থে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ। মায়ার বশে মানুষ অন্ধ হয় এবং এই অন্ধ-ভাবের জন্য ও কৃত-কর্ম্মের জন্যই মানুষকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করতে হয়। ভগবানকে ভক্তি দিয়েই পাওয়া যায়। ভক্তিই হ'চ্ছে আসল জিনিষ। এই ভক্তিই একমাত্র ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন।

ভক্ত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভক্ত মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ, ভক্ত নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং ভক্ত বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মিলন করেন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন—ভক্তি বা প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। দার্শনিক জগতে চৈতন্যদেব এক বিরাট্ পরিবর্ত্তন এনে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার দ্বারাই ভক্তি, প্রেম ও ভগবানকে লাভ করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক Kant, Flint, Martinne প্রভৃতিও ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান।

St. Paul ব'লেছেন,—"Through faith we understand that the heaven and the earth were made by God." শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন— God can be known through faith. শাস্ত্রে ও মহাজন-বাক্যেও আমরা জানিতে পারি—"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"।

বিজ্ঞান মানুষেরই সৃষ্টি, কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন হাতই নাই। মানুষ যখন তা'র উন্নতির চরম সীমায়, তখনও দেখা যায়—সে অসুখী। কেন এমন হয়? কেউ উত্তর দিতে পারে না। তাই আমরা দেখি, আমেরিকানরা বেদান্তকে খুব শ্রদ্ধা করে। বেদান্তের আলোচনা ক'রে তা'রা আনন্দ পায়। প্রসিদ্ধ কবি Goeth বলেন,—'The soul of man is like water, from heaven it cometh, to heaven it riseth.' Wordsworth তাঁর 'Immortality ode'এ একথা স্বীকার ক'রেছেন।

মানুষ তাঁর দৈনন্দিন জীবনে খাওয়া-পরার চিন্তা নিয়েই থাক্‌তে পারে না। Struggle for existence is the rule of life—সত্যিই কিন্তু ইহা

মানুষের 'বাহির'কে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু 'বাহির' ছাড়াও মানুষের আর একটী বস্তু আছে, তা' তার 'অন্তর'। ভগবানের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অবশ্যই বর্ত্তমান।

যাঁরা যোগী তাঁ'দের আমরা বেশ প্রশান্ত দেখি। তাঁরা শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। তাঁরা শুধু ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাক্‌লে সুখী হ'তে পারেন না। তাঁরা বিরাট্ অনন্তের সন্ধান লইবার সুযোগ গ্রহণ করেন। অস্থির চিত্তকে শান্তি দিতে হ'লে স্থির বস্তুর প্রার্থনা দরকার। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মানুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ কর্‌তে পারে। আধুনিক সমাজ ভগবান্ বা ধর্ম্মকে বাহ্যিকভাবে এড়াইলেও অন্তর থেকে মুছে ফেল্‌তে পারে না। বাঁচার জন্য যেমন বাহ্যিকভাবে খাওয়া-পরার প্রয়োজন, তেমনই অন্যদিকে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধের দরকার। আধুনিক সমাজ যাই করুন না কেন, ধর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট প্রভাব আছে, তাঁ'কে মৌখিক স্বীকার না কর্‌লেও প্রকারান্তরে স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হ'ন।

অনাদি কাল হ'তে যেমন কেউ ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার কর্‌তে পারেন নাই, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তা' কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না। জাগতিক মনুষ্যসকলের আত্মাসমূহের সঙ্গে পরমাত্মার যে সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে, তা' সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীকৃষ্ণদাস রায়

শ্রীগুরুসেবা

অনাদি কাল হইতে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্বজন্ম বা বর্ত্তমান জন্মের সৌভাগ্যবশতঃ ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইতে ইচ্ছা করেন ; তখন তাঁহার পরিপূর্ণ উন্মুখতা-বিশিষ্ট সাধু-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। কারণ গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই শিক্ষা করা যায় না। অনিত্য সাময়িক প্রাকৃত কার্য্যেও যখন গুরুর প্রয়োজন হয়, তখন অনাদি কাল হইতে যাঁহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হয় নাই এবং নিত্যকাল একমাত্র যাঁহার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক সেই ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও দুর্ল্লভ বস্তুকে লাভ করিতে হইলে তদভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় অবশ্যই প্রয়োজন। জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান নাই। তাই পরম-করুণাময় ভগবান্ নিজ সন্তানগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া সাধু, গুরু, শাস্ত্ররূপে ইহ জগতে প্রকটিত হ'ন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান। (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২-১২৩)

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইল দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে ও শাস্ত্রার্থ-প্রদর্শক গুরু ও অন্তর্য্যামী আত্ম-রূপে জীবকে নিজ-তত্ত্ব অবগত করান। কারণ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র থাকিলেও নিজে নিজে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মত সামর্থ জীবের নাই। তাই ভগবান্ শাস্ত্র-প্রদর্শন গুরুরূপে এবং অন্তর্য্যামীরূপে জগতে প্রকটিত হ'ন।

যাঁহার পরম মঙ্গলদায়ক একমাত্র অকুতভয় পথ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম অবশ্যই আশ্রয় করিবেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" প্রথমেই গুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতেই শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। শরণাগতি-দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইলেও যাঁহারা বৈশিষ্ট্য লাভেচ্ছু, তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা অবশ্যই করিবেন। এসম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামী-প্রভু তাঁহার শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে এইরূপ বলিয়াছেন—

শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধতি—"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগ-বিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্॥" ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্ট্ৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্ট্ৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো স্ব-স্ব নানা-প্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং, ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ, দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥

"যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক 'বৈষ্ণবপদ' লাভ করিয়া থাকেন।" এই গরুড়পুরাণ-

বাক্যানুসারে শরণাগতিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার-দ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপা দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি-বিষয়ে সপ্তম স্কন্ধে শ্রীনারদ-বাক্যও এইরূপ, যথা—"অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থ-বিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়, আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান দ্বারা শোকমোহ, মহাপুরুষ-সেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদি-চেষ্টা-রাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈব-দুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হ'ন।"

এখানে দুইটি বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—একটি 'দুস্ত্যজানর্থহানৌ,' অপরটী 'পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্'। যে-সব অনর্থ নিজের শত শত চেষ্টায়ও দূর করা যায় না, তাহা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনায়াসে এবং নিজের অজ্ঞাতসারে দূর হইয়া যায়। ভগবানের পরম অনুগ্রহের মূল-স্বরূপ হইল 'শ্রীগুরুসেবা'। যাঁহারা শ্রীভগবানের কেবল কৃপা নয় বিশেষ কৃপা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীগুরুসেবাদ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারিবেন ; অন্য উপায়ে নহে। আর শ্রীভগবানের কৃপা সাধু-গুরুর আকারেই এজগতে আসেন। ভগবান্ সাধারণতঃ নিজে কাহাকেও কৃপা করেন না, সাধু-গুরুরূপ পথেই তাঁহার কৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। তাই তাঁহার একটী নাম 'সদনুগ্রহ'। যাঁহারা ভগবান্‌কে অহৈতুকভাবে প্রীতি করিতে ইচ্ছা করেন এবং নিজেও তাঁহার প্রীতি বা স্নেহ কামনা করেন, তাঁহারা অমায়ায় শ্রীগুরুসেবা-দ্বারাই তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভজনে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করিবেন। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ

রাজনীতি ও ধর্মনীতির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঞ্চত্রিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষের মধ্যে ভারত, তথা সমগ্র পৃথিবীর ঘটনাবহুল বহু পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন পরিলক্ষিত হইয়াছে। বিগত বর্ষ "রাজনৈতিক জটিলতাময় দুর্যোগপূর্ণ বৎসর" বলিয়া ভারতের চিন্তাশীল মনীষী ও সুধীসমাজ উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কোনদেশে আংশিকভাবে সফল হইলেও, ভারতের পক্ষে তাহার সফলতা সুদূরপরাহত। আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, একদেশ-দর্শী নীতি, দলীয় সুবিধাবাদ, মতানৈক্য, ক্ষমতাধিকারের প্রতিযোগিতা কখনই সুফল প্রসব করে না। ব্যাপক বিশৃঙ্খলতা ও নৈরাশ্যের মধ্যে দেশের নানা পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, জনবিক্ষোভ জটিলতার সৃষ্টি করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণাত্মক দৃষ্টি দেশে-বিদেশে আশঙ্কা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। স্বার্থপরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, আত্মঘাতী-নীতি, প্রতিহিংসা, বিবেক-বুদ্ধিহীনতা মানুষকে বিভ্রান্ত ও অধোগামী করে। রাজনৈতিক দলাদলি, সহাবস্থাননীতি ও বন্টনবিধির দোষত্রুটী সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীভাব হইতে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক এক অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। জাগতিক সকল প্রচেষ্টাই দোষ-ত্রুটীযুক্ত ও তাহাতে বিবিধ সমস্যার সমাধান ও শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে, ইহা জানাইবার জন্যই পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা জীবকল্যাণের নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা-বিশিষ্টা।

পারমার্থিক শ্রীপত্রিকার নীতি ও আদর্শ

শ্রীপত্রিকা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রবর্ত্তিত ও আশীর্ব্বাদপুষ্ট হইয়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। দেবীধামে মায়াবদ্ধ জীবগণের আকাঙ্ক্ষিত জড় বিষয়কথা-পরিপূর্ণ পত্র-পত্রিকার হস্ত হইতে

পরিত্রাণের জন্যই পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম এই পারমার্থিক পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতনভুক্ ও আচারহীন প্রচারক নহেন ; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় সমর্পিতাত্ম একনিষ্ঠ সেবকগণের দ্বারাই ইহা পরিচালিত। জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সময় বাংলা ভাষায় দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, সাপ্তাহিক-পাক্ষিক "গৌড়ীয়-পত্র", হিন্দী মাসিক "ভাগবত", উৎকল ভাষায় মাসিক "পরমার্থী", অসমীয়া ভাষায় মাসিক "কীর্ত্তন" প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের বাণী বিতরিত হইয়াছে। অচৈতন্য বিশ্বে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত বিতরণের দ্বারা মায়াবাদ-নাস্তিক্যবাদ বিদূরিত করিয়া পরমার্থের সেবানুকূল্যে বিজ্ঞান-শিল্প-কলা-সাহিত্যের সদ্-ব্যবহারের বিষয় জানাইয়াছেন।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণে বিশ্রম্ভসেবা

প্রেমাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাভূমি ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম-নবধা ভক্তির পীঠস্থান। অষ্টদল পদ্মের ন্যায় কর্ণিকার আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পীঠস্থান-স্বরূপ অপর ৮টী দ্বীপ অবস্থিত। তন্মধ্যে পাদসেবনাখ্য অপরাধভঞ্জনের পাট কোলদ্বীপ বা কুলিয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অবস্থিত। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট ছিল—৯টী দ্বীপেই শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র—মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা-পূজা প্রচলিত হউক। তাঁহার অভীষ্ট বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্যই অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাষণ্ড-গজৈকসিংহ আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়-বিরোধী সহজিয়া গৌরনাগরী, স্মার্ত্তকুল-অধ্যুষিত এই নবদ্বীপ-সহরে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করেন। শ্রীধামে অপ্রাকৃত ধামবাসিগণই অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার সেবার অধিকারী, তথায় ধামাপরাধী দুর্জ্জনগণের কোন স্থান নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি উলূকের ন্যায় তাঁহাদের কখনই দর্শনের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥", আবার "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"—আলো-অন্ধকার, সজ্জন দুর্জ্জন চিরদিনই পাশাপাশি অবস্থিত।

প্রেমাবতারীর দেশে ঈর্ষা-মাৎসর্য্য-হিংসা কেন?

প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য-নিপীড়িত জনসমাজকে অখিল লোকশিক্ষারূপে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণোদ্দেশ্যে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুসহ পরমদুর্ম্মতি জগাই-মাধাইকে উদ্ধারপূর্ব্বক তাহাদিগকে 'পতিতপাবন' করিয়াছিলেন।—"**পরম দুর্ম্মতি** ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হইল **পতিতপাবন**।" **এবে অস্ত্র না** ধরিল, প্রাণে কারো না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সবার।" সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরার দেশে আজ মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশে-বিদেশে বহুপ্রকার সমালোচনা হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ প্রচারক্ষেত্রেই অবাক্ হইয়া এসম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন করিয়া বসেন ও ইহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি যে, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি পরস্পর বিরুদ্ধবাদী। সার্থক রাজনীতিদ্বারা সমাজ ও প্রজাবর্গের কল্যাণ সম্ভব। দলীয় বা গোষ্ঠীভুক্ত রাজনীতিদ্বারা কোন বিশেষ দল কথঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারে কিন্তু তাহা কখনই বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর পক্ষে কোন দিনই মঙ্গলদায়ক নহে। স্নেহ-মমতার দ্বারা বনের হিংস্র প্রাণিগণকেও বশীভূত করা যায়, কিন্তু মানুষ কি এমনই পশু বা পশ্বাধম যে, হিংসাশ্রয়ী হইয়া বন্দুকের নলের দ্বারা তাহাকে বশে আনিতে হইবে! কূটনীতি বা রাজনীতিতে শেষ সম্বল বা উপায় হিংস্রভাব, কিন্তু "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবত্তরং ধর্ম্মশাস্ত্রম্"—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইহাই ধর্ম্মনীতির আদর্শ ও লক্ষ্য। তথাপি "নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ" অর্থাৎ ধনগর্ব্বোন্মত্ত দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তি কামনা করে না, লগুড়ের দ্বারা পশুগণকে সংযত করিবার ন্যায় দণ্ডই অসাধুগণের শান্ত ভাব আনয়ন করিয়া থাকে—এইরূপ উক্তি উভয়ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কিনা, তাহাও বিচার্য্য; অবশ্য সাম, দাম, ভেদ, বিগ্রহ—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

জনকল্যাণমূলক সরকারী অনুষ্ঠানে ধার্ম্মিকগণের ভূমিকা

গত ২রা মাঘ ১৩৮৯, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮৩, রবিবার—নবদ্বীপ-সহরের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "গৌরাঙ্গসেতু" উদ্বোধন করেন। ইহার কিছুকাল-পূর্ব্বে "চৈতন্যসেতু"ও চালু হইয়াছে। মাননীয় সরকার বাহাদুর "গৌরাঙ্গ সেতু" জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় ভারতের অন্যান্য

প্রদেশের সহিত কৃষ্ণনগর হইয়া কলিকাতার সোজাসুজি সংযোগ রক্ষিত হইল। সেতু উদ্বোধনের পরই এইদিনে কৃষ্ণনগর হইতে সর্ব্বপ্রথম একখানি 'মোটরকার' শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পৌছিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর দর্শনান্তে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহাশয় বলেন,—'এই সেতুর দুইদিকে শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দপ্রভু অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আদর্শ অনুসরণ করেন, পূর্ব্ব জীবনের উচ্ছৃঙ্খল জগাই-মাধাইএর অনুকরণ করিলে দেশের সকল উন্নয়ন অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অমাদের এতৎপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ও বক্তব্য এই যে, স্থানীয় বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের সুধী-সজ্জনগণকে এব্যাপারে আহ্বান না করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, ব্রহ্মচারি-অবস্থায় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানকালে বহু জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি জেলা বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, স্যানিটারী হেলথ্-বোর্ড প্রভৃতির সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা—'প্রশাসন ও বিচারবিভাগে নিঃস্বার্থ ত্যাগী সাধুগণ থাকিলে দেশের কল্যাণ ইহা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। "Sadhus are the parasites of the Society"—কেন্দ্রীয় সরকারের সাধু-সন্ন্যাসি-নিয়ন্ত্রণ আইনের অবিবেচনা প্রসূত হস্তক্ষেপের কঠোর প্রতিবাদ, সমালোচনাদ্বারা তিনি উহা বন্ধ করেন। আত্মবলে বলীয়ান্ সাধু-সন্ন্যাসিগণই বাস্তবসত্য প্রচার ও নীতি আদর্শ সংরক্ষণে সমর্থবান্; তাঁহাদিগকে বাদ দিলে নিরীশ্বর নির্নৈতিক সমাজের অস্তিত্ব ও মঙ্গল কোথায়?

বল্লাল-ডিপি-খননে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের প্রাচীন ঐতিহাসিক আবিষ্কার

মাননীয় সরকার বাহাদুরের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ (Archaeological Department) পুনরায় বল্লাল ঢিপি খনন-কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেছি। ইহাদ্বারা প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পকলা-সাহিত্য-সভ্যতা সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত বিষয় আবিষ্কৃত হইবে।

নবদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এস্থানে বল্লালসেনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'বল্লালদীঘি' ও ইহার উত্তরে 'বল্লাল টিপি' নামে বল্লালসেন রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। মালদহের প্রাচীন 'গৌড়' হইতে উক্ত রাজগণ নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করায় এস্থানও 'গৌড়ভূমি' নামে পরিচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য ইহতে কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ভগ্নসিন্দুক, জীর্ণশাল পশমী-পোষাকের ছিন্নাংশ ও কিছু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। এইস্থান বর্ত্তমানে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। 'আইন-ই-আকবরী'তে লিখিত আছে— প্রাচীননগর নবদ্বীপ ১০৬, খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় নৃপতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ও লক্ষ্মণ সেনের সময়নবদ্বীপ-নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সেন-বংশীয় প্রথম রাজা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড়াধিপতি হন। বিজয়ের পুত্র বল্লাল সেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন।

সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লালসেনই প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, বল্লাল সেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামক দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইঁহারই রচনা। লক্ষ্মণ সেনও সুধী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহারই সভাকবি থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীজয়দেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক সুললিত গীতিকাব্য "শ্রীগীতগোবিন্দম্" রচনা করেন। মহাভাববশ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ-রামানন্দাদি-সঙ্গে এই শ্রীগীতগোবিন্দাদি প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আস্বাদন করিতেন,—"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায় শুনে—পরম আনন্দ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাক্‌শতবার্ষিকী সম্মেলনের বাস্তব সফলতা লাভের উপায়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাক্‌শতবার্ষিকী সম্মেলনের উদ্যোগ বহুস্থানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনেকে ইহা অপরের দেখাদেখি অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ ইহাকে ব্যষ্টি-সমষ্টিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার হাতিয়াররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অখিল লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু ও

তৎসঙ্গী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সত্যই কাহার কত শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, বর্ত্তমান অনুষ্ঠানে তাহার বাস্তব পরীক্ষা সমুপস্থিত। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, গান্ধী-জয়ন্তী, নেতাজী সুভাষ-জয়ন্তী (?) লইয়া আজ কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণ খুব মাতামাতি করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যেও উহার আনুকরণিক ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হয়। আজকাল ইহা একটা ষ্টাইল বা ফ্যাশানে দাঁড়াইয়াছে। "সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥ আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥" "এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥" প্রভৃতি পয়ারের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তপর মর্ম্মানুবাদ কি আমাদের আলোচ্য-বিষয় নহে? সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী—"আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতি-গোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী" প্রভৃতিকে আনুকরণিক দুঃসঙ্গ জানিয়া পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। "গোরার আমি, গোরার আমি—মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥" —শ্রীল জগদানন্দ প্রভুর "প্রেমবিবর্ত্তে"র এই বচনানুসারে সাধন-ভজন ক্ষেত্রে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বাস্তবকল্যাণ ও লোকশিক্ষণমূলক সদাচার পালন ও অপ্রাকৃত শিক্ষাসমূহ বাস্তব জীবনে রূপায়িত করাই সকল সভা-সমিতি-সম্মেলনের মূল লক্ষ্য। তবেই শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সকল উদ্যোগ সফলতা লাভ করেও আমরা তাঁহাদের অকুণ্ঠ স্নেহাশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হইতে পারি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাশীস্ প্রার্থনা

বর্ত্তমান ৩৫শ বর্ষের শ্রীপত্রিকা তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক-ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রীশ্রীগুরুবর্গের লেখনী-নিঃসৃত দার্শনিক প্রবন্ধাবলী শ্রীপত্রিকার গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব-স্মৃতি, সাধন-ভজন, আত্মনিবেদন, জড়বাদ-নিরাসপর, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবামূলক প্রবন্ধাদি-দ্বারা শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃত কলেবর পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। পরিশেষে আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month ie. once in month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math. Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia). W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridaudi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari,

Dated—29.11.82 *Signature of Publisher.*

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৫শ বর্ষ | ১৭ বিষ্ণু, কারণোদশায়ী, ৪৯৭ গৌরাব্দ
৩০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৪।৪।১৯৮৩ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

কনক-মুকুর-কান্তিং চারু-বক্ত্রারবিন্দং
মধুর-মধুর-হাস্যং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠম্।
সুবলিত-ললিতাঙ্গং কম্বুকণ্ঠং নটেন্দ্রং
ত্রিভুবন-কমনীয়ং গৌরচন্দ্রং প্রপদ্যে ॥১৯॥

যাঁহার স্বর্ণ দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি, মধুর হাস্যযুক্ত মনোহর মুখ-পদ্ম, পক্কবিম্বফলসদৃশ নিম্নোষ্ঠ, কোমলাঙ্গ ও শঙ্খতুল্য কণ্ঠ, সেই ত্রিভুবন-সুন্দর নটরাজ গৌরচন্দ্রের শরণাগত হইতেছি ॥১৯॥

সুদীর্ঘ-সুমনোহরং মধুর-কান্তি-চন্দ্রাননং
প্রফুল্লকমলেক্ষণং দশনপঙ্‌ক্তি-মুক্তাফলম্
সপুষ্প-নবমঞ্জরী শ্রবণযুগ্ম-সদ্ভূষণং
প্রদীপ্ত মণি-কঙ্কণং কষিত হেম গৌরং ভজে ॥২০॥

যাঁহার সুদীর্ঘ দেহ, সুমনোহর মধুর কান্তি, চন্দ্রবদন, প্রফুল্ল কমলের ন্যায় দৃষ্টি, মুক্তাফল তুল্য দন্তরাজি ও সপুষ্প নবমঞ্জরীসদৃশ কর্ণযুগল, সেই মণিকঙ্কণোদ্ভাসিত, সদলঙ্কারযুক্ত, কষিত স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট গৌরকে আমি ভজন করি ॥২০॥

অখিল-ভুবনবন্ধো প্রেমসিন্ধো জনেঽস্মিন্
সকল-কপটপূর্ণে জ্ঞানহীনে প্রপন্নে।
তব চরণসরোজে দেহি দাস্যং প্রভো ত্বং
পতিত-তরণ-নাম প্রাদুরাসীদ্ যতস্তে ॥২১॥

হে অখিল ভুবনের বন্ধো, হে প্রেমের সাগর, হে প্রভো! এই কপটতাপূর্ণ জ্ঞানহীন শরণাগত জনে তোমার পাদপদ্মের দাস্য প্রদান কর; যেহেতু তোমার পতিত-তারণ নাম জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥২১॥

ঊর্দ্ধকৃত্য ভুজদ্বয়ং করুণয়া সর্ব্বান্ জনানাদিশেৎ
রে রে ভাগবতা হরিং বদ বদ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স্বয়ম্।
প্রেম্না নৃত্যতি হুঙ্কৃতিং বিকুরুতে হা হা রবৈর্ব্যাকুলো
ভূমৌ লুণ্ঠতি মূর্চ্ছতি স্বহৃদয়ে হস্তৌ বিনিক্ষিপ্যতি ॥২২॥

শ্রীগৌরচন্দ্র করুণাবশতঃ ঊর্দ্ধে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক, আদেশ করিতেছেন,—হে ভাগবতগণ! 'হরি বল', 'হরি বল'।" তিনি প্রেমেভরে নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা হা-হা-রবে ব্যাকুলভাবে হুঙ্কার করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, আবার কখনও নিজ বক্ষে করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন ॥২২॥

হরেকৃষ্ণ-রামনাম-গান-দানকারিণীং
শোক-মোহ-লোভ তাপ-সর্ব্ববিঘ্ননাশিনীম্।
পাদপদ্ম-লুব্ধ-ভক্তবৃন্দ-ভক্তিদায়িনীং
গৌরমূর্ত্তিমাশু নৌমি নাম-সূত্রধারিণীম্ ॥২৩॥

হরেকৃষ্ণ ও রামনাম গান ও দানকারিণী, শোক-মোহ-লোভ-তাপ ও সর্ব্ববাধাবিনাশিনী, পাদপদ্মমধুলোভী ভক্তবৃন্দে ভক্তিদায়িনী ও নাম-সূত্রধারিণী শ্রীগৌরমূর্ত্তির আমি স্তুতি করিতেছি।২৩॥

মালতী-মল্লিকা-দামবদ্ধ কুঞ্চিত-কুন্তলম্।
ভালোদ্ধতিলকং গণ্ডরত্ন-কুণ্ডল-মণ্ডিতম্ ॥২৪॥
শ্রীখণ্ডাগুরুলিপ্তাঙ্গং কনকাঙ্গদ-ভূষিতম্।
ক্বণন্মঞ্জীর-চরণম্ গৌরচন্দ্রমহং ভজে ॥২৫॥

মালতী-মল্লিকা-মাল্যবদ্ধ কুঞ্চিত কেশদামযুক্ত, ললাটে তিলকান্বিত, গণ্ডস্থল রত্ন-কুণ্ডলে বিভূষিত, অগুরুচন্দনে লিপ্তাঙ্গ, স্বর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত ও নূপুররঞ্জিতচরণ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি ॥২৪-২৫॥

মধুরং মধুরং কনকাভতনুমরুণাম্বর সৎপরিধেয়মহো।
জগদেকশুভং সকলৈক পরং করুণাপ্রবণং ভজত পরমম্ ॥২৬॥

মধুর-মধুর স্বর্ণসদৃশ দেহ, পবিত্র অরুণবসনধারী, অহো! জগতের একমাত্র মঙ্গল বিধায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীগৌরচন্দ্রকে ভজন কর ॥২৬॥

কৃষ্ণরূপং পরিত্যজ্য কলৌ গৌরো বভূব সঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুম্ ॥২৭॥

যিনি কলিযুগে কৃষ্ণরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরমানন্দ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥২৭॥

পীতাংশুকং পরিত্যজ্য শোণাম্বরধরোঽপি যঃ।
তং গৌরং করুণাসিন্ধুমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥২৮॥

যিনি পীতবস্ত্র ত্যাগ করতঃ গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন, জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ সেই করুণাসাগর গৌরকে আমি আশ্রয় করি ॥২৮॥

অবতীর্ণঃ পুনঃ কৃষ্ণো গৌরচন্দ্রঃ সনাতনঃ।
মগ্ন-স্ত্রিভাগ-পাপেঽস্মিন্ তেষাং ত্রাণস্য হেতবে ॥২৯॥

যাহারা ত্রিভাগ-পাপে মগ্ন তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই পুনরায় সনাতন গৌরচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥২৯॥

অবতীর্ণে কলৌ গৌরে চাণ্ডালাদ্যাঃ কুজাতয়ঃ।
যাবন্তঃ পাপিনশ্চাপি প্রায়শো বৈষ্ণবা অমী ॥৩০॥

কলিযুগে শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হওয়ায় চণ্ডালাদি কুজাতিসমূহ ও পাপিষ্ঠগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণবে পরিণত হইল ॥৩০॥

পতিতং দুর্গতং দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবা লোকপাবনাঃ।
করৌ ধৃত্বা হরের্নাম যাচন্তি কৃপয়া কলৌ ॥৩১॥

কলিযুগে কৃপাপূর্ব্বক লোক-পাবন বৈষ্ণবগণ পতিত ও দুর্গত জনকে দেখিয়া তাঁহাদের হস্ত ধারণ করতঃ হরিনাম যাচ্ঞা অর্থাৎ ভিক্ষা করিতেছেন ॥৩১॥

সংকীর্ত্তনারম্ভকৃতেঽপি গৌরে ধাবন্তি জীবাঃ শ্রবণে গুণানি।
অশুদ্ধচিত্তাঃ কিমু শুদ্ধচিত্তাঃ শ্রুত্বা প্রমত্তাঃ খলু তে ননর্ত্তুঃ ॥৩২॥

শ্রীগৌরহরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে হরিনামের গুণ শ্রবণ করিয়া অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিগণ প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, পরন্তু শুদ্ধচিত্ত জনগণের কথা আর কি বলিব, তাঁহারা ত প্রেমে আত্মহারা হইলেন ॥৩২॥

কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কলৌ জাতে শচীসুতে।
স্ত্রী-বাল-জড়-মূর্খাদ্যাঃ সর্ব্বে নামপরায়ণাঃ ॥৩৩॥

কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কলিকালে শচীনন্দনের আবির্ভাবের পর স্ত্রী-বালক-জড়-মূর্খাদি সকলেই নামপরায়ণ হইল ॥৩৩॥

চণ্ডাল-যবনা-মূর্খাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্।
হরের্নাম্নাং গুণানাঞ্চ গৌরে জাতে কলৌযুগে ॥৩৪॥

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইলে চণ্ডাল-যবন-মূর্খসকল শ্রীহরির নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥৩৪॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরেশ্চরিত্রং ততোঽধিকং তৎপ্রিয়সেবকানাম্।
সংকীর্ত্তনামোদ-জনানুরাগ-প্রেমপ্রদানং বিতনোতি লোকে ॥৩৫

কি অদ্ভুত গৌরহরির চরিত্র! তাঁহার প্রিয় সেবকগণের চরিত্র ততোঽধিক অদ্ভুত; কারণ তাঁহারা জগতে সংকীর্ত্তনের আমোদ, লোকের প্রতি অনুরাগ ও প্রেমদান বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

(ক্রমশঃ)

সজ্জন—সম (৪)

সমতা কাহাকে বলে? শক্তি পরিণত নশ্বর বস্তুগুলি বিষম

দুইটি বস্তু এক প্রকারের হইলে তাহাদিগকে সম বলা হয়। দুইটি বস্তুর পার্থক্য থাকিলে তাহাদিগকে সম বলিবার পরিবর্তে বিষম বলা হয়। কৃষ্ণেতর জড়ীয় প্রতীতিতে সংজ্ঞার ভেদ হইলে, স্বরূপে ভেদ হইলে, গুণের ভেদ হইলে এবং ক্রিয়ার ভেদ হইলে বস্তুগুলিকে সম বলা হয় না। সেজন্য জড় জগতে পরিদৃশ্যমান বস্তু বা জ্ঞানাধিকৃত বিষয়-সকল বিষম বা উচ্চাবচ গুণবিশিষ্ট। বিষম-বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বরূপে বস্তুর একত্ব-নিবন্ধন সজ্জন পাণ্ডিতগণ বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জড়ীয় বিষম বস্তুগুলিকেও সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তিজাত সমবস্তু জানেন। আবার বহিরঙ্গা শক্তিজাত প্রতীতি না থাকিলে, স্বরূপ-শক্তির সহ অভিন্ন প্রতীতি হইলে, তাদৃশ বিচিত্রতাকে অপ্রাকৃত সাম্য বা অন্বয় জ্ঞান করেন। তজ্জন্য অভেদবাদিগণ জড়ীয় ভেদের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বিচিত্রতা শক্তি লোপ করাইয়া বস্তুর অদ্বয়তার ভূরি গুণানুবাদ করেন। সজ্জনগণ অভেদবাদী না হইলেও বস্তুর একত্ব-বিনাশী বিরোধী-বাদকে কোনদিনই আবাহন করেন-না। সজ্জনগণ শক্তি-পরিণাম ধারণাই বিশ্বাস করেন। সুতরাং শক্তি-পরিণত নশ্বর বস্তুগুলি গুণদ্বারা পরিচিত ও ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা পরস্পর বিষম বা বিভিন্ন।

বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী; কারণ তাঁহাদের বস্তুর স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ নাই

প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বস্তুসমূহে-ভেদে-প্রতীতি প্রবল হইলেও সজ্জনগণ বিকারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের বস্তু-স্বরূপগত সাম্যে বিরোধ করেন না। বিচিত্রতা বা বিলাস জড়ের একমাত্র সম্পত্তি, ঐ প্রকার বিচিত্রতা বা বিলাস জড়াতীত নিত্য অপ্রাকৃত রাজ্যে থাকিতে পারে না, এরূপ মায়াবাদ কল্পনারূপ পক্ষপাত-দোষে সজ্জন কখনই কলুষিত হন না। যেকালে, নিত্য-জগতে নিত্য শক্তি-বৈচিত্র্য নিশ্চয় আছে বলিয়া অপ্রাকৃত মহাজনগণ বলেন, তৎকালে সজ্জন বা সাধু তাঁহার সহিত বৈষম্য বা ভেদ স্থাপন করেন না। অপ্রাকৃত মহাজনের সহিত সজ্জনের সমতা আছে, সুতরাং বৈষ্ণবই একমাত্র সমদর্শী।

বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ-বিশিষ্ট হইয়াও শক্তি ও শক্তিমান্ এক বা সম

বিষমদর্শী মায়াবাদী বলেন, শক্তি-পরিণত জগৎ মিথ্যা। শক্তি-পরিণাম বা মায়া শব্দে ভেদ নাই। ভগবানের স্বরূপ-শক্তি ও ভগবান্, পরস্পরের পরিচয়গত ভেদ মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানে পরিচয়গত পার্থক্য থাকিলেই বস্তুর দ্বৈতভাব উৎপন্ন করে; তখন সমদর্শনভাব ধ্বংস হয়। সজ্জনগণ বলেন,—শক্তি শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও বিষয় ও আশ্রয়গত সত্তাভেদ বিশিষ্ট হইয়াও এক বা সম। শক্তিমান্ একবস্তু, তাঁহার নিত্য শক্তিসমূহে সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত শক্তিভেদ আছে। বস্তু অভিন্ন হইলেও তিনি শক্তিমান, নিঃশক্তিক নহেন, তিনি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয়।

প্রাকৃত আসক্তিশূন্য সজ্জনের হরিসম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে জগতের সকলকেই ভগবৎসেবায় নিয়োগ

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জাত বস্তুগুলি, তাঁহার তটস্থ বহির্জগতে স্থিত জীব-শক্তির বিচারে ভিন্ন প্রতীত হইলেও সেবোন্মুখ শুদ্ধ জীবের নিকট হরিসেবার সহায়; সুতরাং সজ্জনগণ তাহাকেও বিষম জ্ঞান করেন না। সেবোন্মুখ শুদ্ধজীব নিন্দা ও প্রতিষ্ঠায় সম, প্রসন্নাত্মা হইয়া অভাবজন্য শোকাভিভূত হন না। আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন। সেবোন্মুখ সজ্জনগণ পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা ও নিন্দাবাদ করেন না। সজ্জন শীত, উষ্ণের তীব্রতা সহ্য করিয়া সমদর্শী। সজ্জনগণ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও অবর চণ্ডালে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট, পরম-পবিত্র ধেনুতে ও অস্পৃশ্য সারমেয়ে সমদর্শী; ক্ষুদ্রকায় সারমেয় সহ বৃহৎকায় কুঞ্জরে সমদর্শন তাঁহার ধর্ম্ম। শক্তির তারতম্যবশতঃ বস্তুস্বরূপে বৈষম্য দর্শনের আবশ্যকতা থাকে না। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, কুক্কুর, গাভীতে, গাভী হস্তীতে মায়িক ভেদ থাকিলেও সকলকেই স্বরূপতঃ হরিদাস জানেন। প্রাকৃত আসক্তি সাধুর উপর কার্য্য করে না। তিনি অনাসক্তভাবে হরিসম্বন্ধী বস্তুজ্ঞানে ঐ সকল দ্রব্যে বৈষম্য আরোপ করেন না। সকলই তাঁহার কৃষ্ণ-সেবনের সহায় জানেন।

কৃষ্ণোন্মুখ জীবে দয়া ও হরি-বিরোধি-জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগই সমদর্শন

মায়াদাস্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিস্মৃত হইয়া যে কালে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি হরিতে প্রেম, হরিদাসে বন্ধুতা, কৃষ্ণোন্মুখে দয়া, এবং হরি-বিরোধী

জনের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়াই সমদর্শী হন। এই মধ্যমাধিকারে তিনি কপটতা করিয়া তাঁহার সমদর্শন দেখাইতে গিয়া যদি বালিশে দয়ার পরিবর্তে সমবুদ্ধি করেন, তাহা হইলে সাধুর সমদর্শন বিচারে কলঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়; যদি কৃষ্ণদ্বেষিজনে ভক্তজন সহ সমজ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাহার বিমুখতা বৃদ্ধি হয়।

হরি-সেবানুকূল বস্তুকে বিষয়জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া ফল্গুবৈরাগী মুমুক্ষুর বিষম দর্শন

হরিসম্বন্ধী বস্তুগুলিকে যদি প্রপঞ্চজাত মনে করিয়া বৈষম্য আশ্রয়ে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাদৃশ মুমুক্ষা তাঁহার সমতাকে বিনাশ করিবে। সমতা-বিচারে অধিকার অতিক্রম করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না, পরন্তু ফল্গু-বৈরাগ্যরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহার সমতার হানি করে।

সমদর্শী সাধু ব্রহ্ম-রুদ্রাদি আধিকারিক দেবগণসহ বিষ্ণুর সাম্যস্থাপন করিয়া নামাপরাধ-সঞ্চয় করেন না

সমতা-বিচারে অসাধুগণ যেরূপ ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সহ বিষ্ণুর তুল্য কল্পনা করেন, সমদর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই অনুমোদন করেন না। প্রাকৃত জগতের অনিত্য কালোৎপন্ন উচ্চাবচ অবস্থাসমূহ কখনই নিত্যের সহ সম নহে, পরন্তু কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাময় সাধু, জড়ীয় বস্তুর প্রাকৃত সাম্য ছাড়িয়া তাহাতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং সমগ্র বস্তুকে নিজভোগ্য জানিবার প্রতিপক্ষে কৃষ্ণ-সেবোপকরণ অপ্রাকৃত বলিয়া জানেন।

বিজিত-ষড়্‌গুণ বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহারে রিপুগত বৈষম্য নাই

কাম-ক্রোধাদি জড় জগতের নিত্য সহচরগণ বস্তুতে বৈষম্য বিচার করিতে গিয়া তাহাদের স্বরূপ দর্শন না করিয়া নানাপ্রকার অনর্থ সৃষ্টি করেন, কিন্তু পারমার্থিক সজ্জন কামকে কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধকে ভক্ত-দ্বেষিজনে, লোভকে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায়, মত্ততাকে হরিগুণ-গানে, মূঢ়তাকে ইষ্টলাভেতর প্রভৃতি চেষ্টায় নিয়োগ করেন। বিষমদর্শী হরি-বিমুখ এই সকল বৈষ্ণব-সমদর্শিতার বিরোধী মনে করিয়া নিজেরাই সর্ব্বনাশ করেন। সজ্জনের রিপুজন্য বৈষম্য নাই, তিনি নিরন্তর সমতাযুক্ত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক — প্রথম প্রবন্ধ (২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃষ্ঠার পর)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃততা—এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে"—এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণু-ভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তি-দ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে অংশ তাহারই নাম অভিলাষিতা অন্যাভিলাষিতা শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির স্বীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অভিলাষ, তাহা পরিত্যাজ্য। সাধন ভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অভিলাষ করে তাহা উত্তম, কিন্তু তদিতর সমস্ত অভিলাষই পরিত্যাজ্য। অন্য অভিলাষ দুই প্রকার অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি-প্রাপ্তির অভিলাষ। এই স্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

যে-পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছারূপ দুইটি পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সে-পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগ-মাত্রই ভুক্তিশব্দান্তর্গত। ইহজন্মে আরোগ্য, সুখাদ্য-প্রাপ্তি, বলবীর্য্যাদি-লাভ ধনলাভ, গৃহলাভ, স্ত্রীলাভ, জয়লাভ, সন্তান-প্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যত প্রকার সুখ-ভোগ আছে, সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রাহ্মণ-জন্ম, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ ব্রহ্ম-লোকাদি-লাভ প্রভৃতি যত প্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমুদয়ও ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায়, সে-সমুদয়ও ভুক্তি। ভুক্তি পিপাসাতে মনুষ্য চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বশীভূত। মাৎসর্য্য সহজেই হৃদয়কে অধিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একবারেই দূর করা উচিত। ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করিতে হইলেই যে বদ্ধজীবের বিষয় ছাড়িয়া বনে যাইতে হয়, এরূপ নয়। বনে গেলে বা সন্ন্যাসী হইলেই বা ভুক্তিবাঞ্ছা কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অবস্থিত হইয়া বিষয়াগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসম্বন্ধে আগ্রহ করিলেই ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়।

অতএব শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

যে-সময়ে কৃষ্ণ-ভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠ-রূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়সকল আবশ্যক-মতে স্বীকার করতঃ ঐ সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। ঐ অবস্থায় হরিসম্বন্ধী বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া জড়-মুক্তিবাঞ্ছা-ক্রমে যাঁহারা ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে জীবের ত্যাগ সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়ের যে বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি তাহা দূর করত সমস্ত বিষয়ই ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া বিষয় স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টী বিষয়। সংসারকে এরূপ ব্যবস্থাপিত করা উচিত যে, সমস্ত রূপেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ হয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ কৃষ্ণের উদ্যান-বাটীকা, নদী, পথ প্রভৃতি দেখা যায়। সমস্ত রসে কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া যায়; সমস্ত গন্ধে প্রসাদী গন্ধ উপলব্ধ হয়; সমস্ত স্পৃষ্টে দ্রব্যই যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে; এবং হরি-কথা (শব্দ) বা কৃষ্ণদাসদিগের কথা শ্রবণ করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বিষয়ে আর ভগবদ্বহির্ম্মুখতা থাকে না। ভোগের যে সুখ, তাহা আত্মসাৎ করিলেই ভুক্তি সঙ্কেই হৃদয়কে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণার্থ সমস্ত বিষয় গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়।

যেমত ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মুক্তি সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

কপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! যাঁহারা আমার নিজজন অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধ-মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন। **সালোক্য**-মুক্তিতে ভগবল্লোক-প্রাপ্তি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম **সার্ষ্টি**। ভগবৎ-সমীপতা লাভের নাম **সামীপ্য**। চতুর্ভুজ আকার প্রাপ্তির নাম **সারূপ্য**। সাযুজ্য-লাভের নাম **একত্ব**। **সাযুজ্য** দুই প্রকার, **ব্রহ্ম সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য**। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য হয়। পাতঞ্জলীয় যোগানুষ্ঠানটী সুন্দররূপে করিতে পারিলে কৈবল্য-রূপে **ঈশ্বর-সাযুজ্য** লাভ হয়। ভক্তের পক্ষেই উভয় সাযুজ্যই অত্যন্ত গর্হিত। যাহাদের চরমে সাযুজ্য লাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির আচরণ করে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ত্ততা-পরিপূর্ণ। তাহারা ভক্তিকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের নিকট কেবল ব্রহ্ম-লয়ের উপায় স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হন। অতএব আধ্যাত্মিক চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দ্দশা। সাযুজ্য মুক্তিকে যাঁহারা শেষ ফল বলিয়া জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইতে পারে না। অন্যান্য প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপ-গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতি বিরুদ্ধ্যতে॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেম-সেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈক-মাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গী কুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি—এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী নয় উক্ত চারি প্রকার মুক্তি পাত্র বিশেষে **সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা** এবং **প্রেম-সেবোত্তরারূপ** দুই প্রকার আকার ধারণ করে। **যাঁহারা** অহংগ্রহোপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন, তাঁহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্য-রূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐ প্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। কিন্তু একান্তী প্রেমমাধুর্য্য-মুক্ত হরিভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির

কোনটীকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অন্যাভিলাষিতা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির একটী তটস্থ লক্ষণ।

জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞানকর্ম্মাদি শব্দে যে 'আদি' পদ আছে, তাহা-দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য সাংখ্যাভ্যাস, শুদ্ধপ্রেমের জন্ম জড়-সুখাদি আশ্রয় ইত্যাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম-সকলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আনুকূল্য-ময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিবৃত্তি যদ্দ্বারা জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ-চিন্ময়ী। জীব শুদ্ধ-অবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থ লক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড় জগতে অবস্থিত হইয়া ভক্তির স্বরূপ-পরিচয়ের সহিত দুইটী তটস্থ পরিচয় উপস্থিত হয়। সুতরাং জড় জগতে জীবের অন্য অভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তির পরিচয়-স্থলে অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিজ্জগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসার-কূপে পতিত হইয়া নানা প্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে-সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে, তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন—"অহো! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা। আমি এই দুরন্ত ভব-সাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনারূপ ঊর্ম্মি দ্বারা ইতস্তত: নীত হইতেছি। সময়ে সময়ে কাম-ক্রোধাদি-রূপ নক্রগণ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিতেছি। আমার ত' আশা-সূর্য্য আর আমাকে দেখা দেন না। আমি কি করি? আমার কি কেহ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই! আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! হায় আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা!" এইরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরস্ত হইয়া পড়েন।

তখন পরম কারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভক্তি-লতার বীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধা নামক একটী অসম্পূর্ণ ভাব নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সাধন-পর্ব্বের অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতার প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধা-বীজের পুষ্টিক্রম আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত জানা উচিত

যে, যে-দিবস ঐ শ্রদ্ধা-বীজের লাভ হয়, সেই দিন হইতে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর উদয়। শ্রদ্ধারূপা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নিরোগ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। যেমত সুকুমার বালককে গৃহস্থ অতি যত্নে রৌদ্র, শীত, দুষ্ট কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা শ্রদ্ধাদেবীকে সমস্ত অভদ্র হইতে অনাবৃত রাখিবেন; নতুবা জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, জড়াসক্তি, শুষ্ক বৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর সংসর্গ-বশতঃ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমা ভক্তিরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। অনর্থমিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যাকার ধারণ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। যে-পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ ধাত্রীদ্বারা সেবিত হইয়া এবং ভজনরূপ ঔষধ-পথ্যাদিক্রমে অনর্থ-শূন্য হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নতা না হন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার পতাকাবিষ্ট দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারেন না। শ্রদ্ধাদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক বিচার, সাংখ্যাদি অভ্যাস প্রভৃতি কীট, মশক ও মন্দ বায়ু-দ্বারা তিনি দূষিতা হইয়া পড়েন। বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনিবার্য্য; কিন্তু ঐসকল জ্ঞানাদি ভাব যদি বিরুদ্ধ তন্ত্রের হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব জীব গোস্বামী এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বলেন। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিতান্ত দূরীকরণীয়। ভজনীয়তত্ত্বানুসন্ধানজ্ঞান-রূপ ভগবজ্জ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান অগ্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে প্রস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান দুষ্ট, কিন্তু শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়া ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয় তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত না হইয়া অর্থাৎ ঐ সকল ভাবকে স্বীয় পরিচালকরূপে রাখিয়া, অন্যাভিলাষ-শূন্যতা-সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি, আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্ম্মুখ।

ভক্তির সাহায্য পাইলে কর্ম্ম কখন কখন আরোপ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। কিন্তু কোন সময়েই উঁহারা স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি হইতে পারেন না! স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি কৈতবশূন্যা অমিশ্রানন্দ-স্বরূপ। আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাব-প্রকাশিনী। হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ! আপনাদের স্বভাবতঃ স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিতেই রুচি হয়। আরোপ-সিদ্ধা বা সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না; যেহেতু উঁহারা স্বরূপতঃ ভক্তি নয়। ভক্তি নামটী অন্যলোক দ্বারা তত্তদ্ভাবে অর্পিত হইয়াছে; তাহাদিগকে ভক্তি নয়, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস দ্বারা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই উঁহারা চরমে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজে নয়। তাহাতে প্রায়ই শুদ্ধভক্তি হইতে জীবের চ্যুতি হয় বলিয়া স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিকে বরণ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অদ্য শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়গণের পূর্ব্বাপর বাক্য সমুদয় অনুশীলন-পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোভাব স্বল্পাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় আমি এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলাম,—

পূর্ণচিদাত্মকে কৃষ্ণে জীবস্যাণু-চিদাত্মনঃ।
উপাধিরহিতা চেষ্টা ভক্তিঃ স্বাভাবিকী মতা॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃহচ্চৈতন্য সর্ব্বদা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সূর্য্যস্থানীয় তত্ত্ববিশেষ, জীব তাঁহার কিরণস্থানীয় অণুচৈতন্য-স্বরূপ তত্ত্ববিশেষ। পূর্ণচৈতন্যের প্রতি অণুচৈতন্যের স্বাভাবিকী উপাধিরহিতা যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। অন্যাভিলাষ জ্ঞান ও কর্ম্মাদির প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী চেষ্টা বলিলে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৪ পৃষ্ঠার পর)

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেও দেখা যায়—বর্ণাশ্রমী মাত্রেরই বিষ্ণুর অর্চ্চনা ব্যতীত অন্যদেবতার অর্চ্চন মহাদোষেরই কারণ হইয়া থাকে। যথা—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্ক্তে হলাহলং বিষম্॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—যে ব্যক্তি মোক্ষ-স্বরূপ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া নানা ভোগবাসনায় অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগপূর্ব্বক হলাহল বিষ পান করে। অর্থাৎ নিজের সংসার বন্ধন দূরন করিয়া পুনঃ পুনঃ চৌরাশীলক্ষ-যোনি ভ্রমণরূপ যাতনাগর্ভে নিপতিত হয়।

মানবের হরি বিমুখতার কারণ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় নানাদেবদেবীর পূজায় বিবিধ বিপত্তি ও ভগবদ্ অর্চ্চনাদির দ্বারা পরমার্থ লাভ শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ-বচন দ্বারা নিরূপিত করিলেও কর্ম্মাসক্তি-চালিত, বিষয়-ভোগে প্রমত্ত জনগণ ঐ সকল শাস্ত্রীয় উপদেশবাণী গ্রহণে স্বতঃই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। ইহার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়,—

আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপায় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(পদ্মপুরাণ ও নারদ পঃ রাঃ ৪।২।৩০)

অর্থাৎ হে শিব! তুমি কল্পিত আগম (তন্ত্র) শাস্ত্র-রচনার দ্বারা মানবগণকে আমার প্রতি বিমুখ করিয়া আমাকে গোপন কর। ইহাতে আমার সৃষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ শিবকে বলিতেছেন, "তুমি কল্পিত তন্ত্র শাস্ত্র দ্বারা তোমার এবং অন্যান্য দেবতার ঈশ্বরত্ব ও ফলদাতৃত্ব বর্ণনা কর, তাহা হইলেই মূঢ় লোকগণ আমার ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হইবে। তাহার ফলে এ সংসারে তাহারা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিবে। তাহাতেই লীলাপুষ্টির জন্য আমার বিশ্বসৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।" ভগবানের এই নির্দ্দেশে মহাদেব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নিজের ঈশ্বরত্ব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নিজ শক্তিগণের ঈশ্বরীত্ব জগৎকর্তৃত্ব, প্রভৃতি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনার দ্বারা বাস্তব সত্য-স্বরূপ সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভগবানকে গোপন করিয়াছেন। তাহার ফলেই শাক্ত-শৈবগণ বিষ্ণুর

সর্ব্বেশ্বরত্ব ভুলিয়া নানা দেবতার ভজনে রত হইয়া বিপথগামী হইয়াছেন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বা মহাজনগণের প্রত্যক্ষানুভবও তাঁহারা মানিতে চাহেন না।

ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ

মহাজনগণের অনুভবের একটী দৃষ্টান্ত এখানে আলোচিত হইতেছে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজের পুত্র প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত হইয়াছে দেখিয়া প্রথমতঃ তাহাকে বধেচ্ছায় নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন অগত্যা প্রহ্লাদের মতি পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামক পুত্রদ্বয়ের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিলেন। উদ্দেশ্য, তাহাদের শিক্ষায় যদি পুত্রের বিষ্ণুভক্তির পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে বাস-কালীন দেবর্ষি নারদের নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাই তাহার মজ্জায় মজ্জায় বিরাজিত রহিয়াছে। ষণ্ডামর্কের ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গলাভের উপায় বা রাজনীতির সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদির কথা প্রহ্লাদের কাণে পৌঁছায় না। তিনি নারদের উপদেশ অনুযায়ী সর্ব্বদা কৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময়। রাজোচিত আহার-বিহার, বেষ-ভূষা বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। সহাধ্যায়ী অপর দৈত্যবালকগণও প্রহ্লাদের সহিত গুরুগৃহে একত্রে বাস করেন। তাহারাও তৎসঙ্গগুণে ক্রমে ক্রমে অসুরোচিত আহার-বিহার, বেষ-ভূষা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রহ্লাদকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত এবং তাঁহার উপদেশ-মত চলিত। প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে ঐরূপ অনুগত দেখিয়া তাহাদের শিক্ষার্থ উপদেশ করিতে লাগিলেন—

> কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
> দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥ (ভাঃ ৭।৬।১)

অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি কৌমার-কাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। এই জগতে মানুষ-জন্ম দুর্ল্লভ, অথচ মৃত্যুকাল অনিশ্চিত। তথাপি মানুষ-জন্মই পরম-পুরুষার্থ লাভের একমাত্র কারণ হইয়া থাকে।

কুমার-কাল কতদূর পর্য্যন্ত, জানা আবশ্যক। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

> কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
> কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্তু ততঃ পরম্॥

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমার কাল, দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড-কাল, পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোরকাল এবং তৎপর যৌবন-কাল।

মানুষ-জন্মের সুদুর্ল্লভতা

প্রহ্লাদ পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণের উপদেশ করিলেন, যেহেতু মৃত্যুকাল অনিশ্চিত, তদুপরি মানুষ-জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ। সেই দুর্ল্লভত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্॥

দেবাদি জন্মে মহাবিষয়ভোগেই আবেশ হয় এবং পশ্বাদি জন্মে বিবেক-বুদ্ধি থাকে না। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্র প্রধানতঃ মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হয়। ভোগপ্রবণ দেবদেহে হরিভজন দুর্ল্লভ বলিয়া দেবতাগণও ভারতবর্ষে মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন। সেই দেবতাগণেরও প্রার্থিত মানুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহারা নিজ জীবাত্মাকে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া থাকে; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ঐ জন্ম-মরণ প্রবাহটী আবার নিয়মাবদ্ধ। মানুষ দেহ-প্রাপ্ত জীব যে স্বেচ্ছাধীন সর্ব্বদা মানুষই হইবে এবং পশু-পক্ষী ও ক্রিমি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ সেই সেই পশু-পক্ষী ও ক্রিমি-জন্মই লাভ করিবে, তাহা নহে। পর্য্যায়-ক্রমে হউক ও বিপর্য্যায়-ক্রমে হউক, জীবাত্মাই কর্ম্মফলানুরূপ সমস্ত দেহই ধারণ করিয়া থাকে।

যথা—অশীতি-চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্ম-পর্য্যায়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকাণামাশ্রিত্য গোবিন্দং-চরণদ্বয়ম্॥

অর্থাৎ জীবাত্মা জীবজাতিতে সাধারণতঃ পর্য্যায়ক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনিতেই পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ ভ্রমণের ক্রমানুসারে মানুষ-দেহ লাভের সময় আসিলে-পরই, মানুষ-দেহ প্রাপ্ত হয়। স্বেচ্ছাধীন কেবল মানুষ-দেহই লাভ হয় না—পর্য্যায়ক্রমে লাভ হয়। সুতরাং দেব-দুর্ল্লভ মানুষ-দেহ লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের ভজনা না করে, সেইসকল দেহাভিমানী পশুতুল্য মানবের ঐ মানুষ-দেহ ধারণ বিফল হইয়া থাকে।

জীবের মানুষ-দেহ প্রাপ্তির ক্রম ও তালিকা

বদ্ধজীবের চৌরাশীলক্ষ জন্মের তালিকা ও পর্য্যায় সম্বন্ধে বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণ বলেন,—জলজা নবলক্ষাণি, স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।

কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।

ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ, চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

জলস্থ নানাবিধ মৎস্যজলৌকাদিতে নয় লক্ষবার, নানাবিধ তৃণ-প্রস্তর-বৃক্ষাদিতে বিশ লক্ষবার, কৃমি-কীটাদিতে এগার লক্ষবার, পক্ষীতে দশ লক্ষ বার, নানাবিধ পশুতে ত্রিশ লক্ষবার এবং তৎপর সর্ব্বশেষ মানুষের মধ্যেও চারি লক্ষবার জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। চারিলক্ষ মানুষের মধ্যেও বনমানুষ, পার্ব্বত্য জাতি, অঙ্গহীন, নাস্তিক, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণাদি নানা প্রকার উচ্চনীচ কুলে জন্ম হইয়া থাকে। এই মানুষ-দেহেই হরিভজন করিয়া মুক্ত হওয়া যায়। হরিভজন না করিলে ব্রাহ্মণ-জন্মের পরও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়া জলজাদি জন্ম লাভ করিতে হয়।

কর্ম্মানুসারে জন্ম-ক্রমের বিপর্য্যয়

আবার একটি কথা এ স্থলে বিচার্য্য যে, এইরূপ মানুষ-জন্মের ক্রমটীও স্বতঃসিদ্ধ নহে। নিজকর্ম্মানুযায়ী তাহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। কেহ ত্রিতলের ছাদে উঠিতে যাইয়া পদস্খলনে যেমন দুই চারি ধাপ নীচে পতিত হন, সেইরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মটী যথাযথ আচরিত হইলেই ক্রমোন্নতি ঘটে এবং বিপরীত আচরণে অধঃপতিত হইতে হয়, এমন কি, মানুষ-দেহ হইতে পশু-প্রস্তরাদি যে-কোনও দেহ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরাজর্ষি ভরত রাজৈশ্বর্য্য স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় একটী হরিণ-শিশুর জীবন রক্ষা করিতে গিয়া তাহার মায়াতে মুগ্ধ হওয়ায় মৃত্যু-সময়েও হরিণ শিশুর চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় পরজন্মে নিজে হরিণ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিভজনের ফলে তিনি জাতিস্মর থাকায় হরিণ-জন্ম লাভ করিয়াও পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তখন নিজের হরিণ-শিশুতে আসক্তিরূপ ভ্রমধারণা তিরোহিত হইল। জীব-রক্ষা বা জীব-সেবাই মানব-জন্মের চরম কর্ত্তব্য নহে, ইহা তিনি বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মের ভজন-স্থানেই হরিণ-দেহ অবস্থান ও হরি-চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিয়া সেই হরিণ দেহান্তেই ব্রাহ্মণ-পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজন করেন এবং দেহান্তে হরিকে প্রাপ্ত

হন। এই জন্য ভরতের দৃষ্টান্তে দেখা যায়, মানুষের জন্মের পর্যায় বা ক্রম সর্বত্র একভাবেই রক্ষিত হয় নাই। শ্রীভরত হরিণ-জন্মের পরই ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিলেন। অহল্যাও গৌতম-শাপে প্রস্তর হইয়াছিলেন এবং পরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে প্রস্তর-জন্ম হইতে পুনরায় মানুষ জন্ম পাইলেন। সুতরাং মানুষ হইতে পশু ও পশু হইতে মানুষ এবং মানুষ হইতে প্রস্তর ও প্রস্তর হইতে মানুষ-জন্মের ক্রম বিপর্যায় দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

মানুষ-দেহ অস্থির বা অস্থায়ী

মানুষ-জন্ম সুদুর্লভ হইলেও সৌভাগ্যক্রমে যখন প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করত বার্দ্ধক্য-কালে হরিভজন করিলে ক্ষতি কি? কৌমার-কাল হইতেই হরিভজন করিবার কি প্রয়োজন? দৈত্য বালকগণের এইরূপ প্রশ্ন হইবে মনে করিয়াই শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—'তদপ্য-ধ্রুবম্'। হে দৈত্যবালকগণ! এই মানুষ-দেহ কতদিন থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। মৃত্যুকাল কাহার কখন উপস্থিত হইবে, কেহ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অল্প বয়সেই বহু লোককে মরিতে দেখা যায়। বার্দ্ধক্যে ভজন করিব বলিয়া বসিয়া থাকার পর কৌমারাদি বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হইলে আর তাহা তোমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। বিশেষতঃ এই বয়সই ভজনের প্রকৃত সময়। যৌবনাদিতে বিষয়াসক্ত হইলে-পর সে-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে কেহই ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

কৌমার-কাল হইতে ভজনের উপদেশের আর একটী কারণ দেখা যায়। কুম্ভকারের কাচা মাটীর হাড়িতে যে রেখাদি অঙ্কন করে, ঐ হাড়ি অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিছুতেই লুপ্ত হয় না, এবং দগ্ধীভূত হাড়িতে আর কিছু অঙ্কন করা যায় না। মানুষের বেলায় সেইরূপ, বাল্যকালে যাহা শিক্ষা বা আচরণ করা যায় অন্তরে তাহার একটী কঠোর দাগ পড়িয়া থাকে। কিছুতেই সে-দাগ অর্থাৎ সেই চিন্তা বা বিচার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেনা। সুতরাং বাল্যকালে আচরিত ভাগবত-ধর্ম্ম যৌবনে বিষয়-আসক্তি বশে আবৃত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সামান্য কারণ হইতেই জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু বাল্যে অনাচরিত বিষয় বার্দ্ধক্যে কখনও আচরণ করিতে রুচি হয় না; এমন কি, তাহা সম্ভবও হয় না। সেই জন্যই প্রহ্লাদ মহারাজ কৌমার-কাল হইতেই ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম অধ্যায়

[অক্ষর ব্রহ্মযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

বিকার নাহিক যাহে
না হয় বিকাশ।
তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম
অনন্ত প্রকাশ ॥১॥

কহয়ে স্বভাব তাহে
যাহা মূলভাব।
বুনিয়াদ আধ্যাত্মিক
ধরে নানা সাজ ॥২॥

জানিবে তাহাই ব্রহ্ম
যজ্ঞ হোম আদি।
দেবতা হয়েক তুষ্ট
শুদ্ধশাস্ত্র বিধি ॥৩॥

অধিভূত ক্ষর যাহা
ঘটে রূপান্তর।
বিনাশন হয় তাহে
নিত্য নিরন্তর ॥৪॥

প্রকৃতির নানা খেলা
নানান্ বিকাশ।
ইহাই অধিদৈবত
প্রাণীতে প্রকাশ ॥৫॥

অধিযজ্ঞ বাসুদেব
পুরুষ উত্তম।
কেহ বলে ভগবান্
কৃষ্ণ জনার্দ্দন ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৭)

ডাকিলে শ্রীভগবানে
দিয়া প্রাণমন।
দেখা যায় নিত্যজ্যোতি
পবিত্র পরম ॥৭॥

অন্তিম কালেতে লোক
যেই নাম ডাকে।
মরণের পরে তাহা
সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥৮॥

অতএব মন বুদ্ধি
করিয়া অর্পণ।
যুদ্ধ কর পার্থ তুমি
শুনহ বচন ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১৩)

পরমাত্মা-সাথে যোগ
জানিবে দুর্ল্লভ।
যোগযুক্ত অভ্যাসেতে
হয়েক সম্ভব ॥১০॥

জ্যোতিস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ
তিনি সূক্ষ্মতম।
মন বুদ্ধির অগম্য
পুরুষ উত্তম ॥১১॥

রাখিয়া ইন্দ্রিয় বশে
ভজে ঐ চরণ।
যোগ অন্তে তনু ত্যজে
সাধু সুধীজন ॥১২॥

ব্রহ্মচারী বেদাশ্রয়ী
আর ভক্তগণ।
এক মনে এক ধ্যানে
করয়ে বন্দন ॥১৩॥

রাখয়েক প্রাণবায়ু
ভ্রুযুগল মাঝে।
এক অক্ষর ওঁ মন্ত্র
বলে নির্ব্বিবাদে ॥১৪॥

করয়ে প্রভুর চিন্তা
তাঁহারি চিন্তন।
এইরূপে প্রাণবায়ু
হয় নিঃসরণ ॥১৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৯)
ব্রহ্মার দিনের সাথে
জীবের জীবন।
হইলে ব্রহ্মার রাত্রি
জীবের মরণ ॥১৬॥
এক মনে করে যেবা
প্রভুকে স্মরণ।
সদাই পবিত্র মনে
তাঁহারি বন্দন ॥১৭॥
পুনর্জন্ম নাহি হয়
ধূলির ধরাতে।
মৃত্যু হেথা সুনিশ্চিত
ঘাত প্রতিঘাতে ॥১৮॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২২)
চরাচর ভূতগ্রাম
হয় বিনাশন।
অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম
নিত্য সনাতন ॥১৯॥
তাহাই পরম ব্রহ্ম
অব্যক্ত অক্ষর।
সেই স্থানে যায় যোগী
রহে অতঃপর ॥২০॥
চিত্ত যেথা অকপট
আছে শুদ্ধা ভক্তি।
দিবা নিশি করে স্তুতি
মোক্ষের প্রস্তুতি ॥২১॥
ব্রহ্মবিদ ত্যজি দেহ
করে ব্রহ্মলাভ।
কর্ম্মযোগী যায় স্বর্গে
তথায় নিবাস ॥২২॥
উত্তরায়নের যাত্রী
করে ব্রহ্মলাভ।
দক্ষিণায়নে গমন
মর্ত্ত্যে আবির্ভাব ॥২৩॥
অর্চ্চিলোকে শুক্লগতি
লভে মোক্ষ পুণ্য।
ধূমলোকে হ'লে গতি
লয় পুনর্জন্ম ॥২৪॥
জানিয়া উভয় পথ
যোগী মোক্ষকামী।
ধরাধামে নাহি আসে
ধরা নিম্নগামী ॥২৫॥
বেদযজ্ঞ তপস্যাতে
আছে পুণ্যফল।
যোগীজন ফলত্যাগী
প্রভুই সম্বল ॥২৬॥
শুন পার্থ, কহি এই
হও যোগে যুক্ত।
করহ ঈশ্বর চিন্তা
অন্য চিন্তা ত্যাজ ॥২৭॥

নবম অধ্যায়

[রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

ভাবিয়া পার্থকে ভক্ত
অতি গুণবান।
কহিলেন রাজবিদ্যা
কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১॥

অতিগুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান
এই রাজযোগ।
জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত
দিব্য দিব্যালোক ॥২॥

রাজবিদ্যা সুখসাধ্য
পবিত্র উত্তম।
সকলে বুঝিতে পারে
হয়েক সক্ষম ॥৩॥

অনাদর করে যেবা
এ রাজ বিদ্যায়।
ধরণীতে আসে যায়
করে হায় হায় ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৬)

প্রভুকে আশ্রয় করি
বাঁচে সব জীব।
তিনিই মূলাধার
তিনি সত্য শিব ॥৫॥

চরাচরে জীবকুলে
না করি নির্ভর।
প্রকাশেন নিজ সত্ত্বা
দয়াল ঈশ্বর ॥৬॥

বায়ু যথা না মিশিয়া
রহয়ে আকাশে।
সেইরূপে স্থূল বিশ্ব
প্রভুতে প্রকাশে ॥৭॥

ইন্দ্রিয়ের অগোচর
ব্যক্ত চরাচরে।
নীরবে রহে প্রভু
জীবের অন্তরে ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

রাখিয়া প্রকৃতি বশে
জগৎপালক।
করয়েন জীবসৃষ্টি
জীবের ধারক ॥৯॥

বিলীন হয়েক জীব
ঘটিল প্রলয়।
অব্যক্ত রহয়ে তাহা
ব্যক্ত নাহি হয় ॥১০॥

সৃষ্টি হয় নব ধরা
প্রভু উদাসীন।
কিছু মধ্যে না আবদ্ধে
নহে পরাধীন ॥১১॥

প্রকৃতি রচিছে বিশ্ব
স্থাবর জঙ্গম।
অধ্যক্ষ রহেন প্রভু
চলে কার্য্যক্রম ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)
নরদেহী মহেশ্বরে
করে অসম্মান।
বিবেক বিহীন জন
তামস প্রধান ॥১৩॥
তাহাদের কর্ম্মরাজি
সবই নিষ্ফল।
আশা বৃথা জ্ঞান মিছা
অসুরের দল ॥১৪॥
অব্যয় স্বরূপ জানি
যতেক মহাত্মা।
পূজা করে ভগবানে
হইয়া একাত্মা ॥১৫॥
প্রণমিয়া ভক্তিভরে
গাহে জয়গান।
দৃঢ়ব্রত যত্নশীল
ভক্তিভরা প্রাণ ॥১৬॥
কেহ পূজে বিশ্বরূপে
কেহ পৃথকত্বে।
কেহ পূজে একত্বেতে
জ্ঞানী জ্ঞানতত্ত্বে ॥১৭॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৯)
হোম তিনি যজ্ঞ তিনি
রোগের ঔষধ।
অগ্নি তিনি মন্ত্র তিনি
তিনিই রক্ষক ॥১৮॥
পিতামাতা পিতামহ
তিনি গুণময়।
ঋক্-সাম-যজু তিনি
সৃষ্টি ও প্রলয় ॥১৯॥
তিনি গতি, তিনি মুক্তি
তিনিই ওঁ-কার।
অবিনাশী বীজ তিনি
বন্ধু সবাকার ॥২০॥
সূর্য্যরূপে প্রদানেন
ধরাতে উত্তাপ।
আকর্ষণে বারিবিন্দু
হয় একসাথ ॥২১॥
তারপর সেইবারি
করেন প্রেরণ।
বাঁচাতে জীবকুল
প্রভু সচেতন ॥২২॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৫)
ভূতলোক পিতৃলোক
আর দেবলোক।
সবার উপরে রহে
পরম আলোক ॥২৩॥
পুণ্য রহে যতকাল
করে স্বর্গভোগ।
পুণ্য যবে ক্ষীণতর
মর্ত্তের দুর্ভোগ ॥২৪॥
পরম প্রভুকে ছাড়ি
অন্যকে ভজিলে।
অন্যজন মিলে ভাগ্যে
প্রভু নাহি মিলে ॥২৫॥

একমনে যেবা ডাকে
সদা নিরন্তর ।
তাহার সকল ভার
লয়েন ঈশ্বর ॥২৬॥
যাহা রহিয়াছে সাথে
আসিবেক পরে ।
সবই সঁপিয়া দিও
প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥২৭॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭)
প্রদানিলে ফল জল
সাথে পত্র-পুষ্প ।
গ্রহণ করেন প্রভু
হইয়া সন্তুষ্ট ॥২৮॥
অল্পতেই তুষ্ট তিনি
যদি রহে ভক্তি ।
ভক্তিযুক্ত চিত্তমাঝে
প্রভুর বসতি ॥২৯॥
খাদ্যদ্রব্য যাহা কিছু
করিবে গ্রহণ ।
প্রভুকে প্রথমে দিবে
করিবে অর্পণ ॥৩০॥
তপ কর হোম কর
যাহা কর দর্শন ।
করিবে সকল কর্ম্ম
বল ভগবান্ ॥৩১॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—২৯)
শুভাশুভ ইষ্টানিষ্ট
কর্ম্মের বোঝাটি ।
রাখিলে প্রভুর পায়ে
পাইবে সোয়াস্তি ॥৩২॥
করেন গ্রহণ তিনি
ভক্ত কর্ম্মভার ।
ভক্তের সুহৃদ তিনি
করুণা অপার ॥৩৩॥
জগতের বন্ধু তিনি
কেহ নহে পর ।
সমভাবে দেখয়েন
তিনি যে ঈশ্বর ॥৩৪॥
যে জন ভজনা করে
কৃষ্ণ ভগবান্ ।
প্রয়াণের পরে পায়
এচরণে স্থান ॥৩৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩১)
হইলেও দুরাচারী
বলে যদি হরি ।
পবিত্র নামের গুণ
লয় পাপ হরি ॥৩৬॥
পাপ নাহি রহে কিছু
মিলাইয়া যায় ।
মুক্তি পায় পাপীজন
হরির কৃপায় ॥৩৭॥
দুরাচারিগণ শীঘ্র
হয় সদাচারী ।
নিত্যশান্তি লভে চিত্তে
ঐ নাম উচ্চারী ॥৩৮॥

নাহি হয় কদাচন
ভক্তের বিনাশ।
প্রতিজ্ঞা করেন প্রভু
পার্থে রাখি পাশ ॥৩৯॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩২—৩৪)
শূদ্র বৈশ্য নারীকুল
লয় কৃষ্ণনাম।
ইহলোক করে জয়
রহি ইহধাম ॥৪০॥
সহজেই লভ্য প্রভু
পার্থ ধনঞ্জয়ে।
পার্থ অতি পুণ্যবান্
পুণ্যের আলয়ে ॥৪১॥
প্রভুতে রাখহ মন
হও প্রভু-ভক্ত।
প্রভুনামে কর যজ্ঞ
কর আত্মা যুক্ত ॥৪২॥
ভজ কৃষ্ণ নারায়ণে
কর নমস্কার।
করিবেন কৃপা তিনি
ঘুচিবে আঁধার ॥৪৩॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

ভগবৎ পীঠাবরণ-দেবতা মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই, সুতরাং ভূতাদির পূজা করবে না। মদ্য-মাংস দ্বারা পূজা করবে না—

যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা।
দিবৌকসাং পূজনন্ত সুরাপান-সমং স্মৃতম্॥ (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

এমতাবস্থায় ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় যে দেবতাগণ আছেন, তাঁদের পূজাই বিহিত, কিন্তু পক্ষান্তরে প্রাকৃত জগতে দেবতাগণের স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা বিহিত নহে।

শারীরিক, সামাজিক প্রভৃতির পবিত্রতা রক্ষা করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, রোগীকে ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি কর্ম্মসকল জীবের দেহ-মনোধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং বদ্ধ-দশাকে কেন্দ্র ক'রে উদিত হওয়ায় উক্ত কর্ম্মাদির নিত্যত্ব নাই, বরং ঐ কর্ম্ম-গুলিকে ব্যবহারিক বা ঔপচারিকরূপে স্বীকার করা যায়। শ্রীশ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর মহাশয় "জৈব-ধর্ম্ম" গ্রন্থে তথাকথিত কর্ম্মকাণ্ডের নিত্য-নৈমিত্তিক বিভাগ-সম্পর্কে তাৎপর্য্য বিচার ক'রে লিখিয়াছেন,—"নিত্যধর্ম্ম,' 'নিত্যকর্ম্ম', 'নিত্যতত্ত্ব', 'নিত্যসত্য' প্রভৃতি শব্দগুলি কেবল জীবের বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই ব্যবহৃত হ'তে পারে না। তবে যে উপায়-বিচারে কর্ম্মকে লক্ষ্য করে 'নিত্য' শব্দ প্রয়োগ করা হয়, সে কেবল সংসারে নিত্য-তত্ত্বের দূর উদ্দেশক ব'লে ঔপচারিক-ভাবে কর্ম্মকে নিত্য বলা যায়। কর্ম্ম কখনই নিত্য নয়। কর্ম্ম যখন কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানকে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান ভক্তিকে উদ্দেশ করে, তখনই কর্ম্ম ও জ্ঞান ঔপচারিক-ভাবে নিত্য বলে অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনাকে 'নিত্যকর্ম্ম' বল্‌লে এইমাত্র বুঝায় যে, শারীরিক-ভৌতিক-ক্রিয়ার মধ্যে দূর হ'তে উদ্দেশ করবার যে-পন্থা করা হয়েছে, তাহা নিত্য সাধক বলে নিত্য, বস্তুতঃ নিত্য নয়। ইহার নাম উপচার।

বস্তুতঃ বিচার কর্‌লে জীবের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমই একমাত্র নিত্যকর্ম্ম। ইহার তাত্ত্বিক নাম বিশুদ্ধ চিদনুশীলন। সেই কার্য্য সাধ্‌বার জন্য যে জড়ীয় কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহা নিত্যকর্ম্মের সহায়, অতএব নিত্য বলে যে অভিধান হয়েছে, তাহাতে দোষ নেই। তাত্ত্বিকভাবে দেখ্‌লে 'নিত্য' না বলে 'নৈমিত্তিক' বলাই ভাল। কর্ম্ম-ব্যাপারে যে নিত্য-নৈমিত্তিক-বিভাগ, তাহা ব্যবহারিক মাত্র,—তাত্ত্বিক নয়।"

সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, পিতৃ-তর্পণাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং কাম্য কর্ম্ম সকল অবশ্যই প্রাকৃত। কাম্য কর্ম্মের মতই নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে সকাম; কেননা কর্ম্মাদির অভিযানে চতুর্দ্দশ ভুবনের অস্মিতা বা দেহের অভিনিবেশ বিদ্যমান।

যখন কর্ম্মে ভক্তির প্রাধান্য থাকে না, তখন তাহাকেই সাধারণতঃ কর্ম্ম বলা হয়। সকাম কর্ম্মমাত্রেই অনিত্য সুখকামী। রজোগুণাধীন ব্যক্তিরাই সকাম কর্ম্মাসক্ত হয়। সকাম কর্ম্মীগণ ভগবানের কাছে কিছু আদায়ের জন্য মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা জানান,—"ধনং দেহি, জয়ং দেহিং, দ্বিষো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি"। এইরূপ 'দেহি' 'দেহি' প্রার্থনার মাধ্যমে আশু ভোগ-সুখ পা'বার চেষ্টা ও দুঃখ বিনাশের জন্য চেষ্টা কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের ঈশ্বর-বিমুখতার নিদর্শন। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ম্মের বন্ধন আছে। সকাম কর্ম্মীগণ কর্ম্মের বন্ধনে জড়িত হ'য়ে পাপ-পুণ্য মিশ্রিতফল ভোগ করেন। আর কর্ম্মের

ফল পা'বার জন্য প্রাকৃত কামনা বর্জ্জন করে ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম করলে সেই নিষ্কাম কর্ম্মের বন্ধন হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।" (গীতা ৩।৯)

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণ্বর্পিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বিষ্ণূদ্দেশেই ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হ'য়ে কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর।"

ভগবানের সন্তোষ বিধান ব্যতিরেকে আমরা যতই নিঃস্বার্থপর হই না কেন, তা'তে কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি মায়িক বন্ধন থেকেই যায়। মায়িক-বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের কল্যাণ নেই। ভগবৎ পাদপদ্ম পা'বার উদ্দেশ্য থাকলে ভগবানের সেবানুকূল নিষ্কাম কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতর কামনা ত্যাগ করে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে কর্ম্মানুষ্ঠান আদৌ কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়েছেন,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থাৎ—"যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হ'য়ে যে অনুষ্ঠানই করুন তাহাতে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করবেন।"

এ জগতে যা' কিছু আছে, সবই ভগবানের সেবার উপকরণ, কাজেই তাঁর বস্তু তাঁকে না দিয়ে আমরা গ্রহণ করি বা ভোগ করি, তা'হলে আমরা চোরের ন্যায় অপরাধী বা পাপী হ'য়ে যাবো। রাজার দ্রব্য কেহ চুরি করলে রাজার লোক যেমন সেই চোরকে কারাগারে বদ্ধ রেখে সাজা দেয়, তেমনি আমরা ভগবানের দ্রব্য চুরি ক'রে নিজেরা ভোগ করার জন্য ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি ভব-কারাগারের রক্ষয়িত্রী মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে এই ভব-কারাগারের ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করছি। অতএব ত্রিতাপ-জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পা'বার জন্য কেনই বা ভগবানের সেবা করব না? কেনই বা সমস্ত কর্ম্ম তাঁকে অর্পণ করব না? ভগবানের পাদপদ্মে কর্ম্মার্পণ কি ভক্তি ছাড়া হ'তে পারে? তাই ভগবানের অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মকে অভিধেয় বা কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির পর্য্যায়ে গণ্য করা হয়; কিন্তু কর্ম্মার্পণে

দেহের আবেশ থাকায় শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ব্যতীত সাক্ষাদ্ভক্তি হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ আরও বলেছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (গীতা ৯।২৭)

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কর্ম্ম কর, যে কিছু দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে কিছু তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে সমর্পণ কর।" যাবতীয় কর্ম্ম সমর্পণের জন্য ভগবানের উক্ত প্রকার বাক্য লোক-শিক্ষার নিমিত্তই উপদিষ্ট। ভগবানের উক্ত উপদেশকেও ভক্তি-যোগ বলা যায় না। উহা কর্ম্মযোগ মাত্র। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের কথিত "পুংসার্পিত বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা—"শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলেছেন,—কৃষ্ণেরই জন্য—তাঁহারই সুখের জন্য এইরূপ ভাবনা অর্থাৎ ধ্যান বা আবেশযুক্ত যে ভক্তি তাহা যদি পূর্ব্বে অর্পিত হ'য়ে কৃত হয়, তবেই তাহা "সাক্ষাৎভক্তি'। আর অনুষ্ঠানসমূহ কৃত হ'য়ে পরে অর্পিত হ'লে তাহা সাক্ষাৎ ভক্তি নহে, তাহা কর্ম্মার্পণ।" সাক্ষাৎ ভক্তিতে ফলভোগ ও ফলত্যাগ কামনা থাকে না। এক কথায় ভগবানের জন্য কর্ম্মই ভক্তি। কর্ম্মকাণ্ড সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুবিচার-পূর্ণ সিদ্ধান্তের কিয়দংশ উল্লেখ করছি,—"কায়-মনো-বাক্য এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত প্রভৃতি সর্ব্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল কার্য্য ভগবানের সেবার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হ'লে উহাদিগকে কর্ম্মীর সাধারণ ভোগপর 'ধর্ম্ম' বলে জান্‌তে হবে না। ভগবানের প্রতি সেই সকল কর্ম্মের ফল সমর্পিত হ'লে জীবের ভগবৎ বিমুখতা-ক্রমে কর্ম্ম-গ্রহিতা-জনিত অমঙ্গলসমূহ বদ্ধজীবকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বরূপাবস্থিত জীবসকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবনোদ্দেশে ক'রে থাকেন এবং তাঁহার আদর্শানুসরণ-ক্রমে উন্নত হ'বার চেষ্টায় সুকৃতিমন্ত কর্ম্মি-সম্প্রদায় কর্ম্ম-জন্য ফলসমূহ ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। যদিও ইহা কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি পর্য্যায়ে গণিত, তথাপি ক্রমোন্নত-বশতঃ শুদ্ধভক্তিতে পর্য্যবসিত করা'বে। কর্ম্মকাণ্ডের ফল ভোগবাদ্ হ'তে ক্রমপন্থায় অনর্থসমূহ নিবৃত্ত হ'লে কেবলাভক্তি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল বিধান করবে।

নিষ্কাম-কর্ম্মীগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ অতিক্রম ক'রে নিত্যানন্দ লাভের জন্য ভক্তিপথারূঢ় হন বলে তাঁদের জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় যোগী বলা হয়। সকাম কর্ম্মীগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ অতিক্রম করতে অসমর্থ হয়,—তাই তা'দের

যোগী বলা হয় না। সকাম কর্ম্মীদের আত্মসুখ ত্যাগ সম্পর্কিত কৃচ্ছ্রসাধন কর্ম্মানুষ্ঠান তপস্যা মধ্যে পরিগণিত। অসুরগণ সকাম কর্ম্মী,—তাঁরা তপস্যা দ্বারা সংসারের সুখভোগ ও স্বর্গসুখভোগ-বাঞ্ছা পোষণ কর্‌তেন। কর্ম্মের ত্রিবিধত্ব প্রসঙ্গে ভগবান্ বলেছেন,—

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসা-প্রায়াদি তামসম্ ॥"
(ভাঃ ১১।২৫।২৩)

অর্থাৎ—"আমাতে অর্পিত নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মই সাত্ত্বিক। ফল সঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্মই রাজস এবং হিংসা ও দম্ভ-মাৎসর্য্যাদি মূলে কৃত কর্ম্ম তামস। কর্ম্ম করার প্রবণতা, কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্ম্মের ফলাফল প্রভৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই প্রাকৃত গুণত্রয়ের অন্তর্গত।"

নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। তৎপরে চিত্ত শুদ্ধিতো নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানালোচনা কর্‌তে কর্‌তে ধ্যানযোগ অতিক্রম করে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এতদ্‌বিষয়ে গীতার বাক্য প্রণিধান-যোগ্য; যথা—"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম চিরেণাধিগচ্ছতি"—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মবান্ ব্যক্তি জ্ঞানী হ'য়ে ব্রহ্মকে শীঘ্র লাভ করেন।' এইভাবে সাত্ত্বিক নিষ্কাম-কর্ম্মী জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ভগবানের অঙ্গকান্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মের আশ্রয় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে লাভ কর্‌তে সমর্থ হন না। গীতায় 'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্'—শ্লোকে ভগবান্ নিজেকে ব্রহ্মের (নির্ব্বিশেষ) প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় এবং মোক্ষেরও একমাত্র আশ্রয় বলে ব্যক্ত করেছেন। নির্ব্বিশেষ চিন্তায় চিদ্‌ভাব জড়ে আবির্ভূত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান অসমগ্র। নিষ্কাম-কর্ম্মী জ্ঞানাশ্রয়ে ক্রম-পন্থায় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা কারণ সমুদ্র অতিক্রম ক'রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকে গেলেও, সেই ব্রহ্মলোকে চিদ্-বৈশিষ্ট্য নেই এবং ভক্তিরও স্থান নেই। ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে অপ্রাকৃত নির্গুণ স্থান বৈকুণ্ঠ-গোলোকধাম। শুদ্ধভক্তির আশ্রয় ব্যতীত নির্ব্বিশেষতা বিদূরিত হ'য়ে নির্গুণ বৈকুণ্ঠ-গোলোকধামে যাওয়া যায় না। অতএব সকাম কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলাভ এবং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবৎ সেবা ছেড়ে কর্ম্মকে বড় মনে ক'রে দৌড়ালে অমঙ্গল অনিবার্য্য।

ইষ্টাপূর্ত্ত, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মকারী কর্ম্মীগণ মৃত্যুর পর ধূম্রযান বা পিতৃযান-মার্গে প্রবিষ্ট হ'য়ে রবি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস, পিতৃলোক,

আকাশ, চন্দ্রমা ও তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক ক্রমপথে প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্য-অবসানে পুনরায় ক্রমপথে আবর্ত্তন করে। প্রমাণ, যথা—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ (গীতা ৮।২৫)

অর্থাৎ—"ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ছয়মাসরূপ দক্ষিণায়ন-কালে তদুপলক্ষিত দেবতার মার্গে গমনশীল কর্ম্মযোগিগণ চন্দ্র-জ্যোতিস্বরূপ স্বর্গলোক লাভ ক'রে উপভোগান্তে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করে।

আবার 'ছান্দোগ্য' প্রভৃতি শাস্ত্র-মতে, পুণ্যকর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ, বৈষয়িক উন্নতি এবং পাপ কর্ম্মের ফলে শৃগাল, কুকুরাদি ইতর প্রাণী-রূপেও জন্ম, দারিদ্রতা প্রভৃতি হ'য়ে থাকে। কর্ম্মীগণের কর্ম্মমার্গের অবলম্বনে অনিত্যলোকে যাতায়াত, অনিত্য বিষয়-সুখভোগ অথবা অনিত্য জন্ম-পরিগ্রহ বা অনিত্য দুঃখাদি পে'তে হয়। জীব মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃযান মার্গ ও জন্ম-মৃত্যু চক্রমার্গের মাধ্যমে এই সংসারে যাতায়াত করতে হয়। (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

স্বধামগত শ্রী শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত পিছলদাগ্রাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্যা হইয়াছেন। কালপ্রভাবে সে-স্থানের জনগণের মুখে মুখে মহাপ্রভুর পাদ-স্পর্শের কথা শুনা যাইত কিন্তু গোরার আচার-বিচারহীন হইয়া প্রভুর সেবা-যত্ন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পিছলদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপ্রকাশ-মানসে একটি শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীল মহারাজের প্রচারের ফলে পিছলদা ও আরও অন্যান্য গ্রাম হইতে বহু ছেলে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া মঠবাসী হইবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন। অনেকে শ্রীল মহারাজের কাছে শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপন করিতেছেন। সকলেরই শ্রীভক্তিলভ্যস্থল এই শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ।

বিগত ২রা কার্ত্তিক (ইংরাজী ২০।১০।৮২) বুধবার রাত্র ১১ ঘটিকায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ প্রায় ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তিরোহিত হন। তাঁহার বিরহে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ নিষ্কপট সেবককে হারাইয়াছেন।

মঠস্থ সেবকবৃন্দ ও গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীপিছদা পাদপীঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ সমাধিস্থ করা হয় এবং যথাসময়ে তাঁহার বিরহ-মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিপুল-ভাবে ঐ স্মৃতি-মহোৎসব করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ-বৃন্দ উদ্যোগ করেন। তাই গত ২৯শে চৈত্র (ইং ১৩।৪।৮৩) বুধবার দিবসে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উক্ত বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনেক সেবকই এই মঠের পর্য্যায়-ক্রমে সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন সেবার দায়িত্ব লাভ করিয়া কায়-মন-বাক্যে সে-সুযোগের সদ্-ব্যবহার করিয়াছেন। "যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার।" শ্রীগুরুর প্রতি যে আর্ত্তি নিবেদন, বাবাজী মহারাজের সেবা-প্রবণতা তাহারই উজ্জ্বল উদাহরণ। কাহারও অধিক যোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত না হয় তবে উহা নিতান্ত অকারণ। আবার যাঁর যতটুকু যোগ্যতা আছে তাহা দিয়াই যদি তিনি মনে প্রাণে সেবা করেন তবে অল্পেতেই ধন্য—কৃতার্থ।

সমিতির বর্ত্তমান উপ-সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যগণ বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব পালনের জন্য ২৯শে চৈত্র, ১৩৮৯ ; ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৩, বুধবার দিন নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কারণ পিছলদা গ্রামবাসী-গণ এখনও অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী ও শ্রীহরি-গুরুর আবির্ভাব-তিথিতে হলকর্ষণ করেন না। মানুষ যেমন ছুটির দিন প্রার্থনা করেন ; আত্মবৎ বিচার-ধারায় উক্ত তিথিগুলিতে বলদদের ছুটি ও নিজেদেরও ইষ্টগোষ্ঠীর সুযোগ হয়। এইদিন স্থানীয় জনগণ সকাল হইতেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার সুযোগ পান। গ্রামবাসীর উদ্যোগে ও সম্পাদক শ্রীল নারায়ণ মহারাজের ইচ্ছায় শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের আরও উন্নতিকল্পে একটি কার্য্যকরী সভার আয়োজন হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, নিত্যসেবার সুষ্ঠু পরিচালনা, বাবাজী মহারাজের স্থানে উপযুক্ত সেবক নিয়োগকরণ প্রভৃতি আলোচ্য-বিষয় ছিল। পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী প্রভু তথায় মুখ্য সেবকরূপে নিযুক্ত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক; শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, রাগালঙ্কার; শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিকাশ; ও শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী গৃহস্থাশ্রমী বহু ভক্তগণ।

মধ্যাহ্নে একটি বিরহ-সভার আয়োজন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজজী, সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার গুরুবৈষ্ণব-সেবা-প্রণবতা বর্ণনমুখে—"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার।" বাক্যটি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। মাঝখানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতার মুখবন্ধন করেন। পশ্চাৎ শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু বাবাজী মহারাজের ভজনাদর্শ এবং বিরহ-শব্দের ব্যাখ্যা করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ বিরহে যে-ক্রন্দন—উহা আনন্দেরই হেতু; তাহা একটি যাত্রাভিনয়ের করুণ দৃশ্যের উদাহরণ-দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সভার শেষে বিশেষ ভোগরাগে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগারতি হয়। সমাগত সকলকে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রসাদ বিতরণ করিয়া শ্রীমদ্ বাবাজী মহারাজের জয়ধ্বনি কীর্ত্তিত হয়।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

বিরহ-বার্ত্তা

বিগত ৯ই চৈত্র (ইং ২৫শে মার্চ্চ) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ১০ মিঃ এ **শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবী** কলিকতায় (টেংরায়) সজ্ঞানে ১০৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত-ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে পতিহীনা হইয়া জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট

শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত ৬৫ বৎসর যাবত হরিভজন করিতে করিতে হরিবাসর-দিবসে ইহলোক ত্যাগ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার দেয়াড়াগ্রামে বসু-পরিবারে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীল হরিপদ দাসাধিকারী প্রভুর সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর পিতৃকুল ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত সরিষাগ্রামের জমিদার বংশ ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকেদার নাথ মিত্র। পরবর্ত্তীকালে তাহারা সকলেই এমন কি তাঁহাদের মধ্যম জামাতা শ্রীল গৌরেন্দুপ্রভু ও শ্রীমতী রাধারাণীও শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হইয়া ঐকান্তিকভাবে নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন করিতে করিতে মধ্যম কন্যা ছাড়া সকলেই বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের 'নরহরি-তোরণ' ও আনন্দপাড়া (বনগ্রামের নিকট) 'নরহরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত মঠে বহু অর্থ সাহায্যাদিও করিতেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমতী সুশীলা বালা দেবীর পুত্রদ্বয় (তৃতীয় ও সর্ব্ব কণিষ্ঠ) শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র বসু ও নিতাই বসু (দাসাধিকারী) জীবিত আছেন। কণিষ্ঠ পুত্র শ্রীনিতাই দাসাধিকারী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-এর চরণাশ্রিত হইয়া শ্রীনাম ও দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহার মাতার পারলৌকিক কার্য্যাদি বৈষ্ণবমতে সুসম্পন্ন করেন। গত ১৯শে চৈত্র (ইং ৩রা এপ্রিল) রবিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, তাহাছাড়া আরও কয়েক মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ভক্তগণ তথা অতিথিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া তাঁর পারলৌকিক-কার্য্য সুসম্পন্ন করায়। উক্ত দিবসে সকল ভক্তগণ ও আগত সকলকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা—গত ১৫ই পৌষ ১৩৮৯, ইং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ শুক্রবার, বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় "বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ" গৌরীবাড়ী, সি, আই, টি, পার্ক, কলিকাতা-৪ তাঁহাদের ষড়বিংশতিতম অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগত পাঠ শ্রবণের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে** বিশেষ আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামীজী ভাগবতপাঠের মুখবন্ধ বা সূচনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃগণগুলীকে ভাগবত সমাজের নামকরণ "বঙ্গীয়" রাখা হইয়াছে কেন এবং এই নামকরণকে আমরা কোন্ বিচারে গ্রহণ করিতে পারি তাহা বর্ণন করেন। ভাগবত কোন দেশ-কাল-ভাষায় সীমিত-বিষয় নহে। 'বঙ্গীয়' ভাগবত বলিলে যেন বাংলার ভাগবত বা বঙ্গভাষীর ভাগবত এইরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ভাগবতকে আমরা বিচার না করি। ভাগবত নিখিল বিশ্বের সম্যক কল্যাণকারী শ্রীভাগবত বিপ্রদ্রোহীকেও পরমপবিত্র করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি দান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি সর্ব্বজীবেরই হিতৈষী বান্ধব। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রাচ্য, পাশ্চাত্য কোন স্থান বা জন্মগত ভেদ নাই। তবে গুণ ও কর্ম্মানুসারে মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম যথাযথ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীল ব্যাসদেবের মহাভারতে বর্ণিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাগবতে বিশেষরূপে নির্ণিত হইয়া তদুপরি বর্ণাশ্রমের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতোক্ত—"স্ত্রীয় বৈশ্য তথা শূদ্রা তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ভগবদ্ বাক্য ভাগবতে ভক্ত ভগবানের ভাববিনিময়ে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতায় ভক্ত ভগবানে পরিপ্রশ্ন ও উপদেশ ভাগবতে আচরিত হইয়া মহাভাগবত শ্রীশুকদেব কর্তৃক ভক্তভাগবত শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় "সেই ভাগবত হয় দুই ত প্রকার। এক গ্রন্থ ভাগবত, ভক্ত ভাগবত আর॥" সুতরাং "বঙ্গীয় ভাগবত সমাজের" প্রতিষ্ঠাতাগণের যদি উদ্দেশ্য হয় নিখিল বিশ্ববরেণ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদর-পরায়ণ বাঙ্গলার বঙ্গভাষী ভক্তসমাজ—তবেই এ অনুষ্ঠান সার্থক ও কৃতকৃতার্থ।

স্বামীজীর শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভাগবত সমাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনপূর্ব্বক পুনঃ শ্রবণের আশা পোষণ করিয়াছেন। ১লা মাঘ, ১৩৮৯, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৩, সোমবার বেলঘরিয়ার শরৎপল্লী হরি-

সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৈকাল ৫ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ দিন গৌরপার্ষদ শ্রীল জীবগোস্বামী ও শ্রীজগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোভাব-তিথি ছিল। কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বর্ত্তমান শিক্ষা ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির শিক্ষা সংস্কৃতি এবং গুরুবর্গের মর্য্যাদা রক্ষণে অমানি মানদ তৃণাদপি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন।

১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৩, শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপ শহরে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বৃন্দাচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ১০ম স্কন্ধান্তর্গত ৮ম অঃ গর্গাচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামকরণ-বিষয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য মহারাজ ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর পুরোভাগে উপবিষ্ট গৃহকর্ত্তা মহাশয়ের কুলগুরু ভাগবত পাঠক মহাশয় স্বামীজীর পাঠের যথাযথ বর্ণনা শব্দবিন্যাস প্রভৃতি প্রশংসা করিয়া বৈষ্ণবোচিত ধন্যবাদ জ্ঞাপনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৫ই মাঘ, ১৩৮৯ সাল, ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ৩৭ এর পল্লী পাটোয়ার বাগান বৈঠকখানা রোড, সম্মিলিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় আয়োজিত ২৩তম বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুভ-উদ্বোধনীতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। ঐদিন তাঁহাদের প্রধান অতিথি ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী ও অন্যান্য অতিথির মধ্যে ডাঃ কে, পি, ঘোষ ও শ্রীজগন্নাথ সাহা ভক্তিভূষণ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সজ্জনবৃন্দ।

ঐ দিন অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল গুরুমহারাজের সাথে আমরা অনেকে প্রথমে শ্রীসারদাপ্রসাদ সাহা মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে প্রথমে ব্রহ্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠান আসরে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউ ও গুরু-বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি দিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও নাম-মহিমা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃমণ্ডলী জয়ধ্বনী ও উলুধ্বনির মধ্যে স্বামীজী সভা-মঞ্চে প্রবেশ করতঃ উদ্বোধন বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীভাগবতাবতার শ্রীল ব্যাসদেবের নিখিল বিশ্বের জীবকল্যাণ চিন্তা, বেদ-বিভাজন, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের অবতারণা, মহাভারত পুরাণাদি বর্ণন করিয়াও আত্মশান্তির

অভাববোধে বিষণ্ণবোধে বদরিকাশ্রমের সম্যাপ্রাসে অবস্থান। তথায় দেবর্ষি নারদের শুভাগমন। সমাগত শ্রীগুরুদেব নারদ ঠাকুরকে শ্রীব্যাস কর্ত্তৃক সাদর অভ্যর্থনা ও স্বীয় আত্মশান্তির অভাবহেতু জিজ্ঞাসায় শ্রীনারদ কর্ত্তৃক ব্যাসের বহুমুখী প্রচেষ্টা এবং শাস্ত্রের একদেশিক দ্রষ্টাগণের পরস্পর মতবিরোধে 'যত মত তত পথ' জীবের ভুল ধ্যান-ধারণাই অশান্তির হেতু। সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই জীবের বাস্তব শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। বিশেষতঃ যুগানুপাতে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে শ্রীভগবানকে লাভ করিবার যে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং নানা দোষের আকর কলিহত জীবকল্যাণের একমাত্র উপায় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎবর্ণন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন,—আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাচীন ঋষিগণের সমাজ কল্যাণ চিন্তা যে নব্য ভারত আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না উহা তাহাদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান সমাজ খবর রাখে না যে, বিশ্ববাসী ভারতের প্রতি কতটুকু বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। পাশ্চাত্য দেশের মনিষিগণ বলেন—কলহ-বিবাদময় এই পৃথিবীর মোড় একমাত্র ভারতই তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা স্রোত দ্বারা মহামিলনের-ধারা রচনা করিতে পারেন।

এই ভাবে ২৯—৩১শে জানুয়ারী দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণন করেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠান-সূচীতে আরও ২ দিন স্বামীজীর পাঠ-বক্তৃতার কথা থাকিলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম সেবক জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীশ্রীনরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে ঠাকুরনগর স্টেশনের সন্নিকটে আনন্দপাড়ায় প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত বিরাট ধর্ম্ম-সভায় সভাপতিরূপে যোগদান করিবার আহ্বানে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করেন।

১৮ই মাঘ ১৩৮৯ (১লা ফেব্রুয়ারী), মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদ ঠাকুরনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বসু মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমদনবাবু শ্রীল গুরু মহারাজ ও বৈষ্ণববৃন্দকে পুষ্পমাল্য দ্বারা স্বাগত অভিনন্দন জানান। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনান্তে শ্রীল মহারাজজী শ্রীশ্রীনরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভুর তিরোভাবোপলক্ষে অধিবাস-সূচক পাঠ, বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রভাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা স্থানীয় জনগণকে প্রভুবরের উৎসবে যোগদানের আহ্বান জানান হয়। মধ্যাহ্নে একটি মহতী সভায় বসুপরিবারের

ইচ্ছানুসারে শ্রীল গুরুমহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহারাজ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারীকে শ্রীল নরহরি প্রভুর জীবনাদর্শ কীর্ত্তন করিতে বলেন। তদনন্তর শ্রীল গুরুমহারাজের আদেশে আমিও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের স্বল্পাংশ কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। পরে শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ তাঁহার সেবানিষ্ঠার কথা বলেন, শেষে শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ভ্রাতৃ-সৌহার্দ, গুরুনিষ্ঠা প্রভৃতি বর্ণনা করিলে শ্রীল স্বামীজী পরিশেষে দীর্ঘদিন তাঁহার সঙ্গসান্নিধ্যে থাকিয়া যে চিরবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, "মানুষ একত্র থাকিলে পরস্পর পরস্পরকে অনেক সময়ে ভুল বুঝাবুঝি করিয়া বসেন কিন্তু তাঁহার সাথে আমি এতদিন অতি নিকটে থাকিয়াও যে তদ্রূপ ঘটে নাই, ইহা আমার প্রতি তাঁহার অশেষ কৃপা।" মধ্যাহ্নে বিচিত্র অন্ন-ব্যঞ্জনাদিতে ঠাকুরের ভোগরাগ হয়। সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরিতৃপ্ত-সহকারে মহাপ্রসাদ সেবা করেন। সন্ধ্যায় মহারাজজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১০ই ফাল্গুন ১৩৮৯, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, বুধবার কলিকাতাস্থ দেশপ্রিয় নগরে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ পরপর ২ দিন শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ অধ্যায় পাঠ করেন। তৎবর্ণন প্রসঙ্গে ধন ও পদমর্য্যাদার অভিমানে দাম্ভিক ইন্দ্রের যজ্ঞভঙ্গ-লীলার ব্যাখ্যায় ভক্ত-ভগবানের বিদ্বেষীজনের অধঃ-পাতের কথা বুঝাইয়া দেন। ইন্দ্রের মত ব্যক্তিরও দর্পচূর্ণ করিয়া কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ হরিদাসবর্য্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তন করেন। ইন্দ্র তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ব্রজজনের কিছুই ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র-চেষ্টা প্রতিহত করা বালগোপালের বামহস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ব্যাপার, অতিতুচ্ছ। সাতদিন একপায়ে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন—আমি আমার ভক্তরক্ষার দায়িত্ব হইতে একপাও পশ্চাদাপসারণ করিব না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—"ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥" এ অধ্যায়ের সার শিক্ষা।

১৩ই ফাল্গুন ১৩৮৯, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ হইতে সপার্ষদে ১টার সময় হাওড়ায় বার-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে ত্রিবেণী যাত্রা করেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

আচার্য্যদেব। ত্রিবেণী কোচাটী ফুটবল খেলার মাঠে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরু-মহারাজ ১০ম স্কন্ধের ২৪শ অধ্যায় পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতা ও বহুগণ্যমান্য শ্রোতাদের সম্মুখে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে প্রাচীন-সমাজকল্যাণকারীগণের তুলনামূলক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনীকগণের ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতার গভীর আলোচনার বিষয় উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও অর্চ্চকের অধিকার নির্ণয়-বিষয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনীক ও পারমার্থিক আলোক বিকিরণ করেন। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিহত জীবের শাশ্বত শান্তির একমাত্র হেতু ও সামাজিক একতা বজায় রাখার যুগপোযোগী শ্রীগৌরমন্ত্রণা। জন্মাদিদ্বারা বর্ণ নিরূপণ নিরর্থক ও উৎপাতের বিষয়—গুণকর্ম্মানুসারেই মনুষ্য-দেবতা-দানবে উচ্চাবচ শাস্ত্রীয় ভাব। একই মানুষ তাহার ব্যবহার দ্বারাই দেবতারূপে পূজ্য ও পশ্বাধম-বিচারে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য হইতে পারে। মানুষ মাত্রই আদরণীয় বা পরিত্যাজ্য নহে। শ্রীহরি-ভজনই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বা বাঁচার সার্থকতা। প্রায় ২ ঘণ্টা তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে শিক্ষকমণ্ডলীর জনৈক শিক্ষক মহাশয় স্বামীজীর পাঠ-ব্যাখ্যাকে অশ্রুতপূর্ব্ব ও ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব্ব বর্ণনভঙ্গিমা বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা যাহাতে শ্রুত বিষয় আচরণ করিতে পারেন তজ্জন্য মহারাজের হার্দ্দকৃপা প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাস মহাশয় সপরিবারে শ্রীল আচার্য্য-দেবের সেবাযত্নের সুযোগ পাইয়া ধন্য হন।

৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৯, ইং ১৫ই মার্চ্চ ১৯৮৩, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ১৪নং জি, টি, রোড, সাউথ হাওড়া নিবাসী পরলোকগত কানাইলাল দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত গৌরমোহন দে মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের সভায় গৃহস্বামী মহাশয়ের গুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। তাহার গুরুদেব শ্রীভাগবত শ্রবণ করিবার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পাঠের আসরে গণ্যমান্য অনেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্

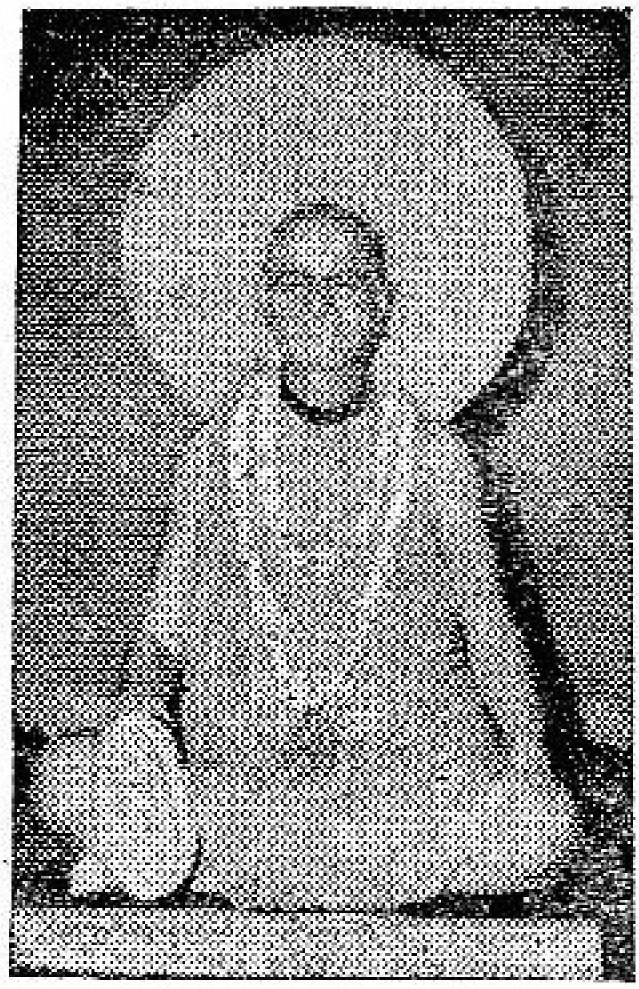

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত
শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ গোলকগঞ্জ, জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিষ্টার্ড)

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ গোলকগঞ্জ;
জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তন স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যকেশরী অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** প্রতিষ্ঠিত উক্ত মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে তদীয় বিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব আগামী ৩১শে বৈশাখ, ১৩৯০ (ইং ১৫।৫।৮৩), রবিবার অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে ও শ্রীমঠের নিত্য-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউ বিগ্রহগণও উক্ত মন্দিরে ঐ দিবসে শুভবিজয় করিবেন।

এতদুপলক্ষে ৩০শে বৈশাখ (ইং ১৪।৫।৮৩), শনিবার হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬।৫।৮৩), সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী নগর-সঙ্কীর্ত্তন, অধিবাস-উদযাপন, শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথা সুধী-সজ্জনমণ্ডলী শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ প্রদান করিবেন।

দ্রষ্টব্য—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ সবান্ধব উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ সহানুভূতি-দ্বারা উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করত সমিতির সদস্যবৃন্দকে উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়তা প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—৩১শে চৈত্র, '৮৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

ঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃ

৩০শে বৈশাখ (ইং ১৪।৫।৮৩), শনিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি, তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমা ;
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ;
মধ্যাহ্নে—সঙ্কীর্ত্তনযোগে ভোগ-আরতি ;
অপরাহ্নে—কীর্ত্তন-মহোৎসব ও অধিবাস-অনুষ্ঠান ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন।

৩১শে বৈশাখ (ইং ১৫।৫।৮৩), রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ সহযোগে কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা ;
পূর্ব্বাহ্নে—প্রস্থানত্রয় পাঠ, বৈষ্ণব-হোম, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশানুষ্ঠান ;
মধ্যাহ্নে—ভোগ-আরতি অন্তে জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান।

১লা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬।৫।৮৩), সোমবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ;
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ;
মধ্যাহ্নে—ভোগ ও আরতি-কীর্ত্তন ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে সনাতনধর্ম্ম সম্পর্কে বক্তৃতা, তৎপশ্চাৎ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৫শ বর্ষ	১৮ মধুসূদন, বাসুদেব, ৪৯৭ গৌরাব্দ ৩১ বৈশাখ, রবিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৫।৫।১৯৮৩	৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

সুবলিত-মণিমালৈর্বদ্ধচূড়ং মনোজ্ঞং-
সুললিত-মৃদুভালে চন্দনেনানুচিত্রম্।
শ্রবণযুগল-রন্ধ্রে কুণ্ডলৌ যস্য ভাতৌ
হৃদি বিনিহিত-হারং নৌমি তং গৌরচন্দ্রম্ ॥৩৬॥

যিনি মণিমালাদ্বারা বদ্ধচূড় হইয়া মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার সুকোমল রমণীয় ললাট চন্দনলিপ্ত; কর্ণদ্বয় কুণ্ডলে সুশোভিত ও বক্ষে 'হার' বিমণ্ডিত, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে স্তুতি করি ॥৩৬॥

চৈতন্যরূপ-গুণ-কর্ম্ম-মনোজ্ঞবেশং
যঃ সর্ব্বদা স্মরতি দেহ-মনোবচোভিঃ।
তস্যৈব পাদতলপদ্মরজোঽভিলাষী
সেবাং করোমি শত জন্মনি বন্ধু-পুত্রৈঃ ॥৩৭॥

যিনি সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের রূপ, গুণ, কর্ম্ম ও মনোহর বেশ স্মরণ করেন, আমি তাঁহারই পাদপদ্মধূলীর অভিলাষী হইয়া বন্ধু ও পুত্রাদি সহ শত জন্ম তাঁহার সেবা করি ॥৩৭॥

ইয়ং রসজ্ঞা তব নাম-কীর্ত্তনে
শ্রোত্রো মনো মে শ্রবণে সু চিন্তনে।
নেত্রৈশ্চ তে রূপনিরীক্ষণে সদা
শিরস্তু চৈতন্যপদাভিবন্দনে ॥৩৮॥

এই জিহ্বা শ্রীচৈতন্যের নাম-কীর্ত্তনে, কর্ণ ও মন তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-চিন্তনে, নেত্র তদ্রূপদর্শনে ও মস্তক তাঁহার চরণ-বন্দনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত ॥৩৮॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দ-রসস্বরূপা-
প্রেমপ্রদানৈঃ খলু শুদ্ধচিত্তাঃ।
সর্ব্বে মহান্তঃ কিল কৃষ্ণতুল্যাঃ
সংসারলোকান্ পরিত্র্যায়ন্তি ॥৩৯॥

কীর্ত্তনানন্দ-রসস্বরূপ শুদ্ধচিত্ত মহাত্মাবৃন্দ কৃষ্ণতুল্য হইয়া প্রেমদানে সাংসারিক জীবগণকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করিতেছেন ॥৩৯॥

যস্মিন্ দেশে কুলাচারো ধর্ম্মাচারশ্চ নাস্তি বৈ।
তথাপি ধন্যস্তদ্দেশো নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥৪০॥

যে-দেশে কুলাচার ও ধর্ম্মাচার নাই, তবুও সেই দেশ শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনদ্বারা ধন্য হইয়াছে ॥৪০॥

যাবতাঞ্চ কৃতস্ত্রাণাং সমুদ্ধারস্য হেতবে।
অবতীর্ণঃ কলৌ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ ॥৪১॥

যে-সমস্ত লোকের কোন প্রকার ত্রাণ নাই, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত কলিযুগে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ॥৪১॥

সর্ব্বাবতারা ভজতাং জনানাং
সমর্থাঃ কিল সাধুবার্ত্তা।
ভক্তানভক্তানপি গৌরচন্দ্র-
স্ততার কৃষ্ণামৃতনামদানৈঃ ॥৪২॥

সাধুগণের এই উক্তি যে, সর্ব্বাবতার ভক্তগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণামৃত নাম প্রদানে ভক্ত ও অভক্ত সকলকেই পরিত্রাণ করিয়াছেন ॥৪২॥

চৈতন্য-প্রেমদাতাখিল-ভুবন-
জনান্ ভাবহুঙ্কার-নাদৈঃ
গোবিন্দাকৃষ্টচিত্তান্ কুবিষয়-
বিরক্তান্ কারয়ামাস শীঘ্রম্।
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রে জগতি চ
জনিতে বঞ্চিতো যোহি মূর্খঃ
তাপী-পাপী-সুরাপী হরি-গুরু-
বিমুখঃ সর্ব্বদা বঞ্চিতঃ সঃ ॥৪৩॥

প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বীয় ভাবরূপ হুঙ্কার-ধ্বনিদ্বারা অখিল জগজ্জীবগণকে কুবিষয় হইতে নিবৃত্ত করতঃ শ্রীগোবিন্দের প্রতি তাহাদের চিত্তকে শীঘ্রই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপে গৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পর যাহারা বঞ্চিত মূর্খ ছিল, তাহারা সর্ব্বদা পাপী, তাপী, দেবদ্রোহী ও হরি-গুরুবিমুখ হইয়া রহিল ॥৪৩॥

ত্রিভুবন-কমনীয়ে গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে
পতিত-যবন-মূর্খাঃ সর্ব্বথা স্ফোটয়ন্তঃ।
ইহ জগতি সমস্তা নামসঙ্কীর্ত্তনার্ত্তা
বয়মপি চ কৃতার্থাঃ কৃষ্ণনামাশ্রয়াৎ ॥৪৪॥

ত্রিজগন্মনোহর গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে পতিত, অধম, যবন-মূর্খাদি পর্য্যন্ত সকলে সর্ব্বভাবে আনন্দিত হইয়াছিল এবং জগতের সমস্ত লোক হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত ও বিগলিত হইয়াছিল। পরন্তু কৃষ্ণনামাশ্রয়হেতু আমরাও ধন্য হইয়াছিলাম ॥৪৪॥

মধুর-মধুরমেতদ্বৈষ্ণবানাং চরিত্রং
কলিমল-কৃতহীনান্ দোষবুদ্ধ্যা ন জগ্মুঃ।
সকল-নিগমসারং নাম দাতুং চ তত্র
প্রবল-করুণয়া শ্রীগৌরচন্দ্রোঽবতীর্ণঃ ॥৪৫॥

এই সকল গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের চরিত্র বড়ই মধুর। তাঁহারা কলিহত পাপপঙ্কিল-মগ্ন, হীন ও মলিন জীবসমূহের দোষ বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। যেহেতু সকল-নিগমসার হরিনাম-সুধা প্রদান করিবার জন্য করুণা-সাগর শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

লোকান্ সমস্তান্ কলিদুর্গবারিধেঃ
নাম্না সমুত্তার্য্য স্বতঃ সমর্পিতম্।
শ্রীগৌরচন্দ্রৈর্হরি-বৈষ্ণবানাং
নাম্নশ্চ তত্ত্বং কথিতং জনে জনে ॥৪৬॥

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অতি ভীষণ তরঙ্গাকুল ভবসাগর-নিমগ্ন কলিহত জীবসকলকে স্বেচ্ছায় হরিনামামৃত প্রদানপূর্ব্বক উদ্ধার করতঃ তাহাদিগের প্রত্যেককে নাম-মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন ।৪৬॥

যাবন্তো বৈষ্ণবা লোকে পরিত্রাণস্য হেতবে।
রটন্তি প্রভুনাদিষ্টা দেশে দেশে গৃহে গৃহে ॥৪৭॥

যে সমস্ত বৈষ্ণব জগতে বিরাজিত আছেন, জীবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট নাম তাঁহারা ঘরে ঘরে রটনা অর্থাৎ প্রচার করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

জগদ্বন্ধো জগৎকর্ত্তা জগতাং ত্রাণহেতবে।
যত্র তত্র হরেঃ সেবা-কীর্ত্তনে স্থাপিতে সুখে ॥৪৮॥

হে জগতের বন্ধো! হে জগৎকর্ত্তা গৌরচন্দ্র! আপনি এই ভারতবর্ষে যেখানে সেখানে জগদ্বাসীর উদ্ধারার্থে সুখে হরিসেবা এবং সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥৪৮॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—নির্দ্দোষ (৫)

মানবগণের কাম-ক্রোধাদি দ্বাদশটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য

শ্রীমহাভারতে সনৎসুজাত বলিয়াছেন :—

ক্রোধকামৌ লোভমোহৌ বিধিৎসা কৃপাসূয়ে মানশোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্॥

মানবগণের এই বারটী দোষ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বাদশ-প্রকার দোষের তালিকা

১। ক্রোধ—ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে তজ্জন্য আক্রোশ ও তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ। ২। কাম—স্ত্রীসঙ্গ-বাসনা। ৩। লোভ—ধন-ব্যয় কাতরতা। ৪। মোহ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা। ৫। বিধিৎসা—উত্তরোত্তর লভ্যাংশ পাইয়াও পিপাসার অতৃপ্তি। ৬। অকৃপা—নির্দ্দয়তা। ৭। অসূয়া—পর-গুণসমূহে দোষ দর্শন। ৮। মান—আপনাতে পূজ্য বুদ্ধি। ৯। শোক—স্বার্থনাশে মনস্তাপ। ১০। স্পৃহা—ভোগ্যবর্গে আদর। ১১। ঈর্ষা—পরশ্রী-কাতরতা। ১২। জুগুপ্সা—পরনিন্দা। এই দ্বাদশ প্রকার দোষের যে-কোন একটী মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারে। দ্বাদশটীর একত্র সমাবেশে মনুষ্যের যে কি ভীষণ পরিণাম হয়, তাহা বর্ণনাতীত। সজ্জনগণ মানবের এই দ্বাদশ প্রকার কোন দোষকেই আবাহন করেন না।

মহাভারতে আরও বত্রিশপ্রকার দোষের উল্লেখ ; সজ্জন উক্ত দোষসমূহ ও মায়াবাদীর কৃষ্ণসেবা বৈমুখ্যাদি দোষ-পরিমুক্ত

পূর্ব্ব-কথিত বারটী দোষ ব্যতীত অদান্ত পুরুষের আরও আঠার প্রকার দোষ আছে। মত্ত-জনের আঠার প্রকার-দোষ ও ছয় প্রকার ত্যাগ-রাহিত্য একত্রে চব্বিশ প্রকার দোষ এবং প্রমাদের আট প্রকার দোষ সনৎসুজাত বলিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধু এই সকল দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। মায়াবাদী হরিপাদপদ্মে অপরাধী এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখগণের অগ্রণী। তাহার দোষ-সমূহও সজ্জনকে স্পর্শ করে না।

দৈন্যের স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় ভগবদ্-বিদ্বেষির সহজিয়ার সঙ্গ-বর্জ্জনকারী সজ্জন-চরিত্রে মিছাভক্তের দোষারোপ-চেষ্টা

নির্ব্বোধ মিছাভক্ত আপনাকে ভক্তাভিমান না করিয়া নানা প্রকার দোষে পতিত হয়। তন্মধ্যে দৈন্যের স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া সুনির্ম্মল সজ্জন-চরিত্রে দৈন্যভাব ছিদ্র দর্শন করিয়া সজ্জনের চরণে অপরাধী হয়। কনিষ্ঠ ভাগবতের তাদৃশ চেষ্টা তাহার অধিকারে উন্নতির ব্যাঘাত করে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভগবদ্ বিদ্বেষীর প্রতি তীব্র উক্তিসমূহ শুনিয়া তাহাতে দৈন্যের অভাব দৃষ্টি করে। সহজিয়াদিগের পাপ-চরিত্রের বর্জ্জন-প্রয়াসীকে বা নদীয়া-নাগরীদিগের বিষয়াশ্রয়ত-বোধরাহিত্য প্রদর্শনকারীকে দৈন্যরহিত মনে করিলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না। কোমলশ্রদ্ধ-দিগের বিচার অসম্যক্ ও একদেশ-দৃষ্টিময়। তাহারা নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া হিতাকাঙ্ক্ষীকে শত্রুজ্ঞান করে এবং শুভানুধ্যায়ীগণের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া নিজ দৈন্য সমূলে উৎপাটন করে।

সজ্জন 'তৃণাদপি সুনীচ' দৈন্যের স্বরূপাভিজ্ঞ, অতএব নির্দ্দোষ

সজ্জন দৈন্যের স্বরূপ বুঝিয়া নির্ব্বোধগণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন না। যেহেতু তিনি নির্দ্দোষ। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মিষ্ট কথায় কোমল-বাক্যে বঙ্গদেশীয় মায়াবাদীকে উৎসাহ দিবার পরিবর্ত্তে কপট দৈন্য পরিহারপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টের মঙ্গলের জন্য, শ্রীকালাকৃষ্ণদাসকে ভট্টথারীদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' এই মহাসত্য-শিক্ষক কিছু দোষ করেন নাই, পক্ষান্তরে কোমল-শ্রদ্ধ অনভিজ্ঞ শুদ্ধবৈষ্ণবে 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাব দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে বৈষ্ণবের দীনতার অভাব আছে জানিলে তাঁহার কোমলশ্রদ্ধ-দোষ স্পর্শ করিবে। সজ্জনকে নির্দ্দোষ জানিলে তাঁহার সত্য সত্য অমানী ধর্ম্ম ও দৈন্য উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সৌভাগ্য হইলে বালিশগণের দোষ অপসারিত হইয়া সজ্জনের ন্যায় নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

যদ্ভক্ত্যাভাস-লেশোঽপি দদাতি ফলমুত্তমম্।
তমানন্দ-নিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং সমুপাস্মহে॥

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ!

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছি। এই প্রবন্ধে 'ভক্ত্যাভাস' বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ-লক্ষণেই ভক্ত্যাভাসের কথঞ্চিৎ বিচার হইয়াছে। 'ভক্ত্যাভাস' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বয় নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধ দ্বারা পূর্ব্ব-প্রবন্ধের বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অণু-চৈতন্য জীবের পূর্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণে উপাধি-রহিত স্বাভাবিক চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটী অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড়-সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই। অতএব, সে-অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। জড়দেহে ও লিঙ্গদেহে আত্ম-অভিমান করত একটী নূতন ও বিকৃত-স্বরূপকে বরণ করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলশূন্য থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মল-সংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না, তাহার স্বাভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটি উপাধি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। যখন অন্য কোন বস্তু আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। জড়-স্বভাব আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বভাবকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) কথিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জীবের ভক্তিবৃত্তি-কৃত স্বাভাবিক অভি-নিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু জীব সেই ঈশতত্ত্ব হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায়

তাঁহার ভয় ও বিপর্য্যয়াস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভগবানের যে একটী মায়া-শক্তি বলিয়া অপরা শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব-জ্ঞান করিয়া দুর্দ্দশাক্রমে জীবের সংসার ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করত সেই ঈশরূপ পরমদেবতাকে অনন্য-ভক্তি-দ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, মায়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধি-যুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য একান্ত লালায়িত, তাঁহারা সম্যগ্ রূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইবেন। এই কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। **'ভক্ত্যাভাস'-বর্ণন-কার্য্যটী অত্যন্ত গুহ্য, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে।** যেহেতু যাঁহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগ্যোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই সুখী হইবেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অজস্র সুখ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তৎকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচার সম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। "অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"তি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিতভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতি-তত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভাস-বর্ণনস্থলে 'ভক্ত্যাভাস' বিচারটী স্ফুটরূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাচার্য্য মহোদয়ের ঐ বিচার অবলম্বন করিয়া 'ভক্ত্যাভাস'-বিবেক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থায় ভক্তিই রতিরূপে লক্ষিতা হন, তৎকালে যে ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥

অতএব ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ও ছায়ার তাত্ত্বিক ভেদ এই যে, 'প্রতিবিম্ব'—বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া বস্তন্তরে কল্পিত হইয়া যায়। 'ছায়া'—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্নিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটি বৃক্ষ জলে প্রতিভাত হইলে সেই প্রতিভাকে প্রতিবিম্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তুর

সত্তায় তাহার সত্তা হইলেও তাহা বস্ত্বন্তর বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐ বৃক্ষের অঙ্গ-সংলগ্নে ছায়ার প্রতিচ্ছবির অবস্থিতি, অতএব ছায়া বস্তুর নিতান্ত আশ্রিত-রূপে পরিচয় দেয়। শ্রীল জীবগোস্বামী বলিয়াছেন যে,—"তস্মান্নিরুপাধি-ত্বমেব হ্যস্যা মুখ্যস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাভাসত্বং তচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তমানত্ব-মিতি।" অর্থাৎ নিরূপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধিযুক্তত্বই ভক্তির আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণী বৃত্তি-দ্বারাই প্রবর্ত্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখ্যবৃত্তি ও ব্যবধানযুক্তা বৃত্তিকে গৌণীবৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া উভয়ই গৌণীবৃত্তি-দ্বারা বর্ত্তমান। ভক্তি যখন মুখ্যবৃত্তি-দ্বারা পরিচিত হন, তখন আর 'প্রতিবিম্ব' বা 'ছায়া' কিছুই থাকে না। তখন বস্তুই স্বয়ং প্রকাশ হয়।

প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস

প্রথমে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসের বিচার করা যাউক। **প্রতিবিম্ব ভক্ত্যা-ভাস তিন প্রকার**, যথা—

১। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস।

২। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাস।

৩। বিপরীত-তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি জনিত ভক্ত্যাভাস।

(১) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাবরণই ভক্তির গৌণী-বৃত্তিক্রমে ব্যবধান ক্রমে লক্ষিত হয়। যিনি ভক্তিকে আস্বাদন করিবেন, তাঁহার ও স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপ একটী ব্যবধান পড়িল। সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ভক্তি দর্শন সম্ভব হয় না। "চিত্তত্ত্বে বিশেষ নাই, কেবল জড়তত্ত্ব বিশেষ আছে; জীব জড়মুক্ত হইলে এক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লয় হয়," —এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বলে। যেখানে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। **কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ-অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সম্বেদ্য, সম্বেদক ও সম্বেদনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়?** যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলন-রূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না; **তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি**

কৃষ্ণকে সন্তোষ করিয়া অবশেষে তাঁহার সত্তা লোপ করিবে। তোমার যে ভক্তি, তাহা ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা কুটিল। অতএব নিরুপাধিক ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, যথা—

অশ্রমাভীষ্ট-নির্ব্বাহী রতি-লক্ষণ-লক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥

সম্প্রতি তোমার পুলকাশ্রু প্রভৃতি দুই একটি লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার কৃষ্ণরতি হইয়াছে।—

কিন্তু বাল-চমৎকার-কারী তচ্চিহ্ন বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্ন-দর্শনে নির্ব্বোধ লোকেরাই প্রশংসা করে, কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই বলেন। তোমার যে পুলকাশ্রু, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার **এক কারণ** এই যে, নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ অপবর্গ ভালবাসা। সেই অপবর্গের একমাত্র দাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তোমার আহ্লাদ হইতেছে, তাহা হইতেই তোমার পুলকাশ্রু,—স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল অপবর্গের সৌখ্যাংশ-প্রকাশক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। যাহা হউক, এইরূপ ভক্ত্যাভাসে তোমার বিনা শ্রমে অভীষ্ট নির্ব্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার সুখোদয় হইতেছে। ইহাই তোমার রতি-লক্ষণের **দ্বিতীয় কারণ**। যথা—

বারাণসী-নিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতি-গোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥

এই দেখ, একটী বারাণসী-নিবাসী নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী-মধ্যে বসিয়া হরি-চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে পুলকিত হইতেছে এবং নিজ গণ্ডদ্বয় অশ্রুধারা সিঞ্চন করিতেছে! হরি-চরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী ইহাই মনে করিতেছে যে, আহা! কত সহজ উপায়ে আমি নির্ব্বিশেষ গতিটী হস্তগত করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যথা,—

দৈবাৎ সদ্ভক্ত-সঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্ন-মনসাং ভোগ-মোক্ষাদি-রাগিণাম্॥

কেশাঞ্চিদ্ধ্রদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদঞ্চতি।
তদ্ভক্ত-হৃন্নভঃ-স্থস্য তৎ-সংসর্গ-প্রভাবতঃ॥

এরূপ পুলকাশ্রু হওয়াও নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয়; যেহেতু, জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয় চিত্তকে কঠিন করে এবং সুকুমার স্বভাবা ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ-বাদীদিগের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-কার্য্যে ভোগ-মোক্ষাদি-রাগরূপ ব্যাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ফলক্রমে চিত্ত কিছু প্রসন্ন হয়। তৎকালে দৈবাৎ সদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত 'ভাব'-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ নির্ব্বিশেষভাব-দূষিত হৃদয়েও একটী দশা হয়, যাহা হইতে কিছু কিছু পুলকাশ্রু হইতে থাকে। যখন সৎ-সান্নিধ্য অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যগণের পুলকাশ্রুকে ভাবকালি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাবৃত-চিত্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু কখন কখন ভক্ত্যাভাস উদয় হয়।

(২) বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাসে বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবরণই ভক্তির গৌণী বৃত্তিদ্বারা ব্যবধানরূপে স্থাপিত হয়। আস্বাদক ও আস্বাদন এতদুভয়ের মধ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মরূপে একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্য-স্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। **বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম।** কর্ম্ম—'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক'-রূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা মৎকৃত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে'র প্রথমাংশের কএক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। **স্মার্ত্তদিগের শাস্ত্র সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্ম্মুখ।** কর্ম্মাঙ্গে যে নিত্যকর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে সে-কর্ম্মও বহির্ম্মুখ কর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাও প্রতিবিম্ব-স্বরূপ ভক্ত্যাভাস-মাত্র। যেহেতু ঐসমস্ত কর্ম্মের ফল হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-মুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক সুখলাভ। অনেকে মনে করেন যে, ভক্তিতত্ত্বে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মাঙ্গ যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা, সে-সকলও ভক্তি। তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। কর্ম্ম ও

সাধন-ভক্তিতে বাহ্য-বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মূলে একটি প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম্ম বলি, যাহা কৃত হইলে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিকের কোন প্রকার স্থূল লাভ আছে। সেই লাভ, হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, নয় নির্ব্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে।

তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতিই সমৃদ্ধ হইবে। অবান্তর ফল লব্ধ হইলেও তাহা তুচ্ছ ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে-কার্য্য দ্বারা শুদ্ধভক্তি-চেষ্টার পোষক হয়, তাহা সহজেই ভক্তি, যেহেতু ভক্তিই ভক্তির জননী। জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে সক্ষম হয় না। হে অন্তরঙ্গ ভক্ত মহোদয়গণ! কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে এই সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদিগের যখন পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-ফলে ও সৎ-সঙ্গলেশ-ক্রমে কর্ম্মশ্রদ্ধা-জ্ঞানশ্রদ্ধা দূরীভূত হয়, তখনই ভক্তির প্রাগ্‌ভাব-রূপ ভক্তি-বীজরূপা শ্রদ্ধা উদিত হয়। সে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্ম্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময় ভাব কখনও হৃদয়ে আস্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিক্ত ও মিষ্টের প্রভেদ কেবল আস্বাদন দ্বারাই জানা যায়, বিচার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আস্বাদন-অন্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্ম্মাগ্রহিগণ যে হরিনামাদি করিয়া নৃত্য করেন, সে-সমুদয়ই পূর্ব্বোক্ত দৈবাৎ "সৎভক্তসঙ্গেন" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মাত্র, শুদ্ধভক্তি নয়। তাহাদের পুলকাশ্রু কেবল "ভোগ-সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জক" প্রতি-বিম্ব-মাত্র। তৎকালে তাহারা হয় স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিসন্ধি করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

(৩) বিপরীত তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি-জনিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চোপাসনা ও যোগ-মার্গের ঈশ্বর-প্রণিধানে লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটী উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অনুগত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম— শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটী বৈষ্ণব-শ্রেণী আছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত বৈষ্ণব-

সম্প্রদায় নয়। ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত যে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন চারিটী শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য, যথা—

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাশ্চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ॥

পঞ্চোপাসনান্তর্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। পাঁচটী উপাস্য দেবতারই যে কল্পিত-মূর্ত্তি, তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনা সিদ্ধ হইলে চরম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই লভ্য হইবে। সেই সেই কল্পিত-মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করত তাহাতে যে ভক্তি করা যায়, সে-ভক্তি নিত্য নয়। বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস মাত্র। জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে ভক্তিবুদ্ধি করিলে কখনও ভক্তির কার্য্য হয় না। তাহাতে যদি কাহারও ভক্তি-লক্ষণ পুলকাশ্রু দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল 'ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক প্রতিবিম্ব' মাত্র। পঞ্চোপাসকদিগের সেরূপ কল্পিত দেব-মূর্ত্তিতে ভক্ত্যাভাস-মাত্র হইয়া থাকে, যোগিদিগেরও বিরাড়্ বা হিরণ্য-গর্ভরূপ কল্পিত-মূর্ত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সেইরূপ পুলকাশ্রু হয়। সে সমুদায়ই প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস উন্নত হইয়া যে কখনও শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না; যেহেতু তন্মধ্যে যে কর্ম্ম-জড়তা ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ তত্ত্বের সত্তা লোপ হয়। নূতন করিয়া চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। সনক, সনাতন প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদিগণ এবং পরমজ্ঞানী শুকদেব যখন পূর্ব্বধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবন-বলে আমাদের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাখিল-তর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥

সা ভুক্তি-মুক্তি-কামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

অখিল-তৃষ্ণাশূন্য মুক্ত জীবসকল যাহা অন্বেষণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তিগণকে যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী-রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী শুদ্ধা ভক্তি যাঁহারা আস্বাদন করেন না, তাঁহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয়? এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও নিশ্চিত হয় যে, **যোষিৎসঙ্গ ও মাদক-সেবনের দ্বারা যে ঔপাধিক সুখ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জগৎকে ভ্রষ্ট করিতেছে।** (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু **শ্রীল ঠকুর ভক্তিবিনোদ**

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

চতুর্দ্দশ-বর্ষপূর্ত্তি বার্ষিক-বিরহ-মহোৎসবে

বিরহার্ত্তি কুসুমাঞ্জলি

পরমরাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব! গিয়াছ যে দূরে চলে,
তাই বিরহাগ্নি মোদের অন্তর দহিতেছে পলে পলে।
চৌদ্দবছর গত হ'ল আজ, এলে না এখনও ফিরে;
তোমারে আর কি পা'ব না জীবনে? কাঁদিব জীবন-ভরে?
তোমার বিহনে পথে মাঠে-ঘাটে কারো মুখে নাহি হাসি,
তৃণ-তরু-লতা রহে অধোমুখে, নীরব আজি দশ-দিশি।
ময়ূর-ময়ূরী পাখা দুলাইয়া নাচে না তেমন আর,
দোয়েল, কোয়েল মধুমাখা-স্বরে ডাকে না'ক বার বার।

আজি এ' তিথিতে তোমার বিরহে মোরা দুঃখে নিমগন,
কেহ খুঁজে নাহি পায় সান্ত্বনা, কেঁদে ফিরি অনুক্ষণ।
আমাদের পোড়াকপাল বলি' কি চলে গেছো তাড়াতাড়ি ?
বিপ্রলম্ভ ভজনের ইঙ্গিত দিলে অপ্রকট-লীলা ধরি'।
হেন তিথিযোগে শ্রীরাধার ডাকে পশিয়াছ ব্রজধামে,
সেথা' রাসমঞ্চেতে হরি-প্রিয়া হ'য়ে খেলিছ প্রাণের টানে।
আমরা হেথায় তোমার ধেয়ানে সতত তন্ময় আছি,
তোমার মহিমা গাহি' মোরা এবে তব সেবা-সঙ্গ যাচি।
শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকট 'পরে তুমি এলে গুরুরূপে,
নিজ গুরু-ধারা সারা ভূ-ভারতে বহাইলে তীব্রভাবে।
শ্রীহরি-গুরু-সেবা ব্যতীত তোমার কৃত্য ছিল না আর,
তুমি নিত্যসিদ্ধা ব্রজের মঞ্জরী,—নিজজন শ্রীরাধার।
সঁপেছিলে তুমি নিজ দেহ-মন শ্রীগুরুর সেবা-ব্রতে,
ভক্ত-মানসে, তব পরিচয় প্রভুপাদের প্রেষ্ঠরূপে।
তোমার শ্রীগুরুর চিন্তন কেই বা করিতে পারে ?
নয়নে তোমার গুরুময় রূপ, মুখে গুরুনাম স্ফূরে।
বেদান্তসূত্রে ভক্তিবাদ স্থাপনে তব নিজ অবদান,
শত শতাব্দীতে র'বে এই জগতে ভাস্বর অম্লান।
গৌড়ীয় বিরোধী মতবাদগুলি যখনি দেখেছো চোখে,
তখনি সে'গুলি চূর্ণ করেছো বিচারি' কঠোর ভাবে।
মায়াবাদ-তমঃ দূর করি' তুমি, পূরিলে গুরুর সাধ,
'বৈষ্ণব-বিজয়'—গ্রন্থাদি রচিয়া খণ্ডিয়াছ মায়াবাদ।
পাষণ্ড-দলনে তোমার বিক্রম ছিল শ্রীজীবের মতো,
'পাষণ্ড-গজৈক-সিংহ' নামে তাই হ'লে এ ভুবনে খ্যাত।
মোদের নিত্যমঙ্গলের তরে উপদেশ দিয়েছ কত,—
শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠান,—সাধনের শ্রেয়ঃপথ।

সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ে সাধন-ভজনে উদিলে তত্ত্বজ্ঞান,—
তবেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিযোগে মিলিবেন ভগবান্ !
শ্রীগুরু-কৃপা ছাড়া তত্ত্ব-বিজ্ঞান কেহ না জানিতে পারে,
গুরুর উপদেশে ভক্ত্যঙ্গ যাজনে ক্রমশঃ ভক্তি বাড়ে।
ভক্তিব্যতীত কোন সাধনেই সুফল দিতে নাহি পারে,
'ভক্ত্যা পশ্যন্তি' —এ'হেন বচনে শাস্ত্র তাহা প্রমাণ করে।
আহারের প্রতিগ্রাসে গ্রাসে যেমন শরীরে শক্তি আসে,
ভক্তি-যাজনে হরি-প্রতি তেমন প্রীতি বাড়ে অনায়াসে।
তত্ত্বশ্রুতি ছাড়ি' লীলা-কীর্ত্তনে যাহারা মজিয়া থাকে,
প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে ওঠে তারা, আসে না ভক্তি-পথে।
ঐকান্তিকভাবে নামাশ্রয়েই শ্রীনামতত্ত্ব বুঝা যায়,
অতি মূর্খ বিশুদ্ধ নামোচ্চারে শ্রীহরির দেখা পায়।
তোমার এহেন কথামৃত আজি জাগে মোর স্মৃতিপটে,
তোমা' লাগি' এবে কাঁদি হাহাকারে, করাঘাত হানি মাথে।
মাদৃশ দুর্গত জীবের প্রতি সদা কৃপা-বারি সিঞ্চিতে,
রেখে গেছো তব আশীর্ব্বাদী ফুল শ্রীল আচার্য্যদেবে।
আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এবে তব সেবায় আছি রত,
তাঁহার মাঝারে তোমারি প্রকাশ হয় আজি অনুভূত।
তব কথা আজি কহিতে সতত চোখে আসে জল ভরে,
বিলাপের সুর ফোটে না ভাষায়, অন্তর ভেঙে পড়ে।
এ'বিলাপ-অঞ্জলি নিবেদি' তোমারে প্রণমি' প্রার্থনা করি,—
নিত্য তোমার চরণতলে যেন অন্তিম-আশ্রয় বরি।

শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর
৩০ পদ্মনাভ, ৪৯৬ গৌরাব্দ
ইং ১ নভেম্বর, ১৯৮২

ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মের কৃপারেণুপ্রার্থী—
দাসাধম শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
গ্রাম - বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৮ পৃষ্ঠার পর)

হরিভক্তির ফল অবিনাশী

যদি প্রশ্ন হয়,—অল্প বয়সে ভজন আরম্ভ করিয়া ২।৪ দিন ভজনের পর মৃত্যু হইলে ভজনকারীর এই অল্প ভজনের কি সার্থকতা হইবে; সুতরাং যাহারা অল্পায়ু, তাহাদের পক্ষে এই অল্প বয়স হইতে ভজন আরম্ভ করা বা না করা উভয়ই সমান। যেহেতু সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে মৃত্যুগ্রস্ত হওয়া ভজনফল লাভ করা সম্ভব হইল না। ইহার সমাধানার্থে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন, —**'তদপি অর্থদম্'** অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য দেবতার অর্চ্চনাদি সমুদয় কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ করিলে তাহার ফলাফল হয়, অন্যথা ফল লাভ হয় না, বরং কোন কোন কার্য্যের বিপরীত ফলও হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীহরির ভজন-কার্য্যের সে-সকলের সহিত তুলনা হয় না। কারণ ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেই সুফল বা মঙ্গল লাভ হয়, সম্পূর্ণতার কোন অপেক্ষা নাই। ভজনের তীব্রত্ব ও মৃদুত্ব-ভেদে শীঘ্র ও কিছু বিলম্বে ফল লাভ হয় মাত্র। তাহা ছাড়া ভজন-কার্য্যের এক বিন্দুও বিফলে যায় না। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—বাক্যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন। গত ৩৪শ বর্ষের ১০ম সংখ্যায় তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জড়-ভরত ভজন-মধ্যে শৈথিল্য অবলম্বন করায় তিনজন্মে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। **পরীক্ষিৎ**-মহারাজ মাত্র সপ্তাহকাল তীব্র ঐকান্তিকতার সহিত শ্রবণাঙ্গ ভক্তিদ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। **খট্টাঙ্গ** নামে কোন রাজর্ষিপ্রবর বিশেষ যোদ্ধা ছিলেন। এক সময়ে অসুর-পীড়িত দেবগণ অসুরগণকে জয় করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে-মতে খট্টাঙ্গরাজা স্বর্গে গমন করিয়া বহুদিন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহাদিগকে নিধন ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলে সমস্ত দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর দিতে চাহিলেন। তবে মুক্তিদানে একমাত্র বিষ্ণুরই অধিকার, সেহেতু মুক্তি ভিন্ন যে-কোন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন রাজা ভাবিলেন—রাজৈশ্বর্য্যাদি তাঁহার নিজের রহিয়াছে; তাহাতে আর প্রয়োজন কি? আবার বর প্রার্থনা না করিলেও দেবতাগণের অবমাননা হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা মৃত্যু-সময়টী জানিতে ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য—শেষ বয়সে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

তদুত্তরে দেবতাগণ জানাইলেন—"আপনার মৃত্যু-সময়ের মাত্র এক মুহূর্ত্ত (২ দণ্ড) অবশেষ আছে।" ইহা শুনিয়া খট্টাঙ্গ রাজা দেবযানে তৎক্ষণাৎ নিজ রাজ্যে আসিলেন এবং অবিলম্বে দেব-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভগবানে মনোনিবেশ করিলেন। দেব-নির্দ্দিষ্ট ২ দণ্ড সময় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্ময়ভাবে ভগবৎ-চিন্তাফলে বিষ্ণুপ্রেরিত বিমানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন এবং ভগবৎ-পার্ষদত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেন।

এই জড়ভরত, পরীক্ষিৎ মহারাজ ও খট্টাঙ্গ রাজার দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ভগবদ্ ভজন যাহাই যে-পরিমাণে করা যায়, তাহা মৃত্যুতেও নষ্ট হয় না; সাধারণ অসম্পূর্ণ কর্ম্মফলের মত উহা বিনাশশীল নহে।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণুভক্তের
অবিনাশিত্ব স্থাপন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ (গীঃ ৬।৩৭)

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার ভজনে প্রবৃত্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যদি সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা কুসঙ্গ-বশে শিথিলতা অবলম্বন করে বা সম্পূর্ণ ভজন হইতে বিরত হয়, তবে তাহার কি গতি হইবে?—অর্থাৎ মৃত্যুতে পূর্ব্বভজন-ফলের নাশ বা স্বর্গাদি প্রাপ্তি এবং কুসঙ্গে বিপথগামী হওয়ার জন্য নরকপ্রাপ্তি—ইহার মধ্যে কোন্‌টী তাহার লাভ হয়? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ (গীঃ ৬।৪০-৪৩)

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! আমার ভজনে প্রবৃত্ত মানবের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই। যে-হেতু আমার ভজনরূপ শুভকার্য্য-অনুষ্ঠানকারী যে-কোন ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তবে কি প্রাপ্ত হন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন,—আমার ভজন আরম্ভ করিয়া শীঘ্র মৃত্যু হইলে বা কুসংসর্গে বিপথগামী হইয়া ভজন পরিত্যাগ করিলেও, সর্ব্বাবস্থায় সে মৃত্যুর পর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের প্রাপ্য লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষকাল বাসের পর সদাচার-পরায়ণ ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। অথবা আমার ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ জন্ম সাধারণের পক্ষে দুর্ল্লভ জানিবে। হে কুরুনন্দন! আমার ভজন-ভ্রষ্ট ব্যক্তি যেখানেই জাত হউক না কেন, পূর্ব্বদেহজাত ভজন-ক্রিয়াটী সে স্বতঃই আমার কৃপায় লাভ করিয়া থাকে। তখন সে পুনরায় তৎপরবর্ত্তী ভজনের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। সেই চেষ্টার তীব্রতায় সে-জন্মে এবং মৃদুতায় পরবর্ত্তী জন্মে আমাকে লাভ করে। কোন প্রকারেই সে বঞ্চিত হয় না—জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রহ্লাদ বলিলেন—'তদপি অর্থদম্'। এই ক্ষণভঙ্গুর মানব-জন্মই একমাত্র পুরুষার্থ-দানে সমর্থ। অন্য জন্মে কখনও হরিভজন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

'ভাগবত'-ধর্ম্মাচরণের উপদেশ-তাৎপর্য্য

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য-বালকগণকে "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" বলিয়া **'ভাগবত-ধর্ম্ম'** আচরণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় ৫৫ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—ঐরূপ উপদেশ করিলেন কেন? 'ধর্ম্মান্ আচরেৎ' বলিলেই ত চলিত?—যাঁহার যে ধর্ম্মে রুচি আছে, সে তাহাই আচরণ করিতে পারিত? বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্যগণ কুমার-বয়স হইতেই নিজ নিজ ধর্ম্ম যাজন বিষয়ে তৎপর হইতে পারিত। এরূপস্থলে ধর্ম্মের বিশেষণরূপে 'ভাগবত' কথার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহার সমাধানার্থ প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া দিতেছেন, যথা—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং 'প্রিয়' 'আত্মা' 'ঈশ্বরঃ' 'সুহৃদ'॥ (ভাঃ ৭।৬।২)

অর্থাৎ, হে দৈত্য-বালকগণ ! এ-জগতে মানব-দেহধারী সকলের পক্ষেই ভগবান্ বিষ্ণুর চরণসেবা নিতান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু জীব-মাত্রেরই স্বাভাবিক 'প্রিয়', 'আত্মা', 'ঈশ্বর' ও **'সুহৃৎ'**; অন্য কোনও দেবতা সেরূপ নহেন। এক্ষণে এই বিষ্ণু ভগবানের উক্ত চারিটি বিশেষত্ব বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ—তিনি জীবের 'প্রিয়ঃ' এবং জীবও ভগবানের প্রিয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ; অর্থাৎ ইহা কাহারও উপদেশাদি-সাপেক্ষ নহে। তবে জীবগণ মায়ার কবলে পতিত হইয়া দেহ, স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি মায়ার প্রদত্ত বস্তুতে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ায় সেই চিরসত্য ভগবৎপ্রিয়তা-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবদ্-বৈমুখ্য-বশে জীব বহুদূরে সরিয়া গেলেও যদি কোনও সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর কৃপা লাভ করিতে পারে, তবে সেই জীবের আপনা হইতেই ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। তখন আর কাহাকেও উহা বলিয়া বা শিখাইয়া দিতে হয় না।

ভক্তপ্রবর ধ্রুব, শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশানুযায়ী মন্ত্র জপের দ্বারা অল্প দিন-মধ্যেই ভগবানের প্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য-সুখের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবৎ আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই তুচ্ছ-হেয় জাগতিক বিষয়-সুখ তিরোহিত হইয়া গেল ; এবং ভগবানে প্রিয়তা-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। সেজন্য তখন তিনি শুধু ভগবানের সেবা-প্রার্থনাই করিয়াছিলেন, অন্য কিছু প্রার্থনা করেন নাই। উহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় বিশদভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভগবানকে সাক্ষাতে দেখিতে পাই না বলিয়াই তৎপ্রিয়ত্ব বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ঐ বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাব জানিয়া বা না জানিয়া তাহাতে হস্ত দিলে যেমন সে-হস্ত দগ্ধ হইবেই, সেইরূপ ভগবানকে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার প্রতি প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে। ধ্রুবের যেমন ভগবানকে ভগবান্‌রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জাগিয়াছিল, সেইরূপ ভগবানকে 'ভগবান'রূপে না জানিয়াও তাঁহাকে অন্য যে-কোনও রূপে নিকটে প্রাপ্ত হইলেই প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি স্বতঃই জাগিয়া উঠে। ইহারও উদাহরণ শাস্ত্র-আদিতে যাহা পাওয়া যায়, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কিছু আলোচনা করিতেছি। (ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র, গীতা ও মহাভারত

[পৌরাণিক কাহিনী]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

আজিও সমন্তপঞ্চক মহাতীর্থে বহুলোক নিত্য স্নান করেন। কুরুক্ষেত্রে সমন্তপঞ্চক-তীর্থ। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী। থানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্রে যাইতে হয়।

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে জামদগ্ন্য পরশুরাম পিতৃবধ বার্ত্তা শ্রবণে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়-রুধিরে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। সেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে-সকল প্রদেশ আছে তাহারই নাম পরম পবিত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থ।

কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই সমন্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যাহার নাম হইতে কৌরব বংশের উৎপত্তি তাঁহারই নামানুসারে সমন্তপঞ্চকের নাম কুরুক্ষেত্র। রাজা কুরু আপন রাজধানী প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। কালক্রমে কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠে। এখনও কুরুক্ষেত্রে ভারত-মহাসমরের স্মারক অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দীর্ঘপ্রস্থে দশ যোজন ব্যাপীয়া সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্রে স্থান নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থে এখানে সমবেত। প্রতি বীরহৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতেছে—কিন্তু সে অগ্নি-উৎপত্তিস্থান ভিন্ন কিছুই দগ্ধ করিতেছে না। অচিরে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিবে। যে অগ্নি ব্যাপার অষ্টাদশ দিবস ব্যাপীয়া সংঘটিত হইয়াছিল, যে-অগ্নিকাণ্ডে কুরুকুল ভস্মীভূত হইয়াছিল, যে-মহাসমরান্তে একপক্ষে তিনটী ও অন্যপক্ষে সাতটী ভিন্ন সমুদয় অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল, যে-অগ্নিকাণ্ড আবহমান কাল হইতে জগতকে দগ্ধ করিতেছে, সেই অগ্নিকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল।

যেদিক দিয়াই দেখ ব্যাষ্টি বা সমষ্টি, যে ভাবেই বল, ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ লইয়া এই মায়িক সংসারাড়ম্বর। এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জ্ঞান ও অজ্ঞানের মায়িক বিসম্বাদ মিটিলেই প্রকৃতি ক্ষোভশূন্যা। তখন যে অনন্ত জলধিবক্ষে

এই পরিদৃশ্যমান জল বুদ্বুদ ভাসিয়াছিল আবার তাহাতেই ইহা বিলীন হইল, ইহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা, এখনও তাহা সৃষ্টি হয় নাই। ইহাই মহাপ্রলয়। যে মায়া-সাহায্যে "এক" "বহু" হইয়াছিলে, মায়া অন্তে 'এক' একই রহিয়াছেন। ভেদাভেদ সমস্তই মায়া-জন্য। যুদ্ধও ভেদ-জন্য। প্রকৃতি হইতে এই ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ দূর হইলেই প্রকৃতির বিরাম ও লয়। জীব ও নিজ হৃদয়ে যে-মুহূর্ত্তে এই বিবাদ মিটাইল, যে-মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্ম পরাজিত হইল, জ্ঞান প্রকাশে অজ্ঞান দূর হইল, জীব সেই মুহূর্ত্ত হইতে ভগবৎসাগরে সমাধিমগ্ন হইল। কিন্তু যতদিন অধর্ম্মের জয় ততদিন প্রকৃতির দারুণ বৈষম্য—ততদিন সৃষ্টি-বিস্তার। অধর্ম্মের জয়ে সৃষ্টি-বিস্তার সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অধর্ম্ম জয়ের ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

ধর্ম্মাধর্ম্মের যুদ্ধ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধ, ত্রেতায় রাম-রাবণের, দ্বাপরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং কলিযুগে প্রতি জীবহৃদয়ে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের ঘোরতর বিবাদ। যে অধর্ম্ম-প্রবাহ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সকল জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদিতে ইহার এক একটা নাম আছে; আর্য্য জাতি এই অধর্ম্মকে পাপ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, জড়, তমঃ ইত্যাদি বহু নাম দিয়াছেন।

জিন্দাভেস্তায় ইহার নাম আহরিমান বা অন্ধকার; বাইবেলে ইহার নাম শয়তান। এই অধর্ম্মকে পরাজয়ের জন্য নানা জাতির মধ্যে নানাপ্রকার উপদেশ আছে। অর্থাৎ (ARTHUR) ইহার উচ্ছেদ সাধনার্থ "নাইটহুড" সৃষ্টি করেন। আর্য্য জাতির সমাজ, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত-অনুষ্ঠান এই অধর্ম্ম অজ্ঞান বা মায়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য। এই অধর্ম্ম কিরূপে জয় করিতে হইবে তজ্জন্য তাঁহারা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করেন। ধন-শক্তি, জ্ঞানশক্তি, দেবশক্তির পদতলে পশু-শক্তির একত্র সমাবেশ প্রয়োজন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধির জন্য শুভেচ্ছা আবশ্যক। পরে কর্ম্ম করিলেই এই অসুর জয় হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও এই আবহমান কাল প্রধাবিত ধর্ম্মাধর্ম্ম যুদ্ধের অঙ্গ। যুদ্ধটি ঐতিহাসিক হইলেও ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন অন্তর্নিহিত যুদ্ধই বাহিরে আকার গ্রহণ করে মাত্র। মানুষ কিছুই নহে, অন্তর্নিহিত স্বভাবের মূর্ত্তিমাত্র।

বৰ্ত্তমান মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ শকুনি শাখা, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল।

অন্যদিকে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ। অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীসুত নকুল-সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

মূল শ্লোক এই—

"দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা,
দুঃশাসনঃ পুষ্প-ফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী।

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ॥"

কেহ কেহ এই দেখিয়া মহাভারতের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চান—"মহাভারত রূপকমাত্র"। "কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আঁটিতে পারেন না" ইত্যাদি মতগুলি বড়ই ভ্রমাত্মক। কর্ণাল, আমিন, বাণগঙ্গা, ভীষ্ম-শরশয্যার স্থান, গীতা-উপদেশ প্রভৃতির স্থান এবং কুরুক্ষেত্রের আধুনিক অবস্থা যদি স্বচক্ষে ইহারা দর্শন করেন, তবে এই ভ্রমাত্মক মত দিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করিবার প্রয়াস হইতে তাহারা নিশ্চয় বিরত হইবেন।

কিন্তু বলিতেছিলাম—অগণিত কুরুসৈন্য অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় এখনও স্থির হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও কুরুবংশ ধ্বংশকারী অনলরাশি দিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে নাই।

কখনও জলভরা মেঘ দেখিয়াছেন? যে-মেঘমালা দেখিতে দেখিতে দিবসের আলোকরাশি ডুবাইয়া ক্ষণকাল মধ্যে দশদিক অন্ধকারে ছাইয়া ফেলে; মেঘ জলপূরিত অথচ বৃষ্টি হইতেছেনা। অচিরে প্রবল ঝঞ্জাতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে কিন্তু এখনও প্রকৃতি নিস্তব্ধ, যেন মৃদুশ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এখনও স্থির। এই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন।

—শ্রীমহাদেব দত্তশর্ম্মা (H. G. T.)
সাহিত্য-সরস্বতী, পুরাণ-শাস্ত্রী (সুবর্ণপদক প্রাপ্ত)
চিনপাই (বীরভূম)।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিদ্বিলাস

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

চতুর্দ্দশ-বার্ষিক বিরহ-বাসরে

এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৪ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৭ পৃষ্ঠার পর)

মদীয় পরম গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন বিপুলভাবে শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপ শহর আউল, বাউল, কর্তাভজা নেড়, দরবেশ, সাঁই-সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাই, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের বজ্রনির্ঘোষ প্রচারে অপসম্প্রদায়ী লোকসকল কিছুটা দমিত হইলেও তাহাদের ইন্দ্রিয় তর্পণে বাধা পড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই অসন্তোষ ক্রমশঃ ধূমায়িত হইয়া প্রবলাকার ধারণ করেছিল।

পরে একসময় শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে তদীয় শ্রীবিগ্রহ সঙ্গে লইয়া ভক্ত ও শিষ্যগণসহ বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় বহির্গত হইয়াছিলেন। উক্ত পরিক্রমার শোভা যাত্রায় মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিতেছিলেন। পরিক্রমা পার্টি যখন শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমামুখে শহর নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্বোক্ত সকল অপসম্প্রদায়ের পাষণ্ডি ব্যক্তিগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রাণ বিনাশের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তর-খণ্ড শোভাযাত্রার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন প্রাণভয়ে ভক্তবৃন্দ যিনি যেদিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন। এইরূপে সঙ্কট অবস্থায় মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের বহুমূল্য প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাকে লইয়া নিকটস্থ জনৈক গৃহস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। তখন চতুর্দিক মারমুখী জনতা শ্রীল প্রভুপাদের অনুসন্ধানের জন্য হৈ হল্লা করিতেছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—প্রভো! এইরূপ বিপদাবস্থায় এই বেশে আপনার মায়াপুর যাওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনার অরুণবর্ণের সন্ন্যাসবেষ পাষণ্ডীরা দেখিলে চিনিয়া ফেলিবে। অতএব আমার এই শ্বেতবস্ত্র আপনি পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী সাজুন ও আমি আপনার সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে

এইস্থান হইতে চলিয়া যাই। প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও শ্রীল গুরুপাদপদ্মের একান্ত ইচ্ছায় উক্ত বেষ পরিবর্ত্তনে সম্মত হন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিজ প্রাণ সংশয় করিয়াও ছদ্মবেশে প্রভুপাদকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে মায়াপুরে উপস্থিত হন। সেই সময় মায়াপুরস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই অসাধারণ সেবার জন্য ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে পরমপূজ্যপাদ মহামতি কুরেশ তদীয় গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর *শ্রীশ্রীল রামানুজ স্বামীকে যেরূপ নিজপ্রাণ সংশয় করিয়াও পাষণ্ড প্রধান* চোলরাজ ক্রিমিকণ্ঠের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মও সেইরূপ জলন্ত গুরুসেবার আদর্শস্থাপন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের উন্নতি বিধান

শ্রীচৈতন্য মঠের কিছু ভূসম্পত্তি তত্রস্থ মুসলমানগণ দখল করিয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি বর্ত্তমানে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির তাহাও তাহারা বে-আইনি ভাবে দখলে রাখিয়া সেখানে মহরমের তাজিয়া ফেলিত। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তখন শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান সেবকসূত্রে অবস্থান করতঃ অসাধারণ কৌশলে সমূহ বেদখলী সম্পত্তি-মঠের অধিকারে আনয়ন করেন এবং পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইনস্‌টিটিউট্‌ নামে হাইস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বে আমি নিবেদন করিয়াছি।

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম এক সময় কটক রেভেনসো কলেজে গিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিদ্বৎসমাজে এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন-পূর্ব্বক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে "বৈদান্তিক পণ্ডিত" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। এইভাবে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমঠের সেবা-সৌষ্ঠব ও বাহিরে প্রচারগৌরব বিপুলভাবে বিস্তার করেন।

যখনই কোন বিষয়ে কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিত সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে উক্ত সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। এক সময়ের একটি ঘটনা যাহা আমি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস প্রাপ্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হরিকথা প্রচারক প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-

প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এক সময় শ্রীবৃন্দাবনস্থ মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তত্রস্থ মঠের সেবক শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর মধ্যাহ্নে উক্ত শ্রীল মহারাজকে প্রসাদ পরিবেশন করিতেছিলেন, সেই দিন শাকপ্রসাদটি অতি উত্তম হইয়াছিল বলিয়া শ্রীল মহারাজ আর একটু শাক দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন,—"সন্ন্যাসী চাহিয়া খায়!" এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এই ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু মনোমালিন্য দেখা দিলে তাহাতে মঠের সেবাকার্য্য ব্যাহত হয়। প্রপূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজের Telegram-এ শ্রীল প্রভুপাদ সকল বিবরণ অবগত হইয়া উক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করিবার জন্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভু জানিতেন যে বিনোদদা অত্যন্ত রাশভারী ও দুঁধে লোক। তিনি মায়াপুরে বাঘে বলদকে একঘাটে জল খাওয়াইতেছেন। তাঁহার শাসনে মায়াপুরের অসৎলোক শান্ত হইয়া সদ্ভাবে জীবন-যাপন করিতেছে। (সতীর্থগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বিনোদ দা বলিয়া ডাকিতেন)।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সেখানে গিয়া দেবকীনন্দন প্রভুকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন যে,—"শ্রীল তীর্থ মহারাজ তোমার নিকট যে একটু শাক চাহিয়াছিলেন সে তোমারই তো প্রশংসা করিয়াছিলেন। তুমি এত সুন্দর স্বাদিষ্ট রান্না করিয়াছ যাহা শ্রীল মহারাজও আর একবার আস্বাদন করিবার জন্য চাহিয়াছিলেন। ইহাতে তোমারই মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তোমার রাগ করার কি আছে? তোমার উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই উচিত ছিল। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সুমধুর বচনে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন প্রভুর মন দ্রবীভূত হইল ও নিজ-দোষ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং শ্রীল মহারাজের নিকটও কটূক্তি বচনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। এইভাবে পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করিয়া শ্রীবৃন্দাবন মঠের অচলাবস্থা সচল করতঃ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। (ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

মেদিনীপুরের সংক্ষিপ্ত প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ শ্রীল রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সমাপ্ত করিয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সদল-বলে (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ দৈব-কার্য্যানুরোধে নবদ্বীপ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিবস ইং ১৪।৪।৮৩ তারিখে নরঘাট এবং নরঘাট হইতে কেলেঘাই ও কপালেশ্বরীর সংযুক্তধারায় নৌকাযোগে বেশ কয়েক মাইল গমন করিয়া মোহাড়-(কাটিনা) স্থিত শ্রীসুবোধচন্দ্র দে মহোদয়ের বাড়ীতে পৌঁছান। উক্ত দিবসে মোহাড়ে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমি নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ করেন শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী এবং রাত্রিকে পাঠ করেন শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ। প্রত্যহ সর্ব্বত্রই পাঠ ও বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারীর সহিত সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

ইং ১৫।২।৮৩ তারিখে প্রাতঃকালে মোহাড় হইতে পদব্রজে 'ভুটিচক-চড়ার অন্তর্গত 'মিলনতীর্থে' পৌঁছান। উক্তস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে গৌর-ভক্তবৃন্দ পনেরটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া খোল-করতাল-সহযোগে উচ্চস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মিলনতীর্থে মিলিত হন। ঐদিন বেলা ১০টার সময় হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে পুনঃ ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস মহাশয়। ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীকেদার-নাথ কুইল্যা। ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় শ্রীঅদ্বৈত দাস। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী মিলন শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—মিলন শব্দের অর্থ জীবাত্মার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনের অর্থ একাকার হইয়া যাওয়া নয়। যেমন (১ + ১) = ২, ইহা কখনই 'এক' নহে। তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিয়া কখনই এক হয়ে যাবে না। যেমন বিভিন্ন নদ-নদী প্রবাহিত হইতে হইতে সমুদ্রে মিলিত হয় সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি ভাবরূপী নদী কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাসমুদ্রে মিলিত হয়। যাহার যে-রূপ ভাব সে সেই নদীর মাধ্যমে প্রেম-সমুদ্রে মিলিত হন। যেইরূপ কুরুক্ষেত্রে

কৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলেন—সখাগণ, যশোমতি, গোপীগণ। সভার শেষে শ্রীপাদ বিশ্বকসেন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রে ভারতের তীর্থসমূহ এবং গৌর-লীলা প্রদর্শন করান এবং বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীপাদ শচীনন্দন ব্রহ্মচারী। উক্ত সভায় প্রায় দশহাজার ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৬।৪।৮৩ তারিখ সকালে শ্রীল মহারাজজীর সহিত বৈষ্ণববৃন্দ মহম্মদপুরে পৌঁছান। উক্ত তারিখ রাত্রিতে দেঁড়েদীঘিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে ধর্ম্মসভা হয়। উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় শ্রীবাণেশ্বর ওঝা ও শ্রীবীরেন্দ্র মণ্ডল। উক্ত সভায় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারীর সহিত বৈষ্ণবগণ সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। উক্ত রাত্রিতেই প্রায় ৩টার সময় Speed-boat যোগে পাঁচ মাইল রাস্তা অতিক্রান্ত করিয়া ১৭।৪।৮৩ তারিখ সকাল ৫।৩০ টায় সাবড়াবেড়া৷ জলপাই-এর অন্তর্গত শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং রাত্রিতে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাসাধিকারীর বাড়ীতে শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাম-বন্ধনলীলা পাঠ করেন।

ইং ১৮।৪।৮৩ তারিখে বাসযোগে উত্তর সাউতানচক নিবাসী শ্রীপতি মিশ্র মহোদয়ের বাড়ীতে উপনিত হইলে সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। তথায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী। সভার প্যাণ্ডেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন স্থানীয় 'পোল ষ্টার ক্লাব'। পরের দিন সকালে ইং ১৯।৪।৮৩ তারিখে বৈষ্ণববৃন্দ নগরকীর্ত্তন করেন এবং রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী সভাপতির ভাষণে 'সাম্যবাদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং বর্ত্তমান সাম্যবাদ যে ভিন্নপথে চলিতেছে তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করেন এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেই প্রকারান্তে ভগবানের রূপ স্বীকার করেন। এ-বিষয়ে Bible উদ্ধৃত করে বলেন,—"God created man after his own image." কোরাণ উদ্ধৃত করে বলেন,—"ইন আল্লাহা খালাকা য়েন সুরৎহি।"

এই দুটি বাক্যই "সদ এব সম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ"-এর সমর্থক। উক্ত সভাতে শ্রীল মহারাজজী কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ ইহাও মত স্থাপন করেন। প্রত্যেক জীবই স্বার্থপর, স্বার্থ শব্দের প্রকৃত 'অর্থ' স্ব (আত্মার) অর্থ,—আত্মার অর্থ কি? ভগবৎসেবা—ইহা ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দু'দিনই সভার অন্তে শ্রীপাদ বিদ্বক্‌সেন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান এবং বক্তৃতা দেন শ্রীপাদ শচীনন্দন ব্রহ্মচারী।

দশম দিবস ২০।৪।৮৩ তারিখে সাউতাল চক হইতে মোটরযানে কল্যাণপুরে পৌঁছান। তথায় শ্রীগজেন্দ্রমোচন প্রভু বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেবের সহিত তাঁর কিরূপ প্রীতি ছিল কয়েক ঘণ্টা যাবৎ তিনি বর্ণন করেন। রাত্রিতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরদিবস ২১।৪।৮৩ তারিখে তথায় শ্রীরামনবমীব্রত পালন করেন। সকালে শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবিলাস সম্বন্ধে পাঠ করেন। মহর্ষি বাল্মিকী কিভাবে রামায়ণ লেখায় প্রবৃত্ত হন এবং সমাধিযোগে তিনি কিভাবে রামলীলা দর্শন করেন শ্রীল মহারাজজী তাহা বর্ণন করিতে গিয়া,—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

তিনি এই শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করেন। রাত্রিতে পুনঃপাঠ-প্রসঙ্গে 'লব-কুশ' নামের সার্থকতা ব্যাখ্যা করেন এবং সীতাদেবী যে যমজ সন্তান প্রসব করেছিলেন তাহাও বাল্মিকী রামায়ণের উদ্ধৃতি দ্বারা বর্ণন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈশিষ্ট্যও তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেন।

দ্বাদশ দিবস ২২।৪।৮৩ তারিখে কল্যাণপুর হইতে দারিবেড়িয়া নিবাসী শ্রীরসময় দাসাধিকারীর বাড়ীতে পৌঁছান। সম্পূর্ণদিন অবস্থানের পর সন্ধ্যা ৬।৩০ হইতে আশ্রমমোড়ে ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। সভার ব্যবস্থা করেন স্থানীয় 'যুবগোষ্ঠী ক্লাব'। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ শুভানন্দ ব্রহ্মচারী ও কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রভৃতিও ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজজী জীবের স্বরূপ-প্রসঙ্গে শ্রীসনাতন-শিক্ষা, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রীয় সংবাদ, রাজর্ষি জনক-অষ্টবক্র-সংবাদ, সুযোগ্য রাজার

উপাখ্যান এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি ……' শ্লোকের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় হাদিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীগৌরসুন্দর দাস কয়েকটি প্রশ্ন করেন, যথা— (১) বৈষ্ণব কাহাকে বলে? (২) বৈষ্ণবের লক্ষণ কি? (৩) বৈষ্ণবের অশৌচ আছে কি? (৪) নৈমিষারণ্য কি? (৫) নৈমিষারণ্য শ্রাদ্ধ বিধিসম্মত কিনা? (৬) ঐ শ্রাদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ? (৭) প্রকৃত গুরু কে এবং তাহাকে চিনিবার উপায় কি? (৮) ব্রাহ্মণ-দ্বারা বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ করা বিধি-সম্মত কিনা? ৯) যাহারা নিত্যপূজা-পদ্ধতিতে রত থাকেন তাহাদের অশুচি হয় কি? (১০) ঐ গৃহে যে-সকল ব্যক্তি থাকেন তাহাদের কি নিয়ম পালন করা উচিত? (১১) কাঁচা চাল, আলু দিয়ে কি বৈষ্ণবদের শ্রাদ্ধ করা উচিত? (১২) অন্নপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায় কি?

উক্ত প্রশ্নগুলির যথাযথ ব্যাখ্যাও শ্রীল মহারাজজী প্রদান করেন। সময়ান্তরে তাহার বিশদ বর্ণনার আশা রাখিলাম। সভার শেষে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীপাদ বিশ্বকসেন ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান এবং ছায়া-চিত্রে বক্তৃতা দেন শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রুতি অর্থাৎ বেদের শিরোভাগ ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্রীনবদ্বীপধামের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন,—"অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীকং যদুচ্যতে……তত্র বেশ্ম ভগবতশ্চৈতন্যস্য পরমাত্মনঃ।" বাক্যে 'ব্রহ্মপুর'-নামে অষ্টদল-বিশিষ্ট পদ্মের মধ্যবর্ত্তী 'দহর'-নামক স্থানই 'মায়াপুর' বলিয়া কথিত। ঐ স্থানই শ্রীচৈতন্য-স্বরূপ ভগবানের নিবাসক্ষেত্র এবং উহার অন্তরাকাশই অন্তর্দ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোকুল-মহাবনই চিদ্ধামের সর্ব্বোচ্চপদ। ভক্তি-দ্বারাই তথায় গমন করা যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিপীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-অন্তর্ব্বর্ত্তী মায়াপুরই সেই গোকুল-মহাবন। তথায় পৃথুকুণ্ড ও স্বর্ণদীরূপ দুই অর্ণব। তন্মধ্যে

প্রেমরূপ আসবপূর্ণ সরোবর। যথায় শ্রীগৌরচন্দ্রের নামকীর্ত্তন যজ্ঞ, অশ্বত্থ মহাবৃক্ষ, কীর্ত্তনপীঠ ছায়ামণ্ডপ শ্রীবাসাঙ্গন, পরব্রহ্মপুররূপ মহাযোগপীঠ। সেই পরব্রহ্মলোক নবদ্বীপগত, উহা শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই লব্ধ হয়। তথায় পূর্ণ-শক্তি শ্রীরাধা ও পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই অপৃথকভাবে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবস্থিত।

শ্রীচৈতন্য-উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে—"কলিযুগের পাপাচ্ছন্নমতি লোকসকল কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে, কলিযুগে উপাস্য দেবতাই বা কে ও উপাসনা-মন্ত্রই বা কি ?" তদুত্তরে জানাইলেন,—গঙ্গাতীরে গোলোক-সংজ্ঞক নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ দ্বিভুজ গৌরকান্তি, মহাত্মা-মহাযোগী মায়িকগুণত্রয়-রহিত, শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবেন। বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহান্তরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। পরমেশ্বর তিনি স্বয়ংই স্বীয় নাম-মূলমন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' কীর্ত্তন করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। কলিতে সুমেধাগণ এই তারকব্রহ্মনাম-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ-দ্বারাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে উপাসনা করিয়া থাকেন।"

শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট নিখিল শাস্ত্রের সার এই 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ…' নামব্রহ্ম জপ্য ও কীর্ত্তনীয়—দুইই। তথাপি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর মুলুকপতি যবন-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও নামের মহিমা জানাইলেন। "জপিলে সে হরিনাম জপকর্ত্তা তরে। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে পর উপকার করে॥ পশুপাখী বৃক্ষলতা বলিতে না পারে। শুনিলেই কৃষ্ণনাম তারা সব তরে।" শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনকারীর কিরূপ অধিকার বা সহিষ্ণুতা হওয়া প্রয়োজন ঠাকুর শ্রীল হরিদাস তৎ বর্ণনে বলিলেন—"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ। তথাপি না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ ও শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলা-সহচর। তাঁহাদের প্রতি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন, সদাচারযুক্ত আচার প্রচার ও নাম সঙ্কীর্ত্তনের যে আদেশ হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীজীব-গোস্বামীর শ্রীধাম-পরিক্রমার কথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের শ্রীধাম-মহিমায় জানিতে পারা যায়। পরে শ্রীল নরোত্তম-শ্যামানন্দ-শ্রীনিবাস

প্রভুত্রয় ইহার ধারক ও বাহকরূপে বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি ইহজগতে অন্তর্দ্ধান হইলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বিমল প্রেমধর্ম্মের ভক্তিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। মনুষ্য জাতির প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, জীবে দয়া, নামে রুচি, গুরুবৈষ্ণবের সেবা তাহা ভুলিয়া স্রোতহীন নদীতে কুসংস্কাররূপ শৈবালের বৃদ্ধিতে জাতির আচার-আচরণ কদর্য্যরূপে হেয় হয়। সে-অবস্থায় আচারহীনের প্রচারে কাহারও কোনদিন কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। নাম-প্রেম প্রচারকারীর প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—"আচার করেন কেহ না করে প্রচার। প্রচার করে কেহ না করে আচার॥ আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি জগদ্‌গুরু, তুমিই জগতের আর্য্য॥" "সাধারণ সমাজ ধর্ম্মের কুসংস্কারকে বিচার করিতে না পারিয়া সনাতন ধর্ম্মকে ভুল বুঝিয়া ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। তখন আদর্শ ধার্ম্মিককেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া সমাজ সব সমান করিয়া ফেলে। ফলে প্রয়োজন হয় শ্রীভগবান্ বা তদ্রূপ শক্তিসম্পন্ন গুরু-বৈষ্ণব-ভক্তের আবির্ভাব। ঠাকুর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ জাতির এই দুর্দ্দিনে প্রকটিত হইয়া শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার, গ্রন্থ-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থ উদ্ধারাদি তথা ধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই তাঁহার মূল বাহক হইয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি প্রলুব্ধ করান। শ্রীশ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের তিরোভাবে শ্রীধাম-পরিক্রমা বন্ধ হইলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও অদ্যাবধিও প্রতিবৎসর ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতে শ্রীধাম-পরিক্রমায় জাতি-বর্ণ তুচ্ছ প্রাদেশিকতা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে প্রেমমৈত্রী লাভে ব্রতী হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার মধ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমা অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু পৃথিবীর যথার্থ শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ইহা গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতের জন্য শ্রদ্ধাবনত হন। বিগত ১৩ই ও ১৪ই চৈত্র, ১৩৮৯ (ইং ২৮ ও ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৮৩) সোমবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেতারযোগে কলিকাতা কেন্দ্র

হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমার কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রচারিত হইয়াছে। সাত আট হাজার আবাল-বৃদ্ধবনিতা-নির্বিশেষে পরিক্রমা ও মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দেবার সৌভাগ্য লাভে আদর্শ নাগরিক জীবন ও পরমার্থের আলোক পাইয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক পুনঃ প্রদর্শিত ধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশাদি বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও আত্ম-কল্যাণার্থী নরনারীগণ এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমা চলাকালে সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের সুযোগ লাভ করেন। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সমিতির সদস্যগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মসভা অয়োজিত হয়।

৮ই চৈত্র, ১৩৮৯ (২৩শে মার্চ্চ) ১৯৮৩, বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরিক্রমার অধিবাস-তিথির অধিবেশনে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসনে উপবেশন করিলে সভার কার্য্য শুরু হয়। তিনি সভার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মুখবন্ধন বা ভূমিকা প্রদর্শন করিলে তাঁহার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও ধাম পরিক্রমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। চক্ষুর দ্বারা শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা যায় না, কাণের দ্বারা শব্দব্রহ্মের সাহায্যে তাহা সম্ভব। শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বাণী উল্লেখ করে বলেন,—"চোখের দ্বারা ভগবৎ দর্শন হয় না, কাণ ব্যতীত।" তদনন্তর সমিতির সহকারী সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রস্তুতি, আগামী দিনে গন্তব্য স্থানের পথে যাত্রিগণের প্রতি পথের দিগ্‌দর্শন, যাত্রিগণ পরস্পর অচেনা অজানা হইলেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত পরিক্রমায় একে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শনাদি করিবার উপদেশ ও নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

৯ই চৈত্র ১৩৮৯ (২৪শে মার্চ্চ, ১৯৮৩) বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রথম দিবস শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদ-বিহারীজীউর মঙ্গলারতি দর্শন ও তদীয় জয়ধ্বনি, দণ্ডবৎপ্রণতি ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ সুসজ্জিত শিবিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ স্থাপনা করেন। আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসীবৃন্দ শিবিকা স্কন্ধে বহন করিয়া পরিক্রমার শুভবিজয় করেন। হাজার হাজার যাত্রিগণের কীর্ত্তন-জয়ধ্বনি, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও কাঁসর-ঘণ্টা মৃদঙ্গ, বাদ্য-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৎসর শহর নবদ্বীপের মাঝ-পথ দিয়া যাত্রা করিয়া বড়ালঘাটে উপস্থিত হইলে নৌকাদ্বারা কৃষ্ণনগর ঘাটে অবতরণ করিয়া তথা হইতে শ্রীমায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া গোদ্রুম যাত্রা করা হইত। এ বৎসর ভাগীরথীর গৌরাঙ্গসেতু দূরত্বকে নিকটস্থ করিয়াছে। পরিক্রমাপার্টী গৌরাঙ্গসেতু অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত হইয়া গোদ্রুমের দিকে নূতন পথে যাত্রা করেন। গোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলি ও সমাধি-মন্দিরে সকাল ৭টায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ত্রিবিক্রম মহারাজ "শুদ্ধ ভকত চরণরেণু ভজন অনুকূল"—কীর্ত্তন করেন। ইহার একটি পদে আছে "গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে।" শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী ২য় কীর্ত্তন করেন,—"গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে" এবং "হরি বলে মোদের গৌর এল"। ৩য় কীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ "বড় সুখের খবর গাই।" ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পর্য্যটক মহারাজ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য পাঠ করেন। তাহাতে ইন্দ্র সুরভির আনুগত্যে গৌরবের তপস্যা, মার্কণ্ডেয়-মুনির প্রলয় দর্শন লীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজজী শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী, আদর্শ, সাহিত্যিক বিকাশ, শুদ্ধভক্তির প্রবাহ প্রভৃতি ও তাঁহার স্বরূপের পরিচয় এবং শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার অপ্রাকৃত সম্বন্ধ, শ্রীধাম প্রকাশে যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এইস্থানে পূর্ব্বে কয়েকজন বাবাজী স্ত্রী-পুত্রাদি

লইয়া বাস করিত; ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিলেন—"ঠাকুরের ইচ্ছা নহে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া, কুঞ্জে করিবে বাস জড়ানন্দী হইয়া।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং আচার-প্রচারাদি দ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় যথার্থ ধাম দর্শন সম্ভব, অতএব সকলেরই পক্ষে ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকায় পরিক্রমাকারিগণ সুবর্ণবিহারে উপস্থিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ "গৌরাঙ্গের দু'টিপদ যাঁর ধন সম্পদ" কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সুবর্ণসেনের মহিমা কীর্ত্তনকালে বলেন এখানে পূর্ব্বকালে সুবর্ণসেন রাজা রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া জীবনের অনিত্যতা, মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বর্ণন করিলে তিনি রাজকার্য্যাদির সাথে হরিভজনেও আত্মনিয়োগ করেন। একদা সুবর্ণসেন সুবর্ণরূপধারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। ক্রমে তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উদয় হয় ও তিনি হরি-ভজনে ব্রতী হন।" শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী "জয় নন্দন-নন্দন গোপীজন-বল্লভ" কীর্ত্তন করেন। এখান হইতে শ্রীনৃসিংহপল্লী যাত্রার পথে চিড়া প্রসাদ দেওয়া হয়। মাধ্যাহ্নে দেবপল্লীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীনৃসিংহের স্তব-স্তুতি শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও তথাকার মাহাত্ম্যপাঠ-কীর্ত্তন হয়। প্রতি বৎসর এখানে ভক্তগণের মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবার জন্য অন্নব্যঞ্জন, পরমান্নের ব্যবস্থা হইত কিন্তু এ বৎসর জলাভাবে প্রসাদের ব্যবস্থা এখানে না হইয়া হরি-হরক্ষেত্রে হইয়াছিল। শ্রীহরিহর সদাশিব-তত্ত্ব হরি ও হর অভিন্ন শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। শিব এখানে থাকিয়া ধামবাসিগণের প্রয়াণকালে কর্ণে শ্রীহরিহর নাম মন্ত্র প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদসেবা করিয়া হরিহরক্ষেত্র হইতে পরিক্রমাপার্টী শ্রীদেবানন্দ মঠের দিকে যাত্রা করেন। পথে বৈকাল ৪ ঘটিকায় মাজিদাগ্রামে হংসবাহন-ক্ষেত্রে পাঠ-কীর্ত্তন হয়। প্রায় সায়াহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সাথে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। সন্ধ্যায় আরতি, পরিক্রমান্তে নাট্য-মন্দিরে কীর্ত্তনকারিগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ রাত্রিতে পাঠ-বক্তৃতা করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসদাশিব দাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব

বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্

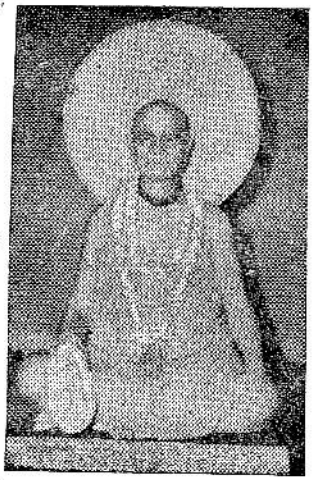

শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,

পোঃ বাসুগাঁও, জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ বাসুগাঁও;
জিলা—গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তন স্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যকেশরী অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** প্রতিষ্ঠিত উক্ত মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরে তদীয় বিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব আগামী ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০ (ইং ১৮।৫।৮৩), বুধবার দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে ও শ্রীমঠের নিত্য-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহগণও উক্ত মন্দিরে ঐ দিবসে শুভবিজয় করিবেন।

এতদুপলক্ষে ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৭।৫।৮৩), মঙ্গলবার হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯।৫।৮৩), বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী নগর-সঙ্কীর্ত্তন, অধিবাস-উদযাপন, শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ, অভিষেক, বৈষ্ণব-হোম, ধর্ম্মসভা ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতির ও বিভিন্ন মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথা সুধী-সজ্জনমণ্ডলী শ্রীগুরু-তত্ত্ব, শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দিবসে ভাষণ প্রদান করিবেন।

দ্রষ্টব্য—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ সবান্ধব উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ সহানুভূতি-দ্বারা উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করত সমিতির সদস্যবৃন্দকে উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়তা প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—১লা বৈশাখ, '৯০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

ঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃ

২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৭।৫।৮৩), মঙ্গলবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি, তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তনমুখে নগর-পরিক্রমা ;
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ;
মধ্যাহ্নে—সঙ্কীর্ত্তনযোগে ভোগ-আরতি ;
অপরাহ্নে—কীর্ত্তন-মহোৎসব ও অধিবাস-অনুষ্ঠান ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮।৫।৮৩), বুধবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ সহযোগে কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা ;
পূর্ব্বাহ্নে—প্রস্থানত্রয় পাঠ, বৈষ্ণব-হোম, শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশানুষ্ঠান ;
মধ্যাহ্নে—ভোগ-আরতি অন্তে জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯।৫।৮৩), বৃহস্পতিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—মঙ্গলারতি অন্তে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ;
পূর্ব্বাহ্নে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ;
মধ্যাহ্নে—ভোগ ও আরতি-কীর্ত্তন ;
সন্ধ্যায়—আরতি অন্তে সনাতনধর্ম্ম সম্পর্কে বক্তৃতা, তৎপশ্চাৎ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ | ২০ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৪৯৭ গৌরাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৯০ ; ইং ১৫।৬।১৯৮৩ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

গৌরাঙ্গঃ প্রেমমূর্ত্তিঃ জগতি যদবধি প্রেমদানং করোতি
পাপী-তাপী-সুরাপী নিখিল-জন-ধন-স্থাপ্যহারী কৃতঘ্নঃ ।
সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ স্বকীয়ান্ বিষমিব বিষয়ং সংপরিত্যজ্য কৃষ্ণং
গায়ন্ত্যচ্চৈঃ প্রমত্তাস্তদবধি বিকলাঃ প্রেমসিন্ধৌ বিমগ্নাঃ ॥৪৯

যদবধি প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এ জগতে প্রেমদান করিতেছেন ; পাপী, তাপী, সুরাপী, কৃতঘ্ন এবং নিখিল জনগণের স্থাপ্য ধন-হরণকারী মহাপাপী লোকসমূহ স্বকৃত কুকর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম এবং বিষয়বাসনা বিষতুল্য পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম-গানে প্রমত্ত হইয়াছিল, তদবধি তাহারা বিকল ভাব ধারণ করতঃ প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল ॥৪৯॥

যেষাং কস্মিন্ যুগে নাভূৎ নিস্তারো বহুজন্মনি
কলৌ তে তে সুখে মগ্না নাম-গান-প্রসাদতঃ ॥৫০॥

যাহাদের কোনযুগে বহুজন্মেও নিস্তারের আশা ছিল না, তাহারা কলিযুগে কৃষ্ণনাম-গানের কৃপায় সুখে মগ্ন হইয়াছিল ॥৫০॥

হরের্নাম্না প্রসাদেন নিস্তরেৎ পাতকীজনঃ।
উপদেষ্টা স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যো জগদীশ্বরঃ ॥৫১॥

শ্রীহরিনামানুগ্রহে পাতকী ব্যক্তি নিস্তার প্রাপ্ত হয়। উহার উপদেষ্টা স্বয়ং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৫১॥

অখিল-ভুবনবন্ধুর্নামদাতা কৃপালুঃ
কষিত-কনক-বর্ণঃ সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণঃ।
অতি-সুমধুর-হাসঃ স্নিগ্ধদৃক্ প্রেমভাসঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫২॥

অখিল জগদ্বন্ধু, নামদাতা, দয়ালু, কষিত সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট, সর্ব্বমাধুর্য্যপূর্ণ, সুমধুরহাস্যবদনযুক্ত, প্রেমময় ও স্নেহপূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৫২॥

অতি-মধুর-চরিত্রঃ কৃষ্ণনামৈকমন্ত্রো
ভুবন-বিদিত সর্ব্বপ্রেমদাতা নিতান্তঃ।
বিপুল-পুলকধারী চিত্তহারী জনানাং
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৩॥

অতি মধুর চরিত্রবান্ কৃষ্ণনামই যাঁর একমাত্র মন্ত্র, যিনি সর্ব্বপ্রেমদাতা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত, যিনি প্রচুর পুলকিতচিত্ত এবং যিনি সর্ব্বজনচিত্তহারী, সেই নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হউন ॥৫৩॥

সকল-নিগমসারঃ পূর্ণ-পূর্ণাবতারঃ
কলি-কলুষ-বিনাশঃ প্রেমভক্তিপ্রকাশঃ।
প্রিয়-সহচর-সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ্যা বিলাসো
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৪॥

সর্ব্ববেদসার, পূর্ণ—পূর্ণাবতার, কলিপাপনাশক, প্রেমভক্তিপ্রকাশক, প্রিয় সহচর-সহ রঙ্গ-ভঙ্গীবিলাসকারী নটরাজ গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৫৪॥

জগদতুলমনোজ্ঞো নাট্যলীলাভিবিজ্ঞঃ
কলিত-মধুরবেশো মূর্চ্ছিতাশেষ-দেশঃ।
প্রবল-গুণ-গম্ভীরঃ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বভাবঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৫॥

জগতে অতুলনীয় সুন্দর, নাট্যলীলাভিজ্ঞ, মধুরবেশপ্রাপ্তিদ্বারা অশেষ-দেশাকর্ষী, গুণ-গাম্ভীর্যাপূর্ণ, শুদ্ধ সাত্ত্বিক-স্বভাব-সম্পন্ন নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হউন ॥৫৫॥

নিরবধি গলদশ্রুঃ স্বেদযুক্তঃ স্বকম্পঃ
পুলকবলিত-দেহঃ সর্ব্বলাবণ্য-গেহঃ।
মনসিজ-শতচিত্ত-ক্ষোভকারী যশস্বী
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৬॥

নিরন্তর অশ্রুপূর্ণলোচন, ঘর্ম্মাক্তকলেবর, কম্পবান্, পুলকিতদেহ, সর্ব্ব-লাবণ্যের আকর, শত কামদেবের চিত্তক্ষুব্ধকারী ও যশস্বী নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৫৬॥

শমন-দমন-নাম কৃষ্ণনাম-প্রদানঃ
পরম-পতিত-দীন-ত্রাণ-কারুণ্যসীমঃ।
ব্রজ-বিপিন-রহস্যপ্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৭॥

যে কৃষ্ণনাম যমেরও দমনকারী বা নিয়ন্তা, সেই কৃষ্ণনাম প্রদানকারী, অত্যন্ত পতিত-দীনকে রক্ষণার্থ কারুণ্যসীমাবিশিষ্ট ও ব্রজবনের রহস্যজ্ঞানে অতীব উল্লসিতচিত্ত নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৫৭॥

সকল-রস-বিদগ্ধঃ কৃষ্ণনামপ্রমোদঃ
প্রবল-গুণ-গভীরঃ প্রাণিনিস্তার-ধীরঃ।
নিরুপমতনুরূপঃ দ্যোতিতানঙ্গভূপঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৮॥

সর্ব্বরসচতুর, কৃষ্ণনামপ্রফুল্লিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণজ্ঞ, জীবত্রাণে ধীর ও কামদেবতুল্য সুন্দর বিগ্রহধারী নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হউন ॥৫৮॥

বিমল-কমল-বক্ত্রঃ পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঃ
তিলকুসুমসুনাসঃ কম্বুকণ্ঠঃ সুদীর্ঘঃ।
সুবলিত-ভুজদণ্ডো নাভিগম্ভীররূপঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৫৯॥

অমল-কমলবদন, পক্কবিম্বফলসদৃশ অধরোষ্ঠযুক্ত, তিলফুলনাসিক, শঙ্খের ন্যায় কণ্ঠবিশিষ্ট, মনোহর-ভঙ্গিম-বাহুযুক্ত ও গভীর নাভিসমন্বিত নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৫৯॥

কষিত-কনক-কান্তিঃ সারলাবণ্যমূর্ত্তিঃ
কলিকলুষ-বিহন্তা যস্য কীর্ত্তির্বরিষ্ঠা।
অখিল-ভুবন-লোকে প্রেমভক্তিপ্রদাতা
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬০॥

কষিত স্বর্ণোজ্জ্বল ও লাবণ্যসার-মূর্ত্তিবিশিষ্ট, কলিযুগপাপনাশক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিমান্ ও সর্ব্বজগতে প্রেমভক্তিদাতা নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে স্ফুরিত হউন ॥৬০॥

বহুবিধ-মণিমালা-বদ্ধকেশো বিচিত্রো
মলয়জ-তিলকোদ্ভালদেশোঽলকালিঃ।
শ্রবণযুগল-লোলতু কুণ্ডল-হার-বক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদয়মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ ॥৬১॥

যাঁহার কেশপাশ বহুপ্রকার মণিমালাকর্ত্তৃক বিচিত্রভাবে বদ্ধ রহিয়াছে, যাঁহার ললাটদেশ মলয়জ-চন্দনরচিত তিলক ও কুন্তলরাশিদ্বারা সুশোভিত, যাঁহার কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল দোদুল্যমান্ এবং যাঁহার বক্ষে 'হার' বিরাজিত, সেই নটবর গৌরচন্দ্র আমার হৃদয়মধ্যে উদিত হউন ॥৬১॥

যদবধি হরিনাম প্রাদুরাসীৎ পৃথিব্যাং
তদবধি খলু লোকা বৈষ্ণবা সর্ব্ব এতে।
তিলক বিমল-মালা নামযুক্তা পবিত্রা
হরি-হরি কলিমধ্যে এবমেবং বভূব ॥৬২॥

যেদিন হইতে শ্রীহরিনাম পৃথিবীতে প্রকটিত হইলেন, সেইদিন হইতে এই সকল লোক অমল তিলক-মালা ধারণ করত নামযুক্ত ও পবিত্র হইয়া বৈষ্ণববেশে কলিকালে 'হরি' 'হরি' বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬২॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—বদান্য (৬)

শ্রীগৌরসুন্দর—অনর্পিতচর-কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ও মহাবদান্য

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ, চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহা বিতরণ করিতেও মুক্তহস্ত। যাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরস-মাধুরী অযোগ্য-জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজন-পারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই প্রাপ্য, কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচী-দুলাল বদান্য-শিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরমদুর্ল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত।

ভগবৎ-সেবোন্মুখ জীবের প্রতি শ্রীগৌরহরির উপদেশ

বদ্ধ-জীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ-ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় জঞ্জাল-সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরভক্তের অমলাসন হইতে অনন্তকালের জন্যে বিতাড়িত হইবেন।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীরাধা-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

আরাধ্য-বস্তুই গৌরসুন্দরের সহ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত তদ্রূপ-বৈভব-সমূহে প্রাভব প্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়-বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষী-বৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে শ্রীগৌরলীলা ও বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব

পরমেশ্বর মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহে গোলোকে আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণেতর স্বতন্ত্র-অধিষ্ঠানে নিত্য লীলা-বিলাস করিতেন। আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই। বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণ ব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই। সেই মধুর-রসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন।

স্বয়ং মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরহরি-কর্ত্তৃক গৌর-নাগরী-মতবাদ নিরসন

তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট ভাষায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সজ্জন বদান্য কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় ভজেন বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতাযুক্ত ব্যভিচার নাই, —এই পরম সত্য মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর-নাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি-জনের মন॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
তবে শ্রীবাস তার (ছোট হরিদাসের) বৃত্তান্ত কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প তৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥
শুনি হাসি' প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
যোষিৎসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

শ্রীরূপ গোস্বামী-কর্ত্তৃক সহজিয়া, গৌরনাগরীপ্রভৃতি মিছাভক্তের ভ্রমাপনোদন

যে-সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, আউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ়-ভাষায় তাঁহাদের ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন, তাহা হইলে তাদৃশ গৌরনাগরীগণ বদান্য,—এ কথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই বদান্য, তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীরূপ গোস্বামী, নির্ব্বোধ নব্য-মতাবলম্বী ভাবী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত রস সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অ-বদান্য গৌরনাগরীর কোনো সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছাভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। সে লীলা আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ নিজ গৌরলীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই, সেই মিছা নাগরী-ভাব, মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যক কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্র চরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্‌যুক্তি বা মহাজন-পথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ-বিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন না।

গৌরনাগরী-দলের উৎপত্তির কারণ ও তাহাতে শুদ্ধ গৌরভক্তগণের কর্ত্তব্য

পাপ করিলে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই,—একথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত, তিনি হরিসেবা-বিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয়ও দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগ-তাৎপর্য্যপর নদীয়া-নাগরী সহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গৌরপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। "অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌরঃ" শ্লোকের কুব্যাখ্যা-বলে গৌরনাগরী

নামক গৌরবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্‌গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। 'কৃষ্ণলীলা ব্যভিচারময়,' এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌর-নাগরীগণকে বিপদগামী করিয়া গৌর-বিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধ গৌরভক্ত, মিছা গৌরভক্তগণকে রাই-কানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর গৌরনাগরী দলের হৃদ্‌গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধ গৌরভক্ত-সজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

ছায়া-ভক্ত্যাভাস

এখন **'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস** বিচার করা যাউক! প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ন্যায় ছায়া-ভক্ত্যাভাস কুটিল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়। ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্ব্বদাই থাকে। ছায়া-ভক্ত্যাভাসের স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে,— ক্ষুদ্র কৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখ-হারিণী।

রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল-দেশ-পাত্রাদি-সঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥
হরি-প্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভর-লাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা॥

ছায়া-ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতূহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। হরির প্রিয়কার্য্য, প্রিয় কাল, প্রিয় দেশ, প্রিয়পাত্রাদি-সঙ্গক্রমে কোনস্থলে

হরিসম্বন্ধমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বরূপ-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেতেও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেই হউক, অথবা দূরসম্বন্ধ-লব্ধ পঞ্চোপাসকেই হউক, ভাবচ্ছায়া কখনই প্রচুর ভাগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক, ভাবচ্ছায়া একবার উদিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-ভর লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উন্নত হয়। পুনশ্চ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে, আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তম ভাবাভাসেরও ক্ষয়-প্রাপ্তি হয়।

ছায়া-ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—

১। স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস।

২। ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু-শক্তি-জনিত ভক্ত্যাভাস।

(১) সাধক, সাধন ও সাধ্য এতত্রয়ের যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় নাই, অথচ সংসার-সমুদ্র পার হইবার বাসনামাত্র জন্মিয়াছে, এমতস্থলে যে ভক্তি-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞান হইবামাত্র ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধা ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও যতদিন শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় করত স্বরূপ-জ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু প্রদত্ত বস্তু-প্রভা উদিত হয় না, সুতরাং স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি আচ্ছন্ন-ভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্ব্বিশেষ-ফলানুসন্ধান শিক্ষা করেন নাই এবং নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্-বৈভব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সবিশেষ বস্তুনিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক। তত্ত্ব-শিক্ষার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যতটা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার আশা থাকে, স্বীয় তত্ত্বশিক্ষার সহিত পঞ্চোপাসকের তত আশা নাই। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ যত কঠিন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের তত নয়। তবে যদি ভাগ্যক্রমে পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয় ও নির্ব্বিশেষ-সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক-মতে পুনরায় সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধভক্তি অন্বেষণ করিতে পারেন। 'ভক্তিসন্দর্ভ'-ধৃত দুইটি শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছায়া-ভক্ত্যাভাসেও ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তি-কথনে স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব বাক্য যথা— দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তে বৈ।

কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে যাহাদের 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আদি-বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, শাক্তগণ ক্রমশঃ সৌরত্ব, সৌরগণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবগণ ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ সাত্ত্বতত্ত্ব বা নির্গুণ-ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রবাক্য-সমূহদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া-ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ নূনতা হইতে স্থূলতা লাভ করত সৎ-সঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধা ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

(২) ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুশক্তি-জনিত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্য। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-পদরেণু বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্ত্তি, ক্ষেত্র, গঙ্গা, জয়ন্তী-তিথি প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞান-বশতঃ ঐ সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের স্থল-বিশেষে মঙ্গল হয়। এমত কি, অপরাধ-রূপে তৎসংযোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয়। তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস। * * ভক্ত্যাভাসের এবম্বিধ বিচিত্র ফল দৃষ্টি করিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এই সমস্ত ফল শুদ্ধা ভক্তির অতুল্য প্রভাব হইতেই জন্মে। জ্ঞান বা যোগ পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাইলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু ভক্তিদেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। **তাঁহার প্রতি যে-কেহ যেরূপেই হউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস আচরণ কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হয় নাই। শুদ্ধা ভক্তিই আচরণীয়া।** যাঁহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাসকে সদ্ভক্ত আশ্রয়পূর্ব্বক ভজন-বলে অতিক্রম করত শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্ববৈষ্ণব-দাসের এই মাত্র সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদাত্তত্ত্ব-বিচারতঃ।
ভক্ত্যাভাসো দ্বিধা সোঽপি বর্জ্জনীয়ঃ রসার্থিভিঃ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উভয় প্রকার ভক্ত্যাভাস হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার দ্বারা **এই মাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া-ভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিই জীবের আচরণীয়।** শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ভক্তির প্রতি অপরাধ *

এই একটি বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথিও পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে 'মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া' শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়জাঠিয়া'-বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথায় মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ"॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা রহস্যমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন

* 'ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক-প্রবন্ধটীর এই অংশে পূর্ব্বপর্য্যন্ত ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার অন্তরঙ্গ বিভাগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাঠ করেন। যদিও এই অংশ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যার ৪৪৮-৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত প্রবন্ধের পোষকতায় তাঁহারই লিখিত ভক্তির প্রতি অপরাধ অংশ নিয়ে সন্নিবিষ্ট হইল। —প্রকাশক

তাহাতে একটি উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়। কখনও কখনও 'কথা'-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তি-ভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে এবং কোনস্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধ-ভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোনপক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তি-প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। **হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইব না।** ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। **শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।**

—জগদ্‌গুরু **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

দশম অধ্যায়

[বিভূতিযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৫)

কহিলেন জনার্দ্দন
পার্থের হিতার্থে
জ্ঞান-প্রদায়িনী বাণী
জ্ঞান প্রদানিতে ॥১॥

ঈশ্বরের জন্ম-কর্ম্ম
রহস্যে আবৃত।
দেবতাও নাহি জানে
ঋষিও তদ্রূপ ॥২॥

সকলের আদি তিনি
জনম রহিত।
জানিলে সে মহেশ্বরে
হয় সর্ব্বহিত ॥৩॥

তিনি বুদ্ধি, তিনি জ্ঞান,
শম দম ক্ষমা।
সুখ-দুঃখে সমভাব
তিনি পরমাত্মা ॥৪॥

সন্তোষ, তপস্যা তিনি
যশ, অপযশ।
নির্ম্মোহ ভয়, অভয়
সত্য তথা সৎ ॥৫॥

জন্ম তিনি মৃত্যু তিনি
তিনিই অহিংসা।
তিনি দান, তিনি প্রাণ
তিনিই মীমাংসা ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬—১১)

ভৃগু, মনু, সনকাদি
ঈশ্বর সন্তান।
তাঁহারা বিভূতিযুক্ত
অতি পুণ্যবান্ ॥৭॥

নরকুলে নরপতি
সেই সব ঋষি।
তাঁহাদের প্রজা সবে
ধরাতে বসতি ॥৮॥

সৃজন করেন প্রভু
মানব প্রভৃতি।
কর্ম্ম করে সর্ব্বজীব
যেমন প্রকৃতি ॥৯॥

জানি ইহা তত্ত্বজ্ঞানী
গাহে হরিনাম।
একে বলে অন্যে শুনে
জুড়ায় পরাণ ॥১০॥

শুনি সেই আলাপন
প্রভু হরষিত।
প্রদানেন বুদ্ধিযোগ
ভক্তের নিমিত্ত ॥১১॥

মোহরূপ অন্ধকার
হয় বিনাশিত।
লভে পরমার্থ জ্ঞান
হয় জ্ঞান দীপ্ত ॥১২ ॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস
দেবল অসিত, ।
করে তব স্তব-স্তুতি
গাহে জয় গীত ১৩॥

তুমিই পরম ব্রহ্ম
পরম আশ্রয় ।
পরম পবিত্র তুমি
জ্যোতির আলয় ॥১৪॥

তুমি নিত্য তুমি দিব্য
তুমি আদিদেব ।
জগতের পতি তুমি
তুমি দেবাদেব ॥১৫॥

তুমি কর জীব সৃষ্টি
তুমিই ভূতেশ ।
তুমি অজ তুমি বিভু
প্রাণের প্রাণেশ ॥১৬॥

দেব দানবে অজানা
তব অভিব্যক্তি ।
তোমাকেই তুমি জান
অন্যে কিবা শক্তি ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৮)

ভুবনে ব্যাপিয়া আছে
তোমার বিভূতি ।
করহ বর্ণনা কিছু
ওহে বিশ্বপতি ॥১৮॥

বিরাজিছ যাহে যাহে
কহ সেই নাম ।
জানিয়া শুনিয়া তাহা
করিব ধেয়ান ॥১৯॥

অনন্ত প্রকাশ তব
বলহ শ্রীমুখে ।
যেদিকে চাহিব আমি
দেখিব বিভুকে ॥২০॥

আরো কিছু বল প্রভু
পাই যেন তৃপ্তি ।
অনন্ত বিভূতি তব
যাহে যাহে স্থিতি ॥২১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২২)

বিভুর বিভূতি আছে
জগৎ ব্যাপিয়া ।
কহিলেন কতিপয়
পার্থে শুনাইয়া ॥২২॥

সর্ব্বজীবে আত্মা তিনি
আদি মধ্য অন্ত ।
সৃষ্টি তিনি স্থিতি তিনি
লয়েতে প্রাণান্ত ॥২৩॥

জ্যোতি মধ্যে সূর্য্য তিনি
যাহা রশ্মিমান ।
আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু
আদিত্য প্রধান ॥২৪॥

নক্ষত্রেতে চন্দ্র তিনি
বায়ুতে মরীচি ।
বেদ মধ্যে সামবেদ
মধুময় গীতি ॥২৫॥

ইন্দ্রিয়েতে মন তিনি
দেবগণে ইন্দ্র।
প্রাণীতে চেতনা তিনি
যাহা প্রাণকেন্দ্র ॥১৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৬)
শঙ্কর কুবের তিনি
তিনি রুদ্র যক্ষ।
বসু মধ্যে অগ্নি তিনি
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ ॥২৭॥
সুমেরু পর্ব্বত তিনি
শিখর প্রধান।
পুরোহিতে বৃহস্পতি
পণ্ডিত মহান ॥২৮॥
জলাশয় মধ্যে তিনি
অসীম সমুদ্র।
কার্ত্তিকেয় সেনা তিনি
দুর্গাদেবী পুত্র ॥২৯॥
মহর্ষিতে ভৃগু তিনি
তিনিই ওঙ্কার।
স্থাবরেতে হিমালয়
জপযজ্ঞ সার ॥৩০॥
সঙ্গীতজ্ঞ চিত্ররথ
তিনিই নারদ।
তিনিই কপিলমুনি
সিদ্ধ বিশারদ ॥৩১॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭—২৯)
হস্তী মধ্যে ঐরাবত
নরে নরাধীপ।
অশ্বেতে উচ্চৈশ্রবা
গতিতে অধিক ॥৩২॥
গাভীগণে কামধেনু
ধেনু মধ্যে রাণী।
সৃষ্টিরক্ষায় কন্দর্প
তিনি চিন্তামণি ॥৩৩॥
অস্ত্র মধ্যে বজ্র তিনি
জগৎ ত্রাসিত।
তিনিই বাসুকী সর্প
বিষে বিষায়িত ॥৩৪॥
নাগেতে অনন্ত নাগ
তিনিই বরুন।
দণ্ডদানে সুকঠোর
যম নিদারুণ ॥৩৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩২)
ক্ষয়কারী কাল তিনি
তিনিই প্রহ্লাদ।
বিনতা নন্দন তিনি
তিনি পশুরাজ ॥৩৬॥
তিনিই পবিত্র বায়ু
তিনি শ্রীরাম।
অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শী
সমরে প্রধান ॥৩৭॥
মৎস্যকুলে মকর
গঙ্গার বাহন।
নদী মধ্যে গঙ্গা তিনি
পতিত পাবন ॥৩৮॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তিনি
তর্ক মধ্যে বাদ।
তিনি বিদ্যা আধ্যাত্মিক
সাধু সঙ্গলাভ ॥৩৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৬)

বর্ণমালায় অকার
সমাসেতে দ্বন্দ্ব।
মধুর বসন্ত তিনি
গায়ত্রীতে ছন্দ ॥৪০॥

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ
বলবানে বল।
তেজস্বীতে তেজ তিনি
নহিলে দুর্ব্বল ॥৪১॥

তিনিই অক্ষয়কাল
তিনিই বিধাতা।
ত্রিগুণেতে সত্ত্বগুণ
সাত্ত্বিক নির্ম্মলতা ॥৪২॥

কীর্ত্তি-শ্রী-র্বাক্ আদি
শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য।
প্রভুর কৃপাতে হয়
ধরণীতে ধন্য ॥৪৩॥

পাশাখেলাতেও তিনি
সর্ব্বে বিরাজিত।
দুরন্ত খেলার মোহ
করয়ে অনিষ্ট ॥৪৪॥

তিনিই করাল মৃত্যু
তিনি নব সৃষ্টি।
জয়ের মূলেতে তিনি
তাঁহারি সুদৃষ্টি ॥৪৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৭—৪২)

পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয়
বৃষ্ণিতে শ্রীকৃষ্ণ।
শুক্রাচার্য্য কবি তিনি
ব্যাসে সুপ্রসন্ন ॥৪৬॥

জ্ঞানিগণে জ্ঞান তিনি
গোপনীয় মৌন।
দণ্ডদানে দণ্ড তিনি
শাসনের জন্য ॥৪৭॥

স্থাবর-জঙ্গম-আদি
যাহা দৃশ্যমান্।
প্রভুর কৃপাতে সব
পায় নব প্রাণ ॥৪৮॥

বিভূতির এক অংশে
ধরিয়া ধরণী।
পালন করেন প্রভু
তিনি চিন্তামণি ॥৪৯॥

যাহা কিছু দর্শনীয়
গুণে গুণান্বিত।
বিভুর বিভূতিযোগে
মহিমা মণ্ডিত ॥

(ক্রমশঃ)

—কালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

ভগবানের সর্ব্বস্বরূপতা

শ্রীমদ্ ভাগবতে দশমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে অঘাসুর-মোক্ষণ-লীলাটি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অঘাসুরকে যখন কৃষ্ণ বধ করিলেন, তখন তাহার জীবাত্মা দিব্যজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত আকাশে উঠিয়া তৎপর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে সমস্ত দেবগণ চমৎকৃত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস-সকলকে স্বেচ্ছাবিচরণে ছাড়িয়া দিয়া গোপ-বালকগণকে লইয়া মণ্ডলাকারে ভোজনে বৃত হইলেন। এই অবসরে ব্রহ্মা গোবৎসগণকে হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বনভোজন-লীলার আবেশে গভীর নিমগ্ন থাকায় তাঁহার গোবৎসগণের প্রতি দৃষ্টিহারা হইলেন। হঠাৎ তাহাদের কথা মনে হওয়ায় তাহাদিগকে না দেখিতে পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা গোপ-বালকগণকেও কৃষ্ণ-হারা দেখিয়া তাহাদিগকেও হরণ করিয়া একস্থানেই লুকাইয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ গোবৎসগণকে না পাইয়া পূর্ব্বের ভোজন-স্থানে ফিরিয়া আসিয়া গোপ-বালকগণকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই ব্রহ্মার চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মোহিত করিবার মানসে সেই গোবৎস ও গোপবালকগণের কাহাকেও ফিরাইয়া না আনিয়া নিজেই সেইসকল বৎস ও গোপবালক-মূর্ত্তিতে বিরাজিত হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন সেই গোবৎসগণের মাতা গো-সকল আপন আপন বৎসগণকে পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও বাৎসল্যবশে বিশেষ আদরের সহিত অঙ্গলেহনাদিপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল।

এদিকে গোপীগণও গৃহে প্রত্যাগত আপন আপন পুত্রগণকেই ফেরৎ পাইয়াছেন মনে করিয়া অন্যদিন অপেক্ষা গোপ-বালকরূপী কৃষ্ণকে বহু আদর-যত্ন-সহকারে স্নান-পানাদি করাইতে লাগিলেন। এইভাবে গোপগণেও পুত্র-বাৎসল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অথচ কেহই তাহার কারণ জানিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পরদিনও নিজের সেই সেই মূর্ত্তিকে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিলেন এবং সায়ংকালে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে এক-বৎসর অতীত হইলে ধেনুগণ, গোপীগণ বা গোপগণের নিজ নিজ সন্তানের

প্রতি বাৎসল্য-স্নেহটী পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তাঁহারাও চিন্তাদ্বারা ইহার কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষা যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে অধিক প্রীতি করিতেন। এমন কি নিজ সন্তানকে লালন-পালন করিতে হয়, তাহাই করিতেন মাত্র; তাঁহাদের মন কিন্তু নন্দনন্দনের চিন্তায় সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বা শীঘ্র যেমন তেমন ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নন্দরাজ-ভবনে গমন করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপ ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, সেদিন হইতে তাঁহারা আর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনজন্য নন্দরাজ-ভবনে ছুটাছুটি করেন না এবং নন্দনন্দনে যেরূপ বাৎসল্য-স্নেহ ছিল, এখন তাহা নিজ নিজ সন্তানে সঞ্চারিত হইয়াছে। এরূপ প্রীত্যাধিক্যের মূল কারণ জানিতে না পারিলেও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উক্ত লীলা হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের বাণী সত্য বলিয়া প্রতীত হয়—ভগবান্ জীবমাত্রেরই নিত্য প্রিয় এবং ভগবানকে জানিয়াই হউক আর তাঁহাকে গোপগণের ন্যায় না জানিয়াই হউক, তাঁহাতে যে স্বরূপতঃই প্রিয়ত্ব বর্ত্তমান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেবতা তৎ-প্রিয়ত্বে আংশিক প্রিয় হইতে পারেন, স্বরূপতঃ তাঁহারা প্রিয় নহেন। তবে আমরা মায়ার যবনিকাদ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছি বলিয়াই জড় বিষয়ে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি লাভ করিয়াছি মাত্র।

ভগবান্ জীবনিচয়ের আত্মা

দ্বিতীয়তঃ—ভগবান্ জীবের আত্মা। ভগবান্ বিভিন্নাংশ আত্মারূপে ও সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মারূপে জীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে উপনিষদ বলেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(মুণ্ডক ৩।১।১, শ্বেতাশ্ব ৪।৬)

অর্থাৎ, সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ 'জীব' নানা-বিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ 'পরমেশ্বর' কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীস্বরূপে দেহে অবস্থান করিয়া

জীবাত্মার কার্য্যসমূহ পরিদর্শন করেন। সুতরাং পরস্পর পরিচয়াদি না থাকিলেও একত্র অবস্থান করাই প্রিয়ত্বের লক্ষণ। এই জীবনিচয় ভগবদ্ বিভিন্নাংশ এবং তাহাদের অংশী স্বয়ং ভগবান্। পিতা-পুত্রের পরস্পর প্রিয়ত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ সেইরূপ জীব এবং ভগবানের মধ্যেও পরস্পর প্রিয়ত্ব নিত্য বর্ত্তমান। মায়ার কুহকে জীব তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, সেইজন্য ঐ প্রিয়ত্ব বুদ্ধিটি জীবের নাই।

শ্রীশুকদেব গো-গোপীগণের নিজ নিজ বৎস ও পুত্রাপেক্ষা যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীত্যাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। আবার বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে যখন তাঁহাদের বৎস ও পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই স্নেহ নিজ নিজ সন্তানে সম্বৎসর ব্যাপী বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই গো-সকল নবপ্রসূত বৎসগণ অপেক্ষা এবং গোপীগণ ও গোপগণ পরবর্ত্তীকালে নবজাত পুত্রাপেক্ষা বয়স্থ সেই সেই সন্তানগণকে অধিক প্রীতি করিতেন। ইহা শুনিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের এইরূপ প্রীতি যাহা নিজ নিজ পুত্রেও পূর্ব্বে হয় নাই, তাহা জন্মিবার কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর শুকদেব বলিলেন, (ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫১, ৫৫) যথা —

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্ত-গৃহাদিষু॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে; আত্মা ভিন্ন স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র, অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত স্ত্রী, পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ (আত্মা) অর্থাৎ প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।

সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব

তৃতীয়তঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর—নিয়ন্তা। তিনি জীবমাত্রেরই পরিচালক বা নিয়ামক। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরাবর ভূত-সকলই তাঁহার

আজ্ঞাবহ দাস। ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্থাবর সকলকেই তিনি পরিচালনা করেন। কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং "কর্ত্তুমকর্ত্তু-মন্তথাকর্ত্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ"—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাহার প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবতের বাক্য এস্থলে স্মরণীয়। ইহা ছাড়া—হিরণ্যকশিপু পুত্রবধের ইচ্ছায় অসুরগণকে বলিলেন, ইহাকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে) বধ কর। তখন সহস্র সহস্র বিকটাকৃতি প্রবল পরাক্রান্ত অসুরগণ একসঙ্গে প্রহ্লাদকে ত্রিশূল দ্বারা আঘাত করিতে থাকে; কিন্তু অতি তীক্ষ্ণধার সেইসকল ত্রিশূলাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়া ত দূরের কথা, একবিন্দু রক্তপাতও হয় নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ ঐ সব ত্রিশূলাঘাত পুষ্পবৃষ্টি বলিয়া অনুভব করিলেন। ত্রিশূলগণের ঐরূপ ব্যর্থতার কারণ—সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, যেহেতু তিনি সকলের ঈশ্বর; অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা বা পরিচালক। ত্রিশূলগণের প্রতি প্রহ্লাদের যথার্থ ভগবানের আদেশ নাই বলিয়াই তাহারা (ত্রিশূলগণ) ব্যর্থ হইল। আর তাঁহার আদেশ থাকিলে একটি ত্রিশূলাঘাতেই মৃত্যু ঘটিত। ত্রিশূল কেন, একটি কণ্টকাঘাতেও লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। তৎপরে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, উগ্র বিষ দান, হস্তপদ-বন্ধনাবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ ও দীর্ঘদিন অনাহারে রাখা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মরণ-কৌশল অবলম্বন করিয়াও প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারার কারণ, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা প্রহ্লাদকে রক্ষা করা। সুতরাং তাঁহার সেই ইচ্ছাকে কাহারও রোধ করিবার ক্ষমতা নাই এবং সকলেই সেই ইচ্ছা পালন করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

উপনিষদে বর্ণিত ঈশ্বরত্বও এস্থলে আলোচনা করিব। কেন-উপনিষদেও একটি উপাখ্যানে দেখা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ স্ব-শক্তিতে দেবতাগণকে শক্তিমান্ করিয়া দেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ভগবানের প্রদত্ত শক্তিকে নিজেদেরই শক্তি মনে করিয়া সকলে গর্ব্বিত হইলেন। ভগবান্ দেবগণের বিচারভ্রান্তি ও গর্ব্বনাশ করিবার জন্য স্বয়ং তাহাদের সমক্ষে যক্ষ-রূপে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিকে একটী তৃণ ভস্ম করিতে, বায়ুকে সেই তৃণটীকে উড়াইতে এবং ইন্দ্রকে উহা তাঁহার বজ্রদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিতে আদেশ করেন। আশ্চর্য্য বিষয়, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ব-স্ব ক্ষমতা প্রচুররূপে প্রয়োগ করিয়াও সামান্য তৃণটুকুর কিছুই করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহারা

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন,—স্বয়ং বিষ্ণু তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার নিকটই অন্য দেবতাগণ শক্তি-লাভ করিয়াছেন মাত্র।

ভগবান্ সকল জীবের একমাত্র সুহৃদ্

চতুর্থতঃ—ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃদ্। তিনি সর্ব্বাবস্থায় শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই হিতকারী। অন্য দেবতাগণ যেমন আত্মা নহেন বলিয়া প্রিয় নহেন, সেইরূপ তাঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরও নহেন। মানবের মত তাঁহারাও পরমেশ্বরের পরতন্ত্র; সেইরূপ অন্যদেবগণ কখনও স্বতন্ত্র হিতকারী নহেন; বরং অনেকস্থলে তাঁহারা অনিষ্টকারীও হইয়া থাকেন। সামান্য ত্রুটীতে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ক্রোধ-বশবর্ত্তী হইয়া অভিসম্পাৎ করিয়া থাকেন।

দক্ষ-প্রজাপতির জামাতা সতী-পতি মহাদেব কোনও দেবযজ্ঞে ব্রহ্মাদি দেবগণসহ উপবিষ্ট আছেন। এরূপ সময়ে দক্ষ-প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণামাদিপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। অপর দেবতাগণ তাঁহাকে প্রণামাদিদ্বারা সম্মান করিলে শিব তাহা না করায় প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া 'আমা হইতে শিব কোন যজ্ঞ-ভাগ পাইবে না'—বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। কেবল শাপদানে তুষ্ট না হইয়া শিবহীন একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে নিজের জীবনটিও নষ্ট হইয়াছিল। স্বয়ং ভগবান্ সুহৃদরূপে বহু জীবের বহু উপকার করিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—ইহার উদাহরণের কোন অভাব নাই।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৯ পৃষ্ঠার পর)

জ্ঞান-পথের বিশ্লেষণ ও জ্ঞান-প্রয়াসের নৈষ্ফল্য

জ্ঞানের ফলও নিতান্ত তুচ্ছ ও অমঙ্গলজনক। জ্ঞানের অধিকারীদের নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য জ্ঞানের বিচার-ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত থাক্‌লেও জ্ঞানের আবরণে প্রচারিত অজ্ঞান তমোধর্ম্মে জীবের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই। জড়জ্ঞানকেই সাধারণতঃ 'জ্ঞান' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। জীবের শুদ্ধ-জ্ঞান উদিত হ'লে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ ক'রে 'জ্ঞানের' সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন,

—"যে-কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান'; ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না।"

জ্ঞান সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—বিষয়-জ্ঞান (জড়জ্ঞান) ও শুদ্ধজ্ঞান। বিষয়-জ্ঞানে শুষ্কতা আছে, কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান তথা ভক্তির অনুগামী জ্ঞান সর্ব্বদা আনন্দরসময়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে বাহ্যজ্ঞানের উপলব্ধি হয় তাহাই জড়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান তথা আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত, শিল্প, দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধিয় জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান তথা রাজনীতি, শরীরনীতি, সংসারনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধিয় জ্ঞান, অস্থির সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বর-জ্ঞান তথা ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের কল্পনা করে প্রাকৃত পূজা এবং প্রাপ্য-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান—এই সমস্তই জড়জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ও নৈতিক-জ্ঞান দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং জড়ীয় ভোগসুখ কিছুটা লাভ হয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় ভক্তি না থাকায় এই সমস্ত জ্ঞান অশুদ্ধ। এই সমস্ত লৌকিক জ্ঞানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ-পুণ্য আছে,—মানুষের বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির কোন সুযোগ নেই। ঈশ্বরের প্রাকৃত পূজা ভক্তির পরিপন্থী—ইহা জ্ঞানকাণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থার অজ্ঞান বিচার। ইহাতে ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ স্বীকার করা হয় না,—ইহাও শরীর, মন ও সমাজ সম্বন্ধিয়; অতএব তুচ্ছ। শাস্ত্রে এই শ্রেণীর জ্ঞান (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) ধিকৃত হয়েছে,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।"

অর্থাৎ "যিনি এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।"

জ্ঞানকাণ্ডের অস্বাভাবিক অবস্থার অতি জ্ঞান পর্য্যায়ে জীব ভক্তি-যোগ পরিত্যাগ ক'রে নিজ চেষ্টায় নির্ব্বাণ মুক্তির অনুসন্ধান করেন। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যেমন ভোগের বিচার, জ্ঞান-কাণ্ডের মধ্যে তেমনি ত্যাগের বিচার। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা ভক্তিরাজ্যের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছানো যায়, কিন্তু ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না;—'ভক্তি মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান' (চৈঃ চঃ)।

ভুক্তি বা ভোগসুখ কর্ম্মের ফলে পাওয়া যায়, তাই কর্ম্মীমাত্রেই ভোগী ; আর নির্ব্বিশেষ মুক্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তি জ্ঞানের ফলে পাওয়া যায়,—তাই জ্ঞানীরা প্রচ্ছন্ন ভোগী। কর্ম্মের ফল ও জ্ঞানের ফল—উভয়ই নিজসুখাভিসন্ধি-মূলক। ভক্তিহীন জ্ঞানের আশ্রয়ে নির্ব্বাণ-মুক্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। শ্রীভাগবতে, যথা—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ১০।২।৩২)

অর্থাৎ "হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনা-দিগকে বিমুক্ত বলে অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্তবোধ ক'রেও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

ভক্তিহীন জ্ঞানীরা জীবন্মুক্ত হ'য়েও ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়ার জন্য পুনরায় সংসারে জন্ম নিতে বাধ্য হয়। কেননা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা ক'রে পূর্ব্বের সঞ্চিত জ্ঞান ক্ষয় হওয়ার ফলে অধঃপতন অনিবার্য্য হয়। ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান মুক্তিফল দিতে পারে না ; নির্ভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের ক্লেশই লাভ হয়। শাস্ত্র বলেছেন,—

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই ভক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥" (চৈঃ চঃ)

সত্ত্বগুণ থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। শাস্ত্র জানিয়েছেন,—"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" (গীতা)। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধির তারতম্য হয়। সত্ত্বগুণ থেকে সত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব হয়,—তখন আত্মানাত্ম বস্তু বিষয়ে উপলব্ধি হয়। দেহাভিমানের অতিরিক্ত জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। সত্ত্বজ্ঞান উদিত হ'লে অজ্ঞান দূরীভূত হয় ; কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান বা ভগবৎজ্ঞান লাভ হয় না। ভগবান্ নির্গুণ, কাজেই সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারা তাঁকে অনুভব করা বা জানা যায় না।

ভক্তি থেকে যে-জ্ঞান উদ্ভূত হয় তাহা ভগবজ্‌জ্ঞান—তাহাই ভক্তি। নির্গুণাভক্তির উদয় হ'লে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত গুণের সমাবেশ হয়। ভক্তগণ নির্গুণ চক্ষে ভগবানের সবিশেষ নির্গুণ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। জ্ঞানীদের যেটুকু গতি হয়, তাহাও ভক্তির আশ্রয়ে হয়ে থাকে।

জড়ীয় বিশেষত্বাৎ ত্যাগই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করেন, আর ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানী সাধুসঙ্গ ফলে শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ যথা অঘ, বক, জরাসন্ধ প্রভৃতি যে নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করেছিলেন, সেই নির্ব্বাণ মোক্ষই অতিজ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদীদের চরম লক্ষ্য। মোক্ষ জ্ঞানমার্গের চরম-ফল হওয়ায় তাহা নিত্যবদ্ধ জীবের প্রয়োজন বলে স্বীকার করা যেতে পারে; কিন্তু নিত্যমুক্ত জীব তো মোক্ষপ্রাপ্ত, কাজেই নিত্যমুক্ত জীবের পক্ষে কি সেই মোক্ষ প্রয়োজন হ'তে পারে? জ্ঞানমার্গে সকল জীবের পক্ষে চরম প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হয়নি। একমাত্র ভক্তিমার্গে জ্ঞানীদের বিচারিত চরম ফলেরও উর্দ্ধে ভগবৎ-প্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

"কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥ (চৈঃ চঃ)

জ্ঞানীদের গতি বিরজা অতিক্রম করে নির্ব্বিশেষ ধাম বা ব্রহ্মলোক পর্যান্ত। ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠ জগৎ,—বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা ধর্ম্ম নাই; কিন্তু বৈকুণ্ঠের নিম্নভাগে ব্রহ্মলোকাদি যাবতীয় লোকে কুণ্ঠাধর্ম্ম বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক মায়াতীত হলেও কুণ্ঠাযুক্ত; বৈকুণ্ঠের চিদ্বিলাস-বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মলোকে নাই। কুণ্ঠারাজ্যে হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অজ্ঞানতা, নাস্তিকতা প্রভৃতি বিষয় লক্ষিত হয়।

অস্মদীয় গুরুদেব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর একদা শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কেবল জ্ঞানের পর্য্যায়ে বলেছেন,—

জ্ঞানের দ্বারা জীবের মোক্ষ সম্ভব নহে, বিশেষতঃ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান আত্মার অধঃপাতকারক। জ্ঞানে 'মুক্তি' শব্দ প্রযুক্ত হ'লেই সে-স্থলে অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করে। দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণচন্দ্রের পাদ-পদ্ম-সেবা লাভই তথায় উদ্দিষ্ট বিষয়। কৃষ্ণের পদনখ-জ্যোতিঃই 'ব্রহ্ম'। এই জন্যই আমরা "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" বাক্য লক্ষ্য করে থাকি। "সূর্য্যমণ্ডল" বল্তে যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র-তেজোমণ্ডল লয়েই সৌরজগৎ। শ্যামসুন্দরের জ্যোতিঃকে দেখেই জ্ঞানীগণ তাহাকে তত্ত্ববস্তু বলে মনে করেন। কিন্তু উহা সম্যক্ দর্শন নহে; উহা ভগবৎ তত্ত্বের অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র।

ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাওয়া—চিন্তাস্রোত হৃদয়ে প্রবেশ করলে তখনই অধঃপতন আরম্ভ হ'ল। জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ সে কিরূপে পূর্ণের সহিত সমান হ'বে? "The part is equal to the whole, which is absurd" তজ্জন্য যে'কলে বলেছেন,—"More than a man you can not be", আমরা মায়িক ধর্ম্মের মধ্যে এসে পড়েছি বলেই ভগবান্‌কে জান্‌তে পার্‌ছি না।

অদ্বৈতবাদীগণ মায়াবাদী; তজ্জন্য তাহারা ব্রহ্মকে স্থাপন করতে গিয়ে মায়াময় ক'রে ফেলেন। তাহারা চরমে যাহা লাভ কর্‌বেন, তাহাও মায়ামিশ্রিত। আমি জলের মধ্যেই থাক্‌ব, অথচ গায়ে জল লাগ্‌বে না—ইহা সঙ্গত নয়। অবিদ্যার মধ্যে থাক্‌ব, অথচ অবিদ্যা হ'তে উত্তীর্ণ হ'ব, ইহা সম্ভব নহে।"

কেবল জ্ঞানীদের চেষ্টায় বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ হয় না। কেবলজ্ঞানীদের বিচারধারা নিতান্ত অকর্ম্মন্য, আসুরিক চিন্তা-প্রসূত। জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদই প্রধান। মায়াবাদ-দর্শনে তাহা স্পষ্ট প্রতিফলিত। অস্মদীয় গুরু-পাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের লিখিত 'মায়াবাদের আসুরিক বিচার' নিবন্ধের কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ কর্‌ছি,— "পদ্মপুরাণ যেমন পরিষ্কার ভাষায় মায়াবাদীর স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, গীতা তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতম বিচার প্রদর্শন করে মায়াবাদ-ধর্ম্ম যে আসুরিক, তাহা স্পষ্টীকৃত করেছেন। গীতার ষোড়শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মায়াবাদী অসুরগণের এবং নাস্তিকগণের পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে, যথা—

"অসত্যম প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥"

অর্থাৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ জগতকে 'অসত্য' ও 'অনীশ্বর' বলেন; ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা বলে কেহ নেই। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কামজনিত সংযোগেই ইহার উৎপত্তি হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদিগণের প্রধান সিদ্ধান্ত—'জগত অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা'। যাহারা জগৎ মিথ্যা, অসত্য, অলীক, স্বপ্নবৎ বল্‌বে, তাহারাই অসুরশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বেদব্যাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উক্তির দ্বারা মায়াবাদীগণ অসুর ইহা প্রতিপন্ন হচ্ছে।" (**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

জতুগৃহদাহ

[পৌরাণিক গল্প ঃ শ্রীমহাভারত হইতে]

বৎসরাবধি পাণ্ডবেরা বারণাবতে বাস করিবেন স্থির হইল। পূর্ব্ব হইতে বিদুর সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। গৃহ পরীক্ষা করিয়া সকলে বুঝিলেন জৌঘর। গৃহ ঘৃত ও জতু মিশ্রিত রসাগন্ধে পরিপূর্ণ। ভীম ক্রুদ্ধ হইলেন। ইচ্ছা, হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যান। যুধিষ্ঠির নিষেধ করিলেন।

"যুধিষ্ঠির কহেন এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার ॥
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে।
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে ॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্ব সৈন্য সর্ব্ব রত্ন-ধন ॥
কি কাজ বিবাদে ভাই না যাব তথায়।
নির্দ্ধন নিঃসৈন্য আমি নাহিক সহায় ॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা যে জানি ইহা কারে না বলিব ॥"

ধর্ম্মের বিচার ধীর, গম্ভীর ও চাঞ্চল্যশূন্য। পাঁচ ভাই এইরূপ বিচার স্থির করিলেন—প্রতিদিন মৃগয়াছলে পথ-ঘাট জ্ঞাত হওয়া উচিত; সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলেও সমস্ত পথ জানা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিলে কখনও অবসন্ন হইতে হয় না, ইহাও বিদুরের সঙ্কেত। পাণ্ডবেরা তাহাই করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সর্ব্বদা সতর্ক। এদিকে বিদুরও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি খনককে পাঠাইলেন।

পাণ্ডবদিগের মনে ঘোরতর অবিশ্বাস আসিয়াছে। কে কখন কিসূত্রে আসিয়া কোন্ অনিষ্ট সাধন করিয়া যায়, এজন্য পাণ্ডবেরা পরীক্ষা না করিয়া কাহারও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। পাণ্ডবেরা ভিতরেও এইরূপ সতর্ক। ইঁহারা ধার্ম্মিক। যে জ্ঞানরত্ন হারাইয়া মানুষ আত্মরাজ্য ভ্রষ্ট হয় ও পান্থশালার ন্যায় এই পৃথিবীতে আসিয়া ষড়দস্যুর হাতে পড়ে, ইঁহারা সে-রত্ন সযত্নে রক্ষা করিতেন, বহির্দস্যুতা ভয়ে টিকিতে পারিবে কেন?

খনক আসিল। যুধিষ্ঠির পরীক্ষা করিয়া জানিলেন খনক বিদুর প্রেরিত। আপনার লোক দেখিলে দুঃখের কথা বাহির হয়, অজাতশত্রু অক্রোধী

যুধিষ্ঠির দুষ্ট কৌরবের চরিত্রে ব্যথিত হইয়াছেন, সকলের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে কুরুক্ষেত্র সমরে দুষ্ট কুরুকুল সংহার হইবে কিরূপে ?

খনককে পাইয়া যুধিষ্ঠির বলিতে লাগিলেন,—

"অবধানে দেখ দুষ্ট কৌরব রচিত,
স্বর্ণ জতুগৃহ বাঁশ সংযোগে রচিত।
চতুর্দ্দিকে গড় দেখ গভীর বিস্তার,
অক্ষৌহিণী বলে পুরোচন রাখে দ্বার।
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ বন্ধনে,
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয় জনে॥"

বিপদ বুঝিয়া দেখ। ঘরে অগ্নি লাগিলেও পলায়নের পথ বন্ধ। জতুগৃহের চারিদিকে গভীর গড়। একটি মাত্র দ্বার। বলপূর্ব্বক পলায়ন অসম্ভব। অক্ষৌহিণী সেনা দ্বার রক্ষা করিতেছে।

লাক্ষাভস্ম ও মাটি মিশ্রিত করিয়া গৃহের সর্ব্বস্থানে প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। অস্থিরমত কঠিন শুভ্র পদার্থে গৃহ নির্ম্মিত। গৃহের পশ্চাতে ভিতরে সুরঙ্গ। সেই সুরঙ্গ ভিন্ন মুক্তির অন্য উপায় নাই।

প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল। বিদুরের পরামর্শে খনক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে আসিয়াছে। সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। সুরঙ্গের মুখে কবাট। উপরে মাটি দিয়া চারিদিকের মৃত্তিকা সমান করিয়া রাখিল। জতুগৃহের চারিদিকে পুরোচন যে গভীর গর্ত্ত কাটিয়াছিল, খনক তদপেক্ষা অধিক নিম্নে খনন করিয়া চলিল। জতুগৃহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গর্ত্ত নির্ম্মিত হইল। গঙ্গা এখানে যুক্তবেণী ঠিক বলা যায় না, যেন মা পতিতপাবনী মুমুক্ষুকে প্রথমে এই স্থানে আনয়ন করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। এই ঘাটের নাম মুক্তবেণী ঘাট। আর যে ঘাটে স্নান করিলে প্রিয় সঙ্গে কখনও বিয়োগ ঘটে না, তাহার নাম যুক্তবেণী ঘাট।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুরোচন বুঝিল যে, পাণ্ডবদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যুধিষ্ঠির পুরোচনের ভাব বুঝিলেন। ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, সম্প্রতি আমাদিগের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আজ রাত্রে পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিবে, সকলে সাবধানে থাকিও। একান্ত নির্ভরশীল ভক্তকে শ্রীভগবান্ কিরূপে রক্ষা করেন তাহার একটি গল্প অবতারণা করিতেছি।

দিবাভাগে কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া পঞ্চ পুত্রের সহিত ভোজন করিতে আসিল। নিষাদী ঐ

রাত্রি কোথাও গেল না, জতুগৃহে অবস্থান করিল। নিষাদীর নাম কুন্তী। পৃথা নিষাদীর স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীর নাম পাণ্ডু। পঞ্চ পুত্রের নাম যুধিষ্ঠিরাদি। আশ্চর্য্য ঘটনা। পৃথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার এ দুর্গতি কিসে হইল? নিষাদী আপন দুঃখের কথা বলিতে লাগিল;—

নিত্যকর্ম্ম মৃগয়া করেন মোর স্বামী—
উদরার্থে মাংস বিক্রী করিতাম আমি।
স্বামী গেল জাল নিয়া মৃগয়া কারণ,
না পাইল মৃগ বহু করি অন্বেষণ।
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে নিজ মনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত॥
একদিকে অগ্নি দিল জাল আর দিকে।
অন্যদিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতিবেগে॥
আপনি যে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুল হইয়া মৃগী চাহে চারিভিতে॥
চারিদিক নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতরা হইয়া মৃগী স্থির দাঁড়াইল॥
দেখিলে মৃগীর ভাব মনে হেন লয়।
নগতি বিশ্বতে নাথ মৃগী যেন কয়॥
হে কৃষ্ণ, হে আর্ত্তত্রাতা যাদব-নন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ তারণ॥
তৃণ-জল খাই, কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোর হরয়ে পরাণি?
এইরূপে মৃগী যেন কাতরা হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥

হরিণী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নেত্র দিয়া জলধারা পড়িতেছে, ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া মৃগী যেন কাতরে দীনবন্ধুর শরণ লইতেছে।

কাতর হইলেই জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। ইহাই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বা ধর্ম্ম। মৃগীর কাতরোক্তি বুঝি ভগবানের কর্ণে পৌঁছিল।

"শুনি নারায়ণ, হয়ে সদয় হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল তবে যেন বরিষয়॥
অগ্নি নিভাইল, জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ এক ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে॥
ব্যাধ-শিরে তখনই হইল বজ্রপাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ॥
দিনকর অস্ত গেল নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে গিয়া তারা শয়ন করিল॥

আজ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। বহু নাই, সমস্তই এক হইয়া গিয়াছে। যেন রজনী বহু দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনা করিয়া কাহারও সহিত মিলন সুখ অনুভব করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর আসিল। দূরে শৃগাল শব্দ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর জানাইল। জৌগৃহস্থিত পেচকেরা চীৎকার করিল।

জতুগৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছে পুরোচন। যুধিষ্ঠির ইঙ্গিত করিলেন ভীমসেন সর্ব্বাগ্রে পুরোচন গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। শাস্ত্রে আছে ক্ষত্রিয় দুর্বৃত্তের দণ্ড না দিলে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন হয় না। জৌগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বলিল। লাক্ষাগৃহ একবারে জ্বলিয়া উঠিল। তখন জননীর সহিত পঞ্চভ্রাতা খনক নির্ম্মিত সুরঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই রজনীতে বিশাল জতু-নির্ম্মিত-প্রাসাদ পুড়িয়া ভস্মরাশি হইল। আর ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল পুরোচন। গ্রামবাসিগণ অগ্নি দেখিয়া হাহাকার করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল। ঘৃত, তৈলবসা এবং লাক্ষার গন্ধে বুঝিল জতুগৃহ। তাহারা ধৃতরাষ্ট্রকে শতমুখে গালি দিল। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে দেখিল পুরোচন পুড়িয়া মরিয়াছে। সকলে বলিল,—

নির্দ্দোষ জনের হিংসা করে যেই জন।
এইরূপে তারে শাস্তি দেন নারায়ণ॥

খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর এইরূপে ভর্ত্তি করিয়া দিল যে কেহই উহার বিন্দু-বিসর্গ অনুসন্ধান পাইল না। পাণ্ডবেরা সকলের প্রিয় হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের শোকে গ্রামবাসিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদের গুণ স্মরণ করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া বলিল,—

"এইক্ষণে আমা সবাকার এই কাজ।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বল, না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হ'ল দুরাশয়॥

সক্ষম ব্যক্তি মূক ও কার্যাপ্রাণ হয়, কিন্তু অক্ষম লোকের গাত্রদাহ বক্তৃতা-মাত্রেই নিবারিত হওয়া চিরন্তন রীতি।

হস্তিনাপুরে এ সংবাদ পৌঁছিল। অন্ধ রাজা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। "আজ জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃ-শোক না ছিল—এ সবার কারণ॥

এ ক্রন্দন অতিরঞ্জিত—ক্রন্দন নহে। ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র ব্যাসদেব সেরূপ ক্রুর করেন নাই। ইহা সার্থান্ধ অবিবেকীজনের ক্ষণস্থায়ী সত্ত্ব সন্তাপ।

যতই কু-অভিপ্রায় থাকুনা কেন, সকল প্রকার লোকের নিকট অন্ততঃ এক এক মুহূর্ত্তেও ভ্রাতৃশোক দুষ্পরিহার্য্য। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রাম বিলাপ করিয়াছিলেন,—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
অন্তদেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

পাণ্ডবদিগের ও কুন্তীর মৃত্যু সংবাদে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণাদি মর্ম্মাহত হইলেন। বিদুর বড়ই চঞ্চল হইলেন। খনক এখনও ফিরিয়া আইসে নাই। বিদুর একজন কৈবর্ত্তকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহার আগমন প্রতীক্ষায় বিদুর বড়ই উদ্বিগ্ন রহিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যথাসময়ে পাণ্ডবদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাপন করাইলেন। সুদূর দ্বারাবতীতেও পাণ্ডবদিগের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, কারণ কুন্তীদেবী বসুদেবের সহোদরা। বসুদেবের নিকট জতুগৃহ দাহ সংবাদ পৌঁছিল। বসুদেব সাত্যকির প্রতি জতুগৃহ দগ্ধ পাণ্ডবদিগের অস্থি সংস্কারের ভারার্পণ করিলেন। ঠিক এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পিতা সত্রাজিত সংহারকারী ভোজপতি শতধন্বার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

— শ্রীমহাদেব দত্তশর্ম্মা (H.G.T.)
সাহিত্যস-রস্বতী, পুরাণশাস্ত্রী (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

নবদ্বীপ-শহরস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত
শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৫ পৃষ্ঠার পর)

১০ই চৈত্র, ১৩৮৯ (২৫শে মার্চ্চ, ১৯৮৩) শুক্রবার শ্রীধাম পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া পরিক্রমাপার্টী কোলদ্বীপ পাদ-সেবনাখ্য চাঁপাহাটী-সমুদ্রগড় যাত্রা করিয়া অভিন্ন ব্রজের রাধাকুণ্ডস্থানে উপস্থিত হন। এখানে শ্রীপাদ কানাই-লাল ব্রহ্মচারী—"রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে", শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ "শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পদকমলে মন, কেমনে লভিবে চরম শরণ" কীর্ত্তন করেন। আট/নয় হাজার যাত্রীর বসার স্থান না হওয়ায় পরিক্রমাপার্টী সমুদ্র-গড় যাত্রা করেন। এখানে শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী—"এ ভব সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ" এবং শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী "পাইয়া দুর্ল্লভ-জন্ম শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু" কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীগৌরপার্ষদগণের কীর্ত্তন-বিলাস আস্বাদন করিবার আশায় সমুদ্র এই স্থানে বাস করেন। এখানে সমুদ্রসেন রাজা রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্বে ভগবান্ রাম-নৃসিংহরূপে ভক্তের অভিলষিত বর প্রদান ও ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীগণ যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি করিয়াছেন, তদনুরূপভাবে কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি করিতে পারেন নাই, তাই বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈসে॥ কিন্তু অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥" পঞ্চপাণ্ডব রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিলে এইখানে সমুদ্রসেন পাণ্ডবের একান্ত বান্ধব শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মানসে অশ্ব আটকাইয়া ভীমকে বন্দি করেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সমুদ্র-সেন ভীমকে ছাড়িয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এখান হইতে পরিক্রমাকারী-গণ শ্রীগৌরগদাধর মঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ 'বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস" কীর্ত্তন করেন। অদ্য শ্রীআমলকী একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী

মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সাধকজীবনের ক্রমবিকাশ, ভক্ত জয়দেব-পদ্মাবতীর প্রেমসেবা ও চাপাফুলের দ্বারা সজ্জিত শ্রীবিগ্রহ এবং চাপাফুলের হাট প্রভৃতির ইতিবৃত্ত। দ্বিজ বাণীনাথের গৌরসেবা বর্ণন করেন যথা "ঋতুদ্বীপ সমুদ্রগড় চাঁপাহাটী গ্রাম। গৌরগদাধর দ্বিজবাণীনাথের প্রাণ॥" গৌরগদাধর মঠ হইতে মধ্যাহ্ন পরিক্রমাপার্টী শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একাদশীর অনুকল্প গ্রহণ করেন। বৈকাল হইতে কীর্ত্তনানন্দ হয়। সন্ধ্যায় আরতির পর শ্রীনাট্য-মন্দিরে শ্রীগৌরধাম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়।

উক্ত দিবসে সভাপতির ভাষণে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ বলেন,—শরণাগতির লক্ষণ, একাদশী বা হরিবাসর বিধির উল্লেখ করিতে গিয়া নির্জ্জলা মানে নিঃ নাস্তি জলম্ যস্যাং সা একাদশী। উপবসতি যা সা উপবাস। রূপ গোস্বামিপাদের "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প······শ্লোকের অবতারণা। শ্রীভগবান্ লীলাশক্তি পরায়ণ। লীলা-পুরুষোত্তম শব্দের ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে আনুকূল্য সঙ্কল্প ও প্রতিকূল ত্যাগের প্রয়োজন। সাধুগুরুর কাছে পরিপ্রশ্নেই যথার্থ কল্যাণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের যুগল উপাসনার তাৎপর্য্য। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাস্য শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের উপাসনা। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকাদিতে ভক্ত ভগবানের পরস্পর ভাববিনিময় ঘটিয়াছে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচিন্তা-পরায়ণা শ্রীরাধা-চিন্তা-নিবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অঙ্গবর্ণ হারাইবার কারণ। অর্থাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ যেমন সেব্যের প্রতি প্রীতি—আচরণশীল, এখানকার সেব্যও তদ্রূপ সেবকের প্রতি করুণাপরায়ণ। শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-কারী শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ইহাই আন্তরিক তত্ত্ব-দর্শন।

১১ই চৈত্র, শনিবার সন্ধ্যায় সভাপতির আসনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ বৃত হইলে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ বিষয় শ্রীভগবান্, তাঁহার ভগবত্তা ও অংশ-কলাবতারের পরিচয় দিয়া ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত দামোদর মহারাজ সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল এবং ভক্তিই জীবের শাশ্বত শান্তির হেতু সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। পরিশেষে প্রহ্লাদ মহারাজের শ্রবণ-কীর্ত্তনং শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ মানব-জীবনে ধর্ম্মাচরণ-দ্বারাই মনুষ্যত্বের দাবী রক্ষা করা সম্ভব। ক্ষণভঙ্গুর দেহধারী জীবের মধ্যে মানব

জীবন দুর্লভ। এ দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনই মানব জন্মের সার্থকতা। জড়সম্বন্ধ হেয়, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধই জীবাত্মার নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কঠোপনিষদ্ "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য" শ্লোক উদাহরণ দ্বারা বলেন,—একমাত্র সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি তাঁহারই শরণাগতির দ্বারা লাভ সম্ভব। শ্রীগুরুদেবই সেই সম্বন্ধদানের পরম বান্ধব।

১২ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ), সন্ধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে এই দিবস বিশিষ্ট বক্তারূপে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। বিষয়—শ্রীধাম-পরিক্রমায় মানব জীবনের সার্থকতা এবং বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় দার্শনিক দিক্ দর্শন করান।

২য় বক্তা—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ। বিষয়—পরদুঃখ-দুঃখী গুরু-বৈষ্ণবের জীবকল্যাণের যত্ন। ৩য় বক্তা—শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবাসর

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এই দিবসেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রথম বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য, আদর্শ সেবকগণকে উপাধিদানের সূচনা। সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতায় গৌরাবির্ভাবের কথায় ঐশ্বর্য্যহীনতার লক্ষণ, গুরুপরম্পরায়—শিষ্যপরম্পরা ও ভাগবত পরম্পরা দুইটি পদ্ধতি। শ্রীগীতায় গুরুপরম্পরা সূর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণ, সূর্য্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে ইত্যাকার দৃষ্ট হয়। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক **শ্রীবিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারীকে** "কৃতিরত্ন" উপাধি দান করেন। পরবর্ত্তী আর এক অধিবেশনে তিনি ধামপ্রচারিণী সভায় সভ্যগণকর্ত্তৃক "উপদেশক" উপাধি দান করেন। "উপাধি ব্যাধিরেব চ" যেখানে, সেখানে উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন। ইহা সেবকগণের যোগ্যতার স্বীকার মাত্র। তিনি সভায় নিম্নোক্ত মানপত্রও ঘোষণা করেন, যথা—

সর্ব্বশ্রী ১। মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী—"রাগভূষণ", ২। হরিসাধন ব্রহ্মচারী "সেবাব্রত", ৩। কানাইলাল ব্রহ্মচারী "বাগালঙ্কার", ৪। কুঞ্জ-

বিহারী ব্রহ্মচারী "ভক্তিপ্রমোদ" ৫। গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী "রাগরত্ন", ৬। শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী "সেবাবল্লভ", ৭। চিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী "ভক্তিবিকাশ", ৮। নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী "বিদ্যাবাগীশ", ৯। নিতাইদাস ব্রজবাসী "সেবসার্ব্বস্ব", ১০। শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী "সেবাসৌরভ", ১১। দেবকীনন্দন ব্রজবাসী "ভক্তিসুন্দর", ১২। বজ্রনাভ ব্রজবাসী "ভক্তিপ্রকাশ", ১৩। সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী "ভিষকরত্ন", ১৪। কমলাপতি ব্রহ্মচারী "ভক্তি-কুসুম", ১৫। বনোয়ারীলাল সিঙানিয়া "ভক্তিজীবন", ১৬। অনাদিনাথ দত্ত "সেবাবারিধি", ১৭। প্রথানন্দ ব্রজবাসী "সেবাবিলাস", ১৮। সব্যসাচী ব্রহ্মচারী "ভক্তিব্রত", ১৯। শ্রীযুক্তা উমারাণী দেবী "ভক্তিমাধুরী", ২০। শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী "ভক্তিলতিকা", ২১। বলাইচাঁদ ঘোষ "সেবাসুহৃদ"।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সপ্তম অধিবেশনে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ "শ্রীগুরু চরণপদ্ম", "শুন হে রসিকজন কৃষ্ণগুণ অগণন," শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন। শ্রীল সভাপতি মহোদয়ের মুখবন্ধ। ১ম বক্তা শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিচার-ধারার কথা উল্লেখ করেন। "ন ধনং ন জনং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্গসান্নিধ্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী যে প্রশ্ন করিয়াছেন—"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়? ইহা নাহি জানি মোর কিসে হিত হয়॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান। তাঁহারা মণিমাণিক্যের প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সাধনে প্রবীণতা লাভ করেন। ২য় বক্তা—শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী, ৩য় বক্তা—শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভু 'জল যে উষ্ণতা নিমিত্ত বাষ্প ও শীতলতা নিমিত্ত বরফ'—ইহা নৈমিত্তিক ধর্ম্মের দিগ্দর্শক বলিয়া বর্ণন করেন। তিনি বলেন,—এ উদাহরণ জীবের ক্ষেত্রে যথার্থ, যেহেতু জীব অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু পরমাত্মায় ইহা সম্ভব নহে, কারণ সমুদ্র অতি বৃহৎ। তিনি জীব-স্বরূপের কথা-প্রসঙ্গে বাদামের দুই আবরণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের তিন শক্তির কথা যথার্থতঃ জানিলে জীব মায়াবদ্ধ হয় না। তদনন্তর কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

— শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে

বিশেষ কয়েক ব্যক্তির অভিমত

[১]

It is my great fortune to visit Shri Devananda Goudiya Math at Nabadwip and participate in the evening 'Aarati' an enlightening experience which will ever remain fresh in my memory. The Math is devoted to spiritual awakening, which is the highest service to humanity, with all humility, it would give a right direction to social work. Without a spiritual base, social work would not be able to achieve any objective.

With prayers to the Lord to lead us all on the path of Bhakti.

Sd./—Nirmala Deshpande,

6. 5. 83

[*BRAHMAVIDYAMANDIR,*
P. O. Paunar-442111, Maharashtra,]

[২]

আজকের ভারতের কথা মনে রেখে, বড় বেশী করে গৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলীর প্রয়োজন উপলব্ধি করি। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার, বৈষ্ণব-ভাবধারা, ভগবত সাধনা এবং বৈষ্ণবপ্রেম-জোয়ারে মানুষকে ভরিয়ে দিতে হবে। তারই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এই আশ্রম এবং ক'জন সাধু মহারাজ।

আমার গতকাল দুপুর থেকে আজ সকাল পর্য্যন্ত এঁদের সাহচর্য্য অদ্ভুত লাগল এবং মনের মণিকোঠায় রাখার সর্বদা চেষ্টা করব। ইচ্ছা রাখি, পরিবারের প্রত্যেককে নিয়ে এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আবার আসব। দেখি, ভগবান্ কি করেন!

আশ্রমের সার্বিক মঙ্গল কামনায় উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

(স্বাঃ) শ্রীকর বন্দ্যোপাধ্যায়
অধিকর্ত্তা, ৭/৫/৮৩
খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ কমিশন, ভারত সরকার;
কলিকাতা—৭০০০১২
T. No. 26-9491/46-3660

[৩]

In this serene atmosphere I had the occasion to stay for a day. Short was my visit no doubt but the memory of this will remain in my mind for long. The inmates of the Ashram inspite of their pre-occupations were all attention to us.

Religious functions are observed here with devotion and apparent sinceriety and no tint of commercialism is to be found in this Ashram.

Sd.|—R. N. Mitra
8. 5. 83
[*Advocate, Calcutta High Court*]
14/1B, Bechu Chatterjee Street,
Calcutta · 700009

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : এন্‌-ভি-ডি—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জিলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৯০ (ইং ২৮।১০।৮৩), শুক্রবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে দক্ষিণ ভারত-পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত দিবসে **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ নং হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৭০০০০৪, (ফোন : ৫৫-৭২২৭) — ঠিকানা হইতে দিবা ১২টার সময় আরামপ্রদ (Luxury Bus) মোটরযানে যাত্রা আরম্ভ করিয়া তীর্থাদি দর্শনান্তে আবার উক্ত ঠিকানাতে যাত্রা সমাপ্ত করা হইবে। যাঁহারা সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** সহিত উল্লিখিত নবদ্বীপ অথবা কলিকাতা ঠিকানায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করতঃ বিস্তারিত নিয়মাবলী অবগত হইবেন। আসন-সংখ্যা সীমিত, সুতরাং সংরক্ষণে বিলম্ব করিলে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। ইতি—১৫ জৈষ্ঠ, ১৩৯০।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ),—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য। অনিবার্য্য কারণে অনুসরণিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ব্বিপাকের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বা সমিতি দায়ী হইবেন না।

দর্শনীয় তীর্থস্থান ঃ—

১। বালেশ্বর (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেমুনা) ২। ভুবনেশ্বর, ৩। কুর্ম্মাচলম্, ৪। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ৫। মঙ্গলগিরি (পানানৃসিংহ), ৬। মাদ্রাজ, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। মহাবলীপুরম্, ৯। পণ্ডিচেরী, ১০। মায়াভরম্, ১১। চিদাম্বরম্ (নটরাজ), ১২। কুম্ভকোণম্, ১৩। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), ১৪। ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), ১৫। মাদুরাই (মিনাক্ষীদেবী), ১৬। রামেশ্বরম্, ১৭। ত্রিচুন্দুর, ১৮। শ্রীবৈকুণ্ঠম্, ১৯। কন্যাকুমারী, ২০। ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), ২১। বৃদ্ধাচলম্, ২২। শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, ২৩। শ্রীশিবকাঞ্চী, ২৪। তিরুপতি বালাজী, ২৫। রাজমন্দ্রী, ২৬। কভুর, ২৭। শ্রীপুরীধাম, ২৮। সাক্ষীগোপাল, ২৯। কোণারক, ৩০। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার কেন্দ্র (বাউদপুর) প্রভৃতি।

—নিয়মাবলী—

১। যাত্রিগণকে একবেলা জলখাবার ও দুইবেলা প্রসাদ, বাস-ট্রেণভাড়া, ধর্ম্মশালার খরচাদি বাবদ প্রত্যেককে ৪নং হইতে ২৩নং পর্য্যন্ত আসনের জন্য ১১৭৫'০০ (এগারশত পঁচাত্তর) এবং বাকী আসনগুলির জন্য ১০৭৫'০০ (দশশত পঁচাত্তর) টাকা হিসাবে আনুকূল্য দিতে হইবে।

২। মোট দেয়-টাকার মধ্যে অগ্রিম ৩০০'০০ (তিনশত) টাকা ১০ই আশ্বিন, ১৩৯০ (ইং ২৭।৯।৮৩) তারিখের পূর্ব্বে জমা দিয়া আসন সংরক্ষিত করিবেন। বাকী টাকা যাত্রা-দিবসের ১৫ দিন পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৩। যাত্রিগণ প্রত্যেককে একটি ঘটি, থালা, খুব হাল্কা ধরণের বিছানাপত্র (মশারীসহ) লইবেন। বড় সুটকেশ বা বাক্স সঙ্গে আনিবেন না। নিজেদের ব্যবহার্য্য কাপড়, মাজন, সাবান বা প্রয়োজনবোধে টর্চ-লাইট ইত্যাদি কাছে রাখিবেন।

জ্ঞাতব্য ঃ—দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্কদিগকে সঙ্গে লওয়া সম্ভব হইবে না। পূজার্চ্চন-সংক্রান্ত ও পাণ্ডাবিদায় প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই পরিক্রমায় ২২ হইতে ২৫দিন সময় লাগিতে পারে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৫শ বর্ষ | ২২ বামন, বাসুদেব, ৪৯৭ গৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, রবিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭।৭।১৯৮৩ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

জীবে পূর্ণ-দয়া যতঃ করুণয়া হা হা রবৈঃ প্রার্থনাং
হে হে কৃষ্ণ কৃপানিধে ভবমহাদাবাগ্নি-দগ্ধান্-জনান্ ।
ত্রাহি ত্রাহি মহাপ্রভো স্বকৃপয়া ভক্তিং নিজাং দেহি মাং
এবং গৌরহরেঃ সদা প্রকুরুতে দীনৈকনাথঃ প্রভুঃ ॥৬৩।

দীনজনের একমাত্র স্বামী ও প্রভু শ্রীগৌরহরি জীবের প্রতি পূর্ণ দয়াবশতঃ 'হা'-'হা'-রবে কাতরস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"হে মহাপ্রভো! হে কৃপাসমুদ্র! সংসার-দাবানল-দগ্ধ জীবগণকে ত্রাণ করুন এবং কৃপাপূর্ব্বক আপনার নিজভক্তি আমাকে দান করুন ॥৬৩॥

বিষণ্ণ-চিত্তান্ কলিপাপ-ভীতান্
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনামমন্ত্রম্ ।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ
কুরুস্ব সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য-বাদ্যান্ ॥৬৪॥

কলিপাপভীত বিষণ্ণচিত্ত জনগণকে দর্শন করত শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং তাহাদিগকে হরিনাম-মন্ত্র দান করিলেন এবং ভক্তগণকে নৃত্য ও বাদ্যের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন ॥৬৪॥

হরের্মূর্ত্তিং সুবঙ্কাপাঙ্গং ত্রিভঙ্গ-মধুরাকৃতিম্ ।
ইতি গৌরো বদেদ্ভক্তান্ স্থাপয়স্ব গৃহে গৃহে ॥৬৫॥

শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তদিগকে বলিলেন,—"ত্রিভঙ্গ-সুন্দর মধুরাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিগৃহে স্থাপন কর" ॥৬৫॥

সুশোণপদ্ম পত্রাক্ষঃ সুবিম্বাধরপল্লবৈঃ ।
সুনাসাপুটলালিলত্যং গৌরচন্দ্র নমোহস্তু তে ॥৬৬॥

রক্তকমল-লোচন, বিম্বফলসদৃশ অধরপল্লব ও সুন্দর নাসিকাযুক্ত হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে নমস্কার জানাই ॥৬৬॥

কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য-কোটিচন্দ্রাননত্বিষে ।
কোটিকাঞ্চন-পুষ্পাভ গৌরচন্দ্র নমোহস্তু তে ॥৬৭॥

কোটি কামদেবতুল্য সৌন্দর্য্য, কোটি স্বর্ণপুষ্পাভাযুক্ত হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে নমস্কার করি ॥৬৭॥

সুমুক্তাদন্তপঙ্‌ক্ত্যাভো হাস্যশোভা-শুভাকরম্ ।
সিংহগ্রীব-লসৎকণ্ঠ গৌরচন্দ্র নমোহস্তু তে ॥৬৮॥

সুন্দর মুক্তাসদৃশ দন্তরাজিমণ্ডিত, মঙ্গলপ্রদ হাস্যযুক্ত ও সিংহের ন্যায় গ্রীব ও উজ্জ্বল কণ্ঠবিশিষ্ট হে গৌরচন্দ্র ! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥৬৮॥

মল্লিমালোল্লসদ্বক্ষঃ কর্ণালম্বিত মৌক্তিকাঃ ।
কঙ্কণাঙ্গদ-সংযুক্ত মহাভুজ নমোহস্তু তে ॥৬৯॥

বক্ষঃস্থলোপরি মল্লিকামালা সুশোভিত, কর্ণদ্বয় মৌক্তিকখচিত ও কঙ্কণ-অঙ্গদযুক্ত হে মহাবাহো ! আপনাকে প্রণাম করি ॥৬৯॥

মৃগেন্দ্র-মধ্য-কঙ্কাল-জানু-রম্ভাতিসুন্দর ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠ-পদদ্বন্দ্ব গৌরচন্দ্র নমোহস্তু তে ॥৭০॥

সিংহসদৃশ কটিদেশযুক্ত, কদলীখণ্ডের ন্যায় সুন্দর জানুবিশিষ্ট ও কচ্ছপ-পৃষ্ঠতুল্য দৃঢ় পদযুগলান্বিত হে গৌরচন্দ্র! আপনাকে নমস্কার জানাই ॥৭০॥

আশ্রেয়ং তব পাদাব্জং কলিকা-চম্পকাঙ্গুলম্।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥৭১॥

আপনার পাদপদ্ম ও চম্পককলিকাসদৃশ অঙ্গুলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে কৃপালু গৌরচন্দ্র! আমাকে কৃপা করুন। আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭১॥

নখপঙ্‌ক্তি-জিতানেক-মাণিক্য-মুকুরদ্যুতে।
চরণে শরণং যাচে গৌরচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥৭২॥

বহু মাণিক্য-দর্পণের দ্যুতিহরণকারী নখশ্রেণীযুক্ত আপনার চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে গৌরচন্দ্র! আপনাকে প্রণাম জানাই ॥৭২॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেঽহং শরণংগতঃ।
করিষ্যতি যমঃ কিং মে গৌরচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥৭৩॥

যে গৌরচন্দ্রের পাদপদ্ম ধ্বজ-বজ্রচিহ্নিত সেই চরণে আমি শরণ লইলাম। যম আমায় কি করিবে? হে গৌরচন্দ্র আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৭৩॥

শত-শত পতিতানাং ত্রাণকর্ত্তা প্রভুস্ত্বং
কথমপি কিমু দোষে বঞ্চিতোঽহং প্রপন্নঃ।
কলিভয়-কৃতভীতং ত্রাহি মাং দীনবন্ধো
শরণাগত-গতিস্ত্বং কিং ব্রুবে গৌরচন্দ্র ॥৭৪॥

হে গৌরচন্দ্র! আপনি শত-শত পতিতের উদ্ধারকর্ত্তা ও প্রভু। এই শরণাগত কেন এবং কোন্ দোষে ত্রাণে বঞ্চিত? হে দীনবন্ধো! আপনিই শরণাগতের একমাত্র গতি। আমি কলিভয়ে ভীত, আমাকে উদ্ধার করুন। হে গৌরচন্দ্র! আমি আর কি বলিব ॥৭৪॥

কিমদ্ভুতং গৌরহরি চরিত্রং
নামোপদেশাদ্ধরিমাশ্রয়ন্তি।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি রুদন্তি লোকা
রটন্তি অর্থান্ হরিভক্তিযুক্তাঃ ॥৭৫॥

শ্রীগৌরহরির কি অদ্ভুত চরিত্র! তিনি লোকসমূহকে নামোপদেশ করিতেই তাহারা শ্রীহরিকে আশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া কখনও নৃত্য, কখনও গীত, কখনও ক্রন্দন ও নাম জপ করিতেছে ॥৭৫॥

নিরন্তরঃ কৃষ্ণকথা পরস্পরং
স্বভক্তিদং নাম হরের্ব্বদন্তি বৈ ।
জল্পন্তি লোকা ভুবি ভাববিহ্বলা
গৌরেঽবতীর্ণে কলিপাপনাশকে ॥৭৬॥

কলিপাপনাশক শ্রীগৌরহরি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর মনুষ্যগণ নিরন্তর পরস্পর কৃষ্ণকথা ও স্বভক্তিদাতা হরিনাম করিতে থাকে এবং ভাবে বিভোর হইয়া সংসারে নাম-জল্পনায় দিনযাপন করে ॥৭৬॥

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেষু যজ্ঞ-ধ্যান-তপঃ-ব্রতৈঃ ।
কেষাং কেষাং ফলং জাতং ধর্ম্মবিধানতঃ ॥৭৭॥
কলৌ শ্রীগৌরকৃপয়া নামমাত্রৈকজল্পকাঃ ।
কৃষ্ণসান্নিধ্য-সংপ্রাপ্তা প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ॥৭৮॥

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরযুগে ধ্যান-যজ্ঞ-তপস্যা ও ব্রতদ্বারা ধর্ম্মবিধানুসারে কাহারও ফল প্রাপ্তি হইত, কিন্তু কলিযুগে শ্রীগৌরহরির কৃপায় প্রেমভক্তিপরায়ণ হইয়া কেবল নামজপদ্বারা কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করা যায় ॥৭৭-৭৮॥

অণু-ব্রহ্মাণ্ডযোর্মধ্যে চৈতন্যেন সমাহৃতম্ ।
হরেকৃষ্ণ হরে-নামমালা-ভক্তিপ্রদায়িনী ॥৭৯॥

ভক্তিপ্রদায়িনী 'হরেকৃষ্ণ' 'হরেরাম'-নামমালা শ্রীচৈতন্যদেব এই ব্রহ্মাণ্ডে সম্যগ্‌ভাবে আনিয়াছেন ॥৭৯॥

জল্পন্তি হরিনামানি চৈতন্যজ্ঞানরূপতঃ ।
ভজন্তি বৈষ্ণবা যে তু তে গচ্ছন্তি হরেঃপদম্ ॥৮০॥

যে-সকল বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যদেবের কথানুসারে হরিনাম জপ ও ভজন করেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে পৌঁছিয়া থাকেন ॥৮০॥

শৃণ্বন্তি যে বৈ গুরুতত্ত্বগাথাং গায়ন্তি যত্নে র্হরিনামমন্ত্রম্ ।
পূজন্তি সাধু-গুরু-দেবতাঞ্চ চৈতন্যভক্তাঃ কলিকালমধ্যে ॥৮১॥

যাঁহারা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন, যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক হরিনামরূপী মন্ত্র গান করেন এবং সাধু-গুরু-দেবতার পূজা করেন, তাঁহারাই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়া থাকেন ॥৮১॥ (ক্রমশঃ)

সজ্জন—মৃদু (৭)

বিষয়ীর হৃদয় তর্ক-কঠিন, মৃদু নহে

বিষয়ী বিষয় সেবায় কঠিন হৃদয়। বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চিত্তের আদৌ কোমলতা নাই। বিষয়ের ক্লেশগুলির তীব্র কটাক্ষ সহ্য করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। অজ্ঞান বা মূর্খতা তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন করে দেখিয়া তিনি নানাপ্রকার কঠোর অভিজ্ঞানব্রতে পারদর্শিতা লাভের চেষ্টা করেন। নানাপ্রকার অসুবিধা ও অভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ঔদ্ধত্য শিক্ষা করিয়া কোমলতা বর্জ্জিত হন। তর্ক বিতর্ক শিক্ষা করিয়া হৃদয়কে কঠিন করেন এবং স্থানাস্থান বিচার না করিয়া তার্কিককেশরী হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যের ব্যবহারাবলীতে ক্ষুব্ধ হইয়া পরদ্রোহময় ভাবে নানা অনর্থ ও অপ্রিয় অনুষ্ঠানের আবাহন করেন। হরিপরায়ণগণের হৃদয় সেরূপ নহে। তাঁহারা মৃদু।

ভগবান্ মৃদুত্বের উৎস, তাঁহারই গুণ-চেষ্টার প্রাবল্যহেতু সজ্জনও মৃদু

ভগবান্ বিষয়ীর নিকট বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলেও সজ্জনের নিকট কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। বিচারকের নিকট শঠকারী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেও তাঁহার মধুরিমা সুকোমল হৃদয় সাধুর নিকট পরম কমনীয়। ভগবানের পরম মনোজ্ঞ কমনীয়তা প্রভাবে তাঁহার নিজাশ্রিত তদীয়গণে মৃদুত্বের উৎস সর্ব্বদাই বিরাজ করে। সেই সজ্জনগণের সাধন-প্রণালীতে অনর্থনিবৃত্ত অবস্থায় ভাবের সমাগমে জড়বিষয়ে ক্ষান্তি বলিয়া একটী অবস্থা লক্ষিত হয়। ভগবদ্‌-বিষয়িনী রুচি দ্বারা সাধকের চিত্ত সর্ব্বদাই আর্দ্র। অনর্থমুক্ত সজ্জন শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মময়। ভগবদ্ বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়াবলম্বনের সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয়ে সুষ্ঠুভাবে উদিত। বিষয়াশ্রয় পরস্পরের উদ্দীপনীয় ভাবসমূহে চিত্ত আপ্লুত। ভগবানের গুণ এবং চেষ্টা প্রবল হওয়ায় হৃদয় মৃদুভাববিশিষ্ট।

অষ্টসাত্ত্বিকাদি ভাবও মৃদুত্বের পরিচায়ক

সেই মৃদুভাবের অববোধক চিত্তের ভাবপ্রকাশকারী অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহার কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সজ্জনের কপটতা বর্জ্জিত গান ও নৃত্যাদিতে অপর্য্যা

কোমলতা দেখা যায়। অপ্রাকৃত হরিভাবদ্বারা চিত্তের আক্রমণকেই সত্ত্ব বলে। এতাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। আবার বিশেষতঃ স্থায়ীভাবে কৃষ্ণরতিকে অভিমুখী করিয়া বাক্য ও অঙ্গাদিতে বিচরণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবের প্রকাশ করায়। কোন কালেই সাধুর চিত্তবৃত্তিতে আর্দ্র ভাবের অভাব নাই।

অসৎসঙ্গত্যাগকালে সজ্জনের কঠোরতাও মৃদুতা

সজ্জন নিত্যকাল মৃদু। সাধন কালে হরিবিরোধিভাব সমূহের দুঃসঙ্গ ত্যাগ বাসনায় তিনি যে সকল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন তাহা কঠিনহৃদয় বিষয়ীর দৃষ্টিতে মৃদুত্বের অভাব জ্ঞাপন করিলেও বাস্তবিক সেকালেও তিনি মৃদুভাব বর্জ্জিত নহেন। পরম মৃদু গৌরহরির আশ্রিতজনে সর্ব্বকাল মৃদু স্বভাব আছে। কঠিন সামাজিকগণের অসদ্ব্যবহাররূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়াও অন্তঃস্থিত নৈসর্গিক কোমলতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সজ্জন ব্যতীত অন্যে কখনই মৃদু হইতে পারে না। অসদ্ব্যক্তি কোনকালে মৃদু নহে।

শুচি (৮)

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানের রুচিভেদে ‘শুচি’র বিভিন্ন ধারণায় সজ্জনের মতানৈক্য

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্র বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও সজ্জনের শুচি সংজ্ঞার সহিত একত্ব লাভ করেন না। অহংগ্রহোপাসক নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন। অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগ-পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যক্তনেচ্ছা—ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে শুচি-অশুচির বিচার

সজ্জনগণ বলেন,—অসজ্জনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচি বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে-স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই

অশুচি ; যে-কালে হরি-সেবন নাই, সেই কালই অশুদ্ধ ; যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরমপবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরি-গুণগানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন।

ভগবৎ-প্রসঙ্গহীন কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচি ; ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির মূলাধার

সজ্জনগণ বলেন,—যেখানে হরি-কথার আদর নাই, সেই অশুচি অবস্থান করে, সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়-রূপে বরণ করেন। যে-স্থলে হরি বিষয় নহেন, যে-স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচি জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। ভগবানই একমাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎ-প্রসঙ্গের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। মায়িক দর্শনে কর্ম্মী জল, অগ্নি ও সূর্য্যে শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাহাকে হরি-সম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না।

লৌকিক-ব্যবহারিক তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণা তাৎকালিক ; ভগবদ্ভক্ত সজ্জন সর্ব্বোতোভাবে শৌচগুণে পরিপূর্ণ

সজ্জনগণ বলেন,—কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির বাথান। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা,মূলা, থোড়ের শুচি-অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি-অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ শুচি-বিচারে অবতারিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরি-সম্বন্ধি-বস্তুতে শুচি এবং হরি-সেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে, লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি-অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক ; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্ব্বতোভাবে শৌচাচার-পুষ্ট।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ**

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

ভক্তির স্বভাব-বিবেক *

শুদ্ধভক্তি-স্বভাবস্য প্রভাবান্ যৎপদাশ্রয়াৎ।
সদৈব লভতে জীবস্তং চৈতন্যমহং ভজে॥

শুদ্ধভক্তির ছয়টী স্বভাব। ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সাধনাবস্থায় ভক্তির কেবল প্রথম দুইটী গুণ লক্ষিত হয়, ভাবাবস্থায় প্রথম চারিটী গুণ লক্ষিত হয় এবং প্রেমাবস্থায় উক্ত ছয়টী গুণই লক্ষিত হয়। ভক্তির স্বভাবগত ছয়টী গুণ আমরা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিতেছি।

(১) ভক্তি ক্লেশঘ্নী। যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ নাশ করেন। ক্লেশ তিনি প্রকার; যথা শ্রীরূপবাক্য,—ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তস্ত্রিধা।

পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিদ্যা—এই তিনপ্রকার জীবের ক্লেশ। জীব জন্ম জন্মান্তরে যে-সমস্ত পাপ করিয়াছেন ও করিবেন সে-সমুদয় পাপ দ্বারা জীবের কষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের দ্বিতীয় বৃষ্টি, পঞ্চম ধারায় প্রধান প্রধান পাপ-সকল নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জীবকৃত পাপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। তথা শ্রীরূপবাক্যে,—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা।

কোন একটি জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে জীব যে-পাপগুলি ভোগ করিতে বাধ্য হন, সেইগুলি প্রারব্ধ পাপ। অন্যান্য ভাবী জন্মের ভোগের জন্য যে যে-সকল পাপ অবশিষ্ট থাকে, সে-সকল পাপকে অপ্রারব্ধ বলে। জন্মে জন্মে জীব যে-সকল পাপাচরণ করেন সে-সমুদয় পূর্ব্বকৃত অপ্রারব্ধ পাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়া ভাবী জন্ম-সময়ে প্রারব্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার অনাদি বিধি-দ্বারা জীব জন্মে জন্মে নিজকৃত পাপ-ফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-জন্ম, যবন-জন্ম, ধনীলোকের গৃহে জন্ম, জন্মকালীন সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মফল; তন্মধ্যে যবন-জন্ম ইত্যাদি প্রারব্ধ পাপ। ভক্তি

---

* এই প্রবন্ধটী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ১লা কার্ত্তিক, রবিবারে পঠিত হয়।

প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে ধ্বংস করেন। জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে কৃত হইলে কেবল অপ্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ করে, প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানীদিগের শাস্ত্রমতে অবশ্য ভোক্তব্য। ভক্তির প্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম্ম ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

হে ভগবন্, যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেরও সদ্যই অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সবন-যাগকরণ-যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্তি হয়, তখন তোমার দর্শনে যে কি লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুর্জ্জাতিরূপ প্রারব্ধ পাপ নাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া উক্ত হইল।

ভক্তির অপ্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম্ম পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্॥

যাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কূট অর্থাৎ বীজত্ব-লাভোন্মুখ অর্থাৎ যে-সকল অর্জ্জিত পাপ কেবল বীজত্ব অর্থাৎ বাসনাময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, বীজ অর্থাৎ বাসনাময় পাপ ও ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ সেই সমস্তই ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তি পাপের সর্ব্ব-অবস্থাতেই তন্নাশক, ইহা লক্ষিত হইবে। ভক্তদিগের পাপ নাশের জন্য কর্ম্ম বা জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

জীবের হৃদয়ে যে পাপ-বাসনা তাহাকেই পাপবীজ বলে। সেই পাপবীজ কেবল ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়; যথা শ্রীভাগবতে,—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য কর্ম্মমার্গে যে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং শাস্ত্রান্তরে তপঃ ও দান দ্বারা যে পাপনাশের ব্যবস্থা আছে, সে-সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই সেই পাপমাত্রই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপসকলের বীজ যে অবিদ্যাজাত পাপ-বাসনা তাই ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় বা শোধিত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণপদ-সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত আর কেহই পাপবীজরূপ হৃদয়-বাসনা দূর করিতে পারে না। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসীন হইলে পাপ-বাসনা পুণ্য-বাসনার সহিত সমূলে তাড়িত হয়।

ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব পদ্মপুরাণে ও ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বিচারিত হইয়াছে,—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥

হরিভক্তি যখন হৃদয়ে আসেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাশক্তি আসিয়া দাবানলে বনস্থ সর্পিণীর ন্যায় জীব-হৃদয়গত অবিদ্যাকে সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

জীব-হৃদয়ে অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থিকে নির্ব্বিষয়-মতি যতিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে নিরুদ্ধ করিয়াও সেরূপ উন্মোচন করিতে পারেন না, যেরূপ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাস-ভক্তিদ্বারা সহজে করিয়া থাকেন। অতএব সেই আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর।

জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা কথঞ্চিৎ অবিদ্যানাশ হইলেও ভক্তি ব্যতীত নিরাশ্রিত সাধকের অবশ্য পতন হয়। যথা, শ্রীভাগবতে দশমে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! যাঁহারা জ্ঞানমার্গে 'ইহা নয়, ইহা নয়' করিয়া জড়াতিরিক্ত অবস্থা লাভ করত আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তিহীন-বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, অতএব অনেক ক্লেশে অবিদ্যা অতিক্রম করত ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্মের নিত্য আশ্রয় অভাবে পুনরায় অধঃপতন লাভ করেন।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদের অবিদ্যার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকিবে। তজ্জন্য আমি অবিদ্যা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী আমাদের নিকট প্রধানরূপে পরিচিতা। চিচ্ছক্তি হইতে ভগবদ্ধাম, ভগবল্লীলা ও ভগবল্লীলোপকরণ সমুদয় প্রকাশিত হয়। চিচ্ছক্তির অন্যতম নাম স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি হইতে অনন্ত

জীবের উদয়। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, কিন্তু পূর্ণতা-অভাবে মায়া-প্রবণ,—মায়ামুক্ত ন'ন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-ক্রমে মায়ার বশতাপন্ন লাভ করেন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য-সহকারে মায়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। ইহাই বদ্ধ ও মুক্তজীবের পার্থক্য। বদ্ধাবস্থায় জীব মায়ার বশতাপন্ন হইয়া মায়ার দুইটী প্রভাব অর্থাৎ বিদ্যা-প্রভাব ও অবিদ্যা-প্রভাব, ঐ দুয়ের মধ্যে অবিদ্যা প্রভাবদ্বারা স্বরূপ আবৃত হইয়া চিৎস্বরূপ শুদ্ধবিদ্যা-প্রভূত অহঙ্কারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিদ্যা-প্রভূত জড়তত্ত্বে আত্মাভিমানরূপ বিকৃতাহঙ্কারকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের বদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তি। অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব নিরুপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অতএব অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপ-বিভ্রমকারিণী মায়া-প্রবৃত্তি-বিশেষ। অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্ম-বাসনা; জীবের কর্ম্মবাসনা হইতেই পাপ-পুণ্য ক্রিয়া। এই অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম। কর্ম্ম পাপমাত্র নাশ করিতে পারে। জ্ঞান পাপ-পুণ্য উভয়ের মূল বাসনাকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপ-পুণ্যের বীজ-বাসনাকে এবং বাসনার জননী—অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম

ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রে প্রথম সূত্রের অবতারণা করিলেন, 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'। এই যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন—ইহা উপনিষদের কথা। পুনঃ পুনঃ ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' যিনি ভূমা তিনি সুখস্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ নাই। তিনিই সুখ, তিনিই জিজ্ঞাস্য। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি', অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও শ্রুত বিষয় একতানে পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ়ভাবে ধ্যাতব্য। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব' অর্থাৎ যাঁহা

হইতে এই ভূতসকল জন্মে, জাত ভূতগণ যাঁহাদ্বারা জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

এক্ষণে এই পরতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তু কি প্রকার, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপনিষদসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বহুপ্রকারে নানাবিধভাবে, নানা দিক দিয়া নানা ভূমিকার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করা হইয়াছে। ব্রহ্ম কি? জীবজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কার্য্য-কারণ-বাদের যুক্তিদ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করা স্বাভাবিক। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। যাঁহাহইতে এই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, তিনিই '**ব্রহ্ম**'। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লীর প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে,—বরুণতনয় ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্, ব্রহ্ম কি, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন, 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচমিতি। অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, কর্ণময়, মনোময় ও বাঙ্ময় ব্রহ্ম। আবার মণ্ডুকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি'॥ অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি, হে সোম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীবসমূহ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। উপনিষদে অন্যত্রও দেখা যায়,—

'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বৃত্তাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্যপদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

অর্থাৎ অগ্নি (দ্যুলোক) ইঁহার মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্‌সমূহ কর্ণদ্বয়, প্রকাশিত বেদসমূহ বাক্য, বায়ু, প্রাণ ও তাঁহার হৃদয় বিশ্ব। ইঁহার পাদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা।

ব্রহ্ম যে অখিল চরাচর বিশ্বের অন্তরাত্মাস্বরূপ, তাহা বহুপ্রকারে বলা হইয়াছে। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ—তিনি কর্ণের কর্ণ, চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই চেতন ও অচেতন নিখিল চরাচরের মূলস্বরূপ। 'নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং' ব্রহ্ম যাবতীয় অনিত্য নামরূপাদি বস্তুমধ্যে নিত্য হন, আর সমুদয় চৈতন্যবিশিষ্ট চেতনারও তিনি একমাত্র কারণ। আবার তিনিই

বেদের অবলম্বন, যথা—'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি সর্ব্বে বেদা যত্রৈকী ভবন্তি' অর্থাৎ সমস্ত বেদ এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন এবং সকল বেদ যে-স্থানে এক হইতেছেন।

ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ ও অন্তরাত্মা হইলেও তিনি ইহা হইতে সম্যগ্ বিলক্ষণ। এই জন্যই, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—'যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদেতি' অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে পারে না, কিন্তু যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেষ অর্থে নিযুক্ত করেন। আরও অন্যত্র দৃষ্ট হয়, যথা—

'যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনোমতম্';
'যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি';
'যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্'

অর্থাৎ মন যাঁহাকে নিশ্চয় করিতে পারে না, যিনি মনকে কহিতেছেন; যাঁহাকে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, আর যাঁহাদ্বারা চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; যাঁহাকে কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, আর যিনি কর্ণেন্দ্রিয়কে শ্রবণ করাইতেছেন ইত্যাদি। পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কঠ ২।২।১৫)

অর্থাৎ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রসমূহ বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া সূর্য্য প্রভৃতি দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তিশীল হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম যখন বিশ্ব হইতে সম্যক্ পৃথক্, তখন সেই ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব? উপনিষদ্ বলিতেছেন—

'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃপুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

অর্থাৎ যেমন মাকড়সা অন্য কাহারও সাহায্য বিনা আপনা হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে; যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি-সমূহ জন্মে এবং যেমন জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশ—লোমাদির উৎপত্তি

হয়, সেইরূপ এই সংসারে সমুদয় বিশ্ব সেই অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মে বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের সমাবেশ রহিয়াছে এবং ইহা তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিকত্ব। তিনি কীদৃশ? উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ (শ্বেঃ ৩।১৯)

অর্থাৎ, তাঁহার প্রাকৃতহস্ত না থাকিলেও অপ্রাকৃতহস্তদ্বারা গ্রহণ করেন; পদহীন হইলেও গতিশীল, চক্ষুবিহীন হইলেও দর্শন করেন; কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞেয়বস্তু জানেন, তাঁহাকে কেহই জানে না। বুধগণ তাঁহাকে অগ্রগণ্য মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন। তিনি স্থূল বা অণু; হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন। তিনি অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্। তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীঃ ১৩।১৪)

তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ ও মস্তক সবই বিদ্যমান আছে। তিনি চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন।

এ পর্য্যন্ত নানা শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ বিবৃত হইল। অতঃপর ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে,—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অর্থাৎ সনাতন বা চিরন্তনে বিদ্যমান। তিনি অনন্ত অর্থাৎ দেশ-কালাদি-পরিচ্ছেদ-রহিত; তিনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ সম্বিদ্ বা জ্ঞানস্বরূপ। নিম্নোক্ত পঞ্চদশীর শ্লোকদ্বারা তাঁহার জ্ঞানবত্তার আভাস উপলব্ধ হইবে।

"যেনেদং জানতে সর্ব্বং তৎ কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাচ্ছক্তং বেদ্যে তু সাধনম্॥
স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বংনান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতা বিদিতাভ্যাং তৎ পৃথক্ বোধ-স্বরূপকম্॥
বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েচ্ছাস্ত্রং লোষ্ট্রং নরসমাকৃতিম্॥

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তিল'জ্জায়ৈঃ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥
যস্মিন্ যস্মিনস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ, যে সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যদ্বারা সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে অন্য কিসের দ্বারা জানা যাইবে? যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কে জানিবে? যাহা বেদ্য বা জ্ঞেয়, তৎসমস্ত তিনি জানেন। তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয় হইতে পৃথক্। জ্ঞান বস্তুতে অনুভব যাহার কোন প্রকারে জন্মে না, সেই লোষ্ট্রতুল্য জড় মনুষ্যকে শাস্ত্র কি করিয়া বুঝাইবে? জিহ্বা আমার আছে কি নাই—ইঁহা বলা যেমন কেবল লজ্জার কারণ, বোধ বা জ্ঞান বস্তু বুঝিতে পারিতেছি না, পরে বুঝিতে হইবে, ইহা বলাও তদ্রূপ। জগতে যে যে ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকে, সেই সেই ঘটাদি বিষয় বাদ দিলে যে বোধমাত্র অবশিষ্ট থাকিল, সেই সর্ব্বত্রানুস্যূত বোধ বা জ্ঞানই ব্রহ্ম; ইহা জ্ঞাত হইলে ব্রহ্মের অবগতি হইল।

বেদান্তদর্শনে আমরা দেখিতে পাই, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।"—এই আনন্দময় ব্রহ্মই পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র।

শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে লক্ষ্যীভূত পরব্রহ্মকে 'পরব্রহ্ম' পদের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র 'ব্রহ্ম' পদ প্রযুক্ত করা হইয়াছে, ইহাতে সুধী সাধারণের বিভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই ভ্রান্তি-নিরসনকল্পে এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

অক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশরহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই 'ব্রহ্ম', 'পরব্রহ্ম' নহেন। 'পরব্রহ্ম' শব্দদ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। পরতমতত্ত্ব সাক্ষাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণভগবান্-সবিশেষ, সক্রিয়, সলীল, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; আর নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্লীল অদ্বৈততত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। উপনিষদুক্ত অদ্বৈতব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানের অঙ্গকান্তি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান্॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৮,১০)

পদ্যাবলীতে (১২৭ শ্লোকে) শ্রীনন্দ-প্রণামে দেখিতে পাই—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

অর্থাৎ ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন, (আমি কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

অতএব সজ্জন সুধীবৃন্দের নিকট অধমের সকাতর প্রার্থনা—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সবিশেষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণভজনে তৎপর হইয়া সুদুর্লভ মনুষ্যজীবন সার্থকতায় পর্য্যবসিত করুন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর)

একাদশ অধ্যায়

[বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

কহিল বিনীত অতি
পার্থ মহারথী।
আপন মনের সাধ
সে হয় মহতী॥১॥
ওহে কমল-লোচন
দুর্মোহ হরণ।
কৃপা করি শুনাইলে
অমৃত বচন॥২॥
জীবের উৎপত্তি লয়
বহু বিবরণ।
অনন্ত মাহাত্ম্য তব
করিলে বর্ণন॥৩॥
দেখিতে চাহি যে আমি
হে বিশ্বরঞ্জন।
তোমারি সে বিশ্বরূপ
দুর্ল্লভ দর্শন॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৮)

শুনিয়া শ্রীজনার্দ্দন
পার্থের মিনতি।
তাঁহে ভাবি উপযুক্ত
দিলেন স্বীকৃতি॥৫॥
দেখাইতে রূপরাজি
বিশ্বরূপ তাঁর।
দিব্যচক্ষু প্রদানেন
তবে অর্জ্জুনের॥৬॥
কহিলেন জনার্দ্দন
বীরভক্ত পার্থে।
দেখ তুমি বিশ্বরূপ
দেখহ একত্রে॥৭॥

শতেক সহস্ররূপ
পূর্ব্বে অদর্শিত।
দর্শন করহ পার্থ
হও হরষিত ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৯—১৩)

বিশ্বরূপে বহুমুখ
চক্ষু অগণন।
দিব্যমাল্য বস্ত্রধারী
প্রভু সুদর্শন ॥৯॥

দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত
দিব্য অস্ত্রধারী।
আভরণে বিভূষিত
মুনি মনোহারী ॥১০॥

কোটী সূর্য্যসম দীপ্তি
তীব্র তেজান্বিত।
বিশ্বরূপের ঝলকে
পার্থ ঝলকিত ॥১১॥

দেব-মনুষ্যে মিলিত
শ্রীহরি-শরীরে।
তথা বিশ্ব পরিদৃষ্ট
যোগী বিশ্বের ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৭)

বিশ্বরূপ নিরখিয়া
পার্থ মহারথী।
কহিলেন সবিস্তারে
করিয়া প্রণতি ॥১৩॥

বিশ্বের আশ্রয় তুমি
অক্ষয় অব্যয়।
স্থাবর-জঙ্গম তুমি
তুমি সর্ব্বময় ॥১৪॥

তোমাতেই দেখিতেছি
ব্রহ্মা প্রজাপতি।
দেবতা দেবর্ষিগণ
বাসুকী প্রভৃতি ॥১৫॥

মুকুট শোভিত তুমি
সদা চক্রধারী।
দেহ তব সীমাহীন
কেমনে নেহারী ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৮—২০)

ঊর্দ্ধে নভ, নিম্নে পৃথ্বী
মধ্যে অন্তরীক্ষ।
তুমি আছ যত্র তত্র
সর্ব্বত্রই দৃষ্ট ॥১৭॥

আদি-মধ্য-অন্তহীন
চক্ষু চন্দ্র-সূর্য্য।
মুখ তব অগ্নি-সম
হরিদ্রা সুলভ ॥১৮॥

জ্ঞানীগণের জ্ঞাতব্য
ধর্ম্ম সনাতন।
পরম পবিত্র তুমি
করুণা নিদান ॥১৯॥

স্বর্গ, মর্ত্ত, সর্ব্বস্থলে
সর্ব্বে বিচলিত।
ভয়ঙ্কর রূপ হেরি
অত্যাশ্চর্য্যান্বিত ॥২০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৩)

রুদ্র, বায়ু, বসুগণ
অসুর, গন্ধর্ব্ব।
অশ্বিনীকুমার সহ
আদিত্যাদি সর্ব্ব ॥২১॥

কেহ করে স্তব স্তুতি
কেহ ত্রস্থ ভীত।
করজোড়ে রহে কেহ
চক্ষু নিমিলিত ॥২২॥

প্রবেশিছে ঋষি মুনি
তোমারি বপুতে।
মহর্ষি ও সিদ্ধগণ
স্তুতি কহে উচ্চে ॥২৩॥
কভু উরু, কভু বাহু
বহুত চরণ।
বহু মুখ বহু দন্ত
জ্বলন্ত নয়ন ॥২৪॥
ভয়ানক রূপ হেরি
হইয়া সন্ত্রস্ত।
নিজেই বিস্মিত পার্থ
অতিমাত্রা ভীত ॥২৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৫)
আকাশেতে স্পর্শিয়াছে
মস্তক তোমার।
সুরঞ্জিত দেহখানি
বিস্ময় অপার ॥২৬॥
বিস্ফারিত বদনেতে
ভয়ঙ্কর দন্ত।
জ্বলিতেছে চক্ষু তব
অঙ্গার জ্বলন্ত ॥২৭॥
দেখিয়া বিশাল বপু
দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
পার্থ অতি ভীত ত্রাস্ত
তাহারি অন্তর ॥২৮॥
চিনিতে না পারে দিক
নাহি পায় স্বস্তি।
দেবেশ মিনতি করে
ধর পূর্ব্ব মূর্ত্তি ॥২৯॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—৩০)
রাজা মহারাজা সাথে
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
আর পাণ্ডুসৈন্য ॥৩০॥
প্রবেশিছে মুখে তব
জ্বলন্ত অগ্নিতে।
কেহ কেহ পায় বাধা
দন্তের সন্ধিতে ॥৩১॥
নরমুণ্ড লেহনিছে
জিহ্বা তোমারি।
অঙ্গ-আভা আলোকিছে
ধরা আলো করি ॥৩২॥
নদী যথা ধায় বেগে
সমুদ্রের দিকে।
পতঙ্গ অগ্নিতে ধায়
নিজেকে দহিতে ॥৩৩॥
তেমতি মানবকুল
প্রবল সবেগে।
প্রবেশিছে মুখে তব
কেহ পিছে আগে ॥৩৪॥
(শ্লোক সংখ্যা : ৩১—৩৪)
কেশবের উগ্রভাব
দেখি ধনঞ্জয়।
নমস্কার করিলেন
চাহি পরিচয় ॥৩৫॥
উগ্ররূপ ধরিয়াছ
কিবা মনে সাধ?
কিবা উদ্দেশ্য সাধিবে
কহ মোরে আজ ॥৩৬॥
প্রবোধিতে ধনঞ্জয়ে
কহিল গোপাল।
লোক ক্ষয়কারী হই
আমি মহাকাল ॥৩৭॥

যুদ্ধ যদি নাহি কর
কিবা আসে যায়।
মরিবেই ভীষ্ম আদি
কহিনু তোমায় ॥৩৮॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি
পূর্ব্বেই নিহত।
বধ কর এবে পার্থ
তুমি ত নিমিত্ত ॥৩৯॥
হত্যা কর শত্রুকুল
লভ যশ-মান।
সুখে কর রাজ্যভোগ
হইবে কল্যাণ ॥৪০॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৫—৩৯)
শুনিয়া অমৃত-বাণী
পার্থ মহারথী।
কহিলেন করজোড়ে
ভয়ে ভীত অতি ॥৪১॥
ওহে প্রভু তব নামে
যতেক দুর্জ্জন।
ভীত ত্রাস্থ পলায়িত
সশঙ্কিত মন ॥৪২॥
সাধুজনে তব নামে
করে গুণগান।
নাম গানে হরষিত
তৃষিত পরাণ ॥৪৩॥
মহাত্মা দেবেশ তুমি
জগৎপালক।
ব্রহ্মার ধ্যানের বস্তু
তুমি লোকনাথ ॥৪৪॥
তুমিই অক্ষর ব্রহ্ম
আদি সৃষ্টিকর্ত্তা।
তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি
তুমি জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ॥৪৫॥
তুমি বায়ু, তুমি যম
করি নমস্কার।
অগ্নি ও বরুণ তুমি
প্রণমি আবার ॥৪৬॥
(শ্লোক সংখ্যা : ৪০—৪২)
সম্মুখে পশ্চাতে নমি
নমি সর্ব্বভাগে।
অমিত বিক্রম তুমি
জানি নাই আগে ॥৪৭॥
তুমি আছ যথা তথা
আছহ ব্যাপিয়া।
তুমি ছাড়া নাহি কেহ
বলে মম হিয়া ॥৪৮॥
হাস্য পরিহাস-ছলে
প্রণয়ের কালে।
কহিয়াছি কত কিযে
সকাল বিকালে ॥৪৯॥
তোমার মহিমা প্রভু
ছিল যে অজানা।
বলিয়াছি যাহা তাহা
কর মোরে ক্ষমা ॥৫০॥
যত করি নমস্কার
তাহে নাহি তৃপ্তি।
পুনরপি নমি আমি
অগতির গতি ॥৫১॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৪৩—৪৪)
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে
কহে ধনঞ্জয়।
ক্ষমা কর অপরাধ
ভুল যদি হয় ॥৫২॥

অমিত বিক্রমি তুমি
সকলের পিতা।
তুমি পূজ্য গুরু শ্রেষ্ঠ
ধাতা ও বিধাতা ॥৫৩॥
পিতা যথা করে ক্ষমা
নিজের পুত্রকে।
প্রিয় যথা যায় ভুলি
প্রিয়ার ত্রুটীকে ॥৫৪॥
সখা যদি করে দোষ
তাহে ক্ষমা পায়।
সেইরূপে কর ক্ষমা
পার্থের অন্যায় ॥৫৫॥
(শ্লোক সংখ্যা : ৪৫—৪৯)
বিশ্বরূপ দেখি পার্থ
আশ্চর্য্য স্তম্ভিত।
তাহা অতি ভয়ঙ্কর
করে সঙ্কিত ॥৫৬॥
তাই কহে জনার্দ্দনে
হও কৃপাময়।
দেখা দাও পূর্ব্বরূপে
হইয়া সদয় ॥৫৭॥
গদা-চক্র সুশোভিত
মস্তকে মুকুট।
হও মূর্ত্ত চতুর্ভুজে
ওহে বিশ্বরূপ ॥৫৮॥
প্রসন্নিতে ধনঞ্জয়ে
কুঞ্জের বিহারী।
ধরিলেন পূর্ব্বরূপ
প্রভু চক্রধারী ॥৫৯॥

ধনঞ্জয় প্রকৃতিস্থ
দেখি অপরূপ।
মানুষের রূপ তাহা
পরম পুরুষ ॥৬০॥
কিরীটি-কুণ্ডল-গদা
দিব্য দেহধারী।
ধনঞ্জয় প্রসন্নিত
সে-রূপ নেহারী ॥৬১॥
বেদজ্ঞ তাপস দানী
করিয়া যতন।
নাহি দেখে বিশ্বরূপ
দুর্ল্লভ এমন ॥৬২॥
দেবতারা করে পূজা
নাহি পায় দেখা।
বিশ্বরূপ অদর্শনে
পায় মনে ব্যথা ॥৬৩॥
অর্জ্জুনেতে সম্ভবিল
অন্যে অসম্ভব।
তাহার সমানভক্ত
জগতে দুর্ল্লভ ॥৬৪॥
করে কর্ম্ম সর্ব্বদাই
ঈশ্বরের নামে।
সদা মুখে হরিকথা
দিবস ও যামে ॥৬৫॥
বিষয়েতে অনাসক্ত
সকলি আপন।
সেই ব্যক্তি ভক্ত অতি
কহে জনার্দ্দন ॥৬৬॥
(ক্রমশঃ)

—কালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নির্ব্বিশেষপর জ্ঞানীর বিচারধারা মায়া সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধদিগের মতে এজগৎ স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ বা স্বভাব হ'তে জাত হয়েছে, জৈন দিগের মতে এ জগৎ কেবল কাম-মূলক, চার্ব্বাকদিগের মতে এ জগৎ স্ত্রী-পুরুষের কাম হ'তে সৃষ্টি—এবম্বিধ মতবাদীদের যুক্তিসমূহ গীতার উক্ত বাক্যে আসুরিক মতবাদ ব'লে সিদ্ধান্তিত হয়েছে।

সত্যযুগ থেকেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা কেবল জ্ঞান প্রচারিত আছে। জ্ঞানীগণ নির্গুণ অবস্থার প্রথম সীমা ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হ'য়ে ভক্তিযোগের আশ্রয় নিলে ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষতা বিদূরিত হয় এবং পরে চিদ্বিশেষ হয়ে ভক্তিরসামৃত আস্বাদন করেন।

ভগবান্ গীতায় "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং"—শ্লোকে যে সুকৃতিশীল জ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেছেন, সেই জ্ঞানী কেবল-জ্ঞানী ন'ন। তাই তিনি গীতায় স্পষ্ট করে বল্‌লেন,—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে",—অর্থাৎ "তাঁহাদের মধ্যে মদ্গতচিত্ত একান্ত মদনুরক্ত তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীব্যক্তি শ্রেষ্ঠ।" তৎপরে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্"—শ্লোকে জানালেন, ভগবানের স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়ে সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শী জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই সুদুর্লভ। এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ-কালে কিয়ৎ পরিমাণে অদ্বৈতভাব গ্রহণ করে অদ্বয় চৈতন্য নিষ্ঠ হন। এস্থলে "বহূনাং জন্মনামন্তে"—কথিত হওয়ায় বহু জন্মের পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ক্রমশঃ সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে ভগবানে প্রপত্তিলাভ করে।

গীতায় (১৮।৬৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অর্থাৎ—"বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করিও না।" উক্ত শ্লোকে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' বল্‌তে সমস্ত বর্ণাশ্রম, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি, কৃষ্ণ ব্যতীত দেবতান্তরের পূজাদি, ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত যাবতীয় ধর্ম্মাদি এবং নানা দেবোদ্দেশক সন্ধ্যা-বন্দনাদি পর্য্যন্ত নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার ভগবান্ বল্‌লেন—"শরণং" অর্থাৎ শরণ গ্রহণ কর।

জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন ইচ্ছা থাকায় সৎপথেও যেতে পারে, আবার অসৎ পথেও যেতে পারে। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করে নিজের আত্মম্ভরিতা ও অভিজ্ঞতায় নির্ভরশীল থেকে ভগবান্‌কে ভুলে প্রকৃত ধর্ম্ম-পথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে ইতর পন্থানুগামী হীন-ধর্ম্মে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই করুণাময় ভগবান্ জীবকে হীনধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর্‌বার জন্য উক্ত উপদেশের অবতারণা কর্‌লেন। ইহাই ভগবানের শরণাগতির শিক্ষা। "তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"—গীতার এই বাণী অনুসারে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হ'লে তাঁর কৃপা মিল্‌বে এবং একমাত্র তাঁর কৃপাতেই পরম শান্তি ও নিত্যধাম লাভ হবে। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—শ্লোকটি সম্পর্কে প্রপূজ্যপাদ পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অমূল্য উপদেশ বিবৃত কর্‌ছি,—"গীতায় ভগবান্ সকলপ্রকার ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁর চরণে শরণ গ্রহণের কথা বলেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ করেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম যাজন করা উচিত নহে; সেই ভগবান্ আবার বলেছেন—তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জানতে পারে না, ভগবানের কৃপাতেই লোক ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে, আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করি,—যিনি কৃষ্ণ হ'য়েও কৃষ্ণের কথা বলবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শ্রবণ করি, তবেই এ' প্রশ্নের সদুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি।

* * * * *

জীবগণ ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যকর্ম্ম বা মুখ্য কৃত্য—একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আমরা দেহ নই—দেহী—অণুচৈতন্য আত্মা, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু এসব কথা ভুলে যখন আমরা দেহ-মনকে 'আমি' বলে মনে করি, তখনই যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্।

* * * * *

গীতার বক্তা—ভগবান্। তিনি বলেছেন—আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; দেহ—অনিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনহীন

আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ; সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দে জীবের দেহ-মনে আত্ম-বুদ্ধি করে যতপ্রকার ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—বর্ণধর্ম্মসমূহ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, আশ্রমধর্ম্মসমূহ এবং এতদ্ব্যতীত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম, লৌকিক নিজ-ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বল্‌তে গেলে কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণ-সেবা-ধর্ম্ম ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় ধর্ম্ম বুঝায়।

দেহ-মনের ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ করে, শুধু ত্যাগ করে নয়—পরিত্যাগ করে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—প্রাকৃত অভিমান ছেড়ে নিত্য আত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা কর—'আমার ভজন কর'—এই কথা কৃপা করে করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে বলেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যকথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন, পরবর্ত্তী বাক্যে ভগবান্ বলেছেন—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। অনিত্য জড়-দেহ-মনো-ধর্ম্ম ছেড়ে নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে গিয়ে জীব—যে-বস্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে যাবে, চলে যাবে, বিনাশ প্রাপ্ত হবে, পূর্ব্বাসক্তিবশে বা মোহবশে সেই অনিত্যধর্ম্ম ত্যাগে পাপ হবে বলে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্ম্মের অপালনই মহাপাপ বা মহাপরাধ, সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য-ধর্ম্মের অপালনকে পাপ বলে বুঝ্‌ছে। আবার শুধু পাপবুদ্ধি করেই শেষ নাই—পরন্তু শোক কর্‌ছে। তাই "মা শুচঃ"—ভগবদুক্তি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে এতকরে ভগবদ্ ভজনের কথা বলে গেলেন, কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুন্‌ছি কৈ? তাঁর আদেশ বা নির্দ্দেশ পালন কর্‌ছি কৈ?

* * * * *

শ্রীমন্মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর"—এ কথা রায়রামানন্দ প্রভুকে বলেছেন। কেন-না, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা'তে ভগবান্‌কে বলে কয়ে, প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়ে ভক্ত করবার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হয় না। ভক্ত প্রীতিবশতঃ স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত কর্‌তে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত

আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা করবে, তা'না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবানকে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে— নিজের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হয়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এই জন্যই মহাপ্রভু এতবড় কথাকে "এহো বাহ্য" বলে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্ব্বোত্তম ব্রজভজনের কথা জানাবার জন্য যত্ন করেছেন।" এইভাবে গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মত্যাগে পাপের ভয় উদিত হওয়ায় তজ্জন্য শোক করার দেহাভিনিবেশ বিদ্যমান হেতু ভগবান্ সেই পাপ থেকে মুক্ত করবেন বলে জানাচ্ছেন। কিন্তু ব্রজগোপীদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি যে-প্রেমভক্তির উদয় হয়েছিল, তা'তে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বোধজনিত দেহাভিনিবেশ ছিল না। তাঁদের ভক্তির উদাহরণ স্বরূপে 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' বলেছেন,—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎ'সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

* * *

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ-লাগি 'আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"

গোপীদের ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ততা বিদ্যমান। 'গীতার' উক্ত শ্লোকের উপদেশে ভক্তির অপরিপক্ক অবস্থায় শরণাগতি উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত শরণাগতির পর 'শ্রীমদ্ভাগবতে' নবধাভক্তির কথা বর্ণিত আছে। শরণাগত হয়ে ভজন করতে করতে সাধ্যবস্তু প্রেমভক্তি লাভ হয়। তাই শরণাগতি-নির্দ্দেশক উক্ত শ্লোকটিকে মহাপ্রভু বাহ্য বলে জানিয়েছেন।

ভক্তি-প্রধান জ্ঞানই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি! কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হ'তে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যাজক ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রার্থী ন'ন, পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানের প্রার্থী। শ্রীগীতায় উক্ত হয়েছে,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" (গীতা ১৮।৫৪)

অর্থাৎ —"ব্রহ্মে অবস্থিত বা দেহাভিমানশূন্য প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্ট দ্রব্যের প্রতি শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনিই সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হ'য়ে আমাতে (ভগবানে) পরাভক্তি লাভ করেন।"

ভগবানের সঙ্গে জীবের কেবলমাত্র চিজ্জাতীয়ত্বে সাদৃশ্য থাকায় আলোচ্য শ্লোকে "ব্রহ্মভূত" শব্দের অর্থ নির্ণয়ে শ্রীধর স্বামিপাদ বল্লেন—"ব্রহ্মে অবস্থিত" এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বাক্য যথা,—"স্বতো মনঃ স্থিতিবিষ্ণৌ ব্রহ্মভাবঃ উদাহৃতঃ।" "ব্রহ্মভূত" শব্দে ভগবানের সঙ্গে একত্ব বা সমভাব বুঝায় না। জীব ভগবানের সঙ্গে একত্ব অথবা সমতা প্রাপ্ত হ'লে পরা ভক্তিলাভের জন্য যত্ন করা কি সম্ভব হবে? 'পরা ভক্তি' অর্থে প্রেম-লক্ষণযুক্ত ভক্তি হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য কৃষ্ণজ্ঞান প্রদায়িনী ভক্তির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়। তদপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের বহির্মুখিনী অনুভূতি তুচ্ছকৃত হ'লে কৃষ্ণোন্মুখিনী ভক্তিবৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা। তাই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চরমফলে বৈকুণ্ঠের বাহিরে বাহ্যানুভূতি প্রাপ্তি এবং ভগবৎ-সেবাবৃত্তির বিলুপ্তি থাকায় কহিলেন,— "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ভুক্তি ও মুক্তির ভাব থাকায় অনর্থ উৎপাদিত হয়। রায় রামানন্দপ্রভু তখন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অসারতা উপলব্ধি ক'রে জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা (ভাঃ ১০।১৪।৩) বল্লেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

অর্থাৎ,—"ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা। জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করেও যাঁরা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি

করে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা অন্য কোন কর্ম্ম না কর্‌লেও, তাঁদের দ্বারাই আপনি অখিললোকে অ-জিত হয়েও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হয়ে থাকেন।"

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শাস্ত্রাদি ভক্তের নিকট শ্রবণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। উক্ত শ্লোকের শিক্ষা এই যে, ভগবদ্ভক্তের নিকট হরি-কথা-শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের উপদেশ বুঝা যায় না। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু যখন সাধুভক্ত-মুখে উচ্চারিত অন্যাভিলাষশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ করাই সাধ্য সার বলে বর্ণনা কর্‌লেন। তখনই মহাপ্রভু বল্‌লেন,—'এহো হয়, আগে কহ আর।' কিন্তু তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষণে মহাপ্রভুর বিচারে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের প্রয়াস অত্যন্ত তুচ্ছ ও বাহ্য সাধ্য ব'লে নির্ণিত হ'ল ও সাধ্যসার-রূপে অনুমোদন পেল না। কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভক্তিতে কৃষ্ণানুশীলন সাধ্যসার-রূপে প্রাথমিক স্তরে অনুমোদন লাভ কর্‌ল। আরোহপন্থানুগামী কেবল-জ্ঞান ধিকৃত হ'ল। জ্ঞানী—অরসিক; কিন্তু ভক্ত—রসিক। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানী ও শুদ্ধভক্তের তুলনা ক'রে রায় রামানন্দপ্রভু জানিয়েছেন,—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥ (চৈ: চ:)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ ইত্যাদি ভক্তির আবরণ মাত্র। জ্ঞানীগণ ভক্তির সহায়তায় সাত্ত্বিকত্ব ছেড়ে গুণাতীত হন। কিন্তু ভক্ত সাধক-দশার প্রাথমিক অবস্থা থেকেই গুণাতীত হয়ে থাকেন। কর্ম্মী-জ্ঞানীর তথাকথিত সিদ্ধ-দশায় কর্ম্ম-জ্ঞান-সাধন থাকে না, পক্ষান্তরে ভক্তের সিদ্ধ-দশাতেও ভক্তি-সাধন থাকে। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানীগণের ব্রহ্মে লীন হওয়ার সাধনায় ভক্তি বিলুপ্ত হয়—তাই তাঁরা ভগবানের পরমপদ লাভ কর্‌তে সমর্থ হন না। মুমুক্ষা বাসনাই জীবের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়,—ঐরূপ দুর্ব্বাসনা-বশে জীব ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্‌ভাবে অবস্থান করতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-মার্গের উপাসনায় বৃথাই বহুদিন গত হয়ে যায়, তবে সৌভাগ্যবশে কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ হ'লে কৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তখন মোক্ষ-বাঞ্ছা দুর্ব্বল হয়। এইভাবে কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-ভজনে মতি হয়। ভক্তির সহায়তায় জ্ঞান-মার্গের উপাসকগণ বিলম্বে হ'লেও কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

"জ্ঞান-মার্গের উপাসক—দুই ত' প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময় আর প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥
ভক্তির স্বভাব-ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্ত দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥
জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া করেন ভজন ॥
নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণ-গুণ শুনি' ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥
মুমুক্ষু অনেক জগতে সংসারী-জন।
মুক্তি লাগি' ভক্তে করে কৃষ্ণের ভজন ॥
সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, মুমুক্ষা ছড়ায় ॥
শ্রীসূতাদির সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥
কৃষ্ণের দর্শনে, কেহ কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেই দুই ভেদ জানি ।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে ।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥
ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায় ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পায় ॥" —(চৈঃ চঃ, মধ্য)

অতএব কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তিব্যতীত জ্ঞানীও উদ্ধার পায় না এবং জ্ঞানী যেহেতু শুদ্ধভক্তির বাঞ্ছা করে সেইহেতু ভক্তিমার্গ অপেক্ষা জ্ঞানমার্গ নিকৃষ্ট ।

পরম ভাগবত শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "জৈব-ধর্ম্ম" গ্রন্থে লিখেছেন,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান'—যে দুইটি উপায় কথিত হয়েছে, তাহা কেবল ভুক্তি ও মুক্তির সাধন, জীবের নিত্যসিদ্ধভাবের সাধন নয় ।"

জীবের বদ্ধাবস্থা থেকে শুদ্ধাবস্থায় উপনীত হবার জন্য যজ্ঞ, পুণ্য, তপস্যা, দান প্রভৃতি বহুপ্রকারে অবৈজ্ঞানিক উপায় প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি-তত্ত্বের অধীনে বিদ্যমান । কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডের সিদ্ধি আপাততঃ সুখদ মনে হ'লেও তাহা পরিণামে দুঃখজনক ও অমঙ্গলপ্রদ । কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অনিত্যতা উপলব্ধি করে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গেয়েছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বৈষ্ণব চিনিতে হইবে

জীবের মুখ্য প্রয়োজনলাভের একমাত্র উপায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাফলেই জীবের পক্ষে সদনুগ্রহ শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করা সম্ভব, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি । ইহাও শুনিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী, জগতের কোন বস্তু বা জাগতিক কোন বস্তুর নির্ব্বিশেষ ভাব ঐ কৃপার উৎপত্তির কারণ নহে । এই হৈতুকতার বিপরীত বস্তুটী যে কি ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের করুণাকে আমরা একটা কাল্পনিক রূপ দিয়া বসি । আমরা মনে করি, আমাদের পক্ষে সেবানিষ্ঠা বা তজ্জন্য যত্নাগ্রহের কোন প্রয়োজন নাই । আমরা আমাদের

মত চলিতে থাকি, একদিন আকস্মিকভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সর্ব্বস্বার্থসিদ্ধি হইয়া যাইবে। ভজনাগ্রহটী যেন মিছা ভোক্তাভিমানী, মনোধর্ম্মী, বদ্ধজীব আমরা সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবেই করিতে পারি।

যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা সাধুর কৃপা ও জীবের পক্ষে সেবার আগ্রহ যে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ইহা বুঝিতে পারেন না। সাধুর কৃপালাভ করিবার জন্য তাঁহারা যে সত্য সত্য অন্তরের সহিত আর্ত্তিবিশিষ্ট নহেন, ইহাও তাঁহাদের ঐরূপ কপটতাপূর্ণ উক্তি হইতেই বুঝা যায়। বৈষ্ণবের কৃপালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে মহাজনগণ এরূপ বলেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে॥

যিনি যেমন বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিমার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া, কনিষ্ঠ, মধ্যম অথবা উত্তম যেরূপ যোগ্যতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ আদর করিতে হইবে। কনিষ্ঠাধিকারীকে উত্তম অধিকারীর প্রাপ্য সম্মান দিলে বা মধ্যম অধিকারীর সহিত কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার করিলে আদর সুষ্ঠুরূপে হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি ব্যবহার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইলেই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখনই বৈষ্ণবের সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী, অমায়ায় কৃপার স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব চিনিবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। চিনিতে পারিলেই আদর বা মমতা স্বতঃই উদিত হয়। নিজের ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া চিনিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, উহা সময়ের অপেক্ষা করে না। এই চেনা বা আপনজ্ঞানে, স্বজনজ্ঞানে, বান্ধবজ্ঞানে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণব আমাকে কতটা স্নেহ করেন বা আপন জ্ঞান করেন, এই বিচারই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ আমি বৈষ্ণবের স্নেহভাজন, এই চিন্তায় যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—উহা অন্তরের অন্তরালে অবস্থিত ভোগপিপাসারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমি বৈষ্ণবের প্রতি কতটা মমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছি, এই বিচারই সর্ব্বসিদ্ধি অভ্যুদয়ের সূচনা করে। বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমার প্রতি বৈষ্ণবের মমতার প্রকৃত স্বরূপ আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই বৈষ্ণব চেনা বা তাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার মধ্যে কয়েকটী বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বৈষ্ণব দেখিতে গিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে যেমন দোষ দেখিতে পাই, সেইরূপ নানাপ্রকার গুণও দেখিয়া থাকি। বৈষ্ণবের স্নেহ-বিনীত ব্যবহার স্বভাবসুলভ ক্ষমা ও উদারতা অনেক সময় আমাদের আকৃষ্ট করে। ঐ গুণগুলি বিচার করিয়াই আমরা বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার পরিমাপ করিতে উদ্যত হই। ঐ গুনগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বৈষ্ণবের প্রতি একটা মমত্বাভাসের জন্মদান করে। এই প্রকার বাহ্যগুণদর্শনে স্বরূপ-বিচার ও সেই সকল অনুকূল গুণের প্রতি আকর্ষণজনিত মমত্ববোধের দ্বারা বাস্তবিক বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণবে আদর হয় কিনা আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে আদর করিতে হইবে তাঁহার বৈষ্ণবতার দিক্ দিয়া। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিকী সেবাপরতা। উহাই বৈষ্ণবের স্বরূপ। যদি বৈষ্ণব চেনাই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে *বিষ্ণুসেবাতাৎপর্য্যময়তা কি পরিমাণে আছে তাহাই* দেখিতে হইবে।

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের বিষয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে **কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ,** বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব। অন্য পঁচিশটী গুণ ঐ স্বরূপলক্ষণের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া উহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুণগুলি থাকিবেই। বৈষ্ণব, অথচ তিনি মৃদু বা সুশীল নহেন এরূপ হইতে পারে না। তবে বৈষ্ণবতার তারতম্যানুসারে ঐ গুণগুলির বিকাশের তারতম্য হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঐ সকল গুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাধারণ ধারণা, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেরূপ বলেন নাই। সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে আমাদের এরূপ ধারণা হয় যে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বৈষ্ণবের যে-সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, ঐ সকল গুণ বৈষ্ণব ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপরায়ণ ইতর ব্যক্তিতেও থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের গুণ কিছু অবৈষ্ণব ব্যক্তিতে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বৈকুণ্ঠশব্দের বাচ্যবস্তু এজগতের বস্তুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ, অনিত্য বা স্থূল নহে। এ জগতে শব্দ যে-সকল বস্তু উদ্দেশ করে, সেই সকল বস্তু নিতান্ত তুচ্ছ। সুতরাং একই গুণ বৈষ্ণব এবং

বৈষ্ণবেতর ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়া সম্ভব এরূপ বিচার নিতান্ত স্থূলদর্শীগণের নিকটেই আদর পাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে "বদান্যতা" বৈষ্ণবের একটী গুণ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরূপ বলিয়াছেন। "বদান্যতা" এই শব্দটী এজগতে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে যে-অর্থ নির্দ্দেশ করে, তাহা সাধারণ মানবে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে ঐ শব্দ যে-অর্থ প্রকাশ করে, তাহা একমাত্র বৈষ্ণব ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রযোজ্য হয় না।

কিন্তু বৈষ্ণবের এই গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন কে? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতাকে আদর করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন যিনি বৈষ্ণবতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন। **নিষ্কপট শরণাগত ব্যক্তির নিকটই বৈষ্ণবের গুণসকল যথার্থ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়**। বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত এবং অনন্য-সাধারণ গুণ তিনিই দর্শন করেন, তিনি উহাকে প্রাকৃত গুণসাম্যে দর্শন করিয়া অপরাধের আবাহন করেন না। সেবাবিমুখ আমরা কিন্তু এই বৈষ্ণবতার দিক হইতে বৈষ্ণব দেখিবার রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা অনেক সময় বৈষ্ণবের স্নেহময়তা প্রভৃতি গুণে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। বৈষ্ণবের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসাও করি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, **বৈষ্ণবের গুণ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহে**। বৈষ্ণবের স্নেহ বা তাঁহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ, যাহা আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি, তাহা যদি আমাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রবুদ্ধ না করে, ঐ সকল গুণ যদি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার প্রতি আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণবের প্রকৃত গুণ আমাদের দর্শন হয় নাই; অথবা উহাদ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বৈষ্ণবোচিতগুণ সকল বৈষ্ণবেই থাকিবে। প্রাকৃতচক্ষে দেখিতে গিয়া যদি বলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কবি ছিলেন কিন্তু শিবানন্দ সেন অথবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দের সেরূপ কবিত্ব শক্তি ছিল না, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কবিত্ব-গুণটী দর্শন হইল না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সাধারণ সাহিত্যিক মনে করিয়া তাঁহাতে প্রাকৃত কবিত্বরূপ একটী প্রাকৃত, আকস্মিকগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা হইল মাত্র।

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব কৃষ্ণৈকশরণতার দিক হইতে বৈষ্ণব দেখিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে সাধারণ মানবসাম্যে দেখিতে গিয়া তাঁহাতে দোষ,

গুণাভাস ইত্যাদি দেখিয়া ফেলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবের গুণাভাসদর্শনেই বৈষ্ণবতার বিচার করিয়া থাকেন। কোন বৈষ্ণবে সাধারণ মানবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন, ঐ দিক দিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবতা বিচার করেন। যদি কোন বৈষ্ণব তাঁহার ঐ গুণটী অপ্রকাশিত রাখেন, তাঁহাকে আর বৈষ্ণব বলেন না, আর যদিই বা বলেন তাহা হইলে বলিবেন, ইনি বৈষ্ণব সত্য কিন্তু ইঁহার অমুক বৈষ্ণবের ন্যায় গাম্ভীর্য্য নাই। উহা সোনার পাথর-বাটীর ন্যায় নিরর্থক বাক্য। বৈষ্ণবের দোষাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের অরুচিকর বলিয়া তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবের প্রতি অসূয়া পরবশ হওয়া যেমন নিরয়প্রাপক, বৈষ্ণবের গুণাভাস আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ গুণদর্শনে বৈষ্ণবের প্রতি মমতাযুক্ত হওয়াও তদ্রূপ অসুবিধাজনক। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকের দৃষ্টি প্রাকৃততত্ত্বেই বদ্ধ, অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে গিয়া আমরা যেন প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট অথবা প্রাকৃত গুণহীন কোন ব্যক্তিবিশেষ না চিনিয়া বসি।

মহাজনগণ বলিয়া থাকেন—"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" আমরা অসহায়, দুর্ব্বল মানব, অজ্ঞ ও মূর্খ বৈষ্ণব কি প্রকারে চিনিব? বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা কি প্রকারে বুঝিব? সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা এবং বৈষ্ণবের কৃপায় অবিশ্বাস যতদিন প্রবল থাকে ততদিন অনুরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক আসিয়া বৈষ্ণবের কৃপালাভে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে। কোন বৈষ্ণব এই প্রশ্নের অতি সুন্দর এবং সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবগণও বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না—একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য আমি কেন ভীত হইব? দেশের সম্রাট আমার জননীকে না চিনিতে পারেন, কিন্তু সেজন্য ক্ষুদ্র শিশু আমার পক্ষে আমার জননীকে চিনিতে বাধা নাই। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, তখন জননীকে জননী বলিয়া জানিতাম না, তাঁহার স্নেহের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। কিন্তু আমি জানিতাম না বলিয়াই যে আমার জননী তখন জননী ছিলেন না বা আমি মাতার স্নেহ হইতে তখন বঞ্চিত ছিলাম তাহা নহে। মাতাকে মাতৃরূপে আমি না চিনিলেও তখনও মাতার সহিত আমার সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার স্নেহ হইতে তখনও আমি বঞ্চিত হই নাই। মাতার স্নেহে পুষ্ট হইয়াই আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া মাতার সহিত আমার কি সম্বন্ধ এবং

মাতৃস্নেহ কি বস্তু তাহা জানিতে পারিয়াছি। শিশুকালে মাতাকে চিনিতাম না, তজ্জন্য মাতার স্নেহ আমার প্রতি বর্ষিত হইলেও উহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু মাতার স্নেহ-যত্নে যখন পরিণত-বয়স্ক হইলাম, তখন মাতার স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হইলাম। সাধক-ভক্ত মধ্যম অধিকারে উপনীত হইলে "সে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়" তাঁহার প্রতি মমত্বস্থাপন করেন। তখনই তিনি বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্যম অধিকার লাভ করাও বৈষ্ণবেরই কৃপা-সাপেক্ষ। বৈষ্ণবের কৃপা সর্ব্বকালেই ক্রিয়াবতী। অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখজীব কনিষ্ঠাধিকারে 'নাম' সেবা করিবার প্রবৃত্তিও বৈষ্ণবের কৃপা হইতেই লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী উহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার কনিষ্ঠত্ব। কনিষ্ঠ অধিকারী বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের কৃপা তৎকালে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যম অধিকারে উন্নীত করায়। বৈষ্ণবের কৃপাতেই তিনি বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য, তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটী উপলব্ধি করাই আমাদের প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের কৃপাবলেই হইয়া থাকে, তজ্জন্য সঙ্কুচিত হইব কেন?

বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞানে কতটা আদর করিতে পারিয়াছি, ইহা জানিবার একমাত্র কষ্টিপাথর হইতেছে—অবৈষ্ণবের প্রতি অনাত্মীয়জ্ঞানে কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর আসিয়াছে, এই জ্ঞান। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয়-বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান হইবার আশা নাই। যে-পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। এ কেবল মুখের কথা নহে, সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন এমন কি আমাদের দেহ বা মনও বৈষ্ণব-সেবার বিরোধী হন, তাহা হইলে সেই চৈতন্যবিমুখ নিজজনগণকে প্রকৃতপক্ষে পর জানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইবার মত দৃঢ়তা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবকে আত্মীয়জ্ঞান করা কেবল ছলনা মাত্র। অবৈষ্ণবকে অনাত্মীয়জ্ঞান নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

———

বিড়াল তপস্বী

গ্রামের কৃষক শহরে আসিল কিনিতে যে সোনাদানা।
মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিবে বেচি জমিজমা॥
পরিচয় নাই কারো সনে তার কি করিবে ভাবে একা।
নজরে পড়িল বুড়োরে এক কপালে তিলক রেখা॥
তুলসীর মালা গলাতে শোভিছে অতি মনোহর বেশে।
কৃষ্ণনাম বুড়ো সদাই জপিছে সুখেতে মধুর হেঁসে॥
কৃষকটি ভাবে, "দোকানী ধার্ম্মিক ঠকাবে না কভু মোরে।
এই দোকানেতে গহনা কিনিব উচিৎ মূল্যের দরে॥"
দোকানে প্রবেশি' কৃষক অবাক চোখ হ'ল ছানাবড়া।
চাকরও তাহার হরিরে ডাকিছে ভাসায়ে প্রেমের ধারা॥
'কে-সব' "কে-সব" বলিয়া চাকর চীৎকার করি ডাকে।
ইঙ্গিত তাহার এই কথাটিতে "এসেছে কে, এসেছে কে?"
শুনিয়া মালিক সেও যে হাঁকিল 'গো-পাল' 'গো-পাল' বলি'।
"গ্রামের গো-রক্ষক এসেছে রে ওরে" কিছু পরে যাবে চলি'॥
পুনরায় এবে চাকর কহিল, বল মন 'হ-রি, 'হ-রি'।
'কৃষকের ধন হরণ যে করি' এই গুপ্ত কথা তারি॥
মালিক তখন 'হ-র' 'হ-র' নামে জানাল মনের কথা।
'হরণ কর সব অর্থ ওর' বিয়েতে পড়ুক বাধা॥
কৃষকটি তবে সুদৃঢ় বিশ্বাসে কিনিল সব গহনা।
'মেকির-গহনা' দিয়ে যে দোকানী করিল তারে বঞ্চনা॥
'বিড়াল-তপস্বী' সাজয়ে অনেকে লোক ঠকাবার তরে।
সুখ তার কভু না মিলে জীবনে নরকেতে গিয়ে মরে॥
'সাজা' ও 'হওয়া' এক কভু নয়, মুড়ি-মিছরীর মত।
সরল হইয়া ভজন করিলে 'কৃষ্ণ-কথা' হবে তত॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : এন্-ভি-ডি—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও **শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের** আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৫শে আষাঢ়, ১৩৯০ (ইং ১০।৭।৮৩) রবিবার হইতে ৩রা শ্রাবণ, ১৩৯০ (ইং ২০।৭।৮৩) বুধবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০
ইং ১৯।৫।৮৩

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২৫শে আষাঢ়** (ইং ১০।৭।৮৩), রবিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৬শে আষাঢ়** (ইং ১১।৭।৮৩), সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৭শে আষাঢ়** (ইং ১২।৭।৮৩), মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **২৮শে আষাঢ়** (১৩ জুলাই) বুধবার হইতে **৩০শে আষাঢ়** (১৫ই জুলাই) শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা** ও **শ্রীরামলীলা** সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫। **৩১শে আষাঢ়** (ইং ১৬।৭।৮৩), শনিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **৩২শে আষাঢ়** (১৭ই জুলাই) রবিবার হইতে **২রা শ্রাবণ** (১৯শে জুলাই), মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৩রা শ্রাবণ** (ইং ২০।৭।৮৩), বুধবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। শ্রীমঠে প্রত্যা-বর্ত্তান্তে আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তন-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৫শ বর্ষ — ২৪ শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, ৪৯৭ গৌরাব্দ; ৩১ শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭।৮।১৯৮৩ — ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীচৈতন্যশতকম্

[শ্রীমৎ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্]

কৃষ্ণচৈতন্যদেবেন হরিনাম প্রকাশিতম্।
যেন কোপি তৎপ্রাপ্তং ধন্যোঽসৌ লোকপাবনঃ ॥৮২॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীহরিনাম এ জগতে প্রকাশিত। যে কেহই ঐ হরিনাম প্রাপ্ত হইলে তিনি ধন্য ও লোককে পবিত্র করিতে সক্ষম হন ॥৮২॥

যদি স্যাদ্ বৈষ্ণবে প্রীতিঃ সদা কীর্ত্তন লম্পটৈঃ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রবিমুখঃ নঃ বৈ ভাগবতোঽপি সঃ ॥৮৩॥

যদি কাহারও বৈষ্ণবে প্রীতি ও কীর্ত্তনে আসক্তি জন্মে, পরন্তু গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ হন, তবে তিনি কখনও ভাগবত বলিয়া কথিত হন না ॥৮৩॥

অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপি ধন্যো ন হি তত্ত্ববেত্তা গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদি স্যাৎ ॥৮৪॥

যদ্যপি কোন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্য হরিমূর্ত্তি সেবা করেন, পরন্তু গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখ, তথাপি তিনি ধন্য বা তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। ॥৮৪॥

কিমু সুখমুপভোক্তুং বাঞ্ছয়েদ্ বঞ্চিতোঽসৌ
সকলনিগমসিদ্ধং গৌরচন্দ্রং ন বেত্তি।
হরি-হরি-কথমেতৎ কুত্র জাতং চরিত্রং
স ভবজলধিমধ্যে কুম্ভিপাকে পপাত ॥৮৫॥

যে সর্ব্ববেদসিদ্ধ গৌরহরিকে জানে না, সে ত বঞ্চিত। সে কি প্রকারে সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে? কেবল হরি-হরি বলিলেই এরূপ চরিত্র উৎপন্ন হয় না। সে ভবসাগরমধ্যে কুম্ভিপাক নরকে পতিত ॥৮৫॥

শচীসুত-পদাম্বুজে শরণমাত্রমন্বেষণং
করোমি কুলদৈবতে প্রবলকাতরে বৈষ্ণবাঃ।
কৃপাং কুরুত সর্ব্বদা ময়ি বিচিত্র বাঞ্ছাস্পদং
মম প্রণত-চেতসো ভবতু সিদ্ধিরব্যাহতা ॥৮৬॥

শচীসুত শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করা মাত্রেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা উদিত হয়। যাহাতে এই বিচিত্রা ইচ্ছা পূর্ণ হয়, হে কুল-দেবতা! অতিশয় কাতরহৃদয় আমার প্রতি বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা কৃপা করুন। মদীয় প্রণত চিত্তের সিদ্ধি অব্যাহতা হউক ॥৮৬॥

ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তপো
ন জনং ন শুভং ন সুতং ন সুখম্।
চরণে শরণং তব গৌরহরে
মম জন্মনি জন্মনি দেহি বরম্ ॥৮৭॥

আমি ধন, জন, কুল, পুত্র, যশ, তপস্যা, শুভ, সুখ—এসব কিছুই চাই না। হে গৌরহরি! জন্মে জন্মে আপনার চরণে শরণ পাই, এই বর প্রদান করুন ॥৮৭॥

নানাক্লেশ-ময়াযুক্ত-স্মৃতিহীনশ্চ মাং প্রভো।
ভবভীতাদ্ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে ॥৮৮॥

আমি সংসারে নানাক্লেশযুক্ত হওয়ায় ভবদীয় স্মৃতিহীন হইয়াছি। হে দয়ানিধে, গৌরচন্দ্র! ভবভীত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করুন ॥৮৮॥

অনেকজন্ম-ভ্রমণে মনুষ্যোঽহং ভবন্ কলৌ।
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো ॥৮৯॥

অনেক জন্ম ভ্রমণের পর এই কলিযুগে মনুষ্য-জন্মলাভ করিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে আপনার পাদ-পদ্মে শরণ লইতেছি। হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন ॥৮৯॥

কাতরং পতিতং শোচ্যং ত্রাহি মাং শ্রীশচীসুত
সর্ব্বে প্রেমসুখে মগ্নাঃ বঞ্চিতং মা কুরু প্রভো ॥৯০॥

হে শ্রীশচীসুত! আমি পতিত, কাতর ও শোচ্য, আমাকে উদ্ধার করুন। সকলেই প্রেমসুখে মগ্ন, হে প্রভো! আমাকে বঞ্চিত করিবেন না ॥৯০॥

সর্ব্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতুংশক্তোঽন্যদৈবতঃ।
মমোদ্ধারে প্রভু গৌরো যতঃ পতিতপাবনঃ ॥৯১॥

সকল পাপযুক্ত ব্যক্তিকে অন্য দেবতা ত্রাণ করিতে সক্ষম, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ, কারণ তিনি পতিত পাবন ॥৯১॥

শ্রীগৌরচরণে দ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ।
জীবনে-মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥৯২॥

শ্রীগৌরহরির চরণযুগলে বার বার এই প্রার্থনা করি যেন জীবনে-মরণেও আপনার রূপ চিন্তা করিতে পারি ॥৯২॥

কৃষ্ণ ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাঙ্গ-বিগ্রহম্।
ধৃত্বাঽশেষজনান্ প্রেমভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া ॥৯৩॥

হে কৃষ্ণ! আপনি দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ও কলিযুগে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া লীলাহেতু অসংখ্য জনগণকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

যথেপ্সিতং গৌরপদারবিন্দে নিবেদিতং দেহ-মনোবচোভিঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং কুরু মে কৃপালো নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্তু নিত্যা ॥৯৪॥

হে দয়াময়, গৌরহরি! আপনার পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে নিবেদন এই যে, মদীয় যথাভীষ্ট সর্ব্বসিদ্ধি করুন এবং আপনার স্মৃতি নিত্য নিরন্তর বর্ত্তমান থাকুক ॥৯৪॥

স্বতন্ত্রস্য প্রভোরেব লীলামনুজবিগ্রহম্।
ধৃত্বা লোকপরিত্রাণং কৃতবান্ হরিনামভিঃ ॥৯৫॥

হে প্রভো! আপনি স্বতন্ত্র। লীলামনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া হরিনাম দ্বারা লোকসকলকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ॥৯৫॥

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো সংসার-বন্ধাৎকুরু মাং বিমুক্তম্।
ভ্রমামি তীর্থান্ তব নামগানৈর্দৃষ্ট্বা মহাত্মান্ হরিদেব-রূপান্ ॥৯৬॥

হে অনাথের বন্ধো ! করুণাসাগর ! এই সংসার-বন্ধন হইতে আমাকে বিশেষভাবে মুক্ত করুন। আমি আপনার নাম-গান করিতে করিতে ও হরিদেব-রূপ মহাত্মাদিগকে দর্শন করতঃ সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি ॥ ৯৬ ॥

যদুক্তং যৎকৃতং যৎশ্রুতং যন্মনোগতম্ ।
সর্ব্বং ক্ষমস্ব হে গৌর ত্বৎ-স্মৃতিঃ স্যাৎ সদা মম ॥৯৭॥

আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, যাহা করিয়াছি এবং যাহা শুনিয়া মনে বিচার করিয়াছি, হে গৌরহরি ! আমায় সমস্ত ক্ষমা করুন এবং আপনার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক ॥৯৭॥

লজ্জাং ত্যক্ত্বা পদে যাচে ভক্তিং মাং প্রেমলক্ষণাম্ ।
দেহি গৌর কৃপাসিন্ধো তদ্বিনা নাস্তি দুঃখহা ॥৯৮॥

হে কৃপাসিন্ধো গৌর ! লজ্জা ত্যাগ করতঃ আপনার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রদান করুন, কারণ উহা ব্যতীত আমার দুঃখ নষ্ট হইবে না ॥৯৮॥

অনেকজন্ম-কৃতমজ্জনোঽহং সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভো গৌরচন্দ্র !
সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্মসেবাং করোমি নিত্যং হরিকীর্ত্তনঞ্চ ॥৯৯॥

আমি অনেক জন্মে সিন্ধুতে স্নান করিয়াছি। হে প্রভো, গৌরচন্দ্র ! আমাকে সিদ্ধি দান করুন। আমি আপনার পাদপদ্মের সমুজ্জ্বলা সেবা ও নিত্য হরিকীর্ত্তন করিতেছি ॥৯৯॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নং গৌরাঙ্গ ত্বাং নিবেদয়ে ।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ সর্ব্বসেবাং করোম্যহম্ ॥১০০॥

হে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরাঙ্গ ! আপনার পাদপদ্মে নিবেদন এই যে, হে দয়ানাথ ! আপনি আমায় কৃপা করুন, যাহাতে আমি আপনার সকল প্রকার সেবা করিতে পারি ॥১০০॥

গায়তি যো বক্তিত্বেন চৈতন্যশতকং মুদা ।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎ নিত্যং প্রাপ্তিঃ স্যাৎ শ্রীশচীসুতে ॥১০১॥

যিনি প্রেমভরে ও আনন্দসহকারে নিত্য শ্রীচৈতন্যশতক গান পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন-প্রাপ্তি হইবে ॥১০১॥

—সমাপ্ত—

সজ্জন—অকিঞ্চন (৯)

অকিঞ্চনের লক্ষণ

যিনি অহংগ্রহোপাসনা-মদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফল-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব নহেন এবং যিনি ভগবদ্বিভিন্ন অপরবস্তু-প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহার জ্ঞান-সম্পত্তি, কর্ম্ম-সমৃদ্ধি এবং লৌকিক সুখ-লাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ত্যাগী অকিঞ্চন নহে ; কিঞ্চন বা কিছুর ভোগী-সজ্জায় অধীন ও বদ্ধ

এই জড়-জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গ-সুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। পৃথিবীর কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়াসী হইয়া তত্তৎফল-লাভের উদ্দেশে কখনও বা ত্যাগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায় আমার ছিল, আমার আছে বা আমার চাই বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণ করেন। যেকাল পর্য্যন্ত জীব "কিছুর" পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ছাড়ে না। "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে।

সজ্জন কে ?—যাহা কিছু, সমস্তই আশ্রয়জাতীয়, সুতরাং সজ্জনের ভোগ্য নহে

যাঁহার "কিছু" নাই তিনিই অকিঞ্চন তিনিই সজ্জন। তাঁহার কিছু অন্বেষণ করিতে হয় না। কিছু ছিল, আছে বা থাকিবে বলিয়া দৌড়াইতে হয় না। সোজা কথায় সেই "কিছুটী" আশ্রয় জাতীয় বস্তু। জীব স্বয়ং সুনির্ম্মল আশ্রয় জাতীয় হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজের অস্মিতাকে বিষয় জাতীয়ের অভিন্ন জানিয়াছেন ; সুতরাং আশ্রয় বা অবলম্বন অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভোগ্য আশ্রয় লাভের জন্য ঢুঁড়িতেছেন। তিনি স্বয়ং আশ্রয় জাতীয় এবং ভগবান্‌ই তাঁহার একমাত্র নিত্য বিষয় একথা ভুলিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অকিঞ্চনতার উপলব্ধি না হয় তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী।

শুদ্ধ বৈষ্ণবই অকিঞ্চন, সুনীচ, সহিষ্ণু ও প্রপন্ন

ভগবানের শুদ্ধভক্তই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন তৃণাপেক্ষা সুনীচ অর্থাৎ জড়ের কোন উপাধিকে তিনি নিজ সম্পত্তি বলিয়া জানেন না। অকিঞ্চন তরু অপেক্ষা সহ্যগুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ জড়ের কোন বস্তুর আক্রমণের যোগ্য বলিয়া আপনাকে জানেন না। অকিঞ্চন সকলকেই সম্পত্তিমান্ জানেন এবং কোন সম্পত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা চান না। সজ্জনই একমাত্র অকিঞ্চন। তিনি সুবিমল কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ। সজ্জন হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত পরাপেক্ষা রহিত। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

—শ্লোকটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অকিঞ্চন বা সজ্জন হইয়াছেন। বিনাশী অসদ্‌বস্তুর প্রতি তাঁহার কোন অভিনিবেশ নাই। তিনি প্রপন্ন।

সর্ব্বোপকারক (১০)

চারি শ্রেণীতে জীবমধ্যে ১ম শ্রেণী অন্যাভিলাষী

জগতে জীবগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। **প্রথমতঃ** অন্যাভিলাষী যাঁহারা কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তিযোগ স্বীকার না করিয়া নিজ রুচিমতে চালিত হইয়া যথেচ্ছা আচরণ করেন এবং তাদৃশ আচরণদ্বারা নিজ সুখান্বেষণকেই পুরুষার্থ বলিয়া জানেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ত্রৈবর্গিক কর্ম্মী

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মাবলম্বক, যাঁহারা সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ সুখভোগ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া পুণ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধ, স্বর্গসুখভোগ, মহঃ জন সত্য তপোলোক-লাভেচ্ছায় চেষ্টাবানে, জীবের জড়সুখ লাভের উদ্দেশ্যে ঐহিক চেষ্টা-বিশিষ্ট, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অশ্বত্থপ্রতিষ্ঠা, পথনির্ম্মাণ জলদানাদি ইষ্টাপূর্ত্ত, ব্রাহ্মণ-ভোজন, লোকহিতকর শিক্ষা-মন্দির প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পুণ্য সংগ্রহপূর্ব্বক তত্তৎ সৎকর্ম্মের পরিবর্ত্তে ফলস্বরূপে নিজ প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বা নিজের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর। উহাকেই তাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-লাভ নামক ত্রিবর্গসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডরত মানবগণ অনিত্য ফলভোগ কামনায় জগতের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ নহেন।

২য় শ্রেণী মধ্যে পুণ্যকামী কর্ম্মী পরোপকারক নহে

পুণ্যবান্ কর্ম্মীর ব্রত হঠযোগ ও বৈদিকানুষ্ঠানগত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি অনিত্য সৎকর্ম্মগুলি, অন্যাভিলাষীর যথেচ্ছাচার হইতে অপেক্ষাকৃত সৎ। অন্যাভিলাষী অপেক্ষা সৎকর্ম্মপর মানব অনেকের অনিত্য ও আংশিক উপকার করিতে সমর্থ কিন্তু সর্ব্বোপকারক নহেন। কর্ম্মী নিজেরই যথার্থ উপকার করিবার সম্বন্ধে উদাসীন, আবার নিজ জন বলিয়া যাহাদিগকে বলেন তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। ঐহিক বা আমুত্রিক খণ্ডকালগত শ্রেয়ঃলাভের পন্থা ব্যতীত নিত্যসুখ ও পূর্ণসুখের দৃশ্য তাঁহার হৃন্নয়নে দৃগ্ গোচর হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়। কর্ম্মী, জগতে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দেন এবং নিজে সেই উপদেশফলে অনিত্য জড়সুখ অর্জ্জন করেন মাত্র।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনলোপকারী নির্ব্বিশেষবাদী

তৃতীয়তঃ জ্ঞানী, কর্ম্মকাণ্ডনিপুণের ন্যায় আংশিক ও অনিত্য সুখের ভিক্ষু নহেন। জ্ঞানীর বিচারে খণ্ডকালের অনিত্য সুখ কখনই পূর্ণ নহে; সুতরাং কর্ম্মীকে তিনি নিতান্ত খর্ব্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন ভোগী বলিয়াই জানেন। জ্ঞানীর মতে অন্যাভিলাষীর চেষ্টা ও কর্ম্মীর পুণ্যাদি উভয়ই বর্জ্জনীয়। তিনি ভোগী নহেন, আপনাকে ত্যাগী বা বৈরাগী বলিতে ব্যস্ত। জ্ঞানী বলেন ভোগবুদ্ধিতে অজ্ঞান বাস করে, কালদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহার বিচার মতে বস্তুর অদ্বয়তার সহিত নির্ব্বিশেষভাব বিজড়িত। নির্ব্বিশেষ বিচারে বস্তুর বিচিত্রতা না থাকায় দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শনগত নিত্য বিশেষ নাই। অহংগ্রহোপাসক মুমুক্ষু জ্ঞানী বলেন,—এই ভেদ-জগতে অজ্ঞানক্রমে দ্বৈতভাব উদয় হওয়ায় এই প্রকার অশান্তি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অখণ্ড জ্ঞান, অখণ্ড সত্তা ও অনবচ্ছিন্নানন্দের উদয় হয়। তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, আনন্দাস্তিত্ব, আনন্দানুভবকারী ও আনন্দ নামক বিশেষত্রয় অনন্তকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া অদ্বয়তার নির্ব্বিশেষত্বই অবশিষ্ট থাকে।

৩য় শ্রেণী—জ্ঞানী—পরোপকারক নহে

জ্ঞানীর এই নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিই বহুমাননের বিষয়। তিনি মনে করেন এইরূপ শুদ্ধ, পূর্ণ, নিত্য, মুক্ত ভগবৎসত্তাকে জড়ের প্রকারভেদরূপে

প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। এইরূপ একটী কাল্পনিক জড়বিচার কখনই ভগবানের অনন্ত শক্তিমত্তার হ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। ভবরোগের চিকিৎসার জন্য অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী অসমর্থ হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানাবলম্বকের মুমুক্ষা-বিচারে ঈশ্বর-রাহিত্যের মাহাত্ম্য দর্শনে ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হন না। যথেচ্ছাচারী নাস্তিক্য প্রচার করিতে গিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহাই জ্ঞানী ন্যূনাধিক সমর্থন করিয়া নিজদল পুষ্টি করায় ভগবদ্ভক্তগণ উপকৃত হইলেন না—একথা মায়াবাদী জ্ঞানীও বুঝিতে পারেন।

জ্ঞানী মুমুক্ষুর বিচার ভক্তগণ কর্ত্তৃক ধিক্কৃত

মুমুক্ষু, বিচারকের পরিচ্ছদে যে-সকল উপদেশ যাহাকে দিলেন, সে-সকল কথাই অজ্ঞানোত্থ জড়বিচারাধীন, সুতরাং তাদৃশ করণসাহায্যে তাদৃশ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য ভক্তিযোগীর নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ মাত্র। জ্ঞানীর লক্ষ্য বস্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইলে আত্মবিনাশরূপ চরম ফল লাভই ঘটে। নির্ব্বিশেষত্ব কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া তাঁহার ঐ প্রকার দলপোষণ স্বীয় অপক্কতার নিদর্শন মাত্র। অপক্ক পনসকে যদি প্রপক্ক কাঁটালে পরিণত করা হয় তাহা হইলে উহা এঁচড়ে পাকা বলিয়া উদ্দেশের ব্যাঘাত করে।

জ্ঞানীর মোক্ষ কাল্পনিক ও জ্ঞানী সজ্জন-চরণে অপরাধী

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্যকাল পূর্ণ চিদ্বিলাসরঙ্গে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপ-শক্তি প্রকট করিয়া যে-সর্ব্বোপকারকতা বিস্তার করিতেছেন তাহা ভক্তের নিত্য-পরিপন্থী-নির্ব্বিশেষবাদীর জ্ঞানের গম্য নহে। **নিষ্ঠুর জ্ঞানী সজ্জনের চরণে নিত্যকাল অপরাধী** বলিয়া মোক্ষের যে-কাল্পনিক চিত্র জড়বিচারে অঙ্কন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভক্ত ব্যতীত অন্যের উপকার করিতে সমর্থ মনে করেন। ভক্তিযোগের পরিপন্থী জ্ঞানযোগ কখনই কাহারও কোন উপকার করিতে পারে না। জড়বস্তুর অনুপাদেয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে চিন্ময় শক্তিমান ভগবান্‌কে কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষান্ধকূপে পতিত করিয়া যে-অপরাধ সঞ্চিত হয় তদ্দ্বারা মুমুক্ষুর কোন উপকার হয় না এবং ভক্তেরও তিনি উপকার করিতে পারেন না। মায়াবাদী মুমুক্ষু তমোগুণের দ্বারা বিচার করিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বকে জড়নির্ব্বিশেষত্বে স্থাপন করিলেই তিনি কি প্রকারে সর্ব্বোপকারক হইবেন?

জ্ঞানীর জড়-নির্ব্বিশেষ ভক্তের চিৎ-সবিশেষের তুল্য নহে

জড়নির্ব্বিশেষ কখনই চিৎ সবিশেষের তুল্য নহে। চিন্নির্ব্বিশেষ মুখে বলিয়া উহাকে জড় সবিশেষের প্রকার ভেদ জ্ঞান করিলে অজ্ঞান পুষ্ট হয়, তাহা কখনই মুক্তপুরুষের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষ বৈদান্তিক নিজ মৎসরতাময় চিত্তবৃত্তিকে শান্তরস বলিয়া প্রতিপাদন করিলেই যে তিনি সর্ব্বোপকারক সজ্জন সংজ্ঞা লাভ করিবেন একথা সজ্জন কখনই বলেন না।

মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া পরোপকারক নহে

কপটভক্ত মায়াবাদী বা প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বোপকারক যেহেতু তাঁহারা নিঃশ্রেয়স কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে তাঁহারা শুদ্ধভক্তসংজ্ঞায় কখনই দৃষ্ট হইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব পুষ্ট হইতেছে, মায়াবাদী, কর্ম্মী, যথেচ্ছাচারী প্রভৃতি পরহিংসাময় ভাব-সমুহ হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে সেকালপর্য্যন্ত পরোপকারের স্বরূপ প্রতীতি তাঁহাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিতে পারে না।

চতুর্থ কৃষ্ণভক্ত—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর মঙ্গল বিধায়ক

শেষতঃ (চতুর্থ) শুদ্ধকৃষ্ণভক্তই একমাত্র সর্ব্বোপকারক। তিনিই সজ্জন। শুদ্ধভক্তই মায়াবাদীকে তাহার বিচারমূঢ়তা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, তিনিই কর্ম্মীকে তাঁহার ফল্গু ভোগবাসনা হইতে উদ্ধার করিতে বলবান্, তিনিই কেবল যথেচ্ছাচারীকে তাহার ক্ষুদ্র অভিলাষের কৈঙ্কর্য্য হইতে উত্তোলন করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে ক্ষমবান্। সেইজন্যই শুদ্ধভক্ত কুলশেখর বলিয়াছেন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ অথবা পার্থিব অশান্তি অপনোদনের চেষ্টারূপ মোক্ষ শুদ্ধভক্তের থাকিতে পারে না, মুমুক্ষা নাম্নী ছলনা কখনই শুদ্ধভক্তকে আক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র জীবের নিত্যবৃত্তি হরিসেবাই জীবের পরমোপকারে সমর্থ এবং হরিজনগণই সর্ব্বোপকারক।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত—সজ্জন ও সর্ব্বোপকার

তাঁহারা (শুদ্ধভক্তগণ) মায়াবাদীর ন্যায় মতবাদ-প্রচার বা ভোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিরূপ স্বার্থে প্রমত্ত নহেন। কৃষ্ণস্বার্থ ব্যতীত মায়িক ভোগপর স্বার্থ বা জড়ত্যাগপর অনর্থ ভক্তকে কোনদিন গ্রাস করিতে সমর্থ

নহে। কৃষ্ণ-প্রপত্তি ব্যতীত জীবের কাল্পনিক অপবর্গ-মার্গ কখনই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। একমাত্র কৃষ্ণৈকপ্রপন্ন সজ্জনই নিজোপকারক এবং সমগ্র জগৎকে হরিজন-জ্ঞানে সর্ব্বোপকারক সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত আবার মিছাভক্তগণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে বলবান্। সজ্জনকুলচন্দ্র ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—"কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হব তাতে অনুরক্ত"। সর্ব্বোপকারকের কিরূপ বিস্তারিণী দয়া, সজ্জনগণ হৃদয়ে ধারণা করুন এবং তাদৃশ সর্ব্বোপকারক হইয়া কৃষ্ণসেবা করুন,—ইহাই শুদ্ধভক্তগণের একমাত্র শিক্ষা। সজ্জন নির্ম্মৎসর। অসজ্জন সমৎসর। মৎসরতা প্রবল হইলে উপকার-বৃত্তি তিরোহিত হইয়া অপকার বা হিংসায় পর্য্যবসিত হয়। সজ্জন নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং মায়াবাদী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মৎসরতা তাঁহাকে কোনদিন আক্রমণ করে না। তিনি নিত্যকাল মৎসর সম্প্রদায়ের উপকার করিয়া সর্ব্বোপকারক নামের সার্থকতা করিয়া থাকেন।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ**

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৭ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তির স্বভাব-বিবেক

(২) ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা। তত্র শ্রীরূপ-গোস্বামি-বাক্য,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্ব-জগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদিন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অনুরাগ লাভ, মানবের যতপ্রকার সদ্‌গুণ আছে এবং সুখ প্রভৃতি কয়েকটী মঙ্গলময় প্রাপ্তিতে পণ্ডিতগণ শুভ বলিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে কথিত আছে, যথা—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমা স্থাবরা অপি॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্তি দান করিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জীবগণই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরি-ভজনশীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের প্রতি

বিদ্বেষশূন্য থাকিয়া অনুরাগ করেন। সুতরাং সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে।

ভক্তলোকের সকল সদ্‌গুণই স্বভাবতঃ উদয় হয়। ভক্তগণের জীবনী আলোচনা করিলেই সহজে ইহা দৃষ্ট হয়। ভাগবতে তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্‌গুণ সহকারে সমস্ত দেবতাগণ বশীভূত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করেন। অসৎ মনোরথক্রমে বহির্দ্ধাবমান্ অভক্ত পুরুষের মহদ্ গুণ কিরূপে সম্ভব হয়? দয়া, সত্য, নম্রতা দৈন্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে-সকল মহদ্ গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হইতে পারে। ইতর তৃষ্ণায় ব্যাকুল-হৃদয়ে ঐ সকল গুণ বহু চেষ্টা করিলেও উদয় হইতে পারে না। সুখলাভ শুভ মধ্যে গণিত হইলেও পৃথক্ বিষয়রূপে বিচারিত হইতেছে।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

বদ্ধজীবের সুখ তিন প্রকার। মুক্ত জীবের বৈষয়িক সুখ নাই। তিন প্রকার সুখ এই,—বৈষয়িক-সুখ, ব্রাহ্ম-সুখ ও ঐশ্বর-সুখ। জড়জগতে যত প্রকার জড়াশ্রিত সুখ আছে সে-সমুদয়ই বৈষয়িক সুখ। যোগীদিগের অষ্টাদশ সিদ্ধি, কর্মীদিগের স্বর্গাদি-লোক-সুখ এবং নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের ঐহিক সুখ সমস্তই **বৈষয়িক সুখ।** জড়কে ব্যতিরেক চেষ্টাদ্বারা দূর করতে বিকারহীন ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মাকে ঐক্যরূপে চিন্তা করিতে করিতে যে নির্বিশেষ সুখ হয়, তাহাকে **ব্রাহ্ম সুখ বলে।** সর্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবানের নিত্য আনুগত্য-জনিত যে-সুখ হয়, তাহাকে **ঐশ্বর সুখ** বলি। হরিভক্তি স্বভাবতঃ সমস্ত সুখই দিতে পারেন, নিষ্কপট হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর-সুখ দেন। অবস্থা-বিশেষ এবং চিত্তের বাসনানুসারে যাঁহাদের চাতুর্ব্বর্গিক সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদিগকে তত্তৎ সুখ দান করেন। যথা তন্ত্রে,—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দ-ভক্তিতঃ॥

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিত্ব, প্রাকাম্য এবং কামাবশয়িতা এই আটটী যোগসিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ময় সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ এবং নিত্য পরমানন্দ এসমস্তই গোবিন্দ-ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

'হরিভক্তিসুধোদয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্ত-চতুর্ব্বর্গ-ফলদা সুখদা লতা॥

হে দেবেশ! আমি পুনরায় তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি যাঞা করি। যে-ভক্তি-প্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমসুখ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিগণ লাভ করিয়া থাকেন। ফলকথা এই যে, ভক্তি সমস্ত ফল দিতে সক্ষম। তৎফলে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া ভক্তলোক কেবল প্রেম-ফলকে অন্বেষণ করেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল দান করিতে পারে না; অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের কোন অবস্থায় বা কোন অধিকারে সুখোদয় হয় না।

(৩) **ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ।** ভক্তি কিছুমাত্র উদিত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে,— হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।

ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

মুক্ত্যাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তি মহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অতএব অতিসুন্দর-রূপে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অতএব যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গ-চতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে।

(৪) **হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা**; অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা,—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

হরিভক্তি দুই প্রকারে দুর্ল্লভা। প্রথমতঃ চিরকাল 'আসঙ্গ'-শূন্য হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ 'আসঙ্গ'-যুক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। 'আসঙ্গ'-শব্দে ভজন-

নৈপুণ্যকে বুঝিতে হইবে। ভজন-নৈপুণ্য-বিহীন যে-কোন সাধনই হউক, তাহাতে হরিভক্তি লাভ হয় না। ভজন-নৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজন করিলে নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীকৃত হয়। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপাক্রমে স্বরূপ-জ্ঞানময়ী পরা ভক্তি উদিত হন। এস্থলে তন্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ যে সহজে ভক্তি দেন না, তাহা ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুল-নায়ক, দেবতা, প্রিয় এবং কখন কখন আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কেননা, ভজনকারীদিগকে তিনি যত শীঘ্র মুক্তি দান করেন, তত শীঘ্র পরমধন ভক্তিযোগ দান করেন না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নববিধ সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানময়ী ফল ভক্তিরূপা রতিতত্ত্বে গাঢ় আসক্তি না করেন, সে-পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা ভক্তি দেন না, তাঁহাদের ভজনাদি সমস্তই ছায়াভক্ত্যাভাসরূপে থাকে।

(৫) **ভক্তি স্বভাবতঃ সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা।** পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ পূর্ণসচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং জীব তাঁহার কিরণ-কণস্থানীয় অণুচিদানন্দতত্ত্ব-বিশেষ। অতএব জীবেতেও চিৎ ও তদ্ধর্ম্মরূপ আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে আছে। আনন্দ বলিলে সহজে লোকে জড়সুখকে মনে করেন, কিন্তু সমস্ত জড়সুখ সমষ্টি করিলেও আনন্দ-তত্ত্বের নিকট স্বভাবতঃ ন্যূন। জড়গত আনন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক। চিদ্গত আনন্দ সান্দ্র অর্থাৎ নিবিড়

না ঘনীভূত তত্ত্ব-বিশেষ। ভক্তি সেই সান্দ্রানন্দ-স্বরূপ। ভক্তির তুল্য আর জীবনের আনন্দ নাই। ইহা জীবের সহজানন্দ। ব্রহ্মসুখও ইহার নিকট কিছুই নয়, যেহেতু জড়সুখকে অতিক্রম করতে ব্যতিরেক চিন্তাতে যে নির্ব্বিশেষ সুখকে কল্পনা করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। **ব্রহ্মানন্দ জীবের নিত্যানন্দ নয়, জড়ের বিপরীত চিন্তাসুখ মাত্র।** অতএব শ্রীরূপ কহিয়াছেন,— ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধ-গুণীকৃতঃ।

নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি ॥

যাহাকে কেবল অদ্বৈত-বাদিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন, সেই আনন্দকে যদি পরার্দ্ধ-গুণীকৃত করা যায়, তাহাও ভক্তিসুখ সমুদ্রের পরমাণুর তুল্য হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মানন্দকে যতই আগ্রহদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনই জীবের স্বরূপগত আনন্দের কিছুমাত্র সাদৃশ্য লাভ করিবে না। জীবের স্বরূপগত আনন্দ সহজ বস্তু, অতএব স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবতত্ত্বের বিরূপগত-চেষ্টাজনিত সুখবিশেষ হওয়ায় তাহা অস্বাভাবিক, অতএব অস্থায়ী। অতএব 'হরিভক্তিসুধোদয়ে',—

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎ-করণদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি স্থিত হইয়াছি। জড়সুখের ত' কথাই নাই, ব্রহ্মসুখ প্রভৃতিও আমার নিকট এখন গোষ্পদ-তুল্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে এইরূপ বাক্য আছে। বাহুল্যভয়ে আর শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

(৬) **ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।** যথা শ্রীরূপবাক্য,—

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গ-সমন্বিতং।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী মতা ॥

সাধন-দশাগত শুদ্ধভক্তি সমস্ত প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, ইহাই ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব-ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে,— সাধনদশায় যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধা ভক্তি উদিতা না হন, সে-পর্য্যন্ত **ভক্ত্যাভাসই** কার্য্য করে। সেই অবস্থায় ভক্তির দুর্ল্লভতা। কিন্তু সাধনদশা-সত্ত্বেও যখন শুদ্ধা ভক্তি উদিতা হন, তখন ভজনাঙ্গের কয়েকটি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীবের সিদ্ধ-স্বরূপানুভব ও ভগবত্তত্ত্বের সিদ্ধ-স্বরূপানুভব ঐ সৌন্দর্য্যগুলি মধ্যে প্রদীপ্ত হয়। ফলভূত ভক্তিতে গাঢ় আসক্তিরূপ একটি ব্যাকুলতা জন্মে।

তদ্রূপ ভজন-দশা উপস্থিত হইলে শুদ্ধা সাধনভক্তি শীঘ্রই রতি বা ভাবরূপে প্রস্ফুটিতা হইয়া অবশেষে প্রেমরূপে দেদীপ্যমানা হন। ভাবাবস্থায় ভক্তি প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ মাত্র করেন, কিন্তু প্রেমাবস্থায় ভক্তি ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ করত পরমরস সম্ভোগ করান। এই সকল বিষয় পরে আরও পরিষ্কৃত হইবে। এ-সমুদয় বিচারপূর্ব্বক বিশ্ববৈষ্ণব-দাস নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোক লিখিতেছেন,—

ক্লেশঘ্নী শুভদা-ভক্তির্যদা সা সাধনাত্মিকা।
হৃদয়ে বদ্ধ-জীবানাং তটস্থ-লক্ষণান্বিতা ॥১॥
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সা ভক্তির্ভাবরূপেণ যাবত্তিষ্ঠতি চেতসি ॥২॥
প্রেমরূপা যদা ভক্তিস্তদা তত্তদ্‌গুণান্বিতা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥৩॥
মুক্তানামেব সা শশ্বৎ স্বরূপানন্দরূপিণী।
সম্বন্ধ-স্বরূপা নিত্যং রাজতে জীব-কৃষ্ণয়োঃ ॥৪॥
ভক্ত্যাভাসেন যা লভ্যা মুক্তির্মায়া-নিকৃন্তনী।
সা কথং ভগবদ্ভক্তেঃ সাম্যং কাঙ্ক্ষতি চেটিকা ॥৫॥

শুদ্ধভক্তির তিনটি দশা। সাধন-দশা, ভাব-দশা ও প্রেম-দশা। সাধনদশাপ্রাপ্ত ভক্তির দুইটি স্বভাব,—ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব। ভাবাবস্থায় ভক্তির চারিটি স্বভাব লক্ষিত হয়,—ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষলঘুতা-কারিত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব। প্রেমাবস্থায় ভক্তি ঐ চারিটি স্বভাব প্রকাশ করেন এবং তদধিক সান্দ্রানন্দ-বিশেষত্ব ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব আর দুইটি স্বভাব প্রকাশ করেন। জীব যতদিন বদ্ধাবস্থায় থাকেন ততদিন ভক্তির স্বরূপগত স্বভাব তিনটি অর্থাৎ সান্দ্রানন্দস্বরূপত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব স্বভাবের সহিত তিনটি তটস্থ স্বভাব অর্থাৎ ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব ও মোক্ষলঘুতাকারিত্ব স্বভাব অনুস্যূত থাকে। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের ভক্তি—জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধগত সেবা ও স্বরূপানন্দ-রূপিণী হইয়া বিরাজমান হন। মায়ার আবরণ-নাশিনীরূপা **মুক্তি ভক্ত্যাভাসেই লভ্য হইতে থাকে।** সেই মুক্তি ভগবদ্ভক্তি-দেবীর বহু পরিচারিকার মধ্যে একটি সামান্য পরিচারিকা-মাত্র। সে কিরূপে ভক্তিদেবীর সমান হইতে বাসনা করিতে পারে?

—জগদ্‌গুরু **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বাদশ অধ্যায়

[ভক্তি-যোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—২)

কেহ করে ফলত্যাগ
ডাকে বিশ্বেশ্বরে।
কেহবা করে ধ্যান
অব্যক্ত অক্ষরে ॥১॥

পার্থ চাহে জানিবারে
শ্রেষ্ঠ কোন ভক্ত।
ভগবানে সদা যুক্ত
অথবা অব্যক্ত ॥২॥

কহিলেন জনার্দ্দন
শ্রেষ্ঠের লক্ষণ।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত সর্ব্ব কর্ম্ম
করে সমর্পণ ॥৩॥

সর্ব্বদা রহয়ে যুক্ত
ঈশ্বরের সাথে।
সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠতর
জানিবে তাঁহাকে ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩—৭)

অক্ষর অচল ধ্রুব
অচিন্ত্য স্বাগত।
সর্ব্বব্যাপী অনির্দ্দেশ্য
নির্গুণ অব্যক্ত ॥৫॥

নির্গুণ ঈশ্বর চিন্তা
বড়ই কঠিন।
সগুণের চিন্তা করা
তাই সমীচীন ॥৬॥

সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিলে
প্রভুর চরণে।
প্রভুধামে মিলে স্থান
তাঁহারি সদনে ॥৭॥

যেই চিত্ত সমর্পিত
প্রভু পরায়ণ।
তারণ করেন তাহে
পতিত পাবন ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১১)

মনস্থির করিবারে
করহ প্রয়াস।
ঈশ্বরীয় চিন্তা কর
প্রগাঢ় প্রয়াস ॥৯॥

ইহাতেও মন যদি
হয় উচাটন।
কর কর্ম্ম প্রীতিভরে
কৃষ্ণে পরায়ণ ॥১০॥

তাহাতেও অস্থিরতা
আসে যদি মনে।
সমর্পিবে কর্ম্মফল
প্রভুর চরণে ॥১১॥

কর্ম্মরাজি সমর্পিলে
প্রভু প্রীত হয়।
প্রভু যবে হয় প্রীত
কিবা আর ভয় ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৪)

না বুঝিয়া অর্থ কিছু
বৃথা-শাস্ত্র-পাঠ।
ইহা থেকে আরো ভাল
সাধু সদালাভ ॥১৩॥

আলাপ হইতে শ্রেষ্ঠ
ধ্যান ও ধারণ।
তদপেক্ষা আরো ভাল
কর্ম্ম ফলার্পণ ॥১৪॥
কর্ম্মফল সমর্পিলে
হয় শান্তিলাভ।
ভক্ত কহে হরিকথা
লভে সঙ্গলাভ ॥১৫॥
সুখ দুঃখে ভাবে সম
শূন্য অহঙ্কার।
মমতা বিহীন চিত্ত
ক্ষমে সবাকার ॥১৬॥
বিদ্বেষ ভুলিয়া যায়
মিত্র ভাবাপন্ন।
দুর্দ্দিনে অধীন নহে
সতত প্রসন্ন ॥১৭॥
দীনজনে করে দয়া
সংযত চিত্ত।
সেই ভক্ত উপযুক্ত
তাহে প্রভু প্রীত ॥১৮॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৫—২০)
প্রিয় ভক্ত কহে তাহে
যেজন নির্ভীক।
অন্যকে না দেয় বাধা
কহি অনুচিৎ ॥১৯॥
দেহ মনে রহে শুচি
না রহে কামনা।
অনল উদাসীন
উদ্বেগ জানেনা ॥২০॥
কর্ম্ম করে সর্ব্বক্ষণ
ফলে নাহি আশা।
প্রভুকে ডাকয়ে সদা
তিনিই ভরসা ॥২১॥
নহে হরষিত অতি
সুখ সন্নিক্ষণে।
শোকে নহে অভিভূত
রহে সন্তর্পণে ॥২২॥
শীত-উষ্ণ সমবোধ
ভক্ত স্থিরচিত্ত।
মোহেতে জড়িত নহে
মমতা রহিত ॥২৩॥
বিষয়ে নাহিক স্পৃহা
বাণী সুসংযত।
শত্রু-মিত্রে সমচিন্তে
দ্বিধাহীন ভক্ত ॥২৪॥
নিন্দা-স্তুতি সমতুল্য
অল্পেতে সন্তুষ্ট।
প্রিয়ভক্ত বহুগুণে
হয় পরিপুষ্ট ॥২৫॥
অমৃত সমান ধর্ম্ম
যে করে পালন।
সেই ভক্ত গুণযুক্ত
প্রভুর আপন ॥২৬॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৪ পৃষ্ঠার পর)

যোগপথের বিশ্লেষণ ও যোগ-চেষ্টার অপকর্ষ প্রদর্শন

জ্ঞানী ও যোগী উভয়েই মুমুক্ষু। মুমুক্ষু মাত্রেই ফলভোগবাদী। জ্ঞানীর সাধ্য মোক্ষ এবং যোগীর সাধ্য কৈবল্য। জ্ঞানী ও যোগী সাধ্যলাভ করার জন্য সাধনা করেন এবং সাধ্যলাভ হ'লে আর সাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। জ্ঞানীর উপাস্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, আর যোগীর উপাস্য জীব হৃদয়ে বিদ্যমান পরমাত্মা। কঠোপনিষদ্ (২।১।১২) বলেছেন,—"অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"—অর্থাৎ "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ পরমাত্মা-প্রতিজীব-হৃদয়ে আছেন।" পরমাত্মার অন্বেষণেই যোগী নিয়ত তৎপর থাকেন। পরমাত্মার জ্ঞান বল্‌তে কৃষ্ণের একাংশের জ্ঞান বুঝায়।

"কৃষ্ণাংশ পরমাত্মা বৈ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিরেব চ।
পরব্যোমাধিপস্ত্বৈশ্বর্য্য-মূর্ত্তি ন সংশয়ঃ॥" (গোপালতাপনী)

অর্থাৎ—"শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর। পরমাত্মা তাঁহার অংশ। ব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতি। পরব্যোমনাথ নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস মূর্ত্তিবিশেষ। এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

কৃষ্ণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা নামগুলি গৌন-নামরূপেই শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। গীতাতেও ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন,—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—অর্থাৎ তিনি একাংশে পরমাত্মারূপে সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হ'য়ে সমুদয় বিভূতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—

"আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥"

ব্রহ্মপথারূঢ় হ'বার মার্গকে যোগ বলা হয়। ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানই যোগ। যোগী সাধারণতঃ দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ। সগর্ভ ও নিগর্ভ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥" (ভাঃ ২।২।৮)

অর্থাৎ,—"কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত হৃদয়মধ্যে প্রাদেশমাত্র শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করে থাকেন—ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ।"

"এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
উৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে॥" (ভাঃ ৩।২৮।৩৪)

অর্থাৎ,—ভগবান্ শ্রীহরিতে প্রেম হ'লে হৃদয় দ্রব হয় এবং আনন্দে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, তখন বড়িশের ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্তকে ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হ'তে ক্রমে ক্রমে বাহির করে ফেলে—ইহাই নিগর্ভ যোগীর উদাহরণ।"

সগর্ভ ও নিগর্ভ-ভেদে প্রত্যেকের যোগসাধনায় যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তি-সিদ্ধি আছে। যোগারুরুক্ষুগণ যোগসাধনার যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,—এই শারীরিক কর্ম্মগুলি করে যোগে আরোহণ করতে ইচ্ছুক হন। আর যোগারূঢ়গণ ধ্যান-ধারণা-প্রত্যাহার রূপ শম বা শান্তি লক্ষ্য করে অগ্রসর হন। ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ সবিশেষ ব্রহ্মরূপে বা পরমাত্মারূপে শান্তরতির বিষয় হ'লেও যোগ-সাধক ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ায় কামাদির বশীভূত হ'য়ে অবান্তর বিভূতিতে লুব্ধ হয়। যোগমার্গে ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার—এগুলি মানসিক কর্ম্ম। অষ্টাঙ্গ যোগের উক্ত সপ্ত অঙ্গ অতিক্রম ক'রে পরিশেষে যে-সমাধি লাভ হয়, তাহাও আধ্যাত্মিক কর্ম্মের অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ-যোগের সমাধিতে দেহ-বিষয়াদির চিন্তা না থাকলেও তাতে ভগবৎ প্রেমের উদয় হয় না। অতএব যোগমার্গ কর্ম্ম-মার্গেরই অঙ্গ-বিশেষ। সগর্ভ ও নিগর্ভ যোগীর কেহই সবিশেষ পরমপদ পরব্যোমধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন না। উভয়ের প্রাপ্য বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিত নির্ব্বিশেষধাম ব্রহ্মলোক। যোগাভ্যাসের পরিণাম সম্পর্কে শাস্ত্র বলেন,— "তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি"। (শ্বেঃ ৩।৮)

অর্থাৎ—"শ্রুতিশ্রুত যোগীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ জড়-মোক্ষ ও চিৎ-প্রকৃতিকে লাভ করেন।"

রাজযোগী পাতঞ্জলি বলেছেন,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" অর্থাৎ—"চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।" অতএব যোগের দ্বারা মনেরই উন্নতি সাধন হয়। তবে কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত মনের সম্পূর্ণ নিরোধ বা নিগ্রহ অতীব দুষ্কর। আত্মার উন্নতি সাধনের বিষয় যোগ-শাস্ত্রে দেখা যায় না; পরন্তু সাধন-ভক্তির দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। যোগের দ্বারা মনের

নিগ্রহ দুইপ্রকারে হয়ে থাকে, যথা—হট-নিগ্রহ ও ক্রম-নিগ্রহ। অবশ্য যোগমার্গে যম-নিয়মাদির দ্বারা মনের নিগ্রহ স্থায়ীভাবে না হয়ে সাময়িক ভাবেই হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে অষ্টাঙ্গাদি যোগ নিন্দিত হয়েছে,— "যমাদিভির্যোগ পথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।

মুকুন্দ সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥" (ভাঃ ১।৬।৩৬)

অর্থাৎ—"মুকুন্দ-সেবন দ্বারা কাম-লোভাদির বশীভূত অশান্ত মন যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাদশ যোগমার্গদ্বারা সেরূপ শান্ত হয় না।" যোগের অনুষ্ঠানে জীবের আদৌ মঙ্গল হয় না। ভক্ত মুচুকুন্দের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, যথা,—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।

অক্ষীণ বাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" (ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ—"হে রাজন্! অভক্তযোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হয়ে পুনরায় বিষয়াভিমুখী হ'তে দেখা যায়।" যোগের দ্বারা লব্ধ সমুদয় অণিমাদি সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভুক্তিবাঞ্ছার অন্তর্গত। যোগীরা প্রায়ই 'বিভূতি' ভোগ কর্‌তে কর্‌তে নিজেকে 'অহংব্রহ্ম' বোধে চিৎসুখ লাভে বঞ্চিত হয়।

জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থে যোগ সম্পর্কে লিখেছেন,—"বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগ-তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গ যোগ, ষড়ঙ্গ যোগ, দত্তাত্রেয়ী যোগ ও গোরক্ষনাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হয়েছে। তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হটযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ সর্ব্ব প্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মবদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এইরূপ পাঁচটি যম অভ্যাস কর্‌বে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটি নিয়ম অভ্যাস কর্‌বে; তদ্দ্বারা অসৎকর্ম্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম্ম অভ্যস্ত হ'লে, আসন, অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাস হবে। জিতশ্বাস হয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান, পরে ধারণা কর্‌বে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্ব্বেই কর্‌বে। পরে চিত্ত নিশ্চল হ'লে সমাধি কর্‌বে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মশূন্য হ'বে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়।"

যে যোগীগণ পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রভৃতি জানেন, তাঁরা মৃত্যুর পর দেবযান পথে অনেক কষ্ট ভোগের পর ব্রহ্মলাভ করেন। গীতায় বর্ণিত আছে,—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥" (গীতা ৮।২৪)

অর্থাৎ,—"অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণকালে এই সকল কালাভিমানিনী দেবতার মার্গে যে-সকল ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি প্রয়াণ লাভ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।"

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন,—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ, অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্মলাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ' শব্দের দ্বারা অর্চিরাভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ' শব্দে অহাভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল' শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতা, 'উত্তরায়ণ' শব্দে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝ্‌তে হবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কালপ্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যুলাভ হ'লে যোগিদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না।" শাস্ত্রে এই অর্চিরাদি-মার্গকে শুক্লাগতি বা দেবযান-মার্গ বলা যায়। অবশ্য উক্ত ক্লেশকর দেবযান-মার্গ অপেক্ষাও শুদ্ধা-ভক্তিযোগ-মার্গ সুখসাধ্য ও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধভক্তি-যোগমার্গের আশ্রিত অনন্য ভক্তগণকে অর্চিরাদি-মার্গের অপেক্ষা কর্‌তে হয় না এবং অক্লেশে ভগবৎ-ধামে গমন করেন।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—

"নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা।
গরুড় স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥"

অর্থাৎ,—"অর্চিরাদি গতি ব্যতীতও অনন্য ভক্তগণকে গরুড় স্কন্ধে আরোহণ করিয়ে যথেচ্ছ ও অবাধে পরমস্থানে উপনীত করি।"

একমাত্র নিষ্কাম শুদ্ধভক্ত ব্যতীত আত্মারাম যোগীরাও অপ্রাকৃত ধাম বৈকুণ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন না। তবে শাস্ত্রে কোনও অসুরের কদাচিৎ ক্ষণকালের জন্য বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা শুনা গেলেও তার সে-সময় বৈকুণ্ঠের সুখানুভূতি থাকে না। কাজেই তার বৈকুণ্ঠ-গমন নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। কোন রাজার পরিকরগণ সহ ভল্লুকাদির খেলা দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লে ভল্লুকাদির ন্যায় জন্তুও যেমন ক্ষণিকের জন্য রাজপ্রাসাদে ওঠে, তেমনি

ইচ্ছাময় ভগবান্ কৌতুকবশে কোনও অসুরকে কখনও কিছু সময়ের জন্য বৈকুণ্ঠ-দ্বারে ল'য়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে তা'কে অবশ্যই যেতে হয়। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী চতুঃসন মুনিগণ যথা সনক, সনাতন, সনন্দন, ও সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে দর্শন করবার জন্য গমন করেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে জয়-বিজয় নামক দ্বার-রক্ষকদ্বয় কর্তৃক তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন ও লাঞ্ছিত হন। তখন মুনিগণ কুপিত হ'য়ে জয়-বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করেন। ইত্যবসরে সেই স্থানে স্বয়ং নারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীর সহিত উপস্থিত হ'লে সেই মুনিগণ সুস্পষ্ট অনুভূয়মান ভগবান নারায়ণকে গরুড় স্কন্ধে হস্তার্পণ অবস্থায় ক্ষণকালের জন্য দর্শন করেন। বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান্ নারায়ণ তখন মুনিদের বলেন,—'ভৃত্য জয়-বিজয় যাহা করেছে, তাহা আমার কৃত-কর্ম।' ইহাতে মুনিগণ লজ্জিত হলেন এবং জয়-বিজয়ের প্রতি তাঁদের অভিশাপ বহাল রাখা বা না রাখা সম্পর্কে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করলেন। আবার তাঁদের এবম্প্রকার কার্য্যের জন্য ভগবানের নিকট উপযুক্ত দণ্ড প্রার্থনা করলেন। ভগবান্ সেই সময় জয়-বিজয়কে আহ্বান করে বললেন,—'তোমাদের ঐ ব্রহ্মশাপ নিবারণ করবার মত শক্তি থাকলেও তাহা প্রয়োগ ক'রো না। আমার ইচ্ছাতেই ঐরূপ অভিশাপ তোমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে।' জয়-বিজয়ের প্রতি ভগবানের ঐরূপ আত্মীয়বৎ ব্যবহারে মুনিগণ অপেক্ষা জয়-বিজয়ের সৌভাগ্য যেমন অধিক সূচিত হয়, তেমনি জয়-বিজয়ের প্রতি ভগবানের কৃপার উৎকর্ষও প্রকাশ পায়। এইভাবে ভগবান্ মুনিগণের দ্বারা শাপচ্ছলে ভক্তদ্বয়কে অসুরযোনিতে তিনজন্ম শত্রুভাবে প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধ-কৌতুক অনুভব ক'রে তাঁদিগকে উদ্ধার করেন।

চতুঃসন মুনিগণের ন্যায় ব্রহ্মসমাধি-সাধনের ফলে উক্তরূপ ভগবৎ-দর্শন কদাচিৎ সাময়িকভাবে কোনও যোগীর ভাগ্যে ভগবৎ কৃপাতে সম্ভব হয়। আত্মারাম যোগিগণের ভগবত্তানুভব অপেক্ষা ব্রহ্মত্বানুভব অধিক থাকলেও এস্থলে সনকাদি মুনিগণ ক্ষণকালের জন্য বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পেয়ে ভগবত্তানুভবের প্রাধান্য উপলব্ধি করেছিলেন। সনকাদি মুনিগণ ভক্তির বলে এইভাবে ভগবৎ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। উক্ত আত্মারাম-ব্রহ্মজ্ঞানীগণ তটস্থভক্ত বা শান্তভক্ত এবং তাঁদের ব্রহ্মচিন্তা সবিশেষ। তাঁদের রতি সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে' জানা যায়,—"নিতান্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তায় রতি নাই। উৎপন্ন রতি পুরুষের যে-ব্রহ্ম, তাহাও সবিশেষ-প্রায়।

কিন্তু ব্রহ্মের যে নিত্য বিশেষ, তাহাতে সিদ্ধান্ত কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখন চতুর্ভুজ, কখন ঐশ্বর্য্যগত কৃষ্ণস্বরূপ, কখন আধ্যাত্মিক পরমাত্ম-স্বরূপ তাঁদের চিত্তে উদিত হন। সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ ভক্তের আদর্শ। যে-স্বরূপটি ভগবানের নিত্য তাহা স্থির না হওয়ায় শান্তভক্তের কৃষ্ণের প্রতি মমতা হয় না। মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ নিবন্ধন ভাব-বিশেষ। অতএব শান্তভক্তের রতি অসম্পর্কতা বশতঃ শুদ্ধাবস্থাতেই থাকে। সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত স্বরূপ, আত্মারাম-শিরোমণি, পরমাত্মা পরব্রহ্ম, সদাস্বরূপ সংপ্রাপ্ত, গতিদাতা, দয়াশীল, বিভু এবম্ভুত গুণ-বিশিষ্ট হরিই শান্ত-রতির আলম্বন বা বিষয়। ঐ রতির আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় আত্মারাম বা তাপস।" উক্ত আত্মারাম ভক্তগণ ভগবৎকৃপায় বৈকুণ্ঠ-দ্বারে সাময়িকভাবে বৈকুণ্ঠ-নাথের দর্শন পেলেও বৈকুণ্ঠের ভিতরে নিত্যকালের জন্য বৈকুণ্ঠনাথের সেবাধিকার পেলেন না। পরন্তু ভগবানের ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত বিমান-যোগে বৈকুণ্ঠে গমন করেন ও ভগবানের সেবা-মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করে নিত্যকাল সেস্থলে পার্ষদরূপে বিরাজ করেন। এ কারণে আত্মারাম অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তই শ্রেষ্ঠ। আত্মারাম যোগীর পক্ষে ঐরূপ সৌভাগ্যও কদাচিৎ হয়ে থাকে।

চতুঃসনের মধ্যে সনৎকুমার একদা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ ভাগবত ধর্ম্মের (ভাঃ ৪।২২।৩৯) কথা অবগত হ'য়ে বলেছিলেন,—

"যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥"

অর্থাৎ,—"শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি সমূহের কান্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়-গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত, নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করেও তদ্রূপ ছেদন কর্‌তে সমর্থ হন না। অতএব শুধু ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবের ভজনা কর।" যোগ সাধন সময়ে বিভূতিরূপ অবান্তর লাভে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকায় মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল হয়ে থাকে। পাতঞ্জল-দর্শনে রাজযোগে ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যলাভে আদৌ প্রেমানন্দ না থাকায় তাহা কল্যাণপ্রদ নহে। যোগ-পন্থায় সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনার হেয়তা সম্পর্কে শাস্ত্র-যুক্তি,-যথা ;—"সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরম ফল—

ব্রহ্ম-সাযুজ্য; পাতঞ্জল মতে—কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বর সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্ম-সাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-দ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি-লাভ; কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। 'ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈব পরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ।' 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ'। এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে 'পুরুষার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি'—এই সূত্র-দ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্ত্বাশ্রয়চ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হ'য়ে অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার যোগ্য ফল হ'ল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ স ৬।২৬৯

কৈবল্য যোগ-সিদ্ধগণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে বিলাসশূন্য ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক তাহাই প্রাপ্ত হ'ন, সেই স্থানে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত অসুরগণও বাস করেন। শাস্ত্র-প্রমাণ, যথা—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

[তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন, পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্য লাভ করেও সেই লোক প্রাপ্ত হ'বেন।]

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১৯) ভক্তপ্রবর উদ্ধব, বিদুরকে বলেছিলেন,—

"দৃষ্টা ভবদ্ভির্ন'নু রাজসূয়ে চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্ যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত॥"

অর্থাৎ,—"যোগিগণ সম্যক্ যোগপ্রভাবে যে-সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, রাজসূয়-যজ্ঞে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ করেও শিশুপাল সেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।"

ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের অবস্থানের ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে, আর অসুরগণের অবস্থানের ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠের বাহিরে। ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি-গণের বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য ও ভগবৎ শত্রুগণের বিলাসশূন্য সিদ্ধলোক প্রাপ্তি সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—

"প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণ-দ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধ দ্বারাও সদ্গতি লাভ করতে পারে, তখন অনুকূল-অনুশীলন ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

এমতে অসুরগণের অবস্থানের ক্ষেত্রে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধগণ ও কৈবল্য যোগসিদ্ধগণের অবস্থিতিতে তদপেক্ষা ভগবদ্ভক্তগণের গতির উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদিত হয়। যে-জ্ঞানী ও যোগিগণ পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন না, তাঁরা বিমল প্রেমযোগ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে গোলোক-বৃন্দাবনে কি যেতে পারেন? জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত যে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ — ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজযোগ ও হটযোগ-মার্গে ভক্তির স্থান নাই। জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একদা হরি-কথামৃত পরিবেশন করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন,—"যখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়কে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা করি, তখন চিদচিন্মিশ্রভাব, কর্ম্ম-বিচারে হটযোগ ও জ্ঞানবিচারে রাজযোগের কথা জানি— চিদচিন্মিশ্র-ভাবে উপদিষ্ট হই।"

হটযোগ সাধনাও খুব কষ্টকর এবং তদ্দ্বারা সামান্য 'মেস্মেরিজম্' কার্য্য ও দৈহিক কিছু উন্নতি সাধন হয়। তান্ত্রিকেরাই হটযোগ সাধনা করে থাকেন। যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ক'রে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "প্রেম-প্রদীপ" গ্রন্থে লিখেছেন,—"যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে ক্রমশঃ অর্থাৎ আত্মার উপাধি-নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি নিবৃত্তির চেষ্টা করতে করতে অনেক কাল যায় এবং স্থল-বিশেষে চরম ফল পা'বার পূর্ব্বেই কোন না কোন ক্ষুদ্রফলে আবদ্ধ হ'য়ে সাধক ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র। যে-স্থলে সকল কার্য্যই চরম ফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ যোগমার্গ-অপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়নীয়।" (ক্রমশঃ)

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ !

বৈষ্ণব-অপরাধ কাহাকে বলে ? যিনি বিষ্ণুর দাস, শ্রীবিষ্ণুর নাম করেন, তাঁহার সেবা করেন, তিনি বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধ করিলে বৈষ্ণব-অপরাধ হয়। এই বৈষ্ণব-অপরাধ কি ভীষণ, তাহা সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধি মানবের বোধগম্যের বিষয় হয় না। তজ্জন্য বৈষ্ণব অপরাধটী কি, তাহা বিশদভাবে লিখিত হইল। অপরাধ অনেক প্রকার আছে, যথা—নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ইত্যাদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

> যদি **বৈষ্ণব-অপরাধ** উঠে হাতী মাতা।
> উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
> তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
> অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬-১৫৭)

বৈষ্ণব-অপরাধ মত্ত হস্তী-স্বরূপ ; হস্তী একবার মাতিয়া উঠিলে তাহাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-অপরাধের কি ভীষণ পরিণাম, তাহা শাস্ত্রের কয়েকটী উপাখ্যানে বিশেষ অবগত হইতে পারা যায়। আমরা এই অপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইব।

(১) এই বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার আদর্শে জগজ্জীবকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন। সেই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর একদিন তাঁহার জননী শ্রীশচীদেবীকে বলিয়া বসিলেন—"মাতঃ ! তোমার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা কর, নহিলে তোমার বিষ্ণুভক্তি হইবে না।" বৈষ্ণব-অপরাধ এমনই যে, ভগবান্ পর্য্যন্ত তাহা মোচন করেন না। তবে যাঁহার নিকট যে-অপরাধ হইয়াছে, তিনি যদি ক্ষমা করেন, তবেই সে অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে, নতুবা নহে। শ্রীশচীমাতার অপরাধের কারণ,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলে শ্রীশচীমাতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—অদ্বৈত-আচার্য্য কি নিষ্ঠুর। তাঁহার উপদেশ পাইয়াই বুঝি আমার পুত্র এই যৌবন বয়সে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল। পরিশেষে তিনি শ্রীচৈতন্য-দেবের কথায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পদে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া এই ভীষণ বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন।

(২) 'হুহু'-নামে একটী গন্ধর্ব্ব একদিন বিলাস-পরায়ণ হইয়া একটী সরোবরে স্ত্রীগণ-বেষ্টিত হইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত 'হুহু' হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া ঋষিকে অবজ্ঞা করিয়া জলমধ্যে তাঁহার চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাতে শ্রীদেবল-ঋষি অসন্তুষ্ট হইয়া 'হুহু'-গন্ধর্ব্বকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, "যাও, তুমি কুম্ভীর হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" মুনিবরের শাপে সেই দুরাচার এক ভীষণ কুম্ভীররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) পূর্ব্বে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-নামে বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে গমন করিয়া আশ্রয় নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময়ে একদিন মহাযশ অগস্ত্য-ঋষি বহু শিষ্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হন। কিন্তু রাজা শ্রীহরিভজনের ছলনায় ঋষিকে কোন অভ্যর্থনা না করায়, মুনিবর অত্যন্ত কুপিত হন। তিনি রাজাকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"রে বর্ব্বর! তুমি অবিলম্বে হস্তী-দেহ প্রাপ্ত হও। তুমি রাজ্যেশ্বর অভিমানে সাধুমর্য্যাদা রক্ষা করিলে না।" ঋষির অভিশাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এক ভীষণ হস্তী-দেহ প্রাপ্ত হইলেন।

(৪) ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাস প্রধান; তাঁহার অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বহির্ম্মুখ পাষণ্ডীগণের দ্বার-মানা ছিল; 'চাপাল গোপাল'-নামে এক দ্বিজ অত্যন্ত বহির্ম্মুখ এবং বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিল; শ্রীবাস অঙ্গনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একদিবস রাত্রিকালে কীর্ত্তন-দ্বারে ঐ পাষণ্ডী ভবানী-পূজার দ্রব্যাদি—মদ, মাংস, জবাপুষ্প প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া অপবিত্র করিলে ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়। তাহার ফলে, সে মহাকুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কুষ্ঠের যন্ত্রণায় ঐ বিপ্র বৃক্ষতলে পড়িয়া দিবারাত্রি চীৎকার করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিত।

একদিবস শ্রীমহাপ্রভু গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ঐ বিপ্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া মুক্তি-ভিক্ষা করিল। মহাপ্রভু তাহার প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া বলিলেন,—রে পাপিষ্ঠ! এখন তোর কি হইয়াছে? সবে মাত্র বৈষ্ণব-অপরাধের ফল আরম্ভ হইয়াছে। জন্ম-জন্ম কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরিবি। আমার সাধ্য নাই, তোকে উদ্ধার করি। তুই আমার একান্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসের চরণে অপরাধী।" এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ঐ বিপ্র মহাব্যাধিতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কুলিয়ায় আগমন করিলে, পুনরায় ঐ চাপালগোপাল কাতর হইয়া দৈন্য করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন,—তুমি যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াছ, তাঁহার (শ্রীবাস-ভক্তের) চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ঐ বিপ্র কুষ্ঠের জ্বালায় অস্থির হইয়া পরম ভক্ত শ্রীবাস ঠাকুরের চরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে, বিপ্র দারুণ কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইল।

(৫) এক দিবস শ্রীব্রহ্মা তাঁহার কন্যার প্রতি কামমোহিতের ন্যায় স্নেহ-লীলা প্রদর্শন করিলে, তাঁহার পৌত্র মরীচ্যাদি সকলে হাস্য করায় তাঁহাদের বৈষ্ণব অপরাধ হয়। তাহার ফলে তাঁহারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নানা জন্ম-জন্মান্তরে ভীষণ কষ্ট পান। তাঁহারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ পুরুষ। পরিশেষে মাতুল কংসের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়া নানা নিগ্রহ ভোগ করতঃ দেবকীদেবীর স্তন্য পান করিয়া উদ্ধার লাভ করেন। সিদ্ধ-পুরুষগণ যদি এত যন্ত্রণা পান, আর অসিদ্ধ-জনের কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

(৬) এক দিবস মহাযোগেশ্বর শ্রীশিব উলঙ্গ-অবস্থায় শ্রীদুর্গাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। সহস্র-সহস্র ঋষি তথায় আগমন করিয়া ইষ্টদেবকে তদবস্থায় দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আকাশ-মার্গে রাজা চিত্রকেতু শ্রীমহেশকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া হাস্য করিলেন, এবং একটু রহস্যপূর্ণ বিদ্রূপ বাক্যোক্তি করিলে শ্রীপার্বতীদেবী বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা চিত্রকেতুকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তুমি জগদ্‌গুরু পরম মঙ্গলময় পরমকারুণিক বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশম্ভুকে অহঙ্কার-বশতঃ যেমন তাচ্ছিল্য করিলে, তাহার ফলস্বরূপ অবিলম্বে অসুর-দেহ প্রাপ্ত হও।" শ্রীপার্বতীর অভিশাপে অবিলম্বে চিত্রকেতু এক ভীষণ-কায় ত্রিভুবন-আতঙ্ককারী, বিশাল-দর্শন ধারী বৃত্রাসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ঐ বিরাট্‌ মূর্ত্তি দর্শনে এবং পদকম্পনে—সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হইত।

(৭) যিনি বিপুল ধনের অধীশ্বর, শিবানুচর সেই কুবের মহাত্মার দুই পুত্র ছিল। একটীর নাম নলকুবর, অন্যটীর নাম মণিগ্রীব; তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসী ছিল। একদিবস কৈলাস-শিখরের নিম্নে একটী সরোবরে দুই ভ্রাতা অপ্সরীগণসহ উলঙ্গ হইয়া জলক্রীড়ায় মগ্ন ছিল। সহসা শ্রীনারদ-ঋষি বীণাযন্ত্র-সহকারে ঐ স্থানে আগমন করেন। তাঁহারা আসব-পানে মত্ত থাকায় জলে উলঙ্গ হইয়া রহিল; অপ্সরীবৃন্দ লজ্জায় অধোমুখী হইয়া বস্ত্র-সংবরণ করিল।

পরমকারুণিক মহামুনি শ্রীনারদ তাঁহাদের (নলকূবর ও মণিগ্রীবের) মঙ্গলের নিমিত্ত এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তোমরা এ দেবস্থানে থাকিবার যোগ্য নহ, সত্বর বৃক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ কর।" বহুকাল কুবেরের ঐ পুত্রদ্বয় শ্রীবৃন্দাবনে যমলাৰ্জ্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করেন। পরিশেষে নন্দনন্দন শ্রীগোপালদেবের কৃপায় তাঁহারা বৃক্ষযোনি হইতে মুক্ত হন।

(৮) কুলিয়ায় বাস করেন, শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত। ইঁনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ফলাহার এবং দুগ্ধপান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁনি শ্রীভাগবতের পণ্ডিত, ভাগবত-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। একদিবস ভক্ত শ্রীবাস তাঁহার ভবনে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে যান। ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া শ্রীবাস-পণ্ডিতের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হয়। তিনি অশ্রু, কম্পন-সহকারে সভামধ্যে মূর্চ্ছিত হইলে অবৈষ্ণব দেবানন্দ-পণ্ডিত শ্রীবাস-পণ্ডিতকে বাহির করিয়া দিবার জন্য শিষ্যদিগকে আদেশ দেন। শ্রীবাস গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপ্রভু একদিন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বৈষ্ণব-অপরাধী দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগবত ছিঁড়িতে গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"ও বেটার ভাগবত পাঠের কোনও অধিকার নাই—পরম ভক্ত শ্রীবাসের সে অপমান করিয়াছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুলিয়ায় আগমন করিলে দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করাইয়া বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্ত করেন। সেই অবধি কুলিয়া "অপরাধ-ভঞ্জনের-পাট" বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে। অতএব সাধু-সাবধান, যেন জীবনে কখনও বৈষ্ণব-অপরাধ না হয়।

—নিবেদন—

শ্রীপত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা-রূপে ইহা আত্মপ্রকাশ করিলেন। সদাশয় গ্রাহকবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন,— যাঁহাদের বার্ষিক দেয় ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্রই সকল টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন সেবায় সুযোগ প্রদান করেন। দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হওয়া হেতু অগ্রিম আনুকূল্য না পাওয়ায় প্রকাশনে প্রতিকূলতাই পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব, গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক সহানুভূতি, প্রদর্শন করতঃ আমাদিগকে সেবায় সহায়তা করিবেন— এই অনুরোধ জানাইতেছি। ইতি—

বিনীত—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য
সেবা-সচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়

আসাম প্রদেশস্থ অন্তর্গত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও

শ্রীশ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজের

শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-মহোৎসব

[শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস অক্ষয় তৃতীয়া-তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া আসাম প্রদেশস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক পরমহংসকুল-চূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও উক্ত নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ বিগ্রহগণের উক্ত মন্দিরে শুভবিজয়ানুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে বিগত ৩১শে বৈশাখ, ১৩৯০ (ইং ১৫।৫।১৯৮৩) রবিবার বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়।

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় সমিতির সেবকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মহা-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক ও উহার অন্যতম রূপকার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজের বিশেষ আগ্রহ ও সেবাপ্রচেষ্টায় আসামের রাজনৈতিক অশান্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সমিতির কর্ণধার তথা অনেক সেবকবৃন্দ উৎসাহের সহিত উক্ত মহোৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ ও কলিকাতাস্থ সমিতির মঠ হইতে কয়েক দিবস পূর্ব্বেই উক্ত মঠ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথি-মধ্যে শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ হইতেও সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং আরও অনেক ভক্তবৃন্দ নিউজলপাইগুড়ি জংশনে মিলিত হইয়া নিউকোচবিহার ষ্টেশনে পৌঁছেন। তাঁহারা সকলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে হইতেই কয়েকজন সেবক-বৃন্দসহ রিজার্ভ বাস লইয়া শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ—সমিতির অধ্যক্ষ,

সহঃ সভাপতি, সম্পাদক এবং বৈষ্ণববৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণ তথায় পৌঁছিলে ভক্তবৃন্দসহ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনী সহকারে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ সভাপতি-মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দকে মাল্যদান করেন এবং কীর্ত্তন-সহ বাসযোগে তাঁহারা গোলোকগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হন। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবগণ শুভ-বিজয় করিলে বহু ভক্তবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টিসহ স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীমঠও কীর্ত্তনরোলে মুখরিত হয়।

৩০শে বৈশাখ (ইং ১৪।৫।৮৩) শনিবার দিন অধিবাস উপলক্ষে সমিতির উপাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সূচীত হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে এক মহতী সভার আয়োজন হইলে উক্ত সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও বিগ্রহ-তত্ত্ব সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করেন যে, আসাম প্রদেশের অন্তর্গত এই মঠটিই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাচীনতম প্রচারকেন্দ্র। এর পর পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ তাঁহার ভক্তিতত্ত্ব-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানান্তে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জ্ঞাপন করেন এবং আগামী কল্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীহরি-কীর্ত্তন-মুখে নগর-পরিক্রমা করা হইবে —তাহাও ঘোষণা করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের সুললিত কণ্ঠে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হইলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৩১শে বৈশাখ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে মঠবাসী ও বহু ভক্তের মিলিত এক শোভাযাত্রা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে বহির্গত হন। নগর পরিক্রমান্তে সহরের পাদদেশে প্রবাহিত গঙ্গাধর নদী হইতে মঙ্গলঘটযোগে বারিধারা সংগ্রহ করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অভিষেকাদির অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

উক্ত শ্রীমঠ ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। একদিকে উচ্চ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন অন্যদিকে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির সমারোহ। যজ্ঞের নিয়মানুযায়ী প্রস্থানত্রয় পাঠ করিয়াছেন যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ন্যায় প্রস্থান (বেদান্ত); ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষৎ); ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ স্মৃতিপ্রস্থান (যথাক্রমে শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত) পাঠ করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীমৎ ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, যজ্ঞকর্ত্তা শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, হোতা শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ এবং উদ্গাতা শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞের আনুষঙ্গিক সহায়তা করেন শ্রীপাদ যশোদানন্দন ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুখানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নবীনমদন ব্রহ্মচারী ও আরও অনেক বৈষ্ণবগণ। শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সুললিত কণ্ঠে পরিবেশনায় শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে পুরুষসূক্ত-মন্ত্রোচ্চারণ ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি তথা যজ্ঞের ধূম দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপৃত হইতেছিল।

নিয়ামক-আচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ অভিষেক হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আহ্বানে শ্রীবৈষ্ণব-সম্মিলনী ও শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউর জয়ধ্বনি এবং রমণীগণের উলুধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করায় ভক্তগণ আনন্দে উদ্বেলিত হন। তদনন্তর মধ্যাহ্নে ভোগারতি করেন শ্রীপাদ শ্রীকান্তদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও পূজ্যপাদ কানাই প্রভুর মূল গায়কত্বে সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আরতি-কীর্ত্তন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল পর্য্যটক মহারাজ শ্রীগুরু-বর্গ তথা বিষয়-বিগ্রহ ও পার্ষদবৃন্দের জয়ধ্বনি করেন।

তদনন্তর আমন্ত্রিত, আহুত, রবাহুত উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি আগন্তুক জনগণও আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। স্থান অসঙ্কুলান হওয়া হেতু বহির্দ্বারেও বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা করিতে হয়। শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপনায় প্রচুর তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন। বৈকাল ৫৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হস্তে প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ঐ দিন গোধূলী-লগ্নে সন্ধ্যারতি অন্তে মহাজন গীতি-কীর্ত্তন হইলে পর এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই দিনও সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার পুরোভাগে ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক

মহারাজ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ সম্পর্কে গূঢ়-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এরপর শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ বিষ্ণু মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ ভক্তি-তত্ত্ব-সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক আচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশে যাঁহারা আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তদুপরি শ্রীমন্দির, সেবকখণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণে এই মঠ-রক্ষক তথা অন্যান্য সেবকবৃন্দের যে ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টা তাহারও ভূয়সী প্রশংসা করত যাহাতে তাঁহারও সেবা প্রাণতা জাগরূক হয়— ইহা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বক্তব্য সমাপ্ত করেন। পরিশেষে শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ এই উৎসব যে সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহা একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপারই নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিশেষতঃ বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁহাদের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও সহানুভূতিতে এই পর্য্যন্ত এগিয়ে আসা সম্ভব হইয়াছে— তাঁহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বক্তব্য রাখেন যে, বহু দোষ-ত্রুটীর মধ্যে এ জীবন প্রবাহিত, সুতরাং বৈষ্ণবগণ যেন কৃপা করিয়া অহৈতুকী শুভদৃষ্টি রাখেন যাহাতে অসমাপ্ত নির্ম্মাণ-কার্য্যাদি ক্রম-পন্থায় এগিয়ে যায় এবং সেবাময় জীবন লাভে যেন বঞ্চিত না হই।

সর্ব্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্যদেব বলেন যে, পূর্ব্বাঞ্চলে অস্মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ করিতে পারাটা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবকগণ আজ আনন্দে উদ্বেলিত। এই মঠ সুদীর্ঘদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্থান অসঙ্কুলান এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা হেতু ইহার যথাযথ ঔজ্জ্বলতা বর্দ্ধন করা সম্ভব হয় নাই— ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদে যাঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অনুকূল অবদানে আজ এতদূর এগিয়ে আসিয়াছে, তাঁহারা জগতের কল্যাণকামী, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। স্থানীয় জনসাধারণ আরও আমাদের সন্নিকটস্থ হইবেন, তজ্জন্য আমরা আশা পোষণ করি। বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর বক্তব্য রেখে সভা সমাপ্তির ঘোষণা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন প্রভুর স্বভাব সুলভ সুমধুর কণ্ঠে ভেসে উঠল প্রার্থনা-গীতি।

১লা জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি অন্তে বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনমুখে নগর পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ। তদনন্তর কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীতুলসী পরিক্রমা করা হয়। এর পর প্রসাদ পাইয়া শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুতি চলিতে থাকে। এই স্থান হইতে বাসুগাঁও-এর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। ইহাও আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত। এখানেই শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ। উক্ত মঠেও নবনির্ম্মিয়মান মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ শুভ-বিজয় করিবেন এবং প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-মহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হইবেন। বিদায়ের-লগ্ন যদিও বেদনাদায়ক কিন্তু আগত আর এক অনুষ্ঠানের কর্তব্য-প্রেরণায় যাত্রাকে ম্লান করিতে পারে নাই।

[শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে]

ট্রেণযোগে বৈষ্ণবগণ যখন বাসুগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছেন, তখন অজস্র লোক সমবেত হয়েছেন। উক্ত মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ বৈষ্ণবগণকে চন্দন ও পুষ্পমালা-ভূষিত করেন এবং ভক্তগণ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দ্বারা সঙ্কীর্ত্তন মুখর হন। শ্রীমঠে বৈষ্ণবগণ শুভবিজয় করিলে আরাত্রিক আরম্ভ হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে এক শোভাযাত্রা-যোগে নগর-পরিক্রমা আরম্ভ হয়। যদিও ঐ সময় দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত ছিল তবুও এই অনুষ্ঠানে অসুবিধা ঘটে নাই। নগর-পরিক্রমা সমাপ্ত হইলে মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল গমন-কালে ক্ষীর-চোরা-গোপীনাথ ও সাক্ষীগোপাল দর্শনকালের উপাখ্যান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহই যে সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং অভিন্নরূপে বিরাজমান; উাহার নিদর্শনস্বরূপে প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করেন। শ্রীনাম ও নামীতে যেমন ভেদ নাই, শ্রীবিগ্রহ ও ভগবানেও তদ্রূপ অভিন্ন তত্ত্ব। পরে কীর্ত্তনান্তে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা করিলে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ হয়।

ঐ দিন সন্ধ্যায় এক মহতী সভা আরম্ভ হইলে পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে

বলিতে গিয়া দুঃখ প্রকাশ করত বলেন,—"আমাদের অত্যন্ত দুর্দ্দৈব যে, মানব-সমাজ আজ শুধু ভোগ-বাঞ্ছা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পরিয়াছেন। তামসিক ও পৈশাচিক প্রমত্ততায় ব্যস্ত; যাহা মানব জীবনের সর্ব্বোপরি কার্য্য নহে। জগতে ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যই যে আহার গ্রহণ করা প্রয়োজন—ইহাই একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় নহে। বাচিবার জন্য খাওয়ার প্রয়োজন—সত্য, কিন্তু খাইবার জন্য যেন বেচে থাক, ইহা সঙ্গত নহে। এই তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন।" এর পর শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ সনাতন ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলেন, "সব একাকার করিতে গিয়া বিভ্রান্তিই আনয়ন করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া পরন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া বসে। অতএব 'এক' ও 'বহু'—উহার সংজ্ঞা আগে অবগত হওয়া দরকার। নচেৎ প্রতারণা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হওয়া দুরাশা।"

তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজজী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী আবৃত্তি করিয়া বলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাণী পৃথিবীতে আজ ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বাণীই জগতে প্রকৃত মঙ্গল আনয়ন করিতে সমর্থ। বিশ্বভ্রাতৃত্ব—এই ধারায় রূপায়ন সম্ভব, নচেৎ গণ্ডিবদ্ধ তাৎকালিক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মচিন্তায় উহার প্রসারতা অবাস্তব। এর পর কীর্ত্তনধ্বনি উচ্চারিত হয় ও সভার কার্য্য সমাপ্তি ঘটে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে এই দিনেও নগর-পরিক্রমা আরম্ভ হয়, শ্রীমঠকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে সহর পরিক্রমান্তে শোভাযাত্রা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই যজ্ঞানুষ্ঠান ও মাঙ্গলিক-দ্রব্যাদির সমারোহ হয় এবং যথারীতি কীর্ত্তন-মুখে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-কার্য্য সূচীত হইতে থাকে। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের ন্যায় এখানেও বিপুলভাবে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্পাদিত হয়। এর পর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-দেবের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি সূচিত হইলে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করেন এবং বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে রমণীগণের উলুধ্বনি মুখরিত হইতে থাকে।

তদনন্তর বিবিধ উপকরণাদি উৎসর্গীত হইলে ভোগারতি আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর মূলগায়কত্বে সুললিত কণ্ঠে আরতি-কীর্ত্তন জেগে উঠে। আরতি অন্তে শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ গুরুবর্গ তথা বিষয়াশ্রয়-বিগ্রহগণের জয়ধ্বনি প্রদান করেন। এর পরেই সারি সারি লোকজনকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। সহস্র সহস্র লোক আকণ্ঠ ভরিয়া প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যায় আরতি সমাপ্ত হইলে এক মহতি সভার আয়োজন হয়। এই সভায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মালা-চন্দনাদি-দ্বারা সভাপতি-মহারাজ ও সন্ন্যাসীবৃন্দ তথা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দকে অলঙ্কৃত করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে এই দেশীয় ভক্ত শ্রীপাদ প্রেমানন্দ দাসাধিকারী প্রভু সভাপতি-মহারাজের নির্দ্দেশে অসমীয়া ভাষায় তিনি ভক্তিতত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং তিনি অত্যন্ত আবেগ-ভরে প্রকাশ করেন যে, আজ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, কারণ ভক্তিধর্ম্মের দুর্ভিক্ষকালে এই প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে গগনচুম্বি শুধু মন্দিরেই রচিত হয় নাই, উপরন্ত যাহাতে ভক্তিতত্ত্ববাণী সঞ্জিবীত থাকিতে পারে তজ্জন্য তাহার ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন— এই মঠের উজ্জ্বলতা দান করিয়া।

তদনন্তর শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ অসমীয়া ভাষায় এক দীর্ঘ ভাষণে বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেরূপ প্রয়াস চালাইয়া ছিলেন— তাহা ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ কেহ করিয়াছেন বলে জানা নাই। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তবেই ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শ্রীমন্নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভু সেই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও আসামে তিনি যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালাইয়া ছিলেন— তাহারই ফলস্বরূপে আজ আসাম-দিগন্তে শ্রীগৌর-বাণী প্রচার হওয়া সম্ভব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম চিদ্বিলাস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বাসুগাঁও-এর এই মঠের নামকরণ "শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ" করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে শুনিতে পারা গেল, ঐ নামানুসারে 'আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনী' একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং 'শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ' নামে রূপান্তরিত হইল। শ্রীল

প্রভুপাদের সময় তাঁহার পার্ষদগণের অনেকেই এক একজন দিকপাল সদৃশ ছিলেন। তন্মধ্যে আসাম-প্রান্তে শ্রীল নিমানন্দ প্রভু অন্যতম।" এর পর তিনি আরও বলেন, আজ আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই মঠের যিনি প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসকুল মুকুটমণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও যাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনাক্রমে এবং আনুকূল্যে এই মঠ প্রতিষ্ঠা হইবার সুযোগ হইয়াছিল—সেই বিদেহী পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় আজ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছেন। আজ তাঁহাদের বিরহ-জ্বালা হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছে।

তদনন্তর শ্রীমৎ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমৎ পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব, মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা, সনাতন ধর্ম্ম-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। এর পর মঠ-রক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বৈষ্ণবগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক বক্তব্য রাখেন যে, পরম-কারুণিক শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় এবং বৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছায় শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ সমাপ্ত না হইলেও অগ্রগতির প্রায় শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছে— এর মধ্যে হয়তো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি না হইয়া থাকে নাই। অতএব তাহা যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়— এ ব্যাপারে পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ যেন কৃপা কটাক্ষ রাখেন— তজ্জন্য প্রার্থনা জানাই।" তদনন্তর সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব নাতিদীর্ঘ ভাষণে বিভিন্নমুখী দিক্ প্রদর্শন করাইয়া শেষে বলেন,— আমরা গৃহেই থাকি আর বনেই থাকি না কেন, মানব জীবনের যে-মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল— ভগবদ্ভজন, তাঁহার প্রতি যেন উদাসীন না হই। এর পর কীর্ত্তনধ্বনি স্পন্দে ওঠে।

এই উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ খগপতিদাস ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীপাদ সনৎকুমার ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীজয়গোপাল ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ আরও প্রভু-গণের সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

লালাবাবুর বৈরাগ্য

"চুড়ি চাই, চুড়ি চাই,
বেলা নাই, বেলা নাই,"
ফেরিওলা চলিছে যে হাঁকি'।
লালাবাবু বাতায়নে
বসি ছিল আনমনে
ডাক শুনি' উঠিল চমকি'॥

"হায় হায় কি করিনু
রাধাকৃষ্ণ না ভজিনু,
বৃথা কাজে সময় যে গেল।
ধন-জন-দেহ সবে
মৈলে কিছু নাহি রবে,
মন মোর শুধু বিষ খেল॥"
লালাবাবু এত চিন্তি'
লভিতে পরম শান্তি
ধরিল যে ভিখারীর বেশ।
সব ধন বিলাইয়া
রাধাকৃষ্ণ নাম নিয়া
মুণ্ডন করিল সব কেশ॥
ঘরে ঘরে ভিক্ষা চায়
কৃষ্ণনাম গান গায়,
নয়নেতে বহে অশ্রুধার।
বাসস্থান বৃক্ষতলা
সাথী হল জগৎকালা
অন্তিমেতে ভবসিন্ধু পার॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

THE ADVENT ANNIVERSARY OF

Lord Shri Krishna

AT

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH, TURA

Guided By The Devotees Of

Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)

—1983—

ALL GLORY TO SHRI SHRI GURU & GOURANGA

Sir/Madam !

A great religious conference, Nam-Sankirtan, Ramayan discourse, theistic exhibition of Shri Krishna-Lila, film show of Shri Krishna-Lila, Shri Chaitanya-Lila, Shri Ram-Lila etc. will be held at

SHRI MEGHALAYA GOUDIYA MATH, TURA

as previous years according to the following programme. All are cordially requested to co-operate and sympathise the renowned society irrespective of caste and creed this holy function.

Yours ;

In the Service of the Supreme Lord,

Members of

SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI (Regd.)

—: Programme :—

Religious Conference

All the meeting will be presided over by the present President-Acharyya of Shri Goudiya Vedanta Samiti (a religious organisation, situated all over India), Tridandi-Swami 108Shri **Shrimat Bhakti Vedanta Baman Goswami Maharaj.**

31-8-83 Wednesday : (6-30 P. M. to 9 P. M.)

Subject :- **Lord Shri Krishna and His Philosophy.**

Inauguration by :- *Tridandi-Swami B. V. Yati Maharaj.*

Chief Guest :- *Mr. Senford Marak, Honourable Health-Minister of Meghalaya.*

Chief Speaker :- *Tridandi-Swami B. V. Acharyya Maharaj.*

—: Presidential Address :—

* * * * * *

RAM LILA KIRTAN (In Bengali)

From 21-00 to 22-30

By Shyamal Krishna Dasadhikari,
Rag-Bhushan (Radio-Artist)

1-9-83 Thursday : (6-30 P. M. to 9 P. M.)

Subject :- Sanatan Dharma and World Problem.

Chief Guest :- *Mr. D. N. Arya,*
Asstt. Commandant, 96Bn. B. S. F., Tura.

Chief Speaker :- *Prof. T. K. Das, Tura Govt. College.*

Short Speech by :- i) *Mr. P. K. Azim*
ii) *Tridandi-Swami B. V. Baishnav Maharaj*
iii) *Tridandi-Swami B. V. Sannyasi Maharaj*
iv) *Tridandi-Swami B. V. Vishnu Maharaj*

—: Presidential Address :—

* * * * * *

RAM LILA KIRTAN (In Bengali)

From 21-00 to 22-30

By *Rag-Bhushan* (Radio-Artist)

All India Pilgrimage Film Show : By—

Shri Kamalapatidas Brahmachari, Bhakti-Kushum.

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৫শ বর্ষ | ২৫ হৃষিকেশ, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৭ গৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, শনিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭|৯|১৯৮৩ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরাধারমণ-গুরুবর-স্মরণাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রাতঃ শ্রীতুলসী-নতিঃ স্ব-করতস্তৎ-পিণ্ডিকা-লেপনং
তৎসান্মুখ্যমথ স্থিতিঃ স্মৃতিরথ স্ব-স্বামিনোঃ পাদয়োঃ।
তৎসেবার্থ-বহু-প্রসূন-চয়নং নিত্যং স্বয়ং যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥১॥

যিনি প্রতিদিন শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণাম করেন এবং স্বহস্তে সেই তুলসী-দেবীর পিণ্ডিকা [অর্থাৎ বেদি] লেপন করেন, অনন্তর তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আপন ইষ্টযুগলকে স্মরণ করেন এবং স্বয়ংই ইষ্টসেবা নিমিত্ত বহুবিধ পুষ্প-চয়ন করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥১॥

মধ্যাহ্নে তু নিজেশ-পাদ-কমল-ধ্যানার্চ্চনান্নার্পণ-
প্রাদক্ষিণ্য-নতি-স্তুতি-প্রণয়িতা নৃত্যং সতাং সঙ্গতিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থ-সীধু-মধুরাস্বাদঃ সদা যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥২॥

যিনি মধ্যাহ্নে প্রতিদিন অভীষ্ট-যুগলের চরণ-কমল-ধ্যান ও অর্চ্চন অন্ন-নিবেদন, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তবপাঠ, প্রণয়-প্রকাশ, নৃত্য, সাধুসঙ্গ ও শ্রীমদ্ভাগবতার্থের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে হর্ষভরে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥২॥

প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি-যুগং নতিস্তুতি-জয়ং কর্ত্তুং মনোহত্যুৎসুকং
সায়ং গোষ্ঠমুপাগতং বনভুবো দ্রষ্টুং নিজ-স্বামিনং।
প্রেমানন্দ-ভরেণ নেত্র-পুটয়োর্দ্ধারা চিরাৎ যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৩॥

সায়ংকালে স্বামী গোচারণ করিয়া বনভূমি হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া প্রণাম, স্তবপাঠ ও জয়-ঘোষণা করিবার জন্য যাঁহার মন অত্যন্ত উৎসুক হয় এবং প্রেমানন্দভরে নেত্রযুগল অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিতেছি ॥৩॥

রাত্রৌ শ্রীজয়দেব-পদ্য-পঠনং তদ্গীত-গানং রসা-
স্বাদো ভক্ত-জনৈঃ কদাচিদভিতঃ সঙ্কীর্ত্তনে নর্ত্তনং।
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস-কেলানুভবাদ্ উন্নিদ্রতা যস্য তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৪॥

রাত্রিকালে যিনি শ্রীজয়দেবরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং তদ্রচিত গীত গান করেন ও ভক্তসমূহের সহিত রসাস্বাদন করেন, কোন সময়ে সঙ্কীর্ত্তনে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করেন এবং উন্নিদ্র হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-কেলি অনুভব করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে বন্দনা করিতেছি ॥৪॥

নিন্দেত্যক্ষরয়োর্দ্বয়ং পরিচয়ং প্রাপ্তং ন যৎকর্ণয়োঃ
সাধূনাং স্তুতিমেব যঃ স্বরসনামাস্বাদয়ত্যন্বহং।
বিশ্বস্তং জগদেব যস্য ন পুনঃ কুত্রাপি দোষগ্রহঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৫॥

"নিন্দা" এই অক্ষরযুগই যাঁহার কর্ণদ্বয় সহ পরিচয় করে নাই, যিনি প্রতিদিন আপন জিহ্বাকে সাধুসকলের স্তুতি আস্বাদন করাইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র জগৎকেই বিশ্বাস করেন, কোন স্থলেই দোষ গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দের সহিত বন্দনা করিতেছি ॥৫॥

যঃ কোঽপ্যস্ত পদাব্জয়োর্নিপতিতো যঃ স্বীকরোত্যেব তং
শীঘ্রং স্বীয়-কৃপা-বলেন কুরুতে ভক্তৌ তু সত্ত্বাস্পদং।
নিত্যং ভক্তি-রহস্য-শিক্ষণ-বিধির্যস্য স্বভৃত্যেষু তং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৬॥

যে কেহ পাদপদ্মে নিপতিত হইলেই যিনি তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সুপাত্র-জ্ঞানে শীঘ্রই তাঁহাকে ভক্তিমার্গে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামে গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে বন্দনা করিতেছি ॥৬॥

সর্ব্বাঙ্গৈর্নত-ভৃত্য-মূর্দ্ধ্নি কৃপয়া যস্য স্বপাদার্পণং
স্মিত্বা চারু কৃপাবলোক-সুধয়া তন্মানসোদাসনং।
তৎপ্রেমোদয়-হেতবে স্বপদয়োঃ সেবোপদেশঃ স্বয়ং
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৭॥

কোন ভৃত্য সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে যিনি কৃপা করিয়া আপন চরণ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করেন এবং মনোহর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কৃপাদৃষ্টিরূপ-সুধা সঞ্চার করিয়া তাঁহার মানসকে বিষয়-বিরক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেম সঞ্চারার্থ স্বয়ংই স্বপদের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া হর্ষভরে প্রণাম করিতেছি ॥৭॥

রাধে ! কৃষ্ণ ! ইতি প্লুত-স্বর-যুতং নামামৃতং নাথয়ো-
র্জিহ্বাগ্রে নটয়ন্নিরন্তরমহো ! নো বেত্তি বস্তু ক্বচিৎ।
যৎকিঞ্চিদ্ ব্যবহার-সাধকমপি প্রেম্নৈব মগ্নোঽস্তি যঃ
শ্রীরাধারমণং মুদা গুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ ॥৮॥

যিনি প্লুত স্বরে স্বামি-যুগলের "হে রাধে ! হে কৃষ্ণ !" এই নামামৃত নিরন্তর জিহ্বাগ্রে নর্ত্তন করাইয়া থাকেন, এবং সংসার নির্ব্বাহোপযোগী কোন বস্তুই অবগত হইতে পারেন না, কারণ সর্ব্বদা প্রেমেই মগ্ন থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ নামক গুরুবরকে আমি ক্ষিতি-লুণ্ঠিত হইয়া আনন্দসহকারে বন্দনা করিতেছি ॥৮॥

ত্বৎপদাম্বুজ-সীধু-সূচকতয়া পদ্যাষ্টকং সর্ব্বথা

যাতং যৎপরমাণুতাং প্রভুবর ! প্রোদ্যৎ-কৃপা-বারিধে ! ।

মচ্চেতভ্রমরোঽবলম্ব্য তদিদং প্রাপ্যাবিলম্বং ভবেৎ-

সঙ্গং মঞ্জু-নিকুঞ্জ-ধাম্নি যুবতাং ত্বৎস্বামিনোঃ সৌরভম্ ॥৯॥

হে প্রভুবর ! হে প্রোদ্বেলিত-কৃপাসমুদ্র ! এই পদ্যাষ্টক সর্ব্বপ্রকারে আপনার পাদরূপ কমলের মধু সূচনা করিতেছে। আমি প্রার্থনা করি আমার চিত্ত-ভ্রমর সেই কমলকে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে ভবৎ-সঙ্গগুণে মনোজ্ঞ-নিকুঞ্জ-রঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৌরভ লাভ করুক ॥৯॥

সজ্জন—শান্ত (১১)

বৈষ্ণব-অপরাধী সাউরীর সহজিয়াই অশান্ত

শুদ্ধবৈষ্ণব বা সজ্জনই একমাত্র শান্ত। অসজ্জন হইতে কেহই ইচ্ছা করেন না সত্য, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধী হইয়া অসৎ-স্বভাবকে নিজ-স্বভাব বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া মায়াবদ্ধ অহঙ্কারী জীব 'অশান্ত' নামে আখ্যাত হন। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব। অসজ্জন বৈষ্ণবাপরাধক্রমে অপ্রাকৃত-দর্শন-বিমুখ হইয়া প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শামোদে ছট্‌-ফট্‌ করিতে থাকায় তাঁহার অহঙ্কারের ক্রিয়াই পরিস্ফুট হয়। তিনি সেই বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হইতে অশান্ত হন যে, শ্রীশুদ্ধভক্ত সজ্জনকেও অহঙ্কারযুক্ত-ভাবপূর্ণ আরোপ-পূর্ব্বক তাঁহাকেও নিজ সদৃশ জ্ঞান করেন। প্রাকৃত অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি তিনি কোন দিন সজ্জন শান্তের আদর্শ দেখিবার চক্ষু পান, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, সজ্জনই কেবল শান্ত আর সঙ্কীর্ণ জড়বুদ্ধি বৈষ্ণব-পরিচয় আকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াই কেবল অশান্ত।

জীবের স্বরূপ ও তাহার ক্রমোন্নতি

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল স্থলচর বিভেদ ॥

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩৯, ১৪৪-১৪৯)

সাউরীর সহজিয়া নীচ শূদ্র হইয়াও বৈদিক প্রচার করিতে গিয়া অপরাধবশে সংসারে নিমজ্জিত

যাঁহারা জড় বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব জানিয়াছি মনে করে এবং হরি-সেবা-প্রবৃত্তি হইতে স্বীয় স্বভাবক্রমে দূরে অবস্থান করে তাহাদের অনন্তকোটী জীবনেও অপরাধ ছাড়ে না। তাহারা চিরদিনই অপরাধী বা অশান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিবার বাসনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। তাহারা কেহ মুখে বেদ মানে, কেহ বা নিজ যোষিৎসঙ্গময় পাপময় জীবনে বেদালোচনা নিষিদ্ধ জানিয়াও নীচ শূদ্রাভিমানে প্রচারক-নামে প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু হয়। কৃষ্ণেচ্ছায়, আপামর সকলেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করে; সুতরাং উপেক্ষিত হইয়া তাহারা বৈষ্ণবাপরাধে অশান্ত হইয়া উত্তরোত্তর সংসারে নিমজ্জিত হয়। বেদের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অসৎ অশান্ত বৃত্তিসমূহকে তত্ত্বনামে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে।

সহজিয়ারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের নিন্দা করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত হয় এবং পরে সজ্জনের পায় পড়িয়া ত্যাগী বৈষ্ণব হয়

বেদ মুখে মানিয়া হরি-ভজন-বিমুখ বদ্ধ অহঙ্কারী জীব বেদ-নিষিদ্ধ পাপ-সকল করিতে থাকে এবং তীব্র প্রতিবাদচ্ছলে সজ্জন-সমাজকে নিন্দা করে।

কোটী কোটী তাদৃশ জীবনে অশান্তি পাইয়া ক্রমশঃ পাপক্ষয়ে জন্মজন্মান্তরে পুণ্যময় জীবন লাভ করিয়া কর্ম্মী পদবীতে উন্নত হয়। পরে তাদৃশ বিষময় কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা মিছাভক্তকাণ্ড অতিক্রম করিয়া সজ্জনের অমল পাদপদ্মে শান্তিলাভ করে। যে-কালপর্য্যন্ত না কৃষ্ণবিমুখ অশান্ত-বৃত্তির বিষময় ফল উপলব্ধি হয়, যে-কালপর্য্যন্ত না শ্রীসজ্জনের অমল পাদ-পদ্মের মাহাত্ম্য সুকৃতিক্রমে লভ্য না হয়, তৎকালাবধি অহঙ্কারী জীব বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় অশান্ত অহঙ্কারী কপটী জীব-বিশেষ বলিয়া চিৎকার করে।

সহজিয়ার প্রতি ত্রিদণ্ডী শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃত্য

শুদ্ধ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম এই সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন অশান্ত জীবকে কেবল উপেক্ষা করা। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডী ভাগবত মহোদয় যে-ভাবে অশান্ত অহঙ্কারী জীবগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই স্থান প্রত্যেক বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীর অনুক্ষণ আলোচ্য বিষয়। বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী বা ত্যক্তদণ্ড পরমহংসগণ এই অশান্ত জীবকে তাহাদের অশান্তি হইতে উন্মুক্ত করিবেন না, পরন্তু উপেক্ষা করিবেন মাত্র—ইহাই ত্যক্তদণ্ড বা ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্ম।

ঘর-পাগলা সহজিয়াদের শিক্ষার জন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যা

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ত্রিদণ্ডীর ধর্ম্মকেই 'গৃহি-গৌরাঙ্গসেবী' বদ্ধ জীবের সর্ব্বোত্তম বিচার বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই এই ত্রিদণ্ডি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা এবং শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং 'সন্ন্যাস' করিয়া তাহাই ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবের জন্য স্বয়ং আস্বাদন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাই মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের অশান্তিময় ধর্ম্ম অপগত হইবে। বদ্ধজীব কৃত্রিম সাত্ত্বিক বিকার অথবা বাবাঠাকুরের সন্তান প্রভৃতি অসৎ পরিচয় ছাড়িয়া সজ্জন হইতে পারিবেন।

সাউরীর সহজিয়ার স্বভাব ও ত্রিদণ্ডীর সহিষ্ণুতা

"দুর্জ্জনগণ" বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডীকে তিরস্কার, অপমান, উপহাস, হিংসা, তাড়না, (রাজদ্বারে) আবদ্ধ ও নানাপ্রকারে বঞ্চনা করেন। কোন সময় ত্রিদণ্ডীকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার গাত্রে থুথু ফেলেন, প্রস্রাব করিয়া দেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভজনে নানাপ্রকার ব্যাঘাত করেন। ত্রিদণ্ডী, দুর্জ্জনের কথায় আপনার ভজন-নিষ্ঠা ত্যাগ না করিয়া স্বয়ং সমস্ত সহ্য করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে

বলিলেন, যাঁহারা দুর্জ্জনের বাক্যে ক্ষুব্ধ না হন, এরূপ সাধু জগতে বিরল। অসজ্জনের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ, অরুন্তুদ (ক্লেশদায়ক), কেবল হরিভক্তি থাকিলে তিনি সহ্য করিতে সমর্থ।

অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বৈরাগ্য স্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে

অবন্তী দেশে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নানাপ্রকারে ধন সঞ্চয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার কৃপণ স্বভাব ও লোভ বশতঃ গ্রামবাসিগণ, দেবগণ এবং অন্যান্য অনেকেই তাঁহার প্রতিকূল হইলেন। এই প্রতিকূল আচরণের ফলে তিনি সকল প্রাকৃত বিষয় হইতে অপসারিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্যে উপনীত হইলেন। বৈরাগ্য উদয় হইবামাত্র তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি ভগবানের নিষ্কপট করুণার উদয় হইয়াছে।

অনধিকারীর সন্ন্যাসদান ও স্বয়ং ত্রিদণ্ডগ্রহণ

তিনি আপনাকে নিত্য কৃষ্ণদাস জানিয়া ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি তুর্য্যাশ্রম-সংস্কার **'স্বয়ং' গ্রহণ করিলেন;** যেহেতু কৃত্রিমভাবে তাদৃশ সংস্কার এক ব্যক্তি অপরকে দিতে অসমর্থ এবং **কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে ছল-বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেও অসমর্থ।** সন্ন্যাস গ্রহণকালে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্যের আদর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভৃতি কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু তাদৃশ আদর্শের অনুকরণে গুরুর নিকট হইতে কৃত্রিম বৈরাগ্য-গ্রহণ পন্থাই যে সমীচীন—এরূপ সজ্জনগণ বলেন না। বিবিৎসা বা বৈধ-সন্ন্যাসে আনুষ্ঠানিক পৌরোহিত্য স্বীকৃত আছে।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর প্রতি অশান্ত ব্যক্তিগণের অত্যাচার

আবন্তিক ভিক্ষু মহাশয় লৌকিক নিজ-ভোগ্য সকল পরিত্যাগ করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া, যখন হরিভজনোদ্দেশে স্বীয় ত্রিদণ্ড গ্রহণের সদাচার প্রদর্শনে বাহির হইলেন, তখন গৃহমেধী অশান্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাকে 'বৃদ্ধ যুবক'ও 'বালক' হইয়া তাঁহার ত্রিদণ্ডে টান লাগাইলেন, তাঁহার কমণ্ডলু, কন্থা, যজ্ঞসূত্র, মালিকা কাড়িয়া লইতে গেলেন, তাঁহার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে অসজ্জনগণ থুৎকার ও প্রস্রাব করিয়া দিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য মস্তকে পদাঘাত করিলেন, কেহ বলিতে লাগিলেন, এই ত্রিদণ্ডী চোর, বিষয় রক্ষা করিতে না পারিয়া, ভোগে অসমর্থ হইয়া ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন;

লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিতেছেন, এই ত্রিদণ্ডীকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধ, ইহাকে সকলে মিলিয়া বধ কর, ইহার সন্ন্যাসের দ্রব্যগুলি অপহরণ কর, ইনি ধর্ম্মধ্বজী এবং শঠ, মৌনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বকের ন্যায় কপটাচারী প্রভৃতি নানা দুর্ব্বাক্য বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডীর ভাগ্যে চিরদিনই ঘটিতে থাকিল।

অত্যাচারীর প্রতি ত্রিদণ্ডীর শান্ত ব্যবহার

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু আপনাকে এই অরুন্তুদ বাক্যবাণে অথবা অসতের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সন্তপ্ত মনে না করিয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই, যে-সকল অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন বিষয়-মদে প্রমত্ত হইয়াছে এবং ভগবানকে মায়িক অবতার মনে করে, তাহারা কিছু বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী নহে, তাহাদের ধর্ম্ম, বৃত্তি ও আচরণ পরিবর্ত্তিত করাইয়া আমি কোন পার্থিব শান্তি চাই না। যেদিন তাহারা বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবে, সেইদিন তাহাদের ঐ প্রকার অসদ্বৃত্তি আপন হইতেই নিবৃত্ত হইবে। আমি কেন উহাদের প্রচণ্ড রঙ্গ-রসের প্রতিবন্ধক হই? জীব মাত্রেই যখন স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস তখন তাহাদের প্রচণ্ড বিরূপ-নৃত্য 'একদিন না একদিন' থামিয়া যাইবে। আমি বর্ত্তমানকালে আমার ভজন-নিষ্ঠা ছাড়িয়া দুর্বৃত্তদিগকে প্রত্যুত্তর-সূত্রে অথবা তাহাদের জিজ্ঞাসাত্মক কৌতূহল পরিতৃপ্তির ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাহারা অশ্রদ্দধান, কোন কথা তাহাদের বর্ত্তমান প্রমত্ততায় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত বা শান্ত-করণই ত্রিদণ্ডগ্রহণ

আমি ত্রিদণ্ডী—ভাগবতদাস; সুতরাং কায়মনোবাক্যে তাহাদিগকে কোন প্রকার উদ্বেগ দিতে ইচ্ছা করি না। আমি বিশুদ্ধ মহাজনের পথের অনুসরণ করিয়া দুর্বৃত্তগণের চতুর্ব্বর্গরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানপথত্রয়ে বিচরণ করিব না। সজ্জন শান্তগণ যে কৃষ্ণৈক-শরণতা আশ্রয় করিয়া সমগ্র জাগতিক দুর্বৃত্তি ছাড়িয়া হরিভজন করিয়াছেন আমিও সেইরূপ করিব। আমি দুর্জ্জনগণের হিংসা-বহ্নির ইন্ধন স্বরূপ হইয়া তাহাদের অশান্তির বৃদ্ধি করাইব না।

ত্রিদণ্ডীর গৈরীক-বেষ ঘরপাগলা সহজিয়াদের কোপের কারণ এবং শান্তগণের তাহাতে উপেক্ষা

শ্রীগৌরসুন্দর এই গাথা গান করিয়াই নিজাশ্রিত বৈষ্ণব ত্রিদণ্ডিগণকে শ্রীহরিভজনের যে পথ দেখাইয়াছেন তদনুসরণেই প্রাচীন বেষ-পদ্ধতিগুলিতে

ত্রিদণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। "গৃহী-গৌরাঙ্গের" সেবক গৃহমেধী-যাজ্ঞিকের এই সকল কথা ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কোনদিন প্রবেশ করিবে না। **তাহারা সঙ্কীর্ণ মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া বৈধ ও অবৈধ প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া জড়ভোগকেই প্রেম বলিয়া জাহির করিবে।** কিন্তু সজ্জনগণ এরূপ ঘৃণিত বৈধাবৈধ দুইপ্রকার প্রকৃত সহজিয়াবাদকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করিয়া শ্রীব্রজবাসী গোস্বামিবর্গের নির্দ্দিষ্ট শ্রীরূপানুগ ভজনমার্গে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারা সহজিয়াদিগের ঘৃণিত জড়ভোগময় হিংসোত্থ তীব্র প্রতিবাদকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

ভক্ত্যধিকার বিবেক

কর্ম্ম-জ্ঞান-বিরাগাদি-চেষ্টাং হিত্বা সমন্ততঃ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যং তং শ্রীচৈতন্যমহং ভজে॥

প্রথম প্রবন্ধে 'শ্রদ্ধা ভক্তির স্বরূপ,' দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভক্তির ন্যায় প্রকাশ পায় কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নয় যে 'ভক্ত্যাভাস' তৎস্বরূপ, তৃতীয় প্রবন্ধে 'শুদ্ধা ভক্তির স্বভাব'-বিচার করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে 'শুদ্ধা ভক্তি অধিকার'-বিচার করিতেছি। অধিকার ব্যতীত কাহারও কিছু লভ্য হয় না। পুরুষ-যোগ্যতা-বিচারই সকল কার্য্যের সাফল্যের মূল। এই বিচারটী বুঝিতে পারিলে আর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা বহুকাল হইতে গুরুপাদাশ্রয়-করত ভগবন্মন্ত্র লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেন ফলোদয় হয় না? এরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশঃ সমস্ত ভজনে অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য হইয়া পড়ে। অতএব অধিকার বিচারটী বুঝিলে ঐ সমস্ত সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। **সকল লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও তজ্জনিত অশ্রু-পুলকাদি ভক্তি নয়।** অতএব শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য অধিকার নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারীর হরিভজন প্রায়ই কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ হইয়া পড়ে, এইজন্যই তাহাদের মঙ্গলময় ফল সহজে হয় না।

প্রথমে শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারিলে হরিভজনটী শুদ্ধা ভক্তিরূপে অতি শীঘ্র ভাব-ফলকে উদয় করে। অতএব অধিকার-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা-শাস্ত্র হইতে এই বচনটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন ;—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ (গীঃ ৭।১৬)

হে অর্জ্জুন! বহু পুণ্যফলে জীব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া আমাকে ভজনা করে। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতি পুরুষেরাই আমার ভজনের অধিকারী। স্বীয় দুঃখ নাশ করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে আর্ত্ত। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাঁহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে জিজ্ঞাসু। সুখলাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে অর্থার্থী। অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি-সহকারে যিনি তত্ত্ব-দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানী। আর্ত্ত হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থী হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী সুকৃতি শব্দের অর্থ 'ভক্তি-বাসনাহেতু মহৎ-সঙ্গাদিময় কার্য্য' এরূপ লিখিয়াছেন। এতন্মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এই তিন জনের সুকৃতি থাকা-নাথাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতিবশতঃ জাতজ্ঞান হইয়া ভজনা করেন। এস্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

তত্র গীতাদি-যুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা ॥
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যাধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যধিকারীর নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণস্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র কুম্ভীর-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজে আর্ত্ত হইয়াছিলেন। কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলে

ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ কৃপাবলে তাহার আর্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা কিছু হইতে পারে না—এরূপ নিশ্চয় করত মহানুভব সূত গোস্বামীকে জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করায় শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ লাভ করত সূত-কৃপাবলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। ধ্রুব মহাশয় প্রথমে অর্থার্থী হইয়া ভগবানকে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থ-যাচ্ঞা দূর হইল এবং শুদ্ধভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎ-কুমার এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেন, তখন ঐ নির্ব্বিশেষবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। ফলকথা এই যে, যে-পর্য্যন্ত আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ-কষায় তাঁহাদের চিত্তে ছিল, সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধা ভক্তির অধিকার বিচারে শ্রীরূপ এইমাত্র কহিয়াছেন,—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে তখন তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্ত্ত, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকেন এবং চরম জিজ্ঞাসা-দ্বারা ভগবান্ ব্যতীত অন্য গতি নাই,—এই কথাটিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি তদবধারণরূপ শ্রদ্ধা উদিত হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
যুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে 'ভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—"তদেবমনন্য-ভক্ত্যাধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স কথা ভজেত তথা শিক্ষয়তি" অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্য-ভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র শ্রদ্ধা ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন, তাহা কহিতেছেন। 'আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্মফলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বৈরাগ্য লাভ করত অপপোকার কামসকলকে জীবের দুঃখ-দায়ক বলিয়া জানিতে পারেন, অথচ দেহযাত্রার নিমিত্ত এবং পুনর্ব্বাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎপরিমাণ বশীভূত হইয়া সেইসকল কর্ম্মজাত ও কর্ম্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই সমস্ত কামকে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।

পুনরায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াং শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিত।" শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লন নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায়।

শরণাপত্তি কাহাকে বলি ? শ্রীজীব কহিয়াছেন—"জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুবৃত্তি-চেষ্টৈব স্যাৎ", "কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুবৃত্তি চেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অত্যন্ত গুহ্যতম উপদেশদ্বারা ভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন ; যথা,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতান্তর-পূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপত্তির অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর। সে-স্থলে কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে তাহাতে ভয় করিবে না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে আদর। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তির হেতু নয়, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়, তদন্তর্গত আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে, তাহার নাম 'রুচি'। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্য প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু রুচির প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে রুচিরূপা ভক্তি-পরমাণু আছে। সেই ভক্তির সংশ্রবমাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফলদানে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভক্তি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাতেও ভক্তির প্রতি রুচিরূপা একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। সেই রুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ জীবহৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম্ম-শ্রদ্ধা ও জ্ঞান-শ্রদ্ধায় কর্ম্ম-রুচি এবং জ্ঞান-রুচি থাকে, তাহাতে সেই সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকারে প্রাপ্ত। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থশূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া শুদ্ধ-রুচি নাম লাভ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটী পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—

"তস্মাচ্ছ্রদ্ধান ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব।"

অতএব শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অসমর্থ-বুদ্ধিস্বরূপ অনন্য ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণ মাত্র। অতএব ভাগবতে;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে-পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্যন্ত কর্ম্মসকল কর। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্ম্মত্যাগের অধিকার জন্মিল—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

সংশয়-দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইয়াছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধাজননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপবাক্য; যথা,—

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তির প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।১২০)

স্থলবিশেষ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈষৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার যায় না।

অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ একমাত্র শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্তির অধিকারের হেতু,—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল তবে যে কেহ কেহ বলেন যে, কাহারও সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কাহারও শুদ্ধ আলোচনা করিতে করিতে, কাহারও বা সমস্ত বিষয়-বৈরাগ্য হইতে কৃষ্ণকথা শ্রদ্ধা হয়, সে কেবল ভ্রমমাত্র। এমত হইতে পারে, শ্রদ্ধা জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা ছিল, কিন্তু ভালরূপে আলোচনা করিতে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ আলোচনা ও শ্রদ্ধার উদয়—এই দুইটী ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব শ্রীভাগবত-বাক্য যথা ;—

ভবাপবর্গস্য ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

হে অচ্যুত! জীব তোমার প্রতি বহির্ম্মুখ হইয়া-কর্ম্মমার্গে কখন সংসার ও জ্ঞানমার্গে কখন বা অপবর্গ লাভ করিতেছে। এইরূপ চক্রাকারে ভ্রমণ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখন সাধুসমাগম হয়, তবে সেই সাধুসঙ্গ অবধি পরাবরেশ ও সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে তাহার মতি জন্মে। অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করিতে পারে না কেবল সাধুসঙ্গ তাহা করিতে পারে। এইজন্যই শ্রীরূপ নিজ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাত-শ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যাদি।

এবম্ভূত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রদ্ধা ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থলে আর একটি বিচার আছে। **সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ** অর্থাৎ **বৈধী ও রাগানুগা।** শ্রীরূপবাক্য ;—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বৈধী ও রাগানুগা সাধন-ভক্তির পার্থক্য এই প্রবন্ধে বিচারিত না হইলেও চলিত, কিন্তু **ভক্ত্যধিকার-বিবেক** উক্ত তাত্ত্বিক পার্থক্যের বিচার না করিলে অনেক সন্দেহ থাকিবে, এই জন্যই সংক্ষেপে এই স্থলেই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ বিচার করিতে বাধ্য হইলাম। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

কহে পার্থ জনার্দ্দনে
চাহি জানিবারে।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব
অতি সবিস্তারে ॥১॥

প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব
জ্ঞান তথা জ্ঞেয়।
বলিতে সমর্থ তুমি
নহে অন্য কেহ ॥২॥

কহিলেন জনার্দ্দন
শরীরকে ক্ষেত্র।
ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিই নিজে
বিরাজে সর্ব্বত্র ॥৩॥

বশিষ্ঠাদি মুনি ঋষি
কহে বিস্তারিয়া
ব্রহ্মসূত্রে আছে লিখা
কাহিনী ব্যাপিয়া ॥৪॥

বেদেতে লিখিত ইহা
পৃথক্ পৃথক্।
গীত ও কীর্ত্তিত ইহা
আনন্দ বর্দ্ধক ॥৫॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞে ভেদ
বুঝে যেই জন।
সেই জন সজ্জন
লভে শ্রীচরণ ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

ক্ষেত্রে আছে মন-বুদ্ধি
আর অহঙ্কার।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-আদি
পঞ্চম প্রকার ॥৭॥

ক্ষেত্রেতে সুখ-দুঃখ
সংঘাত শক্তি।
ইচ্ছা দ্বেষ আছে তথা
চেতনা ও ধৃতি ॥৮॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়
আছয়ে অব্যক্ত।
রূপ-রস আছে তথা
গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

অহিংসা-সরলতা
আর আত্মজ্ঞান।
জ্ঞানী রহে স্থিরচিত্তে
দম্ভহীন প্রাণ ॥১০॥

শৌচ-ক্ষমা-সংযম
বিষয়ে বৈরাগ্য।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি
জ্ঞানীর আরাধ্য ॥১১॥

ভোগানন্দ নাহি চাহে
ইন্দ্রিয় আরাম।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন রহে
জ্ঞানী জ্ঞানবান ॥১২॥

নাহি মায়া পত্নী-পুত্রে
নহে গৃহাদিতে।
ভালবাসে নির্জ্জনতা
সম ইষ্টানিষ্টে ॥১৩॥
স্থির চিত্তে রহে জ্ঞানী
করে গুরুভক্তি।
তত্ত্বজ্ঞানে প্রিয় মানে
তাহে মতি গতি ॥১৪॥
এই সবে কহে জ্ঞান
জ্ঞানের ভাণ্ডার।
অন্য যাহা আছে তাহা
অজ্ঞান আধার ॥১৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)
অনাদি পরম ব্রহ্ম
সেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়।
জানিলে সে মহেশ্বরে
যোগী হয় শ্রেয়ঃ ॥১৬॥
নিকটে রহেন তিনি
কভু দূরবর্ত্তী।
তিনিই আশ্রয় দাতা
সর্ব্বে সমদৃষ্টি ॥১৭॥
সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা
তিনি গুণাতীত।
ইন্দ্রিয়ে জড়িত নহে
তাহে প্রকাশিত ॥১৮॥
জীবের ধারক তিনি
রহেন নিঃসঙ্গ।
স্থাবর জঙ্গম তিনি
সদা নিত্যানন্দ ॥১৯॥

অন্তরে বাহিরে তিনি
সূক্ষ্ম অতিশয়।
চিনিতে না পারা যায়
তিনি যে বিস্ময় ॥২০॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৮)
প্রলয়েতে ভয়ঙ্কর
স্থিতিতে পালক।
জ্যোতি প্রদানিয়া তিনি
তিমির নাশক ॥২১॥
অবিভক্ত ব্রহ্ম তিনি
নহেক বিভক্ত।
সকল হৃদয় মাঝে
প্রভু প্রতিষ্ঠিত ॥২২॥
জ্ঞান-জ্ঞেয়-ক্ষেত্র আদি
জ্ঞাতব্য বিষয়।
যে জন জানিতে পারে
জ্ঞানী সে নিশ্চয় ॥২৩॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২৩)
অনাদি তাহারা উভে
পুরুষ প্রকৃতি।
প্রকৃতিতে আছে গুণ
নানান বিকৃতি ॥২৪॥
দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের
যতেক বিকার।
প্রকৃতি উহার হেতু
মূল সবাকার ॥২৫॥
প্রকৃতি চেতনা হীন
নাহি অনুভূতি।
জীবে আছে অনুভূতি
করে ভুল ত্রুটি ॥২৬॥

দেহ-অভিমানী জীব
জন্মে বারে বার।
কভু পায় সৎযোনী
কভু কদাকার ॥২৭॥

পরমাত্মা বিদ্যমান
সকল দেহেতে।
তিনি সাক্ষী অনুমন্তা
সকল কর্ম্মেতে ॥২৮॥

পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব
বুঝে যেই জন।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়
সেই ভাগ্যবান ॥২৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৫)

ধ্যানযোগে দেখে কেহ
আত্মা হৃদয়েতে।
কর্ম্মযোগী লভে ইহা
নিষ্কাম কর্ম্মেতে ॥৩০॥

শুনিয়া হিতোপদেশ
গুরুর সকাশে।
উপাসনা করে কেহ
দেখিতে আত্মাকে ॥৩১॥

কেহ বা দেখিতে পায়
তত্ত্বের বিচারে।
সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা আছে
আত্মা জানিবারে ॥৩২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৯)

স্থাবর জঙ্গম আদি
যাহা হয় দৃষ্ট।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে
হয় সব সৃষ্ট ॥৩৩॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে
রহেন ভাস্কর।
বিনাশ প্রাপ্ত না হয়
পরম ঈশ্বর ॥৩৪॥

চলে কর্ম্ম ধরণীতে
প্রকৃতির রীতি।
আত্মা রহে উদাসীন
শাশ্বত স্থিতি ॥৩৫॥

যেইজন জানে ইহা
তিনি ত মহান।
তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা
তিনি জ্ঞানবান্ ॥৩৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩০—৩১)

বিশাল ধরণী রহে
এক ব্রহ্মে স্থিত।
এক ব্রহ্ম ভিন্নরূপে
হয়েক সজ্জিত ॥৩৭॥

আকাশ না রহে লিপ্ত
কোন বস্তু সাথে।
অতি সূক্ষ্ম বলি তাহা
না মিশিয়া থাকে ॥৩৮॥

সেই রূপে শুদ্ধ আত্মা
রহয়ে নির্লিপ্ত।
বহু কিছু ঘটে দেহে
আত্মা অবিঘ্নিত ॥৩৯॥

এক রবি করে আলো
ধরা আলোকিত।
আত্মায় জ্বলিলে আলো
প্রাণী জ্ঞান-দীপ্ত ॥৪০॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।৪৬-৪৭) শ্লোকে ভগবান্ কর্ম্মী-তপস্বী অপেক্ষা ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী এবং তদপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। আবার যাবতীয় যোগীগণ অপেক্ষা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-পরায়ণ ভক্তিমান্ যোগীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করেছেন। যথা—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥"

ভগবদুপাসক বা ভক্তি-যোগী ব্যতীত কর্ম্ম-যোগী, জ্ঞান-যোগী, অষ্টাঙ্গ-যোগী প্রভৃতি বিভিন্ন যোগিগণ ভগবানের পরমনিত্য ভগবত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। ভগবানে ব্রহ্ম-বুদ্ধি বা পরমাত্মা-বুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভক্তির প্রকাশ হয় না। ভক্তিবশ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন,—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি-র্মমোর্জ্জিতা ॥" (ভাঃ ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ— "হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধ্‌তে পারে না।"

কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ, যোগাদি চেষ্টাসমূহ ভক্তি-পথের সোপানও নহে, ভক্তি-পোষকও নহে,— বরং ভক্তির প্রতিকূল। মোক্ষাদি লাভ ভক্তির ফল নয়। মুক্তি স্বরূপে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়,— "তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষাদি কেবল ভক্তির অবান্তর-ফল-মাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বলে সাধুগণের মতে অতি হেয়।" (বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগী প্রভৃতির সঙ্গ-দোষে ভক্তি হানি হয়ে থাকে। "জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ"— (চৈঃ চঃ)। অতএব

ভগবানকে লাভ করতে গেলে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি মার্গের সহায়তার প্রয়োজন নেই।

ঐছে শাস্ত্র কহে— কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ-বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব ভক্তি— কৃষ্ণ প্রাপ্তের উপায়।
অভিধেয় বলি তাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥"　　(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণকে ভক্ত অর্জ্জুন শ্রুত্যুক্ত নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসকগণ ও ভগবানের শ্যামসুন্দর আকারের উপাসকগণের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করলে ভগবান্ বল্লেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥" (গীতা ১২।২)

অর্থাৎ, "শ্রীভগবান্ বল্লেন,— যাঁহারা নির্গুণ শ্রদ্ধার সহিত আমার শ্যামসুন্দর আকারে মনোনিবেশপূর্ব্বক অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ— ইহাই আমার অভিমত।" এস্থলে ভগবানে নির্গুণ শ্রদ্ধা অর্থে ভগবানের সেবা-বিষয়িনী শ্রদ্ধার উৎকর্ষত্ব কথিত হয়েছে। যথা ভাগবতে— "মৎ সেবায়াম্ভ নির্গুণা"— অর্থাৎ, আমার সেবার যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণা" ।

ভগবৎকথায় নির্গুণ শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য হলে নির্গুণ শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন সাধুসঙ্গের আশ্রয়ে হরিকথায় দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মায়। হরিকথায় শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির বিকাশ হ'লে কর্ম্মাদি আর ভাল লাগে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" (ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ— "যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-ভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।"

কৃষ্ণ-সেবায় একমাত্র যোগবিত্তম কৃষ্ণভক্তই অধিকারী। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত ব্রহ্মোপাসক, পরমাত্মোপাসক প্রভৃতি যতপ্রকার যোগবিদ্ আছেন, তাঁহারা

কেহই কৃষ্ণ-সেবার অধিকার পান না। মুক্তিকামী মুনিগণের নির্জ্জনে একাকী তপস্যা স্বার্থপরতার লক্ষণ। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের স্তবে জানা যায়,—

"প্রায়েণ দেব-মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা,
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থ-নিষ্ঠা।" (ভাঃ ৭।৯।৪৪)

অর্থাৎ— "হে দেব, নিজ মুক্তিকামী মুনিগণ নির্জ্জনে মৌন-ব্রত পালন করেন, (কিন্তু) তাঁহারা পরার্থপর নহেন।"

যোগাঙ্গসকল কালক্ষেপণের হেতু এবং ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলে শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥" (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

অর্থাৎ— এই নিমিত্ত যাঁরা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাঁরা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলে থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁদের পক্ষে ঐ সকল সাধন চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছেড়ে তাঁরা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।"

সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিচার করে শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেছেন,— "সমস্ত উপায়ের মধ্যে একমাত্র মহাবলিয়সী শুদ্ধা ভক্তিই অতি শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়।"

কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ, যোগ প্রভৃতিতে স্ব-সুখানুসন্ধান ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রলোভন আছে, তাই তাহা অভক্তির পথ বা প্রেয়ঃ পথ; আর ভক্তিতে ভগবৎ সুখানুসন্ধান ও ভগবানের অহৈতুকী সেবা প্রার্থনা থাকায় তাহাই শ্রেয়ঃ পথ। শ্রেয়ঃ পথেই যথার্থ মঙ্গল হয়। যথা; শাস্ত্র-প্রমাণ,—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥" (কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ— এই দুইটিই মনুষ্যকে আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হ'য়ে একটি— মুক্তির কারণ, অপরটি— বন্ধনের কারণ— এইরূপ বিচার করেন। তাঁরা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ

করে শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করে।”

কর্ম্মাদির পথে সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি তথা কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না। কাজেই ঐ সমস্ত পথে জীব উদ্ধার পেতে পারে না; বরং প্রেয়ঃ পন্থী হয়ে গিয়ে অসুরত্বে পরিণত হয়। কিন্তু ভক্তির পথে জীব অনায়াসে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ও পাদপদ্ম লাভ করে। শুদ্ধভক্তের কাছে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এক হওয়ায় ভগবৎ সেবাই একমাত্র সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য হয়ে পড়ে,—তখন অন্য অভিলাষ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছা প্রভৃতি অনর্থের উদয় হয় না। ভগবানের সেবা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর দ্বারা হয় না। এ'প্রসঙ্গে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা স্মরণীয়,—"মোক্ষ-কামী ভোগ ত্যাগ করলেও ঈশ্বরের উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা লাভ করেন। যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না—উহাতে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টাদশসিদ্ধি লাভ হয়। মোক্ষকামীর (Salvationist এর) কথা ছেড়ে দিতে হবে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটি চায়; সুতরাং সেও নিজে ভোক্তা (recipient)। যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ করেছেন, ভাগবত বলেন,—তিনি ভুল-পথ অবলম্বন করেছেন। ভক্তি হ'লে সবই সহজ লাভ হ'তে পারে। কর্ম্মীগণ এ জীবনে বা পরজীবনে নিজের ভোগ চায়। ভক্তি নির্ম্মল আত্মারই বৃত্তি। যদি আমরা আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি, তবেই অনায়াসে এই পৃথিবী হ'তে পৃথক্ হ'তে পারবো।

পৃথিবীর কোন বিষয় আমাদের চিন্তনীয় নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধ সত্য বস্তু—বাস্তব সত্যবস্তু। সপরিকর সেই বাস্তব সত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়।

সুতরাং চরম কল্যাণ লাভেচ্ছু-ব্যক্তিগণের পক্ষে নিঃশ্রেয় প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ শুদ্ধভক্তিযোগ-পথ পরিত্যাগ ক'রে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথ গ্রহণ করা আদৌ কর্ত্তব্য নয়।

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ-বশহেতু এক প্রেমভক্তি-রস॥ (চৈ চঃ)

ভক্তিপথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং জীবোদ্ধারের সহজতম অকুতোভয় পথ

ভজ্ ধাতু হ'তে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ 'সেবা' করা; অতএব ভক্তির নামান্তর ভগবৎ-সেবা। বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং অনুকূল চেষ্টায় কৃষ্ণ-সেবাই 'ভক্তি'; পরন্তু অসুরদের ন্যায় প্রতিকূল চেষ্টা 'ভক্তি' শব্দ বাচ্য নহে। শাস্ত্রে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎ-সেবাকেই 'ভক্তি' বলা হয়েছে; যথা,—

"ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ
সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা
ভক্তিসাধনে ভূয়সী॥ (গরুড় পুরাণ)

শাস্ত্র আরও বলেছেন,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
(শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র)

অর্থাৎ—"সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ ভগবানের সেবাই ভক্তি। এই ভক্তি ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা-শূন্যা ও কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানপরা হ'লেই নির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়।"

বিষ্ণুতত্ত্বের নারায়ণে অন্যান্যরূপে ভক্তি যেভাবে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা অধিকতর ও পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং কৃষ্ণতত্ত্ব নিবদ্ধ। কৃষ্ণকে পেলে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত জগতে আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না। তাই কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কৃষ্ণই পরমাশ্রয়; কেননা কৃষ্ণের সমস্ত অবতার বা স্বরূপের মধ্যে নন্দ-নন্দন কৃষ্ণস্বরূপ পরম পরিপূর্ণ। শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রমাণে পাই,—'সবিশেষস্বরূপেষ্বপি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্যৈব পরম-পরিপূর্ণত্বাৎ পরমাশ্রয়ত্বং জ্ঞাপিতম্'—শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা (ভাঃ ৩।৯।১৪)। সকল অবতারের অবতারী বৃন্দাবন-নাথ কৃষ্ণ সকল অবতারের রূপ ধারণ করতে পারেন। 'ব্রহ্ম-সংহিতা' শাস্ত্রে ভগবৎ-স্তুতি প্রসঙ্গে সৃষ্টির আধিকারিক দেব আদিকবি ব্রহ্মা বলেছেন,—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥"

অর্থাৎ—"যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হয়ে ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন,— সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" শ্রীউগ্রশ্রবা সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলেছিলেন,—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥"

(ভাঃ ১।৩।২৬)

অর্থাৎ—"হে ঋষিগণ, যেরূপ অক্ষয় সরোবর হ'তে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র প্রবাহসমূহ নির্গত হয়। তদ্রূপ সত্ত্ব-সাগর শ্রীহরি হ'তে অসংখ্য অবতারসমূহ প্রকটিত হন।

কৃষ্ণ হ'তেই ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব ও অবতারাদি উদ্ভূত ; তাই কৃষ্ণকে মূল ভগবান্ বা পরমেশ্বর (Unrestricted God) এবং অন্যান্য ঈশ্বর বা অবতারগণকে ভগবান্ (restricted God) বলে জানা যায়। দেব-দেবীগণ ভগবান্ কৃষ্ণের কর্ম্ম সচিবের মতো আধিকারিক দেবতা, তাঁহাদের কাহারও কৃষ্ণের ইচ্ছা লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা নাই। অন্যদেব উপাসকগণের বিনাশ আছে। ভক্তাধীন ভগবান্ কৃষ্ণ একদা ভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। ভগবানের নিজের প্রতিজ্ঞার অপেক্ষা ভক্তের প্রতিজ্ঞা অধিকতর সুদৃঢ় হবে বলে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখে প্রতিজ্ঞা করালেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"—(গীতা ৯।৩১) অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়! তুমি (আমার হয়ে) প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কখনও নাশ-প্রাপ্ত হন না।"

দেব-দেবীগণ তাঁদের উপাসকগণ কর্ত্তৃক প্রভু কৃষ্ণের মর্য্যাদা লঙ্ঘন হ'লে তাহা সহ্য করেন না এবং নিজ উপাসকদিগকে প্রীতি করেন না। শাস্ত্রে এ' প্রসঙ্গে বহু আখ্যায়িকার তথা সত্য ঘটনার বর্ণনা আছে। শিব-ভক্ত পৌণ্ড্রক শিবের বরে বলীয়ান হয়েও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হয়।

রাবণ ব্রহ্মার উপাসনা করে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নিজের মৃত্যুশর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা রাবণকে নিজ ভক্ত জেনেও রক্ষা করেন নাই এবং রক্ষা করার

চেষ্টাও করেন নাই ; বরং শ্রীরামচন্দ্রকে তার মৃত্যু-শরের কথা বলে দিয়ে বিনাশের চেষ্টা করেছিলেন। দুর্যোধন শ্রীবলদেবের শিষ্য হয়েও কৃষ্ণকে লঙ্ঘন ক'রে সবংশে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হয়েও ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে তা'কে নিধন করেছিলেন। শিব-ভক্ত বৃক শিবের বর প্রাপ্ত হয়ে বরের সত্যতা পরীক্ষার জন্য প্রথমেই শিবের মাথায় হাত দিলে শিবের মৃত্যু হয় কিনা দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌লে শিব মহা ফাঁপড়ে পড়্‌লেন। অবশেষে শিব বিষ্ণুর নিকট এই বিপদ্ থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা জানালে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশে বৃকের কাছে এসে বললেন, —'শিবের কথায় বিশ্বাস করা কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? সে কথায় আদৌ বিশ্বাস ক'রো না। তুমি নিজের মাথায় হাত রেখে দেখ,—তোমার কিছুই হবে না।' বৃক তখন নিজের মাথায় হাত দিল ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল।

এইভাবে দেব-দেবী উপাসকগণ নিজেদের আরোহ-চেষ্টায় কৃষ্ণকে প্রীতি না করে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হলে কোন দেব-দেবীই রক্ষা করেন না এবং রক্ষা কর্‌তেও সমর্থ হন না। দেবতাগণ তাঁদের উপাসকগণ অপেক্ষা কৃষ্ণ-ভক্তদের বেশী প্রীতি করেন এবং এমন কি কৃষ্ণ-ভক্ত বিদ্বেষী নিজেদের উপাসকগণকে বিনাশ ক'রে কৃষ্ণভক্তকে রক্ষা করেন। উদাহরণ স্বরূপে একটি শাস্ত্রের কাহিনী বিবৃত কর্‌ছি। কাহিনীটি এই ;—পুরাকালে ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরত হরিদ্বারে গণ্ডকী নদীর তীরে আরাধনা-কালে নদীর জলে পতিত এক হরিণীর শাবককে বাঁচিয়ে প্রীতিভরে বহু সেবা-যত্নে লালন-পালন করেন। তিনি মৃত্যুর সময় হরিণ-শিশুটির চিন্তায় নিরত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর হরিণজন্ম প্রাপ্ত হন। তৎপরে হরিণ-দেহ ত্যাগ ক'রে একজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মলাভ করেন। তিনি জাতিস্মর থাকায় যাতে আর পতন না হয়, সেজন্য মূর্খ, বোবা ও কালার মত হয়ে থাকৃতেন। লোকে তাঁকে জড় ভরত বল্‌ত। ঐ জন্মে পিতা-মাতার পরলোক গমনের পর তিনি তাঁর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের নানা নির্য্যাতন সহ্য কর্‌তে থাকেন। ভ্রাতাদের আদেশ প্রতিপালন কর্‌লেও তাঁকে ভ্রাতারা অবজ্ঞা কর্‌ত। তিনি মূর্খের ভান ক'রে ভগবচ্চিন্তায় ও ভগবন্নামে বিভোর হয়ে থাকৃতেন।

একদিন এক ডাকাত-সর্দ্দার ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দেবার জন্য একটা লোক খুঁজে পায়। কিন্তু কোন্ ফাঁকে সেই লোকটি পালিয়ে যায়। তখন সেই লোকের অন্বেষণ করতে করতে সর্দ্দার ও তার দলবল জড়-ভরতকে একটা ক্ষেতে পাহাড়া দিতে দেখতে পায়। জড়-ভরত তাঁর ভ্রাতাদের নির্দ্দেশে ঐ ক্ষেতে পাহাড়া দিচ্ছিলেন। ডাকাতরা জড়-ভরতকে ধরে দেবী ভদ্রকালীর মন্দিরে বলি দেবার জন্য নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে স্নান করিয়ে ও বস্ত্রাদি পরিয়ে দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে বলির যূপকাষ্ঠে প্রবেশ করালো। পরম বৈষ্ণব জড়-ভরত বরাবর নির্ব্বিকার ও কৃষ্ণভক্তি সুধাপানে মত্ত, তাঁহার দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বোধ নেই। তিনি সেই সময় সমাধি-মগ্ন হ'লেন। ডাকাতরা খড়্গ তুলে যে মুহূর্ত্তে বলি দিতে উদ্যত হ'ল, সহসা সেই মুহূর্ত্ত মধ্যে বিরাট ভয়াবহ প্রচণ্ড তেজোময়ীরূপে ভদ্রকালীদেবী প্রতীমা বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হলেন এবং কৃষ্ণভক্ত জড়-ভরতকে বিনাশোদ্যত নিজ উপাসক ডাকাতগণের খড়্গ ছিনিয়ে নিয়ে সেই খড়্গ দ্বারা ডাকাতদের বধ করেন ও জড়-ভরতকে যূপকাষ্ঠের ফাঁস থেকে মুক্ত করে রক্ষা করেন। কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবগণ বিপদে অবিচলিত থাকেন ও কৃষ্ণ-কৃপায় সর্ব্ব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পান। কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তকে কেহ বা বিনাশ করতে পারে? কৃষ্ণভক্তের জয় অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে এ-সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। যথা—

"সর্ব্ব-দেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্য দৃশ্য যত— সব তোমার কিঙ্কর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূলে কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে॥" (চঃ ভাঃ)

দেব-দেবী পূজকগণ কর্ম্মমার্গীয় এবং কর্ম্মমার্গের ফল অনিত্য। তাই দেব-দেবী পূজকগণ পরিণামে বিনাশপ্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসকগণ ভক্তিমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গের ফল নিত্য; তাই কৃষ্ণভক্ত অবিনাশী। সাধারণের অবধ্য দুষ্ট অসুরদের বিনাশ করার জন্য ভগবানের বৈষম্যদোষ হয় না এবং নির্দ্দয়তাও প্রকাশ পায় না। বরং বিষ্ণুহস্তে নিহত ব্যক্তির উর্দ্ধগতি হয়; আবার কৃষ্ণের হস্তে মৃত্যু হ'লে তাঁর অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে নিহত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন। শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন,— "লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ।" অর্থাৎ "যেরূপ শিশুপুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না সেইরূপ গুণ দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও নির্দ্দয়তা নাই।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বিগ্রহ হ'লেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পরম নিধান। সাধু-পরিত্রাণ, দুষ্কৃতনাশ, ধর্ম্ম-সংস্থাপন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কার্য্য নহে; উক্ত কার্য্যাদি তাঁর দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুদ্বারাই সংঘটিত হয়।

"অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥" — (চৈঃ চঃ)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই নিশ্চিত মনে ও সচ্ছন্দে নিরন্তর প্রেয়সীবর্গের সহিত ব্রজধামে লীলা-বিলাস করতে পারেন ও করেন। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নিশ্চিন্ত ন'ন।

কৃষ্ণের মত দয়াল আর কে আছে? কৃষ্ণকে না পেলে কি কারও মুক্তি হয়? সমস্ত ভগবদ্দ্বেষী মৃত্যুকালে কৃষ্ণকে ভগবান্‌রূপে নিশ্চয় ধারণা না করে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীরূপে ধারণা করেছিল, তাই তাঁরা মুক্তি না পেয়ে কেবলমাত্র ঊর্দ্ধগতি পেয়েছিলেন। কৃষ্ণ বাল্যলীলায় বকাসুর-ভগ্নী পুতনা রাক্ষসীকে নিধন করে ধাত্রীযোগ্য গতি দান ক'রে গোলোকে স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩) উদ্ধব বিদুরকে বলেছিলেন,—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

অর্থাৎ— "অহো! পুতনা অসাধবী হয়েও যাঁহার বধ কামনায় স্তনদ্বয়ে বিষলেপন-পূর্ব্বক পান করিয়েও পুতনা ধাত্রীর ন্যায় পরমাগতি লাভ করল, তাদৃশ, দয়ালু অন্য কে আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হ'ব?

ভগবান্ কাহাকে কখন কিভাবে কৃপা করেন, কেই বা জানে? ভগবদ্দ্বেষী অসুরের মুক্তি-প্রাপ্তি ভগবানের অহৈতুকী (cause-less) কৃপার ব্যাপার। শত্রু অসুরদের প্রতি ভগবানের যদি এত দয়া হয়, তা'হলে ভক্তের প্রতি তাঁর কিরূপ অসীম দয়া তাহা সহজেই অনুমেয়। ভক্তের প্রতি তাঁর কৃপা সর্ব্বদা অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে। তাঁকে কিছুমাত্র আপন জ্ঞান করলেই তিনি প্রীত হ'ন। তাঁর আশ্রিত ভক্তের প্রতি তিনি এমনই ক্ষমার্হ যে অপরাধের বিচার না করেই সংসার থেকে উদ্ধার করেন। "সঙ্কল্প মাত্রেণাপি প্রীতঃ সিদ্ধত্বাৎ"— (চক্রবর্ত্তী-টীকা) অর্থাৎ— "ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করবার জন্য যত্ন করা তো দূরের কথা, তাঁকে প্রসন্ন করবার ইচ্ছা জাগলেই তিনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন। শ্রীহরির এত অপার করুণা।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ঠাকুর শ্রীল বিল্বমঙ্গল

পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কৃষ্ণবেন্বা নদীর তীরে একটী সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্রপল্লীতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাস ছিল। ইনি রামদাস নামক কোনও ঐশর্য্যশালী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; দুরদৃষ্টক্রমে ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণবেন্বা নদীর পর-পারস্থিত চিন্তামণি নামক একটী বেশ্যার কুহকে পড়িয়া তাহার কামে আসক্ত হন। ইঁহাকে কেহ কেহ শিহ্লনমিশ্র বলিয়াও অভিহিত করেন। কিছুদিন পরে ঠাকুরের পিতা পরলোকগমন করিলে তাঁহার শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন হয়। জমিদার-বাড়ীতে, মহাসমৃদ্ধে শ্রাদ্ধের ঘটা হইল ; নানাদেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী-সকল আসিয়া শ্রাদ্ধ-সভায় শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন ; ভাটেরা স্তোত্র, বন্দনা, পাঠ করিতে লাগিল ; শ্রীগীতা মহাভারত ব্যাখ্যা হইতে লাগিল ; সহস্র সহস্র কাঙ্গাল, দীন, দুঃখী আসিয়া শ্রাদ্ধবাসরে ভোজন করিতে লাগিল। 'দিয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরোহিতগণ যজ্ঞে স্বাহা-স্বধা বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিতে লাগিলেন —অগ্নিদেবের লেলিহান জিহ্বা চৌদিক বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ; পট-মণ্ডপ নানা পতাকা, বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইল ; সবেমাত্র ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ভোজনে বসিয়াছেন ; অর্দ্ধমাত্র ব্রাহ্মণদিগের ভোজন হইয়াছে ; ঠাকুরের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই। এহেন পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ-বাসরে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর —চিন্তামণির চিন্তায় বিভোর। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, উন্মত্তভাবে লুচি, মণ্ডা, মালপোয়া উৎকৃষ্ট উপকরণাদি একটী বস্ত্রে বাঁধিয়া সেই পুটলী স্কন্ধে বহন করিয়া,—চিন্তামণির বাটীর দিকে ছুটিলেন। তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান নাই—এমনি কুহকিনী মায়ার মোহ ; তিনি কোন একটী কর্ম্মচারীর প্রতি শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট কার্য্যাদির ভার দিয়া দ্রুতবেগে কৃষ্ণবেন্বা নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলা অবসান হইতেছে, সূর্য্যদেব রক্তিম আকার ধারণ করিয়াছেন। সহসা জীবৃন্দের আয়ুহরণ করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন ; দৈব-দুর্য্যোগবশতঃ এমন সময়ে আকাশে নিবিড় মেঘের সঞ্চার হইল। ঘন-ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হইল ; অকস্মাৎ বিজলী চমকিয়া উঠিল,—ঝড়, বৃষ্টি শিলাপাত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষসমূহ বায়ুবেগে সমূলে উৎপাটিত হইতে লাগিল, বজ্র-নির্ঘোষে সকলের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল ; ঠাকুরের এ-দুর্য্যোগেও

ভ্রূক্ষেপে নাই—তিনি খাবার পুঁটলীটি সযত্নে বগলে করিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বনাশ! তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কোনও নৌকা নাই—প্রবল ঝড়ের ভয়ে সকলেই নদীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাতে দিনমণি অস্তমিত, কি প্রকারে নদী পার হইবেন ভাবিতেছেন; কিছুই কুল-কিনারা পাইলেন না। এমন সময়ে দেখিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠের মত কি একটা তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে! তিনি 'জয় ভগবান্ তোমার কি দয়া!' বলিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। নদীর উত্তাল তরঙ্গে তিনি জীবনের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করত অতি কষ্টে নদীর পরপারে পৌঁছিলেন।

ঠাকুর ক্রমশঃ চিন্তামণির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; চৌদিকে প্রাচীর, ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই পথ নাই। তিনি 'চিন্তামণি! চিন্তামণি!' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কবাটে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃষ্টির শব্দে তাঁহার কোন শব্দই ভিতরে প্রবেশ করিল না, তাঁহার চীৎকার বিফল হইয়া গেল। এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীর-গাত্র হইতে লম্বমান একটী দড়ি ঝুলিতেছে। ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, 'জয় ভগবান্' বলিয়া ঐ দড়ি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাচীরের উপরে উঠিলেন। তখন ঝড়, বৃষ্টি, শিলাঘাতে ঠাকুরের সুখের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; মস্তক ঘুরিতেছিল, তিনি বাহ্য-জ্ঞানহারা হইয়া সশব্দে গৃহের অভ্যন্তরে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ভিতরে চিন্তামণি শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার দাসীকে ডাকিয়া বলিল,—"শীঘ্র বাহির যাইয়া দেখদেখি কিসের শব্দ হইল?" সে বাহিরে আসিয়া একটী মৃতবৎ দেহ পড়িয়া আছে—দেখিতে পাইয়া ভীতস্বরে দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠাকুরাণী! ঠাকুরাণী! শীঘ্র এদিকে এস, একটা মড়ার মত কে ভিতরে পড়িয়া আছে। এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি দ্রুত দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, সত্য-সত্যই মৃতবৎ কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া নাড়াচাড়া দিয়া দেখিল,—সে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। তখন ভিতরে যাইয়া চিন্তামণি ও তাহার দাসী অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঠাকুরের সর্ব্ব শরীরে শেক্ দিতে লাগিল। সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইল। এইরূপ যত্ন শুশ্রূষার ফলে ঠাকুরের জ্ঞান কিছু ফিরিয়া আসিল। তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত লোচনে চিন্তামণিকে দেখিতে পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন:—"চিন্তামণি! আমি কোথায়?"

চিন্তামণি ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল—"ওরে ড্যাক্‌রা বামুন! আজ না তোর পিতৃশ্রাদ্ধ? এহেন ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির দিনে এখানে মরিতে আসিয়াছিস্ কেন?" সম্মুখস্থ পুঁটলীটি খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে অনেক মিঠাই মণ্ডা রহিয়াছে। এইসব কাণ্ড দেখিয়া চিন্তামণিও অবাক্ হইয়া গেল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, চিন্তামণি কিছু গরম দুগ্ধ পান করাইয়া ঠাকুরকে সুস্থ করিল। তখন আকাশ বেশ পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। দিব্য চন্দ্রের আলোকে জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক্ আলোকিত হইয়াছে। চিন্তামণি ঠাকুরকে বলিল—"তুমি এরূপ দুর্য্যোগে কিরূপে এখানে আসিলে?" ঠাকুর সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলে, চিন্তামণি বলিল—"চল দেখিয়া আসি, কি প্রকার দড়ি প্রাচীরে ঝুলিতেছে।" পরীক্ষা করিয়া চিন্তামণি শিহরিয়া উঠিল! উহা দড়ি নহে, একটি প্রকাণ্ড সর্প প্রাচীরের একটি গর্ত্তে মুখ দিয়া ঝুলিতেছে। তারপর নদীর তীরে যাইয়া দেখিল, সেটী কাষ্ঠ নহে, একটী মৃত মনুষ্য জলে ভাসিতেছে। সেইজন্য ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ হইতে বিষম দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে পুনরায় সুগন্ধি তৈল দ্বারা গরম জলে স্নান করাইল।

তখন এইসব দেখিয়া চিন্তামণি আবেগভরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"ঠাকুর! তোমার প্রেম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে সত্য। তুমি প্রকৃতই প্রেমিক পুরুষ; কিন্তু তুমি তাহা নিতান্ত অযোগ্য স্থানে অর্পণ করিয়াছ। আমি ঘৃণ্য বেশ্যা, পতিতা; আমার ছায়া স্পর্শ করিলে সুধীগণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও পতিত হইয়াছ। এই ভালবাসা, প্রেম যদি ভগবানে অর্পিত হইত, তবে তুমি সার্থক হইতে।" চিন্তামণির এইপ্রকার বহু উপদেশ শুনিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সহসা ভগবদনুগ্রহে জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি ঐ রজনীতে আর স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ব্যস্ত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তনে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করতঃ প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে গুরু-জ্ঞান করিয়া তাহাকে প্রণামপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে 'হা শ্যামসুন্দর!! হা শ্যামসুন্দর!! তুমি কোথা'—এইভাবে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিলেন। পূর্ব্বের শুভ-সংস্কার-সমূহ তাঁহার জাগিয়া উঠিল, তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সরীসৃপ-সঙ্কুল অরণ্য প্রদেশে ভীত না হইয়া উন্মত্তের ন্যায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে একটি পুষ্করিণীতে জল-পান করিবার নিমিত্ত গমন করিলে, ঠাকুর দেখিতে পাইলেন—একটি পরমাসুন্দরী যুবতী জল ভরিবার

জন্য তথায় আগমন করিয়াছে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল যুবতীর ঐরূপ লাবণ্য দেখিয়া পুনরায় মোহিত হইলেন। ভক্তিপথের কোটী কণ্টকরূপ বহু বিঘ্ন আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া ভীষণ পরীক্ষাও করেন। তাঁহার কৃপা হইলে তবে জীব এই দৈবী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। ঠাকুর ঐ যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যুবতীটি একটী পুরুষ পিছনে আসিতেছে দেখিয়া সভয়ে ঘোমটা দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া তাহার স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

জনৈক বণিক তাহার স্বামী। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে, ব্রাহ্মণ বলিয়া বণিক্ তাঁহার চরণধূলি লইলেন এবং করযোড়ে বিনয়-নম্রভাবে ঠাকুরকে বলিলেন,—আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার মত ব্রাহ্মণকে অতিথি পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি ?"

তখন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বণিককে বলিলেন,—"তোমার স্ত্রীকে অদ্য রজনীতে আমার সেবায় নিয়োগ করিবে—এই আমার অভিপ্রায়।"

বণিক্ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর ! ফল-দুগ্ধাদি আহার করিয়া এই দুগ্ধ-ফেননীভ কোমল শয্যায় আপনি শয়ন করুন, আমি অন্তঃপুরে যাইয়া আমার পত্নীকে আপনার অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছি।"

বণিক্ অভ্যন্তরে গিয়া স্বীয় বনিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমি তোমার স্বামী। আমার আজ্ঞা পালন করিলে, তোমার কোনই দোষ হইবে না। স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলে স্ত্রীর সতীত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে ; তুমি নানাবিধ অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া, সাজসজ্জা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।" বণিক্‌পত্নী স্বামীর আজ্ঞায় নানা বেশ-ভূষায় সজ্জিতা হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে গমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া করযোড়ে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুরের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি বণিক্-বধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ ! তোমার মস্তক-স্থিত দুইটী লোহার কাঁটা আমাকে প্রদান কর।" প্রার্থনামত বণিক্-পত্নী দুইটী কাঁটা উন্মোচন করিয়া যেমন ঠাকুরকে দিয়াছেন, অমনি ঠাকুর ঐ কাঁটা দুইটী লইয়া নিজের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ঠাকুরের চক্ষু হইতে অবিরত দর দর করিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।" তিনি তাহাতে

ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অতি দ্রুতগতিতে হে বৃন্দাবনচন্দ্র ! তুমি কোথায়, বলিতে বলিতে বৃন্দাবনের দিকে ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন ।

কতক দিবস পরে তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত একান্তভাবে আর্ত্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার সেই নিদারুণ আর্ত্তি দেখিয়া কি থাকিতে পারেন? ঠাকুর অন্ধ হইয়া কাতরভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে, ভগবান্ বালকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ভগবানের হস্তস্পর্শ-সুখ অনুভবে, ঠাকুরের আর আনন্দের সীমা নাই। রোমাঞ্চ, কম্প, হর্ষ ইত্যাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারসমূহ তাঁহার শরীরে আবির্ভূত হইল, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অজস্রভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সহসা বালকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত ছিনাইয়া লইলেন। তাহাতে ঠাকুর দুঃখ পাইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে দয়াল ঠাকুর! 'আমার হস্ত হইতে তুমি জোড় করিয়া ছুটিয়া পলাইলে সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় হইতে যদি তুমি পলাইতে পার, তবে জানিব তুমি বীর পুরুষ।" তখন বালকৃষ্ণ তাঁহার পদ্মহস্ত ঠাকুরের চক্ষুতে বুলাইয়া দিলেন মাত্র। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর স্ব-চক্ষে তাহার সম্মুখে অভীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাইয়া সুললিত কণ্ঠে তাঁহার স্তব করিলেন ;—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেম নিমীলিত নেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীভগবানের হস্তস্পর্শে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চৈতন্য হইল। ক্রমে তিনি সিদ্ধ দশায় উপনীত হইলে নিম্ন-লিখিত কবিতাটী বর্ণন করিয়া তাঁহার জীবনের পূর্ব্বাবস্থায় অদ্বৈতজ্ঞানের যে বিষময় ফল তাহার পরিচয় প্রদান করেন।

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

অর্থাৎ —অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণ-দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও, আমি কোন গোপবধূ-লম্পট, শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনের ইঁহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। মূল, টীকা ও ভাষ্য-সহযোগে বঙ্গভাষায় অভিনব আকারে সম্ভবতঃ এই প্রথম। বিশ্লেষণ-সাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় বিরোধিমত খণ্ডনপূর্ব্বক "কৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব"—ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ ইঁহাকে বৈষ্ণব-দর্শন-বিষয়ক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বভারতীয় আকাশবাণী (All India Radio) কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ইহার সম্পর্কে 'গ্রন্থ-সমালোচনা' প্রচারিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে আকাশবাণী ভবন হইতে প্রেরিত পত্রের অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। তত্ত্ব-পিপাসুগণ ইহা সংগ্রহ করিলে ভগবদ্ভক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

সুন্দর বোর্ড বাঁধাই—২৫'০০ টাকা।

ডাকযোগে লইতে হইলে ৩২'০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য।

GOVERNMENT OF INDIA
All INDIA RADIO : CALCUTTA

No. Cal-15 (20'/83-PI

সত্যমেব জয়তে

Eden Gardens,
Calcutta-700001,
Dated the 18th March, '83

Dear Sir,

This is to inform you that the book Siddhanta-ratnam will be reviewed from our Station on 10th April, 1983 at 8.00 a.m. on Calcutta—A service.

Yours faithfully.—
Sd/-Illegible
(Kabita Sinha)
SENIOR PRODUCER
for Station Director

To
Shri Balai Chand Ghosh,
9, Tarak Bose lane,
Calcutta-700002

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৫শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

* শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন : ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ২৯শে পদ্মনাভ, ৩রা কার্ত্তিক (ইং ২১।১০।৮৩) শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখা মঠসমূহে **১৬শ** বর্ষীয় বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—২৮শে ভাদ্র, ১৩৯০ ; ইং ১৪।৯।৮৩

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবাসূচী ঃ—

৩রা কার্ত্তিক, ইং ২১।১০।৮৩ শুক্রবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত **বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৫শ বর্ষ | ২৬ পদ্মনাভ, পত্রাঙ্ক. ৪৯৭ গৌরাব্দ; ৩১ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৯০ ; ইং ১৮।১০।১৯৮৩ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

স্বপ্নবিলাসামৃতাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

প্রিয় ! স্বপ্নে দৃষ্টা সরিদিনসুতেবাত্র পুলিনং
তথা বৃন্দারণ্যে নটনপটবস্তত্র বহবঃ।
মৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং বিবিধমিহ কশ্চিদ্দ্বিজমণিঃ
স বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতীং প্রেমজলধৌ ॥১॥

কোন একদিন নিশাবসানে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রিয়তম! আমি অদ্য স্বপ্নে দেখিলাম যে, কোথাও যেন ঠিক যমুনার ন্যায় কোন একটি নদী অর্থাৎ এই যমুনা যেমন বৃন্দাবন পরিবেষ্টিতা, তদ্রূপ সে দেশীয়

সেস্থান সেই নদীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। এ বৃন্দাবনে যেমন পুলিন সেখানেও তেমন পুলিন, এ বৃন্দাবনে যেমন অনেকেই নৃত্যবিষয়ে পারদর্শী সেখানেও এমনই দেখিলাম। এখানে যেমন মৃদঙ্গাদিবাদ্য, সেখানেও এইরূপ বাদ্য দেখিলাম। এখানে যেমন তুমি ও আমি, তদ্রূপ সেখানে এক দ্বিজ-মণিও দেখিলাম। বিদ্যুতের ন্যায় গৌরাঙ্গ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ যেন এ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমসাগরে ডুবাইতেছেন ॥১॥

কদাচিৎ কৃষ্ণেতি প্রলপতি রুদন্ কর্হিচিদসৌ
ক্ব রাধে ! হা হেতি শ্বসিতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিম্।
নটত্যুল্লাসেন ক্বচিদপি গণৈঃ স্বৈঃ প্রণয়িভি-
স্তৃণাদিব্রহ্মান্তং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ ॥২॥

সেই গৌরাঙ্গ কোন সময়ে রোদন—পূর্ব্বক, হে কৃষ্ণ! বলিয়া প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা হা হা রাধে! তুমি কোথায় রহিলে বলিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনও ভূতলে পতিত হইতেছেন কখন বা ধৈর্য্যশূন্য হইতেছেন, কোন সময় আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছেন, কখন কখন নিজ প্রণয়িগণের সহিত প্রলাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করত ভূমিতে পতন, অচেতন, নৃত্য ও রোদন—এই সকল দ্বারা তৃণাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অত্যন্ত রোদন করাইতেছেন ॥২॥

ততো বুদ্ধির্ভ্রান্তা মম সমজনি প্রেক্ষ্য কিমহো!
ভবেৎ সোঽয়ং কান্তঃ কিময়মহমেবাস্মি ন পরঃ।
অহঞ্চেৎ ক্ব প্রেয়ান্মম স কিল চেৎ ক্বাহমিতি মে
ভ্রমো ভূয়ো ভূয়ানভবদথ নিদ্রাং গতবতী ॥৩॥

এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইল। তাঁহাকে হে রাধে! তুমি কোথায় আছ ইত্যাদিরূপে আমার নাম-গ্রহণাদি করিতে দেখিয়া মনে করিলাম এই পুরুষ কি আমার প্রাণবল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণ? যদি তাই হয় তবে আমি কোথায়? এইরূপে হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে ইত্যাদি কার্য্য দেখিয়া ভাবিলাম, এই দ্বিজমণি আমিই, অন্য কেহ নহে। যদি আমিই হই, তবে আমার প্রিয়তম মাধব কোথায়? এইরূপে বারম্বার আমার ভ্রম হইতে লাগিল, অনন্তর নিদ্রাভিভূতা হইলাম ॥৩॥

প্রিয়ে ! দৃষ্ট্বা তাস্তাঃ কুতুকিনি ! ময়া দর্শিতচরী
রমেশাদ্যা মূর্ত্তীর্ন খলু ভবতী বিস্ময়মগাৎ ।
কথং বিপ্রো বিস্মাপয়িতুমশকৎ ত্বাং তব কথং
তথা ভ্রান্তিং ধত্তে স হি ভবতি কো হন্ত ! কিমিদম্ ॥৪॥

এইরূপে শ্রীরাধার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে প্রিয়ে ! কুতুকিনি ! আমি তোমাকে অনন্তশায়ী নারায়ণাদি বহুবিধ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছি, তাহা দেখিয়া তুমি কখনও বিস্মিত হও নাই, এখন সে ব্রাহ্মণ কি প্রকারে তোমার বিস্ময় জন্মাইতে সমর্থ হইলেন ? আর কেনই বা তোমার চিত্ত ভ্রান্তিযুক্ত হইল ? কি আশ্চর্য্য ! সে বিপ্রই বা কে হয় ? ॥৪॥

ইতি প্রোচ্য প্রেষ্ঠাং ক্ষণমথ পরামৃষ্য রমণো
হসন্নাকূতজ্ঞ ব্যসৃদদথ তং কৌস্তুভমণিম্ ।
তথা দীপ্তং তেনে সপদি স যথা দৃষ্টিমিব ত-
দ্বিলাসানাং লক্ষ্মং স্থিরচরগণৈঃ সর্ব্বমভবৎ ॥৫॥

[তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন সময় বাগ্‌ভঙ্গিচ্ছলে শ্রীরাধা বলিলেন, হে মাধব ! আমাকে নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাও এবং রঘুনাথ দেখাও। এইরূপ প্রিয়ার কৌতুকময় বাক্য শ্রবণান্তে শ্রীকৃষ্ণ, সেই সেই মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, এমন কি অদ্যাবধি কাম্যবনে শেষশায়ী নারায়ণ-মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং কোন দিবস কৌতুকবশে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে প্রিয়তম ! যেমন রহস্যলীলাজনিত-সুখাদি পুরুষের চাঞ্চল্যভাব দর্শন করিয়া স্ত্রীগণ জানিতে পারে, তেমন পুরুষগণ স্ত্রীদিগের মনোগত ভাব জানিতে পারে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে ! আমি একমূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করিয়া থাকি। তখন শ্রীরাধিকা বলিলেন, প্রাণনাথ ! তুমি সকলই মিথ্যা বলিতেছ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার বলিলেন, তবে আমাকে সেই মূর্ত্তি দর্শন করাও, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ছলনা বাক্য বলিয়া তৎপর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায়ে সেই কৌস্তুভ মণিকে সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর তৎক্ষণাৎ সেই মণি এইরূপ দীপ্তি পাইতে লাগিল যে,

শ্রীমতী স্বপ্নাবস্থাতে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তদ্রূপ স্থাবর-জঙ্গমের সহিত তাঁহার বিলাসের চিহ্ন সকল সম্যকরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ॥৫॥

বিভাব্যাথ প্রোচে প্রিয়তম ! ময়া জ্ঞাতমখিলং
তবাকূতং যত্ত্বং স্মিতমতনুথাস্তত্ত্বমসি সঃ ।
স্ফুটং যন্নাবাদীর্যদভিমরত্রাপ্যহমিতি
স্ফুরন্তী মে তস্মাদহমপি স এবেত্যনুমিমে ॥৬॥

তৎপর শ্রীরাধিকা স্বপ্নাবস্থায় যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, প্রকাশিত কৌস্তুভের প্রভাবে জাগরিতাবস্থাতেও সেই সকল দেখিতে পাওয়ায়, "আহা! প্রাণ-বল্লভের চাতুর্য্যের এত প্রাচুর্য্য যে তাহার পরিসংখ্যা করাও অসাধ্য"— এইরূপে নানাবিধ জল্পনা করিয়া পশ্চাৎ বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া বলিলেন, হে প্রিয়তম ! আমি তোমার সকল অভিপ্রায়ই জানিতে পারিলাম। আমি স্বপ্নে যে গৌরকান্তিধারী দ্বিজমণিকে দেখিয়াছি, সেই দ্বিজোত্তম গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ তুমিই, যেহেতু তুমি ঈষৎ হাস্য করিতে সেই গৌরাঙ্গ তুমিই বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু তাহা আমার নিকট স্পষ্ট কিছুই প্রকাশ কর নাই, সেই হেতু আমারও দেহে অভিমান স্ফূর্ত্তি পাইতেছে যে আমিও ঐ গৌরাঙ্গ। উভয়ের এইরূপ অভিমান হওয়ায় বোধ হয় তুমি ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়াই ঐ রূপ হইয়াছি ॥৬॥

যদপ্যস্মাকীনং রতিপদমিদং কৌস্তুভমণিং
প্রদীপ্যাত্রৈবাদীদৃশদখিলজীবানপি ভবান্ ।
স্বশক্ত্যাবির্ভূয় স্বমখিলবিলাসং প্রতিজনং
নিগদ্য প্রেমাব্ধৌ পুনরপি তদাধাস্যসি জগৎ ॥৭॥

হে প্রিয়তম ! যেহেতু তুমি এই কৌস্তুভমণিকে প্রকাশিত করিয়া ঐ মণিতেই আমাদিগের রতিপদ অর্থাৎ রতির স্থান জীবসকলকে বারম্বার দেখাইয়াছ, এখন বোধ হইতেছে যে, স্বয়ংই নিজ শক্তিগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া আপনাকে ও আপনার নিখিল লীলাকে প্রত্যেক লোকের নিকট ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার এই চরাচর জগৎকে প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিবে ॥৭॥

যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিসমক্ষং শ্রুতিবিদা
ভবেৎ পীতো বর্ণঃ ক্বচিদপি তবৈতন্ন হি মৃষা ।

অতঃ স্বপ্নঃ সত্যো মম চ ন তদা ভ্রান্তিরভব-
ত্বমেবাসৌ সাক্ষাদিহ যদনুভূতোঽসি তদৃতম্ ॥৮॥

শ্রীমতী বলিলেন,—হে প্রিয়তম! ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার নামকরণকালে বেদজ্ঞ গর্গাচার্য্য মহাশয় শ্রীব্রজপতি নন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, হে নন্দ! তোমার পুত্র কোনকালে শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল, এখন কৃষ্ণবর্ণ হইল, পুনর্ব্বার কোনযুগে পীতবর্ণও ধারণ করিবে, এই বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। অতএব আমার স্বপ্নও সত্য এই বিষয়ে আমার কোন ভ্রমও হয় নাই। এই গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ তুমিই অনুভবনীয় হইতেছ, তাহাও সত্য ॥৮॥

পিবেদ্ যস্য স্বপ্নামৃতমিদমহো! চিত্তমধুপঃ
স সন্দেহস্বপ্নাত্ত্বরিতমিহ জাগর্ত্তি সুমতিঃ।
অবাপ্তচৈতন্যং প্রণয়জলধৌ খেলতি যতো
ভৃশং ধত্তে তস্মিন্নতুলকরুণাং কুঞ্জনৃপতিঃ ॥৯॥

যাঁহার চিত্তভ্রমর এই আশ্চর্য্য স্বপ্নামৃত অর্থাৎ স্বপ্নবিলাসামৃত পান করিবে, সেই সুমতি অচিরে এই সন্দেহ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবেন। অর্থাৎ শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীশচীনন্দন কি না এইরূপ সন্দেহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া পরে শ্রীচৈতন্যকে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে বিহার করিবেন, যেহেতু সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অসীম ধারণা করেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়েন ॥৯॥

সজ্জন—কৃষ্ণৈকশরণ (১২)

কৃষ্ণৈকশরণই বৈষ্ণবের মুখ্য লক্ষণ

বৈষ্ণবের যে ২৬টী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অপর ২৫টী গুণ তটস্থ বলিয়া লক্ষিত। কৃষ্ণৈকশরণ-গুণই স্বরূপ বা মুখ্য গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণতা যাঁহার নাই, তাঁহার অপর পঞ্চবিংশ গুণের সম্ভাবনা নাই; অথবা তত্তৎগুণ লক্ষিত হইলেও এই গুণের অভাবে ঐগুলি নিত্যভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অন্যান্য গুণ কপটতা করিয়া অসাধুগণ অপরকে প্রদর্শন করিতে পারে; কিন্তু অসজ্জন কখনই কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না।

পরমেশ্বর কৃষ্ণই পরতত্ত্ব এবং একমাত্র শরণ

সজ্জনই একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূল বস্তু, তাঁহা হইতে শ্রীবলদেব প্রভু, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়, পুরুষাবতার-ত্রয় এবং নৈমিত্তিক অবতারাবলী উদয় হইয়াছেন। জীবের পুরুষাবতার-ত্রয়ের জ্ঞান হইলেই তিনি প্রাপঞ্চিক জগতের সকল কথা হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বৈকুণ্ঠ বস্তুর অমলত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যদাস্যই তাঁহার ধর্ম্ম, ইহা বুঝিতে পারেন। সর্ব্বাশ্রয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ-কারণ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের একমাত্র শরণ্য। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের অন্য কোনপ্রকার গতি নাই।

মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত কখনও কৃষ্ণৈকশরণ নহে

যে-জীব সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদ, কর্ম্মকাণ্ড ও অন্যাভিলাষ, মিছা-ভক্তিতে কাল-ক্ষেপ করেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। আবার মুখে কৃষ্ণৈকশরণ বলিলেই যে কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়িয়া যায়, এরূপ নহে। যিনি অকিঞ্চন, তিনিই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন বলিলে মায়াবাদীকে বুঝায় না, কর্ম্মকাণ্ডী সন্ন্যাসীকে বুঝায় না বা অন্যাভিলাষীর ভাষায় প্রাকৃত দরিদ্রতাকেও বুঝায় না।

অকিঞ্চন ভক্তই কৃষ্ণৈকশরণ

শরণাগত বা অকিঞ্চনের লক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই জীব কৃষ্ণেতর মায়ার যাবতীয় মাহাত্ম্যে উদাসীন হন। সেই সকল মাহাত্ম্য বরণ করাতো দূরে থাক, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করেন। যাঁহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবল আছে, তিনি অকিঞ্চন বা শরণাগত হইতে পারেন না; সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যায়।

শরণের ছয় প্রকার লক্ষণ

শরণের লক্ষণ ছয় প্রকার; যথা,—

(১) আনুকূল্যের সঙ্কল্প,

(২) প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন,

(৩) কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস,

(৪) কৃষ্ণকেই গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ,

(৫) কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া তৎ-সেবা ব্যতীত অন্য-চেষ্টা-রাহিত্য, (৬) জড়ের সকল প্রকার অভিমান ছাড়িয়া নিজকে নিতান্ত দীনবুদ্ধি—এই ছয় প্রকার শরণের লক্ষণে লক্ষণান্বিত হইয়া সজ্জন কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন।

মিছা-ভক্তগণ কপট, হিংসক, মৎসর ও পরচর্চ্চাকারী

কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনের কৃষ্ণৈকশরণতা ব্যতীত কৃষ্ণেতর বস্তুর শরণ গ্রহণে প্রবৃত্তি নাই। তবে যাহারা বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা লাভের জন্য কপটতা করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভক্তের শুদ্ধ-ভক্তির অন্যায়-পূর্ব্বক তীব্র প্রতিবাদ করাকে কৃষ্ণৈকশরণতা জানেন, তাহারা মিছা-ভক্ত বা কপটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ভক্তের স্বভাবে পর-চর্চ্চা নাই, অনর্থক তীব্র প্রতিবাদ নাই, পর-হিংসা নাই, মৎসরতা নাই। যাহা সজ্জনে নাই, সেইগুলি মিছাভক্ত কপটীর বৈষ্ণব-পরিচয়-হচ্ছে অন্তঃস্থিত সম্পত্তিপুঞ্জ।

কপটী, মিছাভক্ত ও অসাধু—কৃষ্ণৈকশরণ-বৈষ্ণবের সঙ্গ পাইলে ভক্ত হইতে পারেন

ভগবান্ ও ভক্তের বিদ্বেষ করাই অসাধুর স্বভাব-জাত ধর্ম্ম, উহা কৃষ্ণৈক-শরণতা নহে, কৃষ্ণবিমুখতা মাত্র। কপটী মিছাভক্ত যখনই কৃষ্ণৈকশরণ হন, তৎকালে হরিগুরুবৈষ্ণব-দ্রোহিতার অপকারিতা উপলব্ধি করেন এবং স্বীয় অবৈষ্ণবোচিত বৃত্তিসমূহের হস্ত হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীবের কৃষ্ণৈকশরণতা সুদুর্লভ হইলেও সাধুসঙ্গক্রমে সজ্জনের এই মূলে গুণ বা স্বরূপ-লক্ষণে দৃষ্টি পড়ে। তিনি মৎসরতা ও কপটতা ছাড়িয়া ক্রমশঃ সজ্জনের আদর্শে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করেন।

সজ্জন—অকাম (১৩)

স্বরূপ-বিস্মৃত জীব ত্রিবর্গকামী বা মোক্ষকামী

যে-কালে জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ থাকেন, তখনই তিনি অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার কামনা করেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম-শূন্য হইয়া যে-কামনা তাহার নাম যথেচ্ছাচার, পুণ্যময় কামনাকে সৎকর্ম্ম এবং কামনা-ত্যাগকে মোক্ষ-কাম বলে। কামনা যুক্ত জীব ত্রিবর্গের অনুসন্ধান করেন এবং কামনা-যুক্ত জীব স্বীয় অপবর্গের জন্য যত্ন করেন। ত্রিবর্গকামী অথবা চতুর্থ বর্গ মোক্ষকামী উভয়েই নিজ নিজ মুখ্য কামের দাস। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কামনা বর্ত্তমান থাকায় তাহারা সজ্জন বা অকাম হইতে পারেন না।

কেবলমাত্র বৈষ্ণব-সজ্জনই অকামী বা নিষ্কাম

সজ্জনই একমাত্র অকাম। সজ্জন এই পৃথিবীর কোন দ্রব্যের কামনা করেন না। তিনি বর্ণ ও আশ্রমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণ। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই যাহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, লোভে লুব্ধ হইয়া সজ্জন কামনাবিশিষ্ট হইবেন। শ্রীকৃষ্ণই সজ্জনের একমাত্র কাম্যবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণ-কামে তাঁহার সকল কামনা পর্য্যবসিত। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম সজ্জনের আদৌ থাকিতে পারে না। সজ্জনের সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, সুতরাং কৃষ্ণেতর বস্তু-কামনায় তাঁহার অবকাশ নাই।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব—শান্ত ॥

মিছাভক্ত সহজিয়াগণ অকামী হইতে পারেন না

মিছাভক্ত বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিলেও তিনি কাম-দাস। মিছাভক্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত হইয়া যথেচ্ছাচারের উদ্দেশ্যে কামনা-হীন হইতে পারে না। ভাড়াটিয়া ভক্ত, বান্তাশী ভেকধারী ও অবৈষ্ণব-মিছাভক্ত সকলেই কামনাময়। সজ্জনেরও কামনা থাকে বলিয়া মিছাভক্ত বিশ্বাস করে; কিন্তু মিছাভক্ত ও বৈষ্ণব এক জাতীয় নহে। দেব-পিতৃকামী, জড়সেবাব্রত-দয়ার্দ্র-হৃদয়, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, পুণ্যসঞ্চয়ী, শৌক্র-জাত্যভিমানী মিছাভক্ত অকাম নহেন। ভক্তসহ অভক্তের সাম্যপ্রয়াসী অসৎকামী নিষ্কাম-ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারে না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

বৈধী সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।৫)

জীবের ভক্তিবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার চিৎস্বরূপের অভিন্ন ধর্ম্মবিশেষ জীব বদ্ধ হইয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখতা লাভ করিলে সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন বৃত্তি ও মায়া-প্রসূত জগতের বিষয়গত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ-বিষয়ে

আবিষ্ট হইলে কৃষ্ণানুগত্য লুপ্তপ্রায় থাকে। যে-কোন ভাগ্যেই হউক, জীবের চিৎস্বরূপগত রাগ উদিত হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। প্রেমোদয় সময়ে ঐ রাগোদয় স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াবিষ্ট জীবের যখন রাগ বিকৃত হইয়া তুচ্ছ জড়বিষয়ে কার্য্য করিতে থাকে, তখন কৃষ্ণসম্বন্ধে রাগের অনবাপ্তি বা অনুদয়। তখন ভাগ্যক্রমে উপদেশ লাভ দ্বারা জীব পুনরায় কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিতে থাকে। বেদ ও বেদাঙ্গই উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র। সেই **শাস্ত্রের শাসনক্রমে যে ভক্তি-প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম বৈধীভক্তি।**

এখন রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকে বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা— চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।

বিষয়ী জীবের স্বাভাবিক বিষয়-সংসর্গের ইচ্ছা প্রবল প্রেমরূপে ধাবমানা হয়। তাহার নাম রাগ। সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির স্বাভাবিক চেষ্টা। তদ্রূপ **শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাগ বলা যায়।** সেই রাগ যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহাদের অনুগত হইতে যে-রুচি জন্মে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ঐবিষয়ে এস্থলে এই পর্য্যন্ত। পরে অন্যত্র বিশেষ বিচারিত হইবে। এবম্বিধ রাগানুগা ভক্তিতে কাহার অধিকার আছে তন্নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসি-জনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্ ॥

(ভঃ রঃ সিন্ধু ১।২।১৪৭-১৪৮)

ব্রজবাসী-জনাদি কেবল রাগাত্মিকা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের তত্তদ্ভাব-লুব্ধ ব্যক্তিরাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য-বিষয় শ্রবণ করিলেও লোভ ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ হয় না। অতএব লোভেই রাগানুগা-সাধনভক্তির অধিকার হেতু। শাস্ত্র ও যুক্তি ইহাতে অধিকার-হেতু হয় না।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, বৈধী ভক্ত্যধিকারে শ্রদ্ধাই যেমন একমাত্র হেতু বলিয়া উক্ত হইল, রাগানুগা ভক্ত্যধিকারে লোভই একমাত্র হেতু বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট হইল। এস্থলে বিতর্ক এই যে, প্রথম যে-তর্ক শ্রদ্ধাকে শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে তাহা কি অসম্পূর্ণ? যখন শ্রদ্ধা কেবল একপ্রকার ভক্ত্যধিকারের হেতু, তখন সমস্ত শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল? এস্থলে মীমাংসা এই যে, শ্রদ্ধাই কেবল শুদ্ধ ভক্ত্যধিকারে হেতু, আর কেহই নন। **বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়, শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু।** বিশ্বাস-ময়ীই হউন অথবা লোভময়ীই হউন, একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার-প্রদানে সক্ষম।

বৈধী ভক্তাধিকারী ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রীরূপ-বাক্য, — "উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।" উত্তমাধিকারীর লক্ষণ, যথা—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

বৈধী ভক্তিতে তিনিই উত্তম ও প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়। মধ্যমের লক্ষণ, যথা ;—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

মধ্য শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণপ্রায় অর্থাৎ যখন বলবান্ কুতর্ক উপস্থিত হয় তাহা সমাধান করিতে সক্ষম হন না। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত শ্রদ্ধাবান্ থাকেন।

কনিষ্ঠের লক্ষণ, যথা :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।

কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিন্নিপুণ। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমল। শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা অন্যে তাঁহার শ্রদ্ধাকে ভেদ করিতে পারে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তিন-প্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্রবিধি ও তদনুগত যুক্তিমিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারিদিগের লোভের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে **ভক্তিবিষয়ে নরমাত্রের অধিকার আছে।** ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে। বিদ্যালাভ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বকই হউক অথবা ভাষাজ্ঞানাভাবে সাধুমুখে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বকই হউক, শাস্ত্র-নির্ণীত ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বোধ হইলেই

শ্রদ্ধা জন্মিল, বলিতে হইবে। অথবা ভগবল্লীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগভক্ত ব্রজবাসীদিগের অনুগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্ম্মচর্চ্চা, শম-দমাদি শিক্ষাদ্বারা যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। সাম্প্রদায়িক দীক্ষা লাভ করিয়াও যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায়, সে-পর্য্যন্ত উত্তম ভক্তির উদয় হয় না, কেবল ভক্ত্যাভাসই থাকে। **উত্তমাধিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তম ভক্ত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই লব্ধ হয়।** শ্রবণ-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আগ্রহ ও তত্তৎ সময়ে অশ্রুপুলক-নৃত্যভাব-প্রদর্শনাদি হইলেই যে উত্তমাধিকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; যেহেতু তত্তল্লক্ষণ ভক্ত্যাভাসেও উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বরূপলাভাগ্রহতা ও আর্দ্রতা দেখা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাসগত চরম লক্ষণের প্রতিফলনরূপ মূর্চ্ছাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার যত্ন করিব। তল্লাভের অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ-পদাশ্রয়প্রাপ্তি কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্ববৈষ্ণব দাস নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রচার করিতেছেন,—

শ্রদ্ধা লোভাত্মিকা যা সা বিশ্বাসস্বরূপিণী যদা।
জাতয়েহত্র তদা ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা ॥১॥
ন সাংখ্যং ন চ বৈরাগ্যং ন ধর্ম্মো ন বহুজ্ঞতা।
কেবলং সাধুসঙ্গোহয়ং হেতুঃ শ্রদ্ধোদয়ে ক্রমম্ ॥২॥
শ্রবণাদি-বিধানেন সাধুসঙ্গ-বলেন চ।
অনর্থাপগমে শীঘ্রং শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা ভবেৎ ॥৩॥
নিষ্ঠাপি রুচিতাং প্রাপ্য শুদ্ধভক্ত্যধিকারিতাম্।
দদাতি সাধকে নিত্যমেষা প্রথা সনাতনী ॥৪॥
অসৎসঙ্গোহথবা ভক্তাবপরাধে কৃতেস ত
শ্রদ্ধাপি বিলয়ং যাতি কথং স্যাচ্ছুদ্ধভ ক্তা ॥৫॥
অতঃ শ্রদ্ধাবতা কার্য্যং সাবধানং ফলাপ্তয়ে।
অন্যথা ন ভবেদ্ভক্তিঃ শ্রদ্ধা প্রেম-ফলাত্মিকা ॥৬॥

লোভাত্মিকা বা শাস্ত্র-বিশ্বাস-রূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখনই নর-মাত্রেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণলীলা-গান-প্রিয় সাধুদিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠ অধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুশীলন ও সাধুসঙ্গ-বলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে মধ্যমাধিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিস্বরূপা হইলে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভকালে অসৎসঙ্গ অর্থাৎ বিষয় আসক্ত বা নির্ব্বিশেষ-আসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমল শ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রায় হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না; হয় ছায়া-ভক্ত্যাভাসে, নয় অধিক দুর্দ্দৈব ঘটিলে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়; সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-ফলাত্মিকা শুদ্ধভক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে। শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ্ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥" (চৈঃ চঃ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্তের প্রতি করুণার মহিমা কীর্ত্তন করে শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৮।২৬) স্পষ্ট করে বল্‌লেন,—

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদ পরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃত গিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মনমুপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥"

অর্থাৎ—"হে ভগবান্! ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ আপনাকে ছেড়ে কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল ব্যক্তিগণকে সমস্তকাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন; অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।"

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের যাবতীয় কামনা পূরণ তো করেনই, আবার এমনকি ভক্তের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেন। এতো মহৎ মহিমা কি কাহারও আছে? তিনি সর্ব্ব-দেবেশ্বর। তাঁকে ডাক্‌লে ও ভক্তি কর্‌লে সকল দেবতাও প্রসন্ন হ'ন। 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে' শ্রীশিবজী পার্ব্বতী-দেবীকে বলেছেন,—

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥
তরোর্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥"

অর্থাৎ—"হে দেবি, বেদান্তবেদ্য ভবানের আরাধনার দ্বারা সকলেই প্রসন্ন হন। বৃক্ষমূলে জলসেচন কর্‌লে যেরূপ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আরাধনা কর্‌লে দেবতা প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হ'ন।"

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণের শরণাগত হলে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি আবশ্যকতা নেই এবং দেব, ঋষি, পিতৃবর্গ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। যথা ভাগবতে (১১।৫।৪১ শ্লোকে),—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

অর্থাৎ,হে রাজন্! যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিল লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করেছেন, তিনি দেবতা ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-সজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে বদ্ধ ন'ন। উক্ত প্রসঙ্গে শাস্ত্র আরও জানিয়েছেন,—

সঙ্কল্পং চ তথা দানং পিতৃদেবার্চ্চনাদিকং।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥"

(স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড)

অর্থাৎ,—"যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃ-দেবার্চ্চন প্রভৃতি এবং কুশধারণ করবেন না।"

শ্রীহরির সহিত তদধীন অন্য দেবতাদের সমান মনে করাও পাষণ্ডতা। যথা পদ্মপুরাণ-বাক্য,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বৈ নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ,—"যে ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণকে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী ও নারকী।"

শ্রীহরিই আমাদের আরাধ্য, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ তাঁহার বশ্যতত্ত্ব। ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দ্বারাই তাঁকে পা'বার বিধি। কৃষ্ণ তাই ইন্দ্র-পূজা ও বরুণ-পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দেবতাগণ যে কৃষ্ণের পদপ্রান্তে অবলুণ্ঠিত, আমরা কেনই বা সেই কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হবো না? দেবতাদের আমরা অবজ্ঞা করি না,—করবোও না। দেবতাদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে শ্রীহরির ভজনই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তাই 'পদ্মপুরাণ' আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন,—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন॥"

অর্থাৎ,—"সর্ব্ব-দেবেশ্বর শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বদা আরাধ্য। তদুক্ত-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্য দেবতাকেও কখন অবজ্ঞা করবে না।"

সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণ ছাড়া আর আরাধ্য কে আছেন? তাঁর কৃপা যেমন সমস্ত দেবতাগণের কৃপা অপেক্ষা অধিক এবং সুলভ, তেমনি তাঁর প্রাপ্তিও সুলভ। কৃষ্ণের মত ক্ষমাশীল ও কৃপালু আর কেহ নাই।

"কৃষ্ণের স্বভাব-ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে, আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ।" (চৈঃ চঃ)

এমন পরম করুণাময় কৃষ্ণের কৃপা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়, পরন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টায় পাওয়া যায় না।

ষড়দর্শনের পণ্ডিতরা শাস্ত্রের সহজ অর্থ ত্যাগ ক'রে ভগবত্তত্ত্বকে জানতে পারেন নি। তাঁদের সম্পর্কে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উক্ত হয়েছে,—

পরম-কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥
তা'তে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে সেই সত্য মানি ॥"

কাজেই জৈমিনী, অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল, গৌতম, কণাদ, অষ্টাবক্র, পতঞ্জলি প্রভৃতি দার্শনিকদের মতামত নির্দ্দোষ নয় তজ্জন্য তাহা গ্রহণযোগ্য নহে ; পরন্তু শাস্ত্রে যাঁদের 'মহাজন' বলে স্থির করেছেন তাঁদের প্রদর্শিত পথই নির্দ্দোষ ও আমাদের অবশ্য গ্রহণীয়। ধর্ম্মের পথ খুবই জটিল,—কোন্‌টি সুপথ আর কোন্‌টি কুপথ তাহা ধারণা করা খুবই কঠিন। ষাট হাজার ঋষিদের মনে চিন্তামল থাকায় তাঁদের মত পৃথক্ পৃথক্ ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে কথিত হয়েছে,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। এস্থলে ষাট-হাজার ঋষিদের 'মহাজন' বলা হয় নি। পারমার্থিক রাজ্যে কেবলমাত্র দ্বাদশ মহাজনের উল্লেখ আছে। যথা,—

"স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥" (ভাঃ ৬।৩।২০)

অর্থাৎ,—"ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, দেবহূতিপুত্র কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, প্রহ্লাদ ও যম—এই দ্বাদশ মহাজন।"

উক্ত মহাজনগণ অপ্রাকৃত জ্ঞানে যে সৎ সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়েছেন, তাহাই শুদ্ধভক্তিমার্গ। তাঁদের আচার-বিচার সবই হরিসেবাময়। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য"—(ভাগবত), ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি"—(গীতা) প্রভৃতি শাস্ত্র-বাণী অনুসারে ভক্তিই একমাত্র পথ বলে নির্দ্দেশিত হয়েছে।

ভক্তি শুদ্ধা ও বিদ্ধা নামে দ্বিবিধ। শুদ্ধা ভক্তিই জীবের স্বরূপের বৃত্তি এবং তাহাই প্রকৃত ভক্তি-পদবাচ্য। ভক্তির বিষয় যখন বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু হয় তথা অন্য দেবতা স্বর্গাদি উচ্চমার্গ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ (সকৈতব পুরুষার্থ), অনিমাদি সিদ্ধি, কৈবল্য প্রভৃতি উদ্দেশ করে, তখন সেই ভক্তি বিদ্ধা হয়। বিদ্ধাভক্তিকে ভক্তি বলা যায় না। কেন না বিদ্ধা ভক্তিতে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহা বিদ্যমান। হৃদয়ে ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছা থাকাকালীন শুদ্ধাভক্তি-সুখের উদয় হয় না।

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ,—"ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকবে ততদিন তথায় ভক্তি সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হবে? অর্থাৎ ভক্তি অভিলাষের আবরক ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা হৃদয়ে বর্ত্তমান থাক্‌লে তথায় ভক্তিসুখ উদিত হ'তে পারে না। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা ভক্তিপথের অন্তরায়।" শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্তির ও সেবার অভিলাষ না ক'রে স্ব-সুখ-কামনায় অন্য অভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে আকৃষ্ট হ'য়ে বিদ্ধাভক্তির আশ্রয় নিলে শুদ্ধাভক্তির পথ থেকে দূরে সরে যেতে হয়। বিদ্ধাভক্তি অভক্তিরই নামান্তর এবং তাহাই মায়া। শুদ্ধভক্তি ও মায়া পরস্পর বিরুদ্ধ; যেখানে শুদ্ধভক্তি সেখানে মায়া থাকতে পারে না। আবার যেখানে মায়া, সেখানে শুদ্ধভক্তি থাকেন না। আলো ও অন্ধকার কি কখনও একসাথে থাকতে পারে? কর্ম্মীগণের হরিনাম কীর্ত্তন ও পঞ্চোপাসনা যাহা নিজের ও অপরের জড় সুখের জন্য কৃত হয়, তাহা মায়া বই আর কিছু নয়,—তাহাতে শুদ্ধভক্তি থাকতে পারে না। ভগবদর্পিত কর্ম্মাদিও শুদ্ধভক্তি পদবাচ্য নয়। কর্ম্মী মানুষ টাকা রোজগার ক'রে খুব ধনী হয়ে গেলে সে কি আর ধনার্জ্জনের জন্য পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম করতে ইচ্ছা করে? বিদ্যার্থী অনেক ডিগ্রী লাভ ক'রে মোট মাহিনর উচ্চ পদে চাকুরী পেয়ে গেলে আর কি বিদ্যার্জ্জনের জন্য যত্ন করে? যাজ্ঞিক যজ্ঞের ফল পেয়ে গেলে আর কি যজ্ঞের কষ্ট করতে রাজী হয়? যোগী অনিমাদি কোন সিদ্ধি লাভ করলে আর কি যোগের পরিশ্রম তার ভাল লাগে? কিন্তু শুদ্ধ-ভক্ত কোন অবস্থাতেই ভক্তিকে ছাড়তে পারে না; এমন কি ভগবানকে লাভ করেও নিত্যকাল আরও অধিকতর ভাবে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত থাকেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি সম্প্রদায়ী আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নপর না হয়ে জড় স্থূল-সূক্ষ্ম উপায় নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মায়িক উপায়ের দ্বারা কি মায়া থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব? কেহ কারাগার থেকে অসময়ে অন্যায়-ভাবে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে যেমন তাঁ'কে পুনরায় বদ্ধ করে কারাগারে রেখে আরও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়, তেমনি ঐ সব অভক্তপর সম্প্রদায়ী সংসার থেকে পরিত্রাণের ন্যায্য উপায় শুদ্ধভক্তিমার্গ অবলম্বন না করে নানা-

প্রকার ক্লেশ সহ্য করতে বাধ্য হয় ও আত্মঘাতী হয়ে পড়ে। শুদ্ধভক্তির আশ্রয় না নিয়ে ভগবানকে পাবার জন্য যে কোন অপচেষ্টা যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি আবার শুদ্ধভক্তির বাধাস্বরূপ হয়। অভক্তি বা বিদ্ধাভক্তি এবং বিদ্ধাভক্তির আশ্রিত মোক্ষাদি বাঞ্ছা—শুদ্ধভক্তির প্রতিবন্ধক।

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম্ম॥
যাহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ।
তম নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ॥
তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন সব আনন্দ স্বরূপ॥" (চৈ: চ:)

শুদ্ধভক্তির দ্বারা তথাকথিত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধির নাশ হয় ও আত্মা পবিত্র হয়। আত্মারাম যোগিগণও শুদ্ধভক্তির আশ্রিত হ'লে আত্মারামত্ব ছেড়ে কৃষ্ণরামত্বে আকৃষ্ট হয়। ভগবৎ পাদপদ্মের শরণাগত হয়ে ভক্তির জন্য যত যত্ন করা হবে, ততই উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

(ভাঃ ১১।২।৪২)

অর্থাৎ,—"ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধা-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটে থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি এবং ইতর বিষয়-বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

ভক্তি গুণাতীত ও এইজন্য তার ধ্বংস নাই। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি শেষ পর্য্যন্ত যথাযথ কৃত না হ'লে ফল হয় না। ভক্তি অঙ্গহীন হলেও বা অল্প কৃত হলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। অহো, ভক্তির কি অপূর্ব্ব মহিমা! শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন,—

"নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি ।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।২০)

অর্থাৎ,—"হে উদ্ধব, ভক্তি অণুমাত্র কর্‌লেও নির্গুণ বলে কদাপি তাহা ধ্বংশ বা ব্যর্থ ত' হয়ই না, উপরন্তু তাহা পূর্ণফল দান করে থাকে।" গীতাতে উক্ত হয়েছে,—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" (গীতা ২।৪০)

অর্থাৎ,—"এই ভক্তিযোগে অনুষ্ঠান আরম্ভ মাত্রের নিষ্ফলতা নেই বা ইহাতে প্রত্যবায়ও নেই। ইহার অল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠান-কারীর সংসাররূপ মহাভয় হ'তে ত্রাণ করে থাকে।"

শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শাস্ত্র-বাক্য, যথা;—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা ।
সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১৭)

অর্থাৎ,—ভক্তি (১) ক্লেশঘ্নী বা পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যারূপ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশনাশিনী, (২) শুভদা বা সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী, (৩) মোক্ষলঘুতাকৃৎ তথা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় তুচ্ছবুদ্ধিকারিণী, (৪) সুদুর্ল্লভা তথা বহু সাধনেও অত্যন্ত দুর্ল্লভা, (৫) সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা বা সুগাঢ় আনন্দস্বরূপ, (৬) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী তথা প্রিয়বর্গ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষিণী।

ভক্তির উক্ত ছয় প্রকার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা থাকায় ভক্তিই সমস্ত সাধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধভক্তির অপর নাম উত্তমাভক্তি। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখেছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থাৎ,—"অন্য অভিলাষ-শূন্যতা, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃত এবং অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[গুণত্রয়-বিভাগযোগ]

(পূর্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৫)

লভিয়া যে মহাজ্ঞান
সাধু সন্তজন।
পাইয়াছে মোক্ষধাম
পরম উত্তম ॥১॥

সেইসব ব্রহ্মবাণী
কহিলেন কৃষ্ণ।
ব্রহ্মজ্ঞান মহাজ্ঞান
অর্জ্জুনের জন্য ॥২॥

প্রলয়ের বিভীষিকা
হয় ম্রিয়মান।
ভবজ্বালা দূরে যায়
পায় পরিত্রাণ ॥৩॥

সৃষ্টির মূলেতে তিনি
প্রভু বিশ্বপিতা।
প্রকৃতি হন জননী
জীবের ধারিকা ॥৪॥

দেবতা মানব আদি
যাহা দৃশ্যমান।
অপরা প্রকৃতি ক্রোড়ে
পায় সবে স্থান ॥৫॥

সত্ত্ব, রজ, তমগুণ
প্রকৃতি আশ্রিত।
আবদ্ধ করয়ে তাহা
জীব অগণিত ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—১০)

মানুষের সাথে রহে
সত্ত্ব, রজ, তম।
ফিরিতেছে সাথে সাথ
যেন ছায়া সম ॥৭॥

কভু পায় তম বৃদ্ধি
নহে সত্ত্ব রজ।
সত্ত্ব কভু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
অন্যেরা নিস্তেজ ॥৮॥

কভু রজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হয় সত্ত্বহীন।
এইরূপে হ্রাস বৃদ্ধি
চলে চিরদিন ॥৯॥

সত্ত্বগুণ সুনির্ম্মল
সদা প্রফুল্লিত।
দেহাতীত সুখ তাহে
আনন্দে বর্দ্ধিত ॥১০॥

রজোগুণী করে আশা
তীব্র অভিলাষ।
কর্ম্মে রহে দাম্ভিকতা
অতৃপ্ত প্রয়াস ॥১১॥

তমগুণী অবিবেকী
রহয়ে বিমর্ষে।
কর্ম্ম না করিতে চাহে
কাটায় আলস্যে ॥১২॥

রজোগুণী সদা ব্যস্ত
সত্ত্ব প্রসন্নিত।
তমোগুণী ভ্রান্তিযুক্ত
আলস্যে ব্যস্ত ॥১৩॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১১—১৩)

কহিলেন জনার্দ্দন
করি বিশ্লেষণ।
সত্ত্ব রজ তমোগুণে
যে-সব লক্ষণ ॥১৪॥

অন্তর বাহির যবে
হয় পুলকিত।
জানিবেক সেইক্ষণ
সত্ত্বগুণে স্থিত ॥১৫॥

পরদ্রব্য গ্রহণেতে
হয় যবে লোভ।
যত পায় তত চায়
রহে মনে ক্ষোভ ॥১৬॥

সর্ব্বদা অশান্ত রহে
কর্ম্মে সদা ব্যস্ত।
রজোগুণে অবস্থানে
ইহা পরিদৃষ্ট ॥১৭॥

তমোগুণে আচ্ছাদিলে
হয় বুদ্ধিনাশ।
কর্ম্ম না করিতে চাহে
অকর্ম্মে প্রয়াস ॥১৮॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৫)

সত্ত্বগুণী যায় যবে
ছাড়ি ইহ ধাম।
শ্রীচরণে পায় ঠাই
রমণীয় স্থান ॥১৯॥

রজোগুণী তমোগুণী
মুক্তি নাহি পায়।
মরণের পরে তাই
আসে এই ধরায় ॥২০॥

রজোগুণী জন্ম হয়
কর্ম্ম কোলাহলে।
বন্ধনে অবদ্ধ হয়
রহে সেইস্থলে ॥২১॥

তমোগুণী জন্ম লয়
মোহময় পঙ্কে।
নতুবা আরও নীচে
পশুপক্ষী অঙ্কে ॥২২॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—২০)

সত্ত্বগুণী জ্ঞানবান
রজোগুণী লোভী।
তমোগুণী মোহাচ্ছন্ন
জ্ঞানের বিরোধী ॥২৩॥

সত্ত্বগুণী ঊর্দ্ধগামী
গুণমধ্যে শ্রেষ্ঠ।
রজোগুণী মধ্যগামী
তমো যে নিকৃষ্ট ॥২৪॥

ত্রিগুণে করেছে কর্ম্ম
আত্মা ধীর শান্ত।
জানে ভক্তজনে
ইহার বৃত্তান্ত ॥২৫॥

আত্মার স্বরূপ যবে
হয় উপলব্ধি ।
গুণত্রয়ে হয় মুক্ত
ব্যক্তি হয় শুদ্ধ ॥২৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৫)

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জন
কৃষ্ণ জনার্দ্দন ।
গুণাতীতের লক্ষণ
জানিব কেমনে ॥২৭॥

কহিলেন জনার্দ্দন
যতেক লক্ষণ ।
পার্থ তাহা মন দিয়া
করিল শ্রবণ ॥২৮॥

ত্রিগুণ প্রভাবে কর্ম্ম
হয় অনুসৃত ।
এই জন্য উদাসীন
রহে গুণাতীত ॥২৯॥

মৃত্তিকা প্রস্থর স্বর্ণ
ভাবে সমতুল্য ।
সুখ দুঃখে সমভাব
রহয়ে প্রফুল্ল ॥৩০॥

গুণাতীত অচঞ্চল
নিন্দা অপমান ।
শত্রু মিত্র ভেদ মিছা
বৃথা বলি জানে ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭

যেইজন অতিক্রম
সত্ত্ব, রজ, তম ।
মোক্ষধাম হয় প্রাপ্তি
সে-ধাম উত্তম ॥৩২॥

অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম
ধর্ম্ম সনাতন ।
নির্ম্মল আনন্দ লভে
সেই গুণীজন ॥৩৩॥

লভিবারে শ্রীচরণ
চাহি শুদ্ধভক্তি ।
সেই ভক্ত লভে তবে
কৃষ্ণপ্রেম-রতি ॥৩৪॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

দেবাসুর

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণু-ভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট দুই প্রকার জীব দৃষ্ট-হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু-বিরোধী তাহারা অসুর শ্রেণীভুক্ত। এই অসুরগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বহু প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যাহারা শুধু শক্তিমান্ কৃষ্ণকে মানেন এবং শক্তিকে মানেন না, তাঁরা এক শ্রেণীর অসুর যাঁরা শুধু শক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিমানকে

অঙ্গীকার করেন তাঁরা আর এক প্রকার অসুর। আমরা রাম অবতারে লক্ষ্য করি রাবণ শ্রীরামচন্দ্রকে জীবিত রাখিয়া তাঁর শক্তি সীতাকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য সে অসুর আখ্যা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে দেখা যায় কংশ শক্তিগণকে রাখিয়া শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শক্তি থাকে থাকুক তাতে ক্ষতি নাই, শক্তিমানকে শেষ করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি। সুতরাং কংসকেও অসুর আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ 'কেবল শক্তি অঙ্গীকার করিয়া শক্তিকে বাদ দেওয়া' এবং 'কেবল শক্তিমানকে স্বীকার করিয়া শক্তিকে বাদ দেওয়া' এই উভয়ই আসুরিক চিন্তাস্রোত।

যাঁহারা শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ জানিয়া যুগল রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা করেন তাঁহারাই দৈবশ্রেণীভুক্ত। যেহেতু বিষ্ণু কখনও তাঁর শক্তি রহিত হইয়া অবস্থান করেন না।

বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণের প্রতি অসুরগণের চিরকালই বৈরী-ভাব লক্ষ্য করা যায়। অসুরগণের উদ্দেশ্য ভগবানকে এই জগৎ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, তা'হলে তাহারা ভগবানের ভোগ্য বস্তুগুলি ষোলআনা ভোগ করিতে পারিবে। তাহারা মনে করে— আমাদের আসুরিক খাদ্য ত আছে, আরও কিছু সাত্ত্বিক বিষ্ণু-ভোগ্যদ্রব্য পাইলেও ভাল হয়। আমরা নানাবিধ ফন্দি-ফিকির আটিয়া, ছলনার জালসৃষ্টি করিয়া জগতের লোককে বঞ্চনা করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে পারিব। ইহাই প্রকৃত আসুরিক চিন্তা। লক্ষ্যের বিষয় এই যে—রাবণের গৃহদেবতা শ্রীচণ্ডিকা দেবী (শক্তি), রাবণ তাঁহার উপাসনা করিতেন। সেই চণ্ডিকাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্র ও তাঁর ভক্তগণের প্রতি রাবণের দুর্ব্ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানকে বাদ দিলে কোনও দেবতাই কোন পূজা গ্রহণ করেন না, বা সেখানে কোন দেবতা স্থায়ী ভাবে অবস্থানও করেন না। অসুর-গণের মধ্যে প্রায় সকলেই শক্তিপূজা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিণাম দেখা যায় সেই শক্তিমাতা নিস্তারিণী কুপিতা হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের-বিদ্বেষকারী অসুরগণকে বিনাশ করিয়া দেবতা ও বৈষ্ণবগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। নিস্তারিণী দেবতাগণের পক্ষই অবস্থান করেন—অসুরের দ্বারা পূজিতা হইলেও তাহাদের পক্ষে থাকেন না। যেহেতু তাহারা শক্তি-শক্তিমানকে অভেদ জ্ঞান

আত্মার স্বরূপ যবে
　　হয় উপলব্ধি।
গুণত্রয়ে হয় মুক্ত
　　ব্যক্তি হয় শুদ্ধ ॥২৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২১—২৫)
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জন
　　কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
গুণাতীতের লক্ষণ
　　জানিব কেমনে ॥২৭॥
কহিলেন জনার্দ্দন
　　যতেক লক্ষণ।
পার্থ তাহা মন দিয়া
　　করিল শ্রবণ ॥২৮॥
ত্রিগুণ প্রভাবে কর্ম্ম
　　হয় অনুসৃত।
এই জন্য উদাসীন
　　রহে গুণাতীত ॥২৯॥
মৃত্তিকা প্রস্তর স্বর্ণ
　　ভাবে সমতুল্য।
সুখ দুঃখে সমভাব
　　রহয়ে প্রফুল্ল ॥৩০॥
গুণাতীত অচঞ্চল
　　নিন্দা অপমান।
শত্রু মিত্র ভেদ মিছা
　　বৃথা বলি জানে ॥৩১॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৭
যেইজন অতিক্রম
　　সত্ত্ব, রজ, তম।
মোক্ষধাম হয় প্রাপ্তি
　　সে-ধাম উত্তম ॥৩২॥
অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম
　　ধর্ম্ম সনাতন।
নির্ম্মল আনন্দ লভে
　　সেই গুণীজন ॥৩৩॥
লভিবারে শ্রীচরণ
　　চাহি শুদ্ধভক্তি।
সেই ভক্ত লভে তবে
　　কৃষ্ণপ্রেম-রতি ॥৩৪॥
(ক্রমশঃ)
—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

দেবাসুর

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণু-ভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

এই লোকে দৈব ও আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট দুই প্রকার জীব দৃষ্ট-হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু-বিরোধী তাহারা অসুর শ্রেণীভুক্ত। এই অসুরগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে গেলে বহু প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যাহারা শুধু শক্তিমান্ কৃষ্ণকে মানেন এবং শক্তিকে মানেন না, তাঁরা এক শ্রেণীর অসুর যাঁরা শুধু শক্তি স্বীকার করিয়া শক্তিমানকে

প্রবেশ করিল এবং কতকগুলি লোকের ভিতরে নানা প্রকার নাস্তিক চিন্তা অধিকার লাভ করিল। এক চতুর্থাংশ লোক আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। এই প্রকার সমাজের ভিতর পাপ প্রবেশ করায় শস্যাদি আর সেই ভাবে উৎপত্তি না হওয়ায় খাদ্যাদির অভাবও কিছু কিছু আরম্ভ হইতে লাগিল। ধ্যান-ধারণা করিবার মেধা, শক্তি ও পরমায়ু প্রভৃতি কিছুটা কমিয়া গেল। ধ্যানের অযোগ্যতায় তখন যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজা ও আহুতি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই কালের সমাজের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মুনি-ঋষিবৃন্দ ভগবৎ প্রেরণার দ্বারা লোকের রুচি পরীক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিভাগ আরম্ভ করিলেন। এই বর্ণ বিভাগ দ্বাপর যুগেই পূর্ণতা লাভ করে। কৃষ্ণ বলিলেন,—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।' দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে নানা প্রকার ক্রিয়া ও স্বভাবের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি—ক্ষত্রিয়ের রাজকার্য্য প্রজা পালন এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও যজ্ঞ নষ্টকারী অসুর প্রকৃতির লোকগুলি হইতে তাহাদিগকে ও দেশকে রক্ষা করা; বৈশ্যের—কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা; শূদ্রের ত্রিবর্ণের সেবা করাই স্বাভাবিক কৃত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই কালে মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, সজ্জনগণ ঐ এক হংস বর্ণ হইতে যাহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ ছিল তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, যাহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণ ছিল তাঁহাকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগুণসম্পন্ন লোকগণকে বৈশ্য এবং শূদ্র গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে শূদ্রবর্ণে চিহ্নিত করিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বর্ণে ও ভোগ্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ সেই প্রকার উপাসনায় মগ্ন হইলেন। তখন নিজ বর্ণে প্রীতিবশতঃ শৌক্র অভিমান প্রবল হওয়ায় এবং গুণগত অভিমান পরিত্যাগ করায় ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্র শূদ্র—এই ভাবে আসুরিক বর্ণে আসক্ত হইয়া দৈববর্ণ ক্রমশঃ উঠাইয়া দিল। গুণের আদর আর রহিল না। ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রের আহার গ্রহণ ও শূদ্রের কর্ম্ম করিলেও ব্রাহ্মণ থাকিবেন ; শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ-গুনসম্পন্ন হইলেও শূদ্রই থাকিবেন—এই প্রকার আসুরিক বর্ণস্রোত ক্রমশঃ চলিতে লাগিল। পরে কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিপাদ ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র দান ধর্ম্মরূপ একপাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিল। তখন এক ভাগ দৈব-ভাবাপন্ন লোক, বাকি তিন ভাগ আসুরিক হইল। তাই অসুরের উৎপত্তি ও পাপভারে মাতা

বসুমতী শুকাইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষেত্রে শস্য নাই, বৃক্ষের ফল নাই, গাভীর দুগ্ধ নাই, নদীতে জলাভাব, দেবতারা রুষ্ট হওয়ায় অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি এবং শীত ও উত্তাপাদি নানা প্রকার অসুবিধা আরম্ভ হইল। এই কলিকালে জীব-সমূহ নানাভাবে অভাবগ্রস্ত, অল্পায়ু, হীনবীর্য্য এবং নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ধ্যানে অযোগ্য, যাগ-যজ্ঞে অযোগ্য, পূজা অর্চ্চনে অযোগ্য—এই প্রকার নানা অযোগ্যতায় পরিপূর্ণ ও দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আসুরিক চিন্তা ও ধারা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এই কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ইহাই কলিযুগের উদ্ধারের মহামন্ত্র।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন, কলিতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা শাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেৎ॥

কলি সমস্ত দোষের আকর হইলেও কলিকালের একটি মহৎ গুণ আছে, তাহা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব মুক্ত হইয়া পরা ভক্তি লাভ করেন। তাই কলিযুগে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি কলি-সন্তপ্ত জীব-গণের উদ্ধার করিবার জন্য আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অসুরগণ চিরকালেই বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণশীল। কলি যুগের প্রভাবে আসুরিক চিন্তা-স্রোত প্রবল হওয়ায় তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া দৈব-ভাবাপন্ন লোকসমূহকে কোণ ঠাসা করিবার চেষ্টায় আছে। সুতরাং কল্কিদেব আসিয়া এইসব দুর্ব্বৃত্তকে সংহার না করা পর্য্যন্ত ইহাদের উৎপাৎ কমিবার নয়।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্॥
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।

হে কল্কিরূপ ধর কেশব! হে জগদীশ, হে হরে, আপনি জয় যুক্ত হউন। আপনি ম্লেচ্ছগণের সংহারকার্য্যে ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বিচিত্র খড়্গ ধারণ করিয়াছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মপরায়ণগণের বিনাশ জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যখন পৃথিবী অত্যধিক পাপে পরিপূর্ণ হয়, সংসার নানা প্রকার পাপিষ্ঠ অসুরবৃত্তির লোকদ্বারা ভারাক্রান্ত হয়, তখন ভূভারহারী ভগবান্ এই ভারাক্রান্ত পৃথিবী হইতে ভূভার হরণ করেন। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ভগবদ্ অংশের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু ব্রজের নির্ম্মল প্রেম সম্পত্তি স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া অন্য কেহ দিতে পারে না। তাই ভগবান্ কনখও নিজে আসিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করেন, যখনই এই প্রকার ভগবান্ বা তাঁর শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ এই ভূভার হরণ কার্য্য আরম্ভ করেন, সেই সময় দেখা যায়, ঐ প্রকার আসুরিক বৃত্তির রাক্ষসগুলি প্রমাদ গণিতে থাকে। পাছে তাহাদের বহু দিনের সঞ্চিত ভোগগৃহটি ধ্বংস হইয়া যায়, এই চিন্তায় তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তাঁহার ঐ মহাপুরুষের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু প্রকার ছলনার জাল সৃষ্টি করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। যখন ভগবৎ প্রেরিত কোন মহাপুরুষ এই জগতে আসিয়া বৈকুণ্ঠের চেতন বাণী প্রচার করিতে থাকেন, তখন ঐ বৃত্তির লোকগুলি তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিয়া ভয় দেখাইয়া মুখবন্ধ করিবার চেষ্টায় থাকে। কিন্তু তাঁহাতে ও ঐ মহাপুরুষের মুখবন্ধ না হওয়ায় তখন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করিতে থাকে।

মোটের উপর আসুরিক বৃত্তি ও দৈব বৃত্তির পার্থক্য এই—দৈব ভাবাপন্ন ব্যক্তিসকল সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু ও তাঁর শক্তির উপাসনা করিয়া থাকে। এবং বিষ্ণুকেই সর্ব্ব-দেবেশ্বর বলিয়া জানেন। আসুরিক বৃত্তির লোকগুলি ভগবান্ বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডিত করিয়া তাঁহার পৃথক্ সত্তা স্বীকার করে ও অংশস্বরূপ দেবতাগণকে পৃথক্ ভগবান্ মনে করিয়া বিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করে। ইহারা রাবণ শ্রেণীভুক্ত। শক্তির উপাসকগণ

শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক্ করিয়া পূজার অভিনয় করিয়া সাধক অবস্থায় তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেও পরিণামে শিব হইয়া তাঁহারা শক্তিকে কামরূপে কল্পনা করে। মূলে ভোগবাসনার চরিতার্থতাই লক্ষ্য করা যায়। "পাশবদ্ধো ভবেদ্‌জীবঃ পাশমুক্তো ভবেৎ শিবঃ'। এই প্রকারে বাহ্যতঃ মাতৃভক্তির চেষ্টা দেখাইলেও উহা একটা ভোগবৃত্তি পূর্ণরূপে চালাইবার একটি বিরাট ফন্দি-ফিকির মাত্র। তাই মা স্নেহপরবশ হইয়া গলায় স্ববর্ণের খাঁড়া দিয়া বিষ্ণু হইতে শক্তিকে খণ্ডনকারী অসুরগুলির মুণ্ড ছেদন করিয়া মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য দেবীর মুণ্ডমালায় ত্রিপুণ্ড্রধারীদের মুণ্ড দর্শন করা যায়, ইহাই অসুরগণের পরম গতি। সুতরাং দৈব-বলের সহিত অসুরগণ চিরকাল পরাজিত। এই অসুরগণের উৎপাতে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ পর্য্যন্ত স্বর্গ ছাড়িয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়া বিষ্ণুর অবতরণের জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন। ভূভারহারী ভগবান্ বিষ্ণু আসিয়া চিরকাল ভক্তের রক্ষা ও অসুর-নিগ্রহ করিয়া থাকেন।

--ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ

যুগধর্ম্ম

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-কৃত প্রীতি-সন্দর্ভ-পাঠে আমরা জানিতে পারি,—সুখই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এজন্য সকলেই সুখ চায়। কিন্তু আমরা সুখ লাভের উপায় জানি না বলিয়া প্রকৃত সুখ পাই না। এই প্রকৃত সুখ কি করিয়া লাভ হইবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন,—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেখানে সুখ থাকিতে পারে না। এখন প্রশ্ন,—ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান কোথায়? এ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ গোস্বামী বলিতেছেন—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্ম্মের মূল বা উৎপত্তি-স্থান। সেই শ্রীহরির সেবা-দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন অর্থাৎ জীব সুখী হইয়া থাকে।

ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন —ধর্ম্মস্য মূলং কারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব যতঃ সর্ব্ববেদেতি। তদ্ভক্ত্যা বিনা ধর্ম্মা নৈব সিদ্ধ্যন্তীতি ভাবঃ। ভক্তিরহিতো ধর্ম্মস্ত্বগ্রাহ্য এব। তে "শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মন। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ, "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চাপি সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" ইতি মনূক্তেরপি সকাশাৎ ধর্ম্মমূলং হি ভগবানিতি নারদোক্তিরেব শ্রেয়সী। যদুক্তং নারসিংহে—"সনকাদয়ো নিবৃত্ত্যাখ্যে তে চ ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ। প্রবৃত্ত্যাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্যৈকং নারদং মুনিম্॥" ইতি নারদস্যৈব তেভ্য উভয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধর্ম্মসারবিজ্ঞত্বঞ্চ ধ্বনিতম্।

শ্রীহরিই ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান বা জন্মদাতা বলিয়া যেখানে হরি, সেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। এ' তিনটি এক সঙ্গই থাকিবে। একটিকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে পারে না। সুতরাং যেখানে ভগবান্ বা ভগবৎ-সম্পর্ক বা ভগবৎসন্তোষ-বিধান নাই, সেখানে প্রকৃত ধর্ম্মও নাই, মঙ্গল বা সুখও নাই। তাই পরমহংসকুল-চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
(ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, যশস্বী, যোগী, বেদজ্ঞ এবং সদাচার-পরায়ণ কেহই সুভদ্রশ্রবা শ্রীহরির পাদপদ্মে স্ব-স্ব কর্ম্ম সমর্পণ না করিয়া অর্থাৎ তৎসম্পর্ক-রহিত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না—সুখী হইতে পারেন না।

জগদ্গুরু শ্রীনারদের উক্তিতেও আমরা পাই—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥
(ভাঃ ১।৫।১২)

কর্ম্ম-বাসনাশূন্য নির্ম্মল জ্ঞানও যদি অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হয় অর্থাৎ হরিভক্তি-রহিত হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গল দান করিতে সমর্থ হয় না। হরিভক্তি-রহিত জ্ঞানেই যখন এই অবস্থা, তখন নিষ্কাম কর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম যে ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পিত না হইলে মঙ্গল দান করিতেই পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব যাঁহাতে বাদ দিলে ধর্ম্ম, মঙ্গল বা সুখ বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে

না, সেই নিত্যানন্দময় শ্রীহরির আরাধনাই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে কি? শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র ভগবদারাধনাই উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধন-বিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭ ধৃত মুনিবাক্য)

মাতৃস্বরূপা শ্রুতি শ্রীভগবানের আরাধনাই উপদেশ করিতেছেন। স্মৃতি ভগিনীস্বরূপ হইয়া তাহাই উপদেশ করেন; ভ্রাতৃস্বরূপ পুরাণাদি শাস্ত্রও শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া সেই কথাই বলিতেছেন। অতএব মুরহর শ্রীহরিই সকলের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়-স্থল।

সকলের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরির সেবা ব্যতীত যে কেহই অন্য উপায়ে নিত্যসুখ বা চিরশান্তি লাভ করিতে বা মৃত্যু জয় করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

(ভাঃ ১০।৮৭।২৭ ভাবার্থ-দীপিকা)

বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যাই করুন, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া দেহত্যাগই করুন, বহু তীর্থ ভ্রমণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, তথাপি হরি-সেবা ব্যতীত কেহই সংসার-দুঃখ বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা ৭।১৪)

অনিত্যধর্ম্মে অর্থাৎ পুণ্যে ক্ষণিক সুখ, আর নিত্যধর্ম্মে—পরমধর্ম্মে নিত্যসুখ বা পরম-সুখ লাভ হয়। আমরা সকলে নিত্যসুখ অর্থাৎ অফুরন্ত সুখের ভিখারী। অতএব নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্মই আমাদের আচরণীয়। নিত্যানন্দময় পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই যে পরমধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে মহাভারতে যুধিষ্ঠির-ভীষ্মসংবাদে আমরা জানিতে পারি—পিতামহ ভীষ্মের নিকট হইতে সমস্ত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ? (স্বর্গারোহণ পর্ব্ব)

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে পরমধর্ম্ম কি ? তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন—

এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা॥

তমেব চার্চ্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।

ধ্যায়ন্স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ॥ (স্বর্গারোহণ পর্ব্ব)

অর্থাৎ কায়-মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ হরির পূজা-ধ্যান ও গুণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তিই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। (ভাঃ ১।২।৬)

নিষ্কামা ভগবদ্ভক্তিই মানবের পরম ধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তিরূপ পরম-ধর্ম্মের দ্বারাই জীব নিত্যসুখ লাভ করিতে পারে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ (৬।৩।২২)

শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা ভগবানের যে ভক্তিযোগ, তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম।

জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ স্বভক্তিরূপ পরমধর্ম্ম প্রত্যেক যুগে একটি করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেবলম্॥ (পদ্মপুরাণ)

সত্যযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণের ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরির পূজা ও কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। অতএব অন্যান্য যুগে তত্তদ্যুগধর্ম্ম পালনের দ্বারাই যে নিত্যসুখরূপ পরম ফল লাভ হইত, কলিযুগে যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইবে।

কলিযুগের ধর্ম্ম—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম। বর্ণী, আশ্রমী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, যবন, খ্রীষ্টান্, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সকলেরই ধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীত হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ (ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে মহারাজ-চক্রবর্ত্তিবৎ কিমেকং মুখ্যত্বেন নির্ণীয়তে? তত্রাহ—নামানুকীর্ত্তনম্। সর্ব্বেষু ভক্ত্যঙ্গেষু মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণানি ত্রীণি মুখ্যানি। তেষু ত্রিষপি মধ্যে কীর্ত্তনম্। কীর্ত্তনেঽপি নাম-রূপ-গুণ-লীলা-সম্বন্ধিনি তস্মিন্ নাম-কীর্ত্তনম্, তত্রাপি অনুকীর্ত্তনং স্বভক্ত্যনুরূপ নাম-কীর্ত্তনং নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনং বা শ্রেষ্ঠং। নির্ণীতং পূর্ব্বাচার্য্যৈরপি, ন কেবলং ময়ৈবাধুনা নির্ণীয়তে। তেনাত্র প্রমাণং ন প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশম্? অকুতোভয়ম্ ; কাল-দেশ-পাত্রোপকরণাদিশুদ্ধ্যশুদ্ধি-গত-ভয়াভাবস্য কা বার্ত্তা, ভগবৎসেবাদিকমসহমানা ম্লেচ্ছা অপি যত্র নৈব বিপ্রতিপদ্যন্তে। কিঞ্চ, সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমধিকং শ্রেয় ইত্যাহ—নির্ব্বিদ্যমানানামেকান্তভক্তানাং ইচ্ছতাং স্বর্গ-মোক্ষাদি-কামিনাং যোগিনামাত্মারামাণাঞ্চ এতদেব নির্ণীতম্।

সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় কোন্‌টী মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নামানুকীর্ত্তন মুখ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'শ্রবণ', 'কীর্ত্তন', ও 'স্মরণ'—এই তিনটী প্রধান। এ তিনটীর মধ্যে 'কীর্ত্তন' প্রধান। **নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বন্ধীয় কীর্ত্তনের মধ্যে নাম-কীর্ত্তন প্রধান। তাহার মধ্যে পুনঃ 'অনু'-কীর্ত্তন অর্থাৎ স্বভক্ত্যনুরূপকীর্ত্তন বা নিরন্তর (অনুক্ষণ) কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।** শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—হে পরীক্ষিৎ! এই ভগবন্নামানু-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আমিই নির্ণয় করিতেছি না ; পূর্ব্বাচার্য্যগণই ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। এ নামানুকীর্ত্তনের পথ অকুতোভয়। ইহাতে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। এই পথে কাল, দেশ, পাত্র ও উপকরণাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধির জন্য ভয় নাইই, এমন কি ভগবৎসেবাদি অসহনশীল ম্লেচ্ছগণও এ-পথ আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করে। কর্ম্মী (ধর্ম্মার্থ কাম-কামী বা স্বর্গকামী, ভোগী), জ্ঞানী (মুক্তিকামী বা ত্যাগী), যোগী (অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী) বা শুদ্ধভক্ত সকলেরই অনুক্ষণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই করণীয়।

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ,' 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—এই বেদান্তসূত্রদ্বয়ও পুনঃ পুনঃ হরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাতেই নিত্যসুখ লাভ হইবে, জানাইয়াছেন। যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে যে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই, এ সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন,—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বশাস্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪)

ধর্ম্মই যখন শান্তিলাভের উপায় এবং যুগধর্ম্মই যখন একমাত্র ধর্ম্ম, তখন যুগধর্ম্মই হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন বাদ দিয়া যুগবাসীর শান্তি হওয়া সম্ভব কি? এই জন্যই বলিতেছি, যাহারা প্রকৃত সুখ চান, কলিকালে হরিনাম ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপাদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব' কার॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫)

এই হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই লোক সংসার হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

[হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনামসকীর্ত্তন হেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।] (ক্রমশঃ)

শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসরই শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ইঁহার বিশেষ অনুষ্ঠান করিলেও চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ইহা উদ্যাপন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে নবনির্ম্মিয়মান রথে প্রথম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ এই উৎসব সমিতির তদানিন্তন কালের মূলকেন্দ্র শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত প্রচলন করতঃ উদ্যাপন করিয়া আসিতেন। পরবর্ত্তিকালে অভিন্নব্রজ গুপ্তবৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা ও মূলকেন্দ্র স্থাপন করায় এখানেও শ্রীরথযাত্রার প্রচলন করেন। সমিতির বিভিন্ন কেন্দ্রে এই উৎসবের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। শ্রীমতী রাধারাণীর বিরহে কাতর হইয়া মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকায় অবস্থান-কালিন ব্রজবাসী-গণের স্নেহপ্রীতি-ভালবাসার কথা চিন্তা করিতে করিতে যে-ভাবে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিলেন এবং তৎসহ অগ্রজ শ্রীবলদেব ও কনিষ্ঠা শ্রীসুভদ্রাদেবীও যেরূপ অবস্থা ধারণ করিয়াছিলেন সে-রূপের বিগ্রহই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র শ্রীনীলাচল-ধামে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রেমাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীনীলাদ্রিনাথকে দর্শন করিয়া তাই তিনি শ্রীশ্যামসুন্দর বিভূজমুরলীধর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুরী পান করতঃ ভাবে বিভোর হইতেন। শ্রীগৌরজনগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পরম প্রেমিক পুরুষোত্তম অভিন্ন ব্রজের কানাইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহারাজের সেবা-অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উজ্জলরস-রসিকশেখর চূড়ামণি লীলাপুরুষোত্তম বৃষভানুনন্দিনী প্রাণ-মদনমণি ব্রজবিহারী গোপীজনবল্লভ শ্যামসুন্দরের রথযাত্রা চিন্তনই এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।

ভক্তজন-হৃদয়ে 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই'—এভাব অন্তরে। তাহারই অভিব্যক্তরূপে শ্রীনীলাচলক্ষেত্র ব্যতীতও বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার প্রচলন। এমনকি পুনর্যাত্রাকালেও সেই ভাবেরই পুনারবৃত্তি ঘটিতে

দেখা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবগম্ভীর লীলায়। ব্রজরস-রসিকশেখর প্রেমপরাকাষ্ঠা নবঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলকান্তি ভক্তাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-আস্বাদনই রথযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"—শাস্ত্রোক্ত-বাণীও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তগণের প্রয়োজনাত্মক প্রতীতি।

এতদ্ব্যতীত আধুনিক শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের নবদিগন্তের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদানকারী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আত্মসঙ্গোপন-লীলা-তিথিবাসরকে কেন্দ্র করিয়া বিরহাতুর প্রাণের মাঝে মিলনের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার যে-ভাবধারা তাহারই উন্মেষণা এনে দেয় এই উৎসবে। অমানিশার আঁধারে আমরা যেমন হারিয়ে ফেলি চন্দ্রমাকে—সেরূপই অজ্ঞানরূপ-আঁধারের মাঝে বিশ্ব হারিয়ে ফেলিয়াছেন সেই প্রেমামৃত ধারার সন্ধানকারী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদকে। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যে-আনন্দ-লহরীতে উদ্বেলীত রয়েছেন, তারই স্মৃতিচারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরদিবসে হৃদয়-মন্দিরকে মার্জ্জনের জন্য গুণ্ডিচা-মার্জ্জন। শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জনান্তে যেমন শ্রীশ্রীজগন্নাথকে সেই মন্দিরে শুভবিজয় করান হয়—আমাদের হৃদয়-মন্দিরের কলুষতাকে ধুয়ে-মুছে মজ্জন করে হৃদয়নাথ অখিলপতিকে তথায় সমাসিন করিতে হইবে। তবেই রথযাত্রার স্বার্থকতা—তবেই বিরহাতুর প্রাণের নির্ম্মল আর্ত্তি পরপূরিত হইবে।

এই বৎসর ২৫শে আষাঢ় (ইং ১০।৭।৮৩) শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে বিরহ-মহোৎসব, ২৬শে আষাঢ় (ইং ১১।৭।৮৩) শ্রীশ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন এবং ২৭শে আষাঢ় (ইং ১২।৭।৮৩) শ্রীশ্রীরথ-যাত্রানুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত ৩১শে আষাঢ় (ইং ১৬।৭।৮৩) হেরা-পঞ্চমী ও ৩রা শ্রাবণ (২০।৭।৮৩) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উদ্যাপন হইয়াছিল। তদুপতি ২৫শে আষাঢ় হইতে ৩রা শ্রাবণ পর্যান্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মহাজন গীতিকীর্ত্তন, ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্পর্কে বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী (শাস্ত্রপর্য্যালোচনা), শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবাপূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতিরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

—শ্রীবৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৫শ বর্ষ — ২৭ দামোদর, কারণোদশায়ী ৪৯৭ গৌরাব্দ; ৩০ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৭।১১।৮৩ — ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিত]

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষি-বক্ত্র-চন্দ্রপ্রভা-ধ্বস্ত-তমোভরায় ।
গৌরাঙ্গদেবানুচরায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণনামামৃত উদ্গীরণকারী মুখচন্দ্রদ্বারা সকলের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকেন, সেই গৌরাঙ্গদেবানুচর শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্মুখায় ।
স্বেদাশ্রুধারা-স্নপিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥২॥

যিনি শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মন্দ মন্দ আনন্দ হাস্য করিলে দন্তকিরণে দিগ্‌-বধূগণের মুখমণ্ডল প্রোদ্ভাসিত হইতে থাকে এবং তৎকালে ঘর্ম্ম ও নয়ন-নীর-ধারায় যিনি স্নান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মৃদঙ্গনাদ-শ্রুতিমাত্র-চঞ্চৎ-পদাম্বুজামন্দ-মনোহরায়।

সদ্যঃ সমুদ্যৎ-পুলকায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৩॥

যিনি মৃদঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র চঞ্চল পাদপদ্মদ্বারা সকলের মনোহরণ করেন, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রবেশ করিবামাত্রই যাঁহার গাত্রে পুলক সঞ্চার হয়, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব-ক্ষপণ-স্বলাস্য-বিস্মাপিতাশেষ-কৃতিব্রজায়।

স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৪॥

যিনি নৃত্য-নৈপুণ্যে গন্ধর্ব্বগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া অশেষ সুধীবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন এবং স্বরচিত মধুর গীতসকলদ্বারা সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

আনন্দ-মূর্চ্ছাবনিপাত-ভাত-ধূলিভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায়।

যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৫॥

প্রেমানন্দভরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলে ধূলিরাশিতে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত হয় এবং বহুপুণ্যবলে যাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটে, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

স্থলে স্থলে যস্য কৃপা-প্রপাভিঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জনসংহীতনাম্।

নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৬॥

যিনি স্থানে স্থানে কৃপারূপ জলসত্র স্থাপন করিয়া লোকসমূহের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর-তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়বাসনা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া থাকেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যদ্‌ভক্তিনিষ্ঠোপল-রেখিকেব স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।

প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৭॥

যাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা পাষাণরেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যাঁহার পাদস্পর্শ স্পর্শমণির ন্যায় অভীষ্টপ্রদ এবং যাঁহার বাক্য বেদবৎপ্রামাণ্য হয়, সেই শ্রীমন্ নরোত্তম ঠাকুরকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।

সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৮॥

এই মনুষ্যলোকে যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিচক্ষণগণ সর্ব্বদা 'এই পুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি, অথবা বৈরাগ্যের সারাংশ?'—এইরূপ জল্পনা করেন, সেই শ্রীল-নরোত্তম প্রভুবরকে আমি নমস্কার করি। ৮ ॥

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিন্ধৌ নিমজ্জতঃ শ্রীল-নরোত্তমস্য।

পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ-রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ॥৯॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসসাগরে যিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, সেই ঠাকুর শ্রীল-নরোত্তমের এই অষ্টক যিনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন, তিনি অবশ্যই তৎপদবী লাভ করিবেন ॥ ৯ ॥

কারুণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তুকোটি-

রম্যাধরোদ্যদতিসুন্দর-দন্তকান্তিঃ।

শ্রীমন্নরোত্তম-মুখাম্বুজ-মন্দহাস্যং

লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎ-স্বদাস্যম্ ॥১০॥

রম্য অধর হইতে নিঃসৃত অতি সুন্দর দশনকান্তিযুক্ত, আশ্রিতজনের কোটি-অপরাধ নাশকারী ও কৃপাদৃষ্টিবিশিষ্ট সেই শ্রীমন্ নরোত্তম-মুখপদ্মের স্মিতহাস্য স্বদাস্য প্রদান করিয়া হৃদয়ে নৃত্য করুন ॥ ১০ ॥

রাজন্মৃদঙ্গ-করতাল-কলাভিরামং

গৌরাঙ্গগান-মধুপান-ভরাভিরামম্।

শ্রীমন্নরোত্তম-পদাম্বুজ-মঞ্জুনৃত্যং

ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

সুমধুর মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনিতে অতিশয় উন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণগানের মধুপানভরে অতি মনোহর শ্রীমন্ নরোত্তম-পাদপদ্মের মনোহর নৃত্য, এই ভৃত্যকে ইষ্টফল প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ১১ ॥

সজ্জন—নিরীহ (১৪)

সজ্জন 'নৈষ্কর্ম্ম্য' অর্থাৎ জড়কর্ম্ম-চেষ্টা-শূন্য বলিয়াই নিরীহ

শ্রীমদ্ভাগবতে সজ্জনের জীবনে নৈষ্কর্ম্ম্যের আবিষ্কার কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্য বলিলে কর্ম্ম-চেষ্টা-রাহিত্যকে বুঝায়। ফললাভের চেষ্টাই কর্ম্মচেষ্টা। ভগবদ্‌ধর্ম্মে কর্ম্ম-চেষ্টা নাই, সুতরাং সজ্জন—নিরীহ।

সজ্জন কর্ম্মকাণ্ডীর ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগে বিরত, তিনি জীবন্মুক্ত

ফলভোগ-বাসনাই কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। জীবের সূক্ষ্ম-শরীরে ও স্থূলদেহে ফলভোগ করিবার অবসর হয়। যে-কালে জীব বদ্ধাভিমানে ফলকামী হইয়া জীবন-যাপন করেন, সেই সময় তাহার কর্ম্মমার্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। বদ্ধ-অবস্থায় জীব স্বীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা অচিৎবস্তু ভোগ করেন। চিৎ-বস্তুরই অচিৎ ভোগকেই কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূল-ভোগ বলে। সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা অচিতের সূক্ষ্মাংশ ভোগেও কর্ম্ম-বাসনা। সজ্জন বদ্ধাবস্থায় স্বীয় আত্মানুশীলন-পর অপ্রাকৃত মনদ্বারা কর্ম্মফল-ভোগবাসনা হইতে মুক্ত থাকেন। তখন বদ্ধ-অবস্থায় সজ্জনকে অপ্রাকৃত বা জীবন্মুক্ত অভিমানে সংজ্ঞা হয়।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর অনাত্ম-চেষ্টার সহিত সজ্জনের হরিসেবা-চেষ্টার পার্থক্য

'ঈহা' শব্দের অর্থ চেষ্টা। খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত স্থূল ও অচিৎপর মন যে অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহার ভুক্তিমার্গ। ভুক্তি ও মুক্তি—এই ফলদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলগুলিই বদ্ধাভিমানে চেষ্টা অথবা অনাত্ম-চেষ্টা। যাঁহারা ভুক্তি ও মুক্তিকে শেষ ফল জ্ঞান করেন না, তাহারাই হরিপরায়ণ বা সজ্জন। ভগবান্ হরি নিত্য অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার লীলা নিত্য ও সেবক নিত্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় চেষ্টায় ফলভোগ-কামনা থাকায় হরির উদ্দেশসূত্রেও ঐ চেষ্টা নির্ম্মল নহে। যে-কালে কেবলমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে জীবের চিন্ময় প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে প্রকাশমান হইয়া কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণের ক্রিয়ার সহিত সমভাবে দৃষ্ট হয়; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তাদৃশ কার্য্য বিচার করিলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টার সহিত সজ্জনের চেষ্টায় সর্ব্বতো-ভাবে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর চেষ্টা চিরদিনই সজ্জনের হরিসেবা-চেষ্টার সহিত পার্থক্য আছে।

কর্ম্ম-জ্ঞানচেষ্টা-রহিত সজ্জন কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট

সজ্জন—নিরীহ, এরূপভাব প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, সজ্জনের কৃষ্ণেতর কোন চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ-চেষ্টামগ্ন সজ্জন জড়ে উদাসীন। তাঁহার অখিল চেষ্টাতেই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লক্ষ্যের বিষয়। সেইজন্য সজ্জনের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা একটী প্রধান সেবার অঙ্গ। কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে কৃষ্ণের জন্য নিষ্কপট চেষ্টা হইলেই তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বা অপ্রাকৃত সজ্জন বলা যায়। সজ্জন—নিরীহ, এইকথা বলায় তাঁহার কৃষ্ণ-চেষ্টায় বাধা দেওয়া হয় নাই, প্রাকৃত রাজ্যের চেষ্টায় তাঁহার অধিকার নাই—এই কথাই বলা হইল। অন্বয়ভাবে অচিদ্বস্তুর অনুশীলনই কর্ম্ম-চেষ্টা এবং ব্যতিরেক ভাবে অচিৎ বস্তুর প্রতি উদাসীন হইলে উহাই জ্ঞান-চেষ্টা বা বৈরাগ্য। বিরক্ত পুরুষ যে-স্থলে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া ভোগফল নিরসনে ব্যস্ত, সেই সময়ে তিনি মুমুক্ষু বা হরিসেবা-ধর্ম্মরহিত, স্বার্থপর, অতন্নিরসন-রত ভক্তিবিমুখ চেষ্টাযুক্ত। সজ্জনের এই-সকল চেষ্টা কোনদিন নাই ও তাদৃশ চেষ্টা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে।

হরিবিমুখ মুক্ত হরিসম্বন্ধি-বস্তুত্যাগ ভগবচ্চরণে অপরাধী, আর হরিসেবকের যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বন

হরিবিমুখ মুক্ত ও হরিসেবক উভয়েই কর্ম্মচেষ্টা-রহিত। হরিবিমুখের আলস্য ও নির্ব্বিশেষভাব তাঁহাকে ভগবানের চরণে অপরাধী করাইয়াছে সেইজন্য তিনি জড়ালস্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তু-মাত্রকেও প্রাপঞ্চিক বোধে হেয় জ্ঞান করেন। এইরূপ ভক্তিবিমুখ চেষ্টা মুমুক্ষুর আছে বলিয়া তিনি জড়ে চেষ্টাবিশিষ্ট, অচিদ্বস্তুতে উদাসীন হইতে পারেন নাই। জ্ঞানীর অতিরিক্ত জ্ঞান-চেষ্টা বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান তাঁহার জ্ঞানকে পরম উপাদেয় ভগবজ্‌জ্ঞান হইতে হরিবিমুখ-শক্তি মায়াকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে। এইরূপ মায়িক চেষ্টা সজ্জনের নাই বলিয়া তিনি নিরীহ। মুমুক্ষু কর্ম্ম-চেষ্টাবলম্বনে অচিদ্ রাজ্যের সহায়তায় মুক্ত হইতে সচেষ্ট, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ কোন মায়িক চেষ্টার আবাহন করেন না।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর বৃত্তি অবলম্বন না করায় সজ্জনের সকলই আত্মচেষ্টাময় হরিসেবাপর অনুষ্ঠান

অন্যাভিলাষী, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মফলভোগী এবং কর্ম্মফলত্যাগী জ্ঞানী সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের চেষ্টায় বিব্রত, কিন্তু সজ্জন তাদৃশ বৃত্তি মায়ার উদ্দেশ্যে পরিচালনা না করায় তিনি নিরীহ। আবার আত্মচেষ্টায় নিত্য হরিসেবাপর অনুষ্ঠান দেখা গেলেও তিনি জড়ে উদাসীন।

সজ্জন—স্থির (১৫)

দেহ-মনের ধর্ম্ম-পরিণামশীল, অতএব অনিত্য

আত্মার ধর্ম্ম—অচঞ্চল। মন ও দেহের ধর্ম্ম—পরিণামশীল। অনিত্য পরিণামশীল বস্তু কখনই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। দেহ নিত্য নহে, মনও অনিত্য বস্তু হইতে স্বীয় অনুশীলন বৃত্তি সংগ্রহ করে, সুতরাং তাহারা উভয়েই অস্থির।

সজ্জন স্থির-বস্তু ভগবানের উপাসক, তিনিও স্থির-প্রকৃতি

তাৎকালিক বৃত্তির তাড়নায় দেহ ও মন নানাপ্রকার প্রারম্ভের আবাহন করে। চাঞ্চল্য-রহিত হইলে নিত্যধর্ম্মের স্থিরতা আত্মায় উপলব্ধি হয়। ভগবদ্ভক্ত পরিণামশীল অসৎ বস্তুতে প্রবৃত্ত হন না। ভগবৎসেবায় চিত্তবৃত্তি নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে অস্থির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না। যে-কালে মনোরথ অস্থির বস্তুর সেবায় ধাবিত হয়, তৎকালাবধি তাহার নিত্যত্বের বা স্থিরতার সম্ভাবনা নাই। হরিসেবাপর সজ্জন সকল সময়েই স্থির। স্থির-বস্তু ভগবান্ স্থির-প্রকৃতি সজ্জনের অনুকূল অনুশীলনের বস্তু।

শম-দমাদি-যোগাভ্যাস ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত স্থিরতা বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্ভবপর নয়

পতঞ্জলি-ঋষির যোগদর্শন আলোচনা করিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃত্রিম উপায়দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। আবার ঈশ্বর-প্রণিধান-ফলে চিত্ত স্থির হয়। শম-দমাদির অভ্যাস-ফলে যে স্থিরতার উদ্দেশ করা হয়, তাহা পরিণামশীল ও অস্থিরতার পূর্ব্ববৃত্তি। বাস্তবিক স্থিরতা, নিত্যবস্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে অন্য অনিত্য-বৃত্তির যোগে সম্ভবনা হয় না।

সাধন-সাধ্যে বৈষম্য এবং উপায়-উপেয়ে পৃথক্ বুদ্ধি নিত্যত্বের ব্যাঘাতকারী

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী কেহই স্থির নহেন। তাহারা নিজ নিজ অভাবে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া সুস্থির হইবার জন্য বিভিন্ন কাল্পনিক অনিত্য অস্থিরতার আবাহন করেন মাত্র। আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত দুঃখী-জ্ঞানে স্ব-স্ব বাঞ্ছিত বস্তু-লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান। বিশেষতঃ সাধন ও সাধ্যে বৈষম্য থাকিলে অস্থিরতাই শেষ ফল হয় অর্থাৎ উপায়-উপেয়ের পার্থক্য নিত্যত্বের ব্যাঘাত করে।

সজ্জনগণ ইষ্টলাভে ধৈর্য্যশীল, অতএব ধীর ও স্থির

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীরঘুনাথ-দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥"

সকল কার্য্যেই স্থিরতার প্রয়োজন আছে। ধৈর্য্য-বিশিষ্ট না হইলে ভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। অনাত্ম-ধর্ম্মে অনিত্য ও অস্থিরতা আছে। সজ্জনগণ তাহাতে প্রমত্ত নহেন। সজ্জনগণ সকল অনুষ্ঠানেই ধীর। সজ্জনগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের দৃঢ়তাই জগতের আদর্শ।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়॥ (মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥ (মঃ ১২।৫৩)

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্গুরু বলা যায়।

বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চ-পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐসকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্যপদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। **গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন।** অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ

কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ **গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন।** মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার-দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া-যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকল প্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি **ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।** ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন-প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবমাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারী পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলির কোন প্রকার দুষ্টকাযা ইহাতে আছে। আজকাল ভেকধারী সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ-কালে অধিকারবিচার করা যায় না। অনধিকারীব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে সাধারণের একটু মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

— জগদ্গুরু **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ**

স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ

ভগবান্ শম্ভু নিজশক্তি পার্ব্বতীদেবীর অভিলাষানুসারে "পাষণ্ডী" ব্যক্তির লক্ষণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে (শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড. ৯৩ অধ্যায়ে) বলিয়াছেন,—

যেঽন্যং দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগন্নাথাত্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ।
ঋতে বনস্থাশ্রমাচ্চ জটাবল্কলধারিণঃ॥
অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিস্তথা।
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥

অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ ব্যতীত অপর দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারাই পাষণ্ডী। আর অবৈদিক চিহ্ন-স্বরূপ কপালভস্মাস্থি-ধারণকারী ব্যক্তিগণও পাষণ্ডী; বানপ্রস্থাশ্রমী ব্যতীত জটাবল্কলধারী ব্যক্তিও পাষণ্ডী। আর যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দেবতার সঙ্গে সমপর্য্যায়ে দর্শন করে, সে সর্ব্বদাই পাষণ্ডী হইয়া থাকে।

পরমারাধ্যা শম্ভুপ্রিয়া পতির বাক্য শ্রবণে পুনরায় প্রশ্ন করেন,—

ভগবান্ পরমং গুহ্যং পৃচ্ছামি সুরসত্তম।
ময়ি প্রীত্যা সমাচক্ষ্ব সংশয়ো বর্ত্ততে ভৃশম্॥
কপালভস্মচর্ম্মাস্থিধারণং শ্রুতিগর্হিতম্।
ত্বয়া মার্যাতে দেব গর্হিতং কেন হেতুনা॥

হে ভগবন্! সুরশ্রেষ্ঠ আপনাকে পরম গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাতে প্রীতিহেতু এই সংশয়ের অপনোদন করুন। কপালভস্ম-চর্ম্মাস্থি-ধারণ যদি শ্রুতিনিন্দিত কার্য্যই হইয়া থাকে, তবে আপনি কি-নিমিত্ত এইরূপ গর্হিত আচরণ প্রদর্শন করিতেছেন?

তদুত্তরে মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! আমার নিকট পরম গুহ্য কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার নিজ-শরীরের অভিন্ন বলিয়া তোমার নিকট আমার এই রহস্য আচরণ বর্ণন করিতেছি,—

সমুচ্যাস্থা মহাদৈত্যাঃ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাবীরা মহৌজসঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুব্রতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ॥

ত্রয়ীধর্ম্মযুতাঃ সর্ব্বে ভগ্না ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগম্য ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ॥

দেবা উচুঃ—

অজয়ান্ সর্ব্বদেবানাং তপোনির্ধূতকল্মষান্।
ত্বমেবৈতান্মহাদৈত্যান্ জেতুমর্হসি কেশব॥

রুদ্র উবাচঃ—

ইত্যাকর্ণ্য হরির্ব্বাক্যং দেবানাঞ্চ ভয়ানকং।
তানবধ্যান্ বিদিত্বাথ মামাহ পুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ত্বং হি রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থে সুরদ্বিষাং।
পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম॥
তামসানি পুরাণানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি।
মোহনানি চ শাস্ত্রাণি কুরুষ্ব চ মহামতে॥
ময়ি ভক্ত্যাশ্চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মহর্ষয়ঃ।
স্বচ্ছক্ত্যা তান্ সমাদিশ্য কথয়স্ব চ তামসান্॥
কণাদং গৌতমং শক্তিমুপমন্যুঞ্চ জৈমিনীং।
কপিলং চৈব দুর্ব্বাসং মৃকণ্ডুঞ্চ বৃহস্পতিম্॥
ভার্গবং জমদগ্নিঞ্চ দশৈতাংস্তামসানৃষীন্।
তব শক্ত্যা সমাবিশ্য কুরুতে জগতে হিতম্॥
স্বচ্ছক্ত্যা সন্নিবিষ্টাস্তে তমসোদ্রিক্তয়া ভৃশং।
তামসাস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ॥
কথয়িষ্যন্তি তে বিপ্রাস্তামসানি জগত্রয়ে।
পুরাণানি চ শাস্ত্রাণি ত্বয়া সত্যেন বেদিতাঃ॥
কপালচর্ম্মভস্মাস্থিচিহ্নান্যপি হি সর্ব্বশঃ।
ত্বমেব দ্বৈতবাক্ষোঁকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে॥
তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সুব্রত।
কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিভেদতঃ॥
অবলম্ব্য মতং সমগ্ বেদবাহ্যং দ্বিজাধমাঃ।
ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
ত্বাং পরত্বেন বক্ষ্যন্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তামসাঃ।

তেষাং ময়মধিষ্ঠায় সর্ব্বে দৈত্যাঃ সনাতনাঃ ॥
ভবেয়ুস্তে মদ্বিমুখাঃ ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ।
অহমপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল ॥
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগে যুগে ॥

মহাদেব উবাচ,—

তচ্ছ্রুত্বাহং যথোক্তং তু বাসুদেবেন ভামিনি।
সমুদ্বিগ্নমনা দীনো বভূবাত্র বরাননে ॥
নমস্কৃত্বাথ তং দেবমব্রবং পরমেশ্বরং।
ত্বয়োদিতমিদং দেব করোমি যদি ভূতলে ॥
তস্মান্নাশো হি মে নাথ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ন শক্যং হি ময়া কর্ত্তুমেতৎ কৃত্যং হরেঽধুনা ॥
ত্বদাজ্ঞাপি চ নোল্লঙ্ঘ্যা এতদ্দুঃখতরং মহৎ।
এবমুক্তস্ততো দেবি সমাশ্বাস্য চ মাং পুনঃ ॥
আত্মনাশায় তে নাত্র ভবত্বিত্যাহ নো হরিঃ।
দেবতানাং হিতার্থায় কুরুষ্ব বচনং মম ॥
তবাপ্যুজ্জীবনোপায়ং কথয়ামি সুরোত্তম।
নিত্যং জপ মহাবাহো মম নামসহস্রকম্ ॥
হৃদয়ে মাং সমাধ্যায় জপ মন্ত্রং মমাব্যয়ং।
ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—নমুচি প্রভৃতি কতকগুলি মহাবল দৈত্য বৈদিক ক্রিয়া-দ্বারা বিষ্ণূপাসনা করত মহাবলবান্ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ফেলিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ভীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে শরণাগত হন। দেবতাগণ বলেন, হে কেশব! আপনি এই সমস্ত তপোবলসম্পন্ন নিষ্পাপ দৈত্যগণকে সংহার করুন। তখন দেবদেব পুরুষোত্তম দৈত্যগণকে ইন্দ্রাদি দেবগণের অজেয় জানিয়া আমাকে আদেশ করেন—"হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি অসুরগণকে মোহন করিবার নিমিত্ত পাষণ্ডাচরণ-ধর্ম্ম ও তামস-পুরাণাদি কীর্ত্তন কর এবং মোহন-শাস্ত্রসকল রচনা কর। আমার ভক্ত ব্রাহ্মণ কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনী, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব ও জমদগ্নি—এই দশজনের নিজশক্তিকে তমোভাবাপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারাও তামস শাস্ত্রাদি প্রচার করাও। আর তুমি অসুরগণের মোহনের

নিমিত্ত কপালভস্ম, চর্ম্মাস্থি ধারণ করিয়া ত্রিজগতে ভ্রমণ কর। আরও বলি—কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈবাদি-ভেদে পাশুপত শাস্ত্র সকল রচনা কর। ঐ সকল বেদবহির্ভূত মতবাদে মুগ্ধ হইয়া দ্বিজাধমগণ ভস্মাস্থি-ধারণকারী হইবে সন্দেহ নাই। সকল তামস-শাস্ত্রে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন করিবে। ঐ সকল মত গ্রহণ করিয়া দৈত্যগণ অবিলম্বে হরিবিমুখ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে বধ করা সহজ হইবে। আমিও তামস-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মোহনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তোমার পূজা করি।”

ভগবান্ বাসুদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরমেশ্বরকে নমস্কার করত বলিলাম—হে দেব! আপনার আদিষ্ট বাক্য পালন করিলে আমার নাশ অবশ্যম্ভাবী, আবার আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তখন মনোদুঃখহরণকারী হরি আমাকে বলিলেন যে, “দেবতাগণের হিতার্থে আমার বাক্য পালন কর। তজ্জন্য আমার অপরাধ ক্ষালনার্থ উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি যে, তুমি আমাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আমার সহস্র-নাম ও ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র জপ কর। তাহা হইলে কোন প্রত্যবায় হইবে না।”

অতঃপর মহাদেব দেবতাগণের হিতার্থে বিষ্ণু-আজ্ঞা পালন করিলে সমস্ত অসুরগণ ভগবদ্বিমুখ হইয়া পড়ে এবং ভস্মাস্থি ধারণপূর্ব্বক মাংস, রক্তচন্দনাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া আমার নিকট হইতে বর গ্রহণপূর্ব্বক নির্বীর্য্য হইলে দেবতাগণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এসম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উক্তি—

ইদং মত্তমবষ্টভ্য মাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বরাক্ষসাঃ।
ভগবদ্বিমুখাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তমসাবৃতাঃ॥
ভস্মাদিধারণং কৃত্বা মহোগ্রতমসাবৃতাঃ।
মামেব পূজয়াঞ্চক্রুর্মাংসাসৃক্চন্দনাদিভিঃ॥
মত্তো বরপ্রদানানি লব্ধ্বা মদবলোদ্ধতাঃ।
অত্যন্তবিষয়াসক্তাঃ কামক্রোধসমন্বিতাঃ॥
সত্ত্বহীনাস্তু নির্বীর্য্যা জিতা দেবগণৈস্তদা।

মহাদেব পুনরায় বলেন,—

যে মে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে।
সর্ব্বধর্ম্মৈশ্চ রহিতাঃ পশ্যন্তি নিরয়ং সদা॥

এবং দেবহিতার্থায় বৃত্তির্ম্মে দেবি গর্হিতা।
বিষ্ণোরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য কৃতং ভস্মাস্থিধারণম্ ॥
বাহ্যচিহ্নমিদং দেবি মোহনার্থায় বিদ্বিষাম্ !

অতএব, হে দেবি! যাহারা আমার এই মত অবলম্বন করিবে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া সদা নরক দর্শন করিবে। এই প্রকারে আমি বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে দেব-হিতার্থ ভস্মাস্থি ধারণরূপ গর্হিত পাষণ্ড আচরণ করিয়াছি। ইহা আমার বাহ্যচিহ্ন মাত্র।

অতঃপর পার্ব্বতীদেবী তামস পুরাণাদির বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শম্ভু কহিলেন,—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানাং যথাক্রমং।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাতিতাং জ্ঞানিনামপি ॥
প্রথমং হি ময়া চোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈঃ বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃ শৃণু ॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা ॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতং।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে ॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রষ্টং বৈধর্ম্মাত্বং তদুচ্যতে।
পরেশজীবয়োরৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে ॥
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকং।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥

হে দেবি! আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্রসকল বর্ণন করিতেছি। এই সকল শাস্ত্রের স্মরণমাত্রে জ্ঞানিগণেরও পতন হইয়া থাকে। আমি প্রথমে পাশুপতাদি

শৈবশাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিয়াছি। পরে আমার শক্ত্যাবিষ্ট ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। কণাদ-কর্ত্তৃক বৈশেষিক দর্শন, গৌতম কর্ত্তৃক ন্যায়, (অগ্নিবংশীয়) কপিল-কর্ত্তৃক সাংখ্য, বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক অতিগর্হিত চার্ব্বাক-মত, দৈত্যগণের নাশহেতু বুদ্ধরূপী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক অসৎ বৌদ্ধশাস্ত্র এবং আমি স্বয়ং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অসৎ মায়াবাদ-শাস্ত্র কহিয়াছি। শ্রুতি-বাক্যের লোক-নিন্দিত মন্দ অর্থ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মস্বরূপের সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছি। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ নিধর্ম্মেরই (পাপ) স্বরূপ। ঈশ্বর ও জীবের একত্ব এবং স্বয়ংরূপ ব্রহ্মের নির্গুণত্ব আমা-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জগতের মোহনার্থ ও জগন্নাশহেতু বেদার্থবৎ মায়াবাদ-শাস্ত্র আমিই বলিয়াছি।

অতঃপর তামস পুরাণ ও তামস স্মৃতিসকল কহিতেছি, তাহা যথাক্রমে শ্রবণ কর,—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধ মে॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধ মে॥
সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়-প্রাপ্তিহেতবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, নারদীয়পুরাণ ও গরুড়পুরাণ—এই ছয়টী শুভফলজনক সাত্ত্বিক-শাস্ত্র। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রাহ্ম, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য ও বামন—এই ছয়টি রাজস-পুরাণ এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব ও স্কন্দপুরাণ—এই ছয়টী তামস পুরাণ। সাত্ত্বিক পুরাণসকল মোক্ষদাতা, রাজসিক পুরাণসকল স্বর্গফল-দানকারী এবং তামস পুরাণসকল নরকপ্রাপ্তির হেতু। অর্থাৎ এই ত্রিবিধ পুরাণের পাঠ্য শ্রবণ বা তদনুযায়ী কার্য্য করিলে যথাক্রমে মোক্ষ, স্বর্গ ও নরক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এখানে জগদ্গুরু ভগবান্ শম্ভু স্বয়ং শ্রীমুখে লিঙ্গপুরাণের (শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদির) নিন্দা করিতেছেন। এইসকল তামসপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অধিক কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে ঐসকলের মন্দফল বর্ণন করিয়া বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-সূচক

সাত্ত্বিক পুরাণ সকলেরই শ্রবণ-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ইহাতেই যদি আমাদের চেতন না হয়, তবে আমরা নিতান্ত মন্দভাগ্য জানিতে হইবে।

তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা শুভদর্শনে॥
বাশিষ্ঠঞ্চৈবহারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যং তথাত্রেয়ং তৈত্তিরং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সাম্বর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতং।
শাঙ্খ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥

ত্রিগুণান্বিত স্মৃতিসমূহের কথায় শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পরাশর, ভরদ্বাজ কশ্যপ-লিখিত স্মৃতিসকল মোক্ষদায়ক সাত্ত্বিক-স্মৃতি। যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি, তিত্তিরি, দক্ষ, কাত্যায়ন ও বিষ্ণু-কথিত স্মৃতিসমূহ স্বর্গপ্রদ রাজস-স্মৃতি এবং গৌতম, বৃহস্পতি, সম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ ও শুক্রাচার্য্য-কথিত স্মৃতিসকল নরকপ্রদ তামস-স্মৃতি।

কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ॥

এস্থলে অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন কি? স্মৃতি ও পুরাণসকলের মধ্যে তামস-শাস্ত্রগুলি নরকেরই হেতু। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী রাজসিক-ফল—স্বর্গ দান করে অর্থাৎ চণ্ডীপাঠ বা চণ্ডীর উপাসনা দ্বারা স্বর্গলাভেই শেষ ফল। কেহ কেহ চণ্ডীকে মোক্ষদায়িকা কল্পনা করিতে পারেন, কেহ বা আধ্যাত্মিকা ব্যাখ্যা করিয়া রাজস-প্রকৃতির লোকসকলকে মুগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে কেবল লোকবঞ্চনা হয় মাত্র।

আমরা ভবিষ্যতে শম্ভু-উল্লিখিত শাস্ত্রসকলের বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীরথযাত্রা-দর্শন

রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
ইহা শুনি অনেকে যান রথযাত্রা দেখিতে ॥
কিরূপ দর্শনে হয় সংসার মোচন।
বিচার করিয়া দেখ সাধু ভক্তগণ ॥
ভক্তি বিনা তত্ত্বদর্শন কভু নাহি হয়।
বেদে ভাগবতাদিতে পুনঃ পুনঃ কয় ॥
সাধারণ দর্শনে হয় সুকৃতি অর্জ্জন।
তাত্ত্বিক দর্শনে হয় সংসার মোচন ॥
তাত্ত্বিক দর্শন অর্থে 'স্বরূপ দর্শন'।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তত্ত্ববস্তু হন ॥
জগন্নাথ-বিষ্ণু-কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
পুরীতে বিজয়মূর্ত্তি করেন প্রমাণ ॥
"ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয়।
শ্রীমহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টে এ সিদ্ধান্ত কয় ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৯। ১৫৫)

বামন গৌর জগন্নাথ ভিন্ন তত্ত্ব নন।
যাযাবর সদা যাচে তাত্ত্বিক দর্শন ॥

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিংধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

অনুবাদ—আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক লাভে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিভক্তগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদিদোষবর্জ্জিত ভগবন্নিষ্ঠ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে-পরমপদ দর্শন করেন, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী। (মাধ্বশ্রুতি ৩।৩।৫৩)

অনুবাদ—ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান; সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥(ভাঃ ১।২।১১)

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥ (ভাঃ ১।৮।৩৬)

অনুবাদ—যে-সকল ব্যক্তি তোমার চরিতকথা বারম্বার শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন, তাঁহারাই জন্মপরম্পরা-নিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে দর্শন করেন।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
(ভাঃ ১১।১৪।২১)

অনুবাদ—শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রস্বভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥
(ভাঃ ১১।১৪।২৬)

অনুবাদ—মানবচিত্ত মদীয় পুণ্যচরিত শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা যে-পরিমাণ বিশুদ্ধি লাভ করে, অঞ্জন-প্রয়োগযুক্ত চক্ষুর ন্যায় ততই সূক্ষ্মবস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজ-তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভাঃ ১১।২০।৩০)

অনুবাদ—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীতা ১১।৫৪)

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট আমি কিন্তু অন্য প্রকারে দুর্ল্লভদর্শন হইলেও ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে ও দেখিতে এবং আমার লীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

(গীতা ১৮।৫৫)

অনুবাদ—সেই পরাভক্তি-প্রভাবে আমার ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বরূপ-দ্বয় সম্যক্ জানিতে পারেন এবং তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া আমার অভিন্নস্বরূপ অন্তরঙ্গ পরিকরগণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন।
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

অনুবাদ—প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-চক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী)
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

প্রভুবরের পঞ্চদশবর্ষপূর্ত্তি বিরহ-বাসরে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
জয় জয় জগদ্‌গুরু করুণা নিদান॥
তব তিরোভাব-তিথি এসেছে আজিকে।
এ' তিথি পূজনে মোরা মিলেছি শ্রীমঠে॥
বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দামোদর মাস।
তৎ প্রারম্ভে পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের রাস॥
পঞ্চদশ বর্ষ আগে হেন পূর্ণিমা-রাতে।
মোদেরে ত্যজিয়া তুমি গিয়াছো গোলোকে॥
সেথা রসরাজ-সাথে রাসমঞ্চ' পরে।
খেলিছ প্রাণের খেলা সদা প্রীতিভরে॥
হেথা তব অদর্শনে মোরা কাঁপি ত্রাসে।
দুর্দ্দিন-মেঘ ভরে উঠে চারিপাশে॥
তুমি নাই যেথা প্রভু সেথা অন্ধকার।
তোমা'বিনা এ জীবনে শূন্য চারিধার॥
কোথা যাব, কা'রে ক'ব, আমার এ' বেদনা!
কোথা' এ' তাপিত প্রাণে পাইব সান্ত্বনা!!
তব অন্তর্দ্ধানে মোরা অনাথ, অসহায়।
বিরহ-আগুনে মোদের হৃদি জ্বলি' যায়॥
এ ভৌম প্রপঞ্চে তুমি আসিবে না আর।
—হেন ভাবনায় আজি করি হাহাকার॥
তব বিচ্ছেদগত ভাব শ্রেষ্ঠ ভজন।
ইথে মোদের আকর্ষিতে কৈলে অন্তর্দ্ধান॥

বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনা-মাধ্যমে ।
তব পূর্ব্বস্মৃতি জাগি' আনন্দ প্রদানে ॥
তব গুণ মহিমার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন ।
এ' তিথি পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ন ॥

গোলোক হইতে তুমি আসি' এ' নৃলোকে ।
গুরুরূপে দেখা দিলা মোদের সম্মুখে ॥
তোমার বৈভব ভূ-ভারতে বিস্তারিল ।
মোদের অন্তরে তব প্রভাব পড়িল ॥

নিত্য হরিকথামৃত করিয়া বর্ষণ ।
অসংখ্য জীবের চিত্ত করিলা শোধন ॥
'বেদান্ত সমিতি' নামে স্থাপিয়া মিশন ।
ভজন-প্রণালী তথা কৈলে সংরক্ষণ ॥

দেশে দেশে বহু মঠ করিলা স্থাপন ।
শ্রীহরি-সেবার সুযোগ করিলে প্রদান ॥
ত্রয়োদশ প্রকার যত অপসম্প্রদায় ।
তোমার সিদ্ধান্ত শুনি' ভয়েতে লুকায় ॥

তব সম নাহি দেখি বৈদান্তিক পণ্ডিত ।
শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম খণ্ডিলে মায়াবাদ ॥
দুর্ব্বার, দুর্জ্জয় তুমি—নিঃশঙ্ক হৃদয় ।
প্রভুপাদের দাসরূপে তব পরিচয় ॥

শ্রীল গুরুদেব সত্য, সবার উপরে ।
গুরুভক্তি-দ্বারা তাহা জানালে সবারে ॥
একদা শ্রীপ্রভুপাদ পড়িলে সঙ্কটে ।
নিজ-প্রাণ তুচ্ছ করি' রক্ষিলে তাঁহাকে ॥

তব গুণ-বর্ণিবার মোর শক্তি নাই ।
পূজ্যপাদ বৈষ্ণব-মুখে শুনিবারে চাই ॥

এ' বিরহ-ব্যথা হোক আরও তীব্রতর।
তব স্মৃতি স্মরি' জাগুক আনন্দ প্রচুর ॥
গৌড়ীয় ভাস্কর তুমি, সুসিদ্ধান্ত-ভূপ।
তব অসমোর্দ্ধ দান আজো সঞ্জীবিত ॥
ভগবান্ আছে সত্য, কে দেখেছে তাঁরে?
তোমার আশ্রিত শিষ্যই দেখিবারে পারে ॥
তোমার দেবত্বে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
সেই উদ্ধারিতে পারে ছিণ্ডি' মায়াপাশ ॥
তুমি মোর হর্ত্তা-কর্ত্তা তুমিই মালিক।
কৃপা করি মোর অনর্থ কর দূরীভূত ॥
পিতার সম্পত্তি যেমন পুত্র পেয়ে থাকে।
তেমনি তোমার কৃষ্ণে দিও গো আমাকে ॥
আত্মসমর্পিনু আজি তোমার চরণে।
নিজগুণে উদ্ধারহ এ দীন অভাজনে ॥
তোমার অর্চ্চন ও মনোহভীষ্ট পালন।
—এই দুই সেবায় তব হয় সন্তোষণ ॥
কৃপা কর যেন তব আনুগত্যে থাকি'।
তব প্রীতিময়ী সেবা করি দিবারাতি ॥
ভক্তিপুষ্পে ও তদ্গতচিত্ততা-চন্দনে।
তোমার চরণ পূজে শুদ্ধভক্তগণে ॥
এ ভক্তিহীনের তাহা নাহি তো সম্বল।
সাধন-ভজনে আমি বড়ই দুর্ব্বল ॥
অশ্রুজলে পাদ্য-অর্ঘ্য করি নিবেদন।
প্রণমি' তোমায়, দাস্য মাগি সর্ব্বক্ষণ ॥

শ্রীগুরুবিরহ-বাসর
২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৭ গৌরাব্দ
ইং ২১।১০।১৯৮৩

ভবদীয় পাদপদ্মের কৃপারেণু-প্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল,
গ্রাম—বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

একটি পত্র

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ জয়তঃ ॥

নিশিগঞ্জ (কোচবিহার)।
তাং ৫/৯/৮৩ ইং

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ! আপনার শ্রীচরণে এ অধমের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম কৃপা করে স্থান দিবেন। মহারাজ! আমার সংশয় সংশোধনের জন্য অবশ্যই দয়া করিয়া এই পত্রোত্তর দিবেন—এই প্রার্থনা জানাই।

সৎগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াও দেখা যায় যে, কেহ কেহ রাসপূর্ণিমা পালন করতঃ প্রতিবৎসর আড়ম্বরের সহিত রাত্রি জাগরণ ও নিশিরাত্রিতে (রাত ১২ টায়) ঠাকুরের ভোগ দেয়—ইহা কি শাস্ত্র-সম্মত? আবার কেহবা উত্থান একাদশীতে জাগরণ করিয়া রাত্রের চার প্রহরে চারবার ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিতে গিয়া অনাচারী তথাকথিত পুরোহিতের দ্বারা অর্চ্চন-পূজন করান। যিনি বা যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহার উক্ত কার্য্য ঐভাবে করা কি শাস্ত্র সঙ্গত? এতদ্ব্যতীত যাহারা মাদক-দ্রব্য বা নেশা খায় তাদের দ্বারা পাচিত অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিলে তাহা কি যথার্থত প্রসাদ হয়? সেই কথিত প্রসাদান্ন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন কি? আমরা মঠাশ্রিত ভক্তগণ সেইরূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলে ক্ষতি হইবে কি না, দয়া করে পত্র পাঠ জানাইতে বিশেষ প্রার্থনা। আশাকরি আপনি আমায় উপেক্ষা না করিয়া নিশ্চয়ই যথাযথভাবে জানাইবেন। এর দ্বারা আমরা এখানে সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিব। নিবেদন ইতি—

প্রণত দাসাধম—
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসাধিকারী,
গ্রাম—শিকটীবাড়ী;
পোঃ—নিশিগঞ্জ (কোচবিহার)।

পত্রোত্তর

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : এন্‌-ভি-ডি—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জিলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

তাং—২২।৯।১৯৮৩ ইং

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীপাদ প্রভুজী! পত্রে এ অধমের দণ্ডবৎ অঙ্গীকার করিতে প্রার্থনা। আপনার কৃপালিপিখানি আমার হাতে পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। কারণ আমি গত ১°/৮।৮৩ তারিখে আসামের দিকে অর্থাৎ সেখান হইতেই মেঘালয় প্রভৃতিস্থানে ভ্রমণ করিয়া শ্রীরাধাষ্টমীর পূর্ব্বদিন এখানে প্রত্যার্ত্তন করি। এসে এত ব্যস্ত হইয়া পরি যে, উত্তর দিতে স্বল্প বিলম্ব হইল। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ অধমের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন—প্রার্থনা জানাই।

শ্রীরাসপূর্ণিমা উপলক্ষে রাত্র ১২ টায় সময় ভোগ দেওয়ার নিয়ম আমাদের শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে দৃষ্টি গোচর হয় না। বিশেষতঃ অনধিকারী বা অনর্থ-নিপীড়িতের পক্ষে রাস-পঞ্চাধ্যায় পরস্পর আলোচনা করা যথাযথ বিধেয় নহে। তবে কোন দৃঢ়নিষ্ঠ শ্রদ্ধালু ব্যক্তি পরম ভাগবতগণের শ্রীমুখে সেই লীলা স্মরণ সঙ্গোপনে আর্ত্তির সহিত করিয়া থাকেন মাত্র। তাহা কোন প্রতিষ্ঠা বা জড়ীয় আশার বশবর্ত্তী হইয়া নহে। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ আচরণ আমাদের ন্যায় আপামর ব্যক্তিগণের কল্যাণ অপেক্ষা অনর্থগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা চিল্লীলা বা অপ্রাকৃতরস বা সেই আনন্দ কথন প্রাকৃত বা জড়রস-গ্রন্থের ন্যায় নহে। প্রাকৃত রসাস্বাদন—উহা প্রেম নহে—"কাম" নামে আখ্যাত হইয়াছে এবং উহা জীবের পক্ষে বিড়ম্বনার প্রশস্ত সরণি।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬৪)

তবে শ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি বা উপকরণাদি শ্রীরাধা-গোবিন্দকে যথারীতি নিবেদনে দোষণীয় নহে পরন্তু তাহা করাই উচিত। কিন্তু রাত ১২টার সময় দিতে হইবে এইরূপ বিধান বা নির্দ্দেশ আমরা গুরুবর্গের নিকট হইতে পাই নাই। অতএব পাকামো করিতে গিয়া উহা অতিবাড়ী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

শ্রীউত্থানৈকাদশীতে জাগরণে দোষ নাই। কেননা সকল একাদশীতে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে জাগরণের বিধান আছে। কিন্তু রাত্রির চারি-প্রহরের মধ্যে প্রতিপ্রহরে ঠাকুরকে জাগরিত করা ইহা স্মার্ত্তাচার মাত্র। কারণ আমার মত ঠাকুরকেও জেগে থাকতে হবে ইহা সেবাপ্রাণ ঐকান্তিক ভক্তের লক্ষণ নহে। স্মার্ত্তাচার কখনই শুদ্ধা ভক্তিদান করিতে পারেনা। কেননা ইহার লক্ষ্য সেব্যের প্রীতির অন্তরালে সেবকের কিছু লাভাকাঙ্ক্ষা রয়ে থাকে। যেখানে লাভাকাঙ্ক্ষা, তাহা কখনও কর্ম্মমিশ্রা, কখনও জ্ঞানমিশ্রা এবং কখন বা ছলভক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃততে তাহা দ্বারা কখনই প্রেমভক্তি লাভ হয় না। সাধারণ জগতের লোক ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি কাহাকে বলে সেটা বুঝিতে না পারিয়া সবগুলিকে একাকার করিতে গিয়া অনর্থগ্রস্ত হইতে বাধ্য হয়। জড়ীয় রসাস্বাদন দ্বারা অপ্রাকৃত রস কখনই আস্বাদন যোগ্য নহে। সুতরাং যদি কেহ ভক্তিভরে শ্রীনামে মাতোয়ারা হইয়া শ্রীহরিবাসর-তিথিতে রাত্রি জাগরণ করেন (উপবাসী থাকিয়া)— তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণপ্রদ—তিনি নমস্য। এতদ্ব্যতীত অন্যগুলি ছলনা বিজড়িত হওয়ায় বাতুলতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

যাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের তথা পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দের আনুগত্যেই আনুষ্ঠানিকাদি করিবেন। আনুষ্ঠানিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেই শেষ নহে, পরন্তু শ্রীগুরুপ্রদত্ত আদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিলে তবেই তাহার সুফল লভ্য হইয়া থাকে। নচেৎ শুধু স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম কিন্তু পড়াশুনা না করিলে যেমন পণ্ডিত হওয়া যায় না সেইরূপই অবস্থা হয়। পরন্তু যখন পড়াশুনার চাপ আসে বা আগ্রহ থাকিলে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশা থাকে। সেইরূপ দীক্ষা লইলে তাঁহার চরিত্র বা জীবন গঠনের সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবামূলে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব আত্মকল্যাণকামী যিনি, তিনি সেব্যের প্রীতি-বিধানের জন্য সেবায় ব্রতী হইবেন। লৌকিক, কৌলিক, সামাজিক এমন কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈদিক-নীতিকে বহুমানন করিবেন না; বিশ্রম্ভ সেবক-গণের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

যিনি শুদ্ধভক্তের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কখনই পতিতা-ভিলাষী কর্ম্মকাণ্ডীয় তথাকথিত পুরোহিতের দ্বারা প্রহরে প্রহরে পূজার ব্যবস্থা করিবেন না। কেননা যাহারা পতিত অর্থাৎ অনর্থ-পিপাসী সেইরূপ ভাড়াটিয়ার দ্বারা আত্যন্তিক অর্থাৎ নিত্যমঙ্গল কখনই লাভ তো হইবেই না;

উপরন্তু ভগবচ্চরণে অপরাধী হইতে হইবে। তাই দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত নিজেই প্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়া সর্ব্বদাই কল্যাণপ্রদ।

যাহারা শুদ্ধাচারী নহে তাহার দ্বারা সাত্ত্বিক হইবে কোত্থেকে? পাথরের 'সোনার বাটী' হওয়া কখনও কি সম্ভব? পাথর ত পাথরই বটে, সুতরাং উহা আবার স্বর্ণ হয় কি করিয়া? অতএব অনাচারীর পাচিতদ্রব্য কল্মষযুক্ত অর্থাৎ অপবিত্র। সুতরাং শুধি-সমাজে ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া থাকেন।

মাদক-দ্রব্যাদি কলির প্রিয়স্থান। সুতরাং সাত্ত্বিকগণ কি করিয়া তাহা অনুমোদন করিতে পারেন? এসিড খেয়ে স্বাস্থ্য করার কল্পনা যেমন—উহাও তদ্রূপ অবাস্তব। অনেক সময় সুবিধাবাদী তথাকথিত ভক্তগণ বলে যে, "দেবাদিদেব মহাদেব তো গাঁজা-ভাং গ্রহণ করেন,—সুতরাং আমাদের গ্রহণ করিতে দোষ কি? এর দ্বারা সে যেন প্রতিপন্ন করিতে চায় যে, সেও "শিব" তুল্য হইয়াছে। কিন্তু সেই বেকুব ভাবেনা যে, শিবের অধিকার বা ক্ষমতা যেরূপ তাহার এককণা মাত্রও সে-অধিকার কি নিজে লাভ করিয়াছে?

সাধকজীব ও মুক্তজীবের অবস্থা এক নহে। শুদ্ধভক্ত কি গ্রহণ করিতে পারিবেন আর না পারিবেন তাহা বলিবার অধিকার মাদৃশ অধমের নাই। তবে শুদ্ধভক্তগণ যদিও বিধি গ্রহণে বাধ্য নন, কিন্তু তাই বলে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল বা বিধি লঙ্ঘনকারী—এমন নহেন। পরন্তু তথাকথিত ব্যক্তির বা কর্ম্মকাণ্ডীয়গণ বিধির কথা কপচাইয়া অবিধি করিয়া বসেন। ভগবৎ সেবার অনুকূল যাহা—তাহাই যথার্থত বিধি। এতদ্ব্যতীত সবই অবিধি জানিবেন। সাধক জীবগণ সর্ব্বদাই পরম ভাগবতের অনুসরণ করেন। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিধি-নিষেধ মানিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে তো আরও সাবধান হওয়া যুক্তিযুক্ত। সাধক অবস্থাতেই যদি সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া হয় তবে তাহা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক।

এমতাবস্থায় আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিলাম, শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে যাহা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া ব্যক্ত করিলাম মাত্র। কাহারও প্রতি কোন আক্রোশ বা ঈর্ষাবশতঃ নহে। আপনারা দয়া করিয়া শুদ্ধভক্তি-যাজনে ব্রতী থাকিবেন এবং অধমের প্রতি অহৈতুকী কৃপা রাখিবেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। অত্রস্থ বৈষ্ণববৃন্দ কুশলে আছেন। তত্রস্থ সকল বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইতেছি ইতি— শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভিলাষী—

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

মানবজীবনের সার্থকতা কোথায় ?

বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। "এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কোথায় ? তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভবাটবীতে আগমন করত বিমুখিনী মায়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব মায়িক বস্তুর সেবায় আত্মবলিদানপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-সাধন-তৎপরতাকেই মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে করিতে কালের স্রোতে ভাসিতে থাকে।

মায়াদেবীর বিচিত্রতাপূর্ণ রাজত্বে নয়ন ও মনোমুগ্ধকর বস্তুর বিচিত্রতা দর্শন করিয়া নিত্য নবনবায়মান ভোগ করিবার স্পৃহা বদ্ধজীবের হৃদয়-অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার ঐপ্রকার ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করাকেই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ঐপ্রকার ভোগরূপ বঞ্চককে পরমাত্মীয়বোধে তাহার মধুপুষ্পিত বাক্যগুলিই অর্থাৎ তাহার বঞ্চনাময়ী প্রেরণাগুলি একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই বিচারে মনুষ্য যে-কোন কার্য্য করিতে যায়, তাহাতে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সাধনের পরিবর্ত্তে মূলে আভ্যন্তরিক ভোগ-স্পৃহাই থাকিয়া যায়। তখন দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণাদি মাত্র মনুষ্যজীবনের সার্থকতারূপে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রতিপন্ন বিষয় সুচারুরূপে পালনের নিমিত্ত মনুষ্য তখন ঊর্দ্ধনিঃশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মায়ার দ্বারে অতিথি হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে এবং আর্ত্তনাদের সহিত ডাকিতে থাকে—কে আছ, শীঘ্র দরজা খোল, আমি বিপন্ন। তখন মায়াদেবী মোহিনীমূর্ত্তিতে তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিতে থাকেন, "কে তুমি, তোমার প্রয়োজন কি ? কি জন্য তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ?" তাহার উত্তরে ঐ জীব বলিতে থাকে,—আমি অর্থের প্রয়াসী হইয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে কিছু অর্থ প্রদান কর। কেননা আমার ঐ অর্থের দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিয়া আমার এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা করিব। মায়াদেবী তখন তাহার উত্তরে বলিতে থাকেন,—তুমি যদি কনকের প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাকে নিজ স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়া আমার নিকট আসিতে হইবে অর্থাৎ তোমার নিজের নিজত্বকে বলিদান করিয়া আমি যখন যাহা আদেশ করিব, সেই মুহূর্ত্তে তাহা অবনত মস্তকে পালন করিয়া আমার

চিরকৃতদাস থাকিতে হইবে—এই সর্ত্তে প্রস্তুত থাকিলে কনক পাইতে পারিবে। তাহাও সুদুর্ল্লভ। তখন সেই জীব কাতর-স্বরে করজোড়ে নিবেদন করিতে থাকে,—"আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমি অবনতমস্তকে পালন করিব। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও ত্রুটী হইবে না।"

কিন্তু হায়! দুর্দ্দৈবের ফের এমনই যে, ঐ জীব বিষয়-মোহ-মদিরায় প্রমত্ত হইয়া স্ব-স্বরূপের শুদ্ধদাসত্বের কথা বিস্মৃত হইয়া ধূর্ত্তা, কপটী ছদ্মবেশী-করাল-বদনী মায়ার কর্কশ বাক্যগুলিও অতি আদরের মনে করিল; অমনি সে মায়ার দাসত্বের ডোরে চিরতরে বন্দী হইয়া কনকভোগকেই জীবনের ব্রত করিয়া বসিল—কনক-কামিনী যে বাঘিনী-স্বরূপ, তাহা তাহার বোধগম্য হইল না। ঐ অর্থ তখন তাহার জীবনকে অনর্থে বিজড়িত করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিয়া পরম বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যাহা, তাহা হইতে শতকোটী যোজন দূরে অবস্থান করাইল। বস্তুতঃপক্ষে জড় অর্থের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া পরমার্থ অর্জ্জনের স্পৃহা জাগিলে নিত্যমঙ্গল বা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন লাভ হইতে পারে।

কেহ কেহ ঐ প্রকার বিচারকে বহুমানন না করিয়া কর্ম্মমার্গে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকেই জীবনের যথাযথ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করত জগতে কর্ম্মবীর সাজিবার অভিলাষই কি মানব জীবনের সার্থকতা ?

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্ত না হয় অথবা ভগবৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্রও না জন্মে তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মসকলেরই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য অর্থাৎ মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ঐ প্রকার দৈহিক বা মানসিক সেবাকে চরম প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন না। কেন না, এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ইহা অনিত্য, কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য এবং এইমন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক; এই ভাল এই মন্দ, সব মনোধর্ম্ম"—মন যে-বিচারটীকে এক মিনিটের পূর্ব্বে অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, আবার পর মুহূর্ত্তে তাহা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সত্য করিতে চাহেন, তাঁহারা একবার সরল অন্তঃকরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্যটী বিচার করিবেন।

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার ॥" (চ: চ: আ: ৯।৪১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরের উপকার করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সে-উপকারের মুখ্য তাৎপর্য্য কি, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই বিচার করা কর্ত্তব্য,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥"

চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর এই ভারতভূমিতে জন্মলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কেন না, এই ভারতভূমি তপোবন সদৃশ, এইখানে কত মুনি, ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া আরাধনার দ্বারা শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" (গীতা ৪।৮)

—এই বাক্য সফল করিবার জন্য যুগে নানা অবতাররূপে মাদৃশ পতিত জীবরে উদ্ধারের জন্য সাঙ্গোপাঙ্গ ও ধামসহ এই তপঃক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষেই আবির্ভূত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। এবং বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি যাবতীয় পূতা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্বদা পবিত্র করিয়া জীবের পাপ নাশ করত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি উৎপন্ন করাইতেছেন। সুতরাং আমরা যাহারা এই প্রকার ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি তাহাদের পরম উপকার করা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বদ্ধজীবসমূহ নিজে ভোক্তার আসন গ্রহণ করিয়া ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইতেছে। দৈহিক ও মানসিক সুখ-শান্তিই তাহাদের চরম কাম্য ; তজ্জন্য তাহারা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নপর। স্বরূপ-জ্ঞান-সম্বন্ধে শাস্ত্র-কথিত আত্মধর্ম্মসম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বরূপে অবস্থিত হইলে জানা যায় "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"— জীবের স্বরূপের বৃত্তি—কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব। এই অবস্থা লাভ হইলে আমাদের বোধগম্য হইবে যে,—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥" (ঈশোপনিষৎ ১।১)

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

একমাত্র প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ, আর সব তাঁহার দাস ; তাঁহার দাসত্ব করাই মানব-জীবনের সার্থকতা। স্বামী সেবাতে যেমন সতী স্ত্রীর জীবনের সার্থকতা সেই প্রকার ভগবানের সেবাই সমস্ত শাস্ত্রের মূল উপদেশ।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩১)

গৃহকে যাহারা ব্রত করিয়াছে, তাহাদের চিত্ত অসদ্‌গুরু হইতে অথবা আপনা হইতে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোনপ্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই প্রকার ত্রিতাপময় সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিতে থাকে ; যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়সমূহকে বহু মানন করে, তাহারা সেইসকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া সকল স্বার্থের একমাত্র গতি যে বিষ্ণু তাহা জানিতে পারে না। অন্ধ যে-প্রকার অন্য অন্ধ-কর্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদ-রূপ দীর্ঘ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

তাই নিজে অন্ধ হইয়া অপরকে পথ প্রদর্শন করিতে না যাইয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের জীবনকে স্বার্থের গতি যে একমাত্র বিষ্ণু, তাঁহার সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করত নিজের আচার-প্রচারময় জীবনদ্বারা ভারতবাসীকে—শুধু ভারতবাসী কেন, সমগ্র পৃথিবীর জীবসমূহকে মায়া-পিশাচীর ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভগবানের অভয় চরণারবিন্দের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলে পরম উপকার করা হয়।

অনেকে কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শুষ্কজ্ঞান অবলম্বন করিয়া 'ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ'—এই প্রকার ধারণাপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি প্রাদেশিক বাক্যকে বহুমানন করত ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তিকে অভিলাষ করিয়া নিজকে মুক্ত মনে করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাগবত: ১০।২।৩২)

যাঁহারা ভগবানের সেবাকে চরম বলিয়া বরণ করিয়াছেন—এই প্রকার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিহীন অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, আমি তাঁহার ভৃত্য এই প্রকার জ্ঞানহীন হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুটী বিনাশ করত অর্থাৎ সেব্য, সেবক, সেবা—এই তিনটীকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহে, তাহাদের যে বুদ্ধি বা জ্ঞান তাহা শুদ্ধ নয়, তাহাদের জ্ঞান শুষ্ক। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে নিজদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করায় অধঃপতিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩)

যিনি জ্ঞানের প্রয়াস দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিবার আশায় ভগবদ্‌পরায়ণ সাধুসঙ্গ করত তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্‌-বাণী শ্রবণপূর্ব্বক যে-কোন অবস্থায় থাকিলেও কায়মনোবাক্যের দ্বারা তাঁহার সেবায় রত থাকেন, ভগবান্ অজিত হইয়াও সেই প্রকার ভক্তের নিকট জিত হন।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

ভগবান্ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য এই প্রকার ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যময়। অদ্বয়জ্ঞান পুরুষ নিরাকার নির্ব্বিশেষ নন, তাঁহার যে বিশেষত্ব আছে তাহা আমার ন্যায় কূপমণ্ডুকের ধারণার অতীত। এই প্রকার অবাস্তব বিচারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের সত্ত্বাকে বিসর্জ্জন দিবার বুদ্ধি না করিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সাধিত হয়।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবান্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

শ্রীভগবানে যাহার স্থিরতা, নিশ্চয়, অটলা-ভক্তি অর্থাৎ "তিনি সেব্য আমি সেবক, তাঁহার সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম" এই প্রকার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে শ্রীভগবানের দিব্যকিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন,—যাহারা "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার উচ্চারণকারী মহা-অপরাধী ব্যক্তিদিগের নিকট নয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি যে-প্রকার সূর্য্যের মহিমা বুঝিতে সমর্থ নয়, সেই প্রকার মায়ামোহে অন্ধ ব্যক্তি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি কি-প্রকারে দর্শন করিবে ?

ভোগ-ত্যাগান্ধ ব্যক্তিগণ পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করে মাত্র, আর ভগবদ্ভক্তের নিকট মুক্তিদাসী করযোড়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কি কথা, ভক্তের সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য করিবার জন্য মুক্তি পর্য্যন্ত আজ্ঞার অপেক্ষায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকে।

বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, বিষয়-কোলাহলে মগ্ন বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য পরম দয়ালু নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম মধ্যে মধ্যে ইহ জগতে উদিত হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমের পশরা লইয়া শ্রদ্ধা-মূল্যে অযাচিতভাবে, অকাতরে বিতরণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার মহাদানকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাইয়াও তাঁহাতে যাহাদের মনুষ্যবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, তাঁহার সেবার অভিনয়ে যাহারা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাকে অভীপ্সিত মনে করেন তাঁহাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের নিকট আমাদের প্রার্থনা—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টক, ৪র্থ শ্লোক)

হে শ্রীগুরুদেব ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না, আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে যেন আপনাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে। এই প্রকার আর্ত্তি সহকারে যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করত শ্রীহরিভজনে নিয়োজিত হন, তিনিই প্রকৃত মানবজীবনকে সার্থক করিবেন।

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সাধুগণকে রক্ষণ ও দুষ্কৃতিকারীগণকে বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মের গ্লানি মোচন করিবার ছলে জীবের হৃদয়-গুহার অন্ধকার দূরীভূত এবং লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী নক্ষত্র সংযুক্ত অষ্টমী তিথিতে, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় নিশীথে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত বিগ্রহ বাসুদেব কৃষ্ণরূপে মথুরায় কংস-কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আর মাধুর্য্য বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে গোকুলের নন্দালয়ে মা যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূত-জন্ম-জয়ন্তি এবং তৎসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসাবে মেঘালয়ের গারো পাহাড় জেলার অন্তর্গত তুরা শহরের কোলে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে প্রত্যেক বৎসর মহাসমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরও বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, দূরাগত ও তুরাস্থ ভক্তবৃন্দের সমাগমে উক্ত উৎসব বিপুল সমারোহে পালিত হইয়াছিল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা বহু বৈষ্ণববৃন্দের সমাগমে আকর্ষণীয় এবং প্রদর্শনী সহযোগে ২রা ভাদ্র হইতে ৫ই ভাদ্র পর্যান্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর সাজসজ্জার দ্বারা শ্রীপাদ নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও দামোদরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভুগণ দর্শকের মনকে মোহিত করেন। প্রদর্শনীর প্রথম প্রকোষ্ঠে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সকলের মনোভীষ্ট পূরণের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষমান। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে সখীবৃন্দ তাঁহাদের প্রিয়সখী রাধিকাকে কৃষ্ণের সঙ্গে একাসনে ঝুলিয়ে বিষয়-জাতীয় সুখ উপভোগ করছেন। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখাবৃন্দের সহিত গোচারণ-লীলা প্রদর্শিত হয়। ঝুলনযাত্রার প্রথম চারদিন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ যতি মহারাজ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। সমাপ্তি অর্থাৎ বলদেব-পূর্ণিমার দিনে তিনি শ্রীবলদেব তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং বলেন,—"যিনি বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহের অভিনয় করেন সেই বলদেব প্রভুর কৃপাই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দর্শনের একমাত্র উপায়-স্বরূপ।"

ঝুলনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পরে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন ঘনিয়ে আসিলে ভক্তবৃন্দের সমাগমে শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। ইং ২৬।৮।৮৩ বৈকালে সমিতির আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সদলবলে ট্যাক্সি সহযোগে ফকিরগঞ্জ হইতে তুরায় গৌড়ীয় মঠে শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনসমুদ্রের ঢেউ মঠের আঙ্গিনায় আছড়ে পড়তে লাগিল। ১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক ও তুলসী-পরিক্রমা সমাপ্তির পরেই সুসজ্জিত রথে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আলেখ্য স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থানে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি অতিক্রম করিবার সময় মাননীয় সর্ব্বশ্রী কিশোরী লাল জাজোরিয়া, নিমচাঁদ শর্ম্মা, যতীনচন্দ্র চন্দ, মেঘাবাবু প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত হাজার হাজার ব্যক্তি যোগদান করেন। উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পারায়ণ হয় ও বৈকাল ৫টা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শুরু করা হয়। সর্ব্বশ্রী কানাইলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, বলরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া সবাইকে মুগ্ধ করেন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ যতি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী সভায় আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে মহতী ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

অদ্যকার দিনের আলোচ্য বিষয় "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার দর্শন"। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মেঘালয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় মিঃ সেনফোর্ড মারাক। মাননীয় নিমচাঁদ শর্ম্মা হিন্দী ভাষায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক সমাজ গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তদনন্তর প্রধান অতিথি মিঃ সেনফোর্ড মারাক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে' শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে শাস্ত্র-আখ্যা দিয়ে গীতোক্ত ধর্ম্মকেই বৈদিকধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সমস্ত দেব-দেবীর যে,

প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক তাহা বিভিন্ন পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তুলিয়া ধরেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ তাহাও বর্ণন করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ তাহা নানাযুক্তির উদ্ধৃতি দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করেন। 'যত্র জীব তত্র শিব'—কথাটির শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি এমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে,

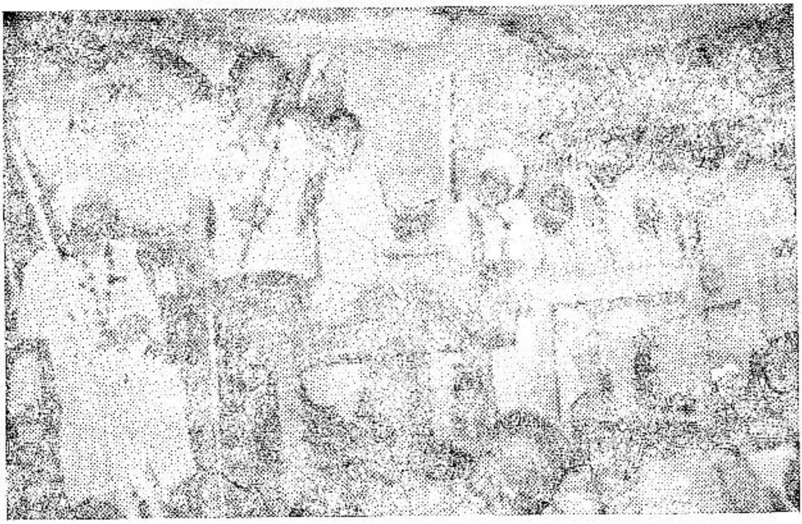

ভাষণরত মেঘালয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ সেনফোর্ড মারাক, সভাপতির আসনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, তাঁহার বামে যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ এবং সর্ব্ব দক্ষিণে উপবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ।

সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন, ইতিপূর্ব্বে উক্ত বাক্যটির সম্বন্ধে তাহাদের যে বদ্ধমূল ভুল ধারণা ছিল, তাহা আচার্য্যদেবের বক্তৃতায় সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া নতুন আলোকের সন্ধান প্রদান করিল। আচার্য্যদেব সবাইকে শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক প্রকৃত সাংসারিক ধর্ম্মযাজন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অনুশীলন করিতে উৎসাহিত করেন।

সভান্তে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলা কীর্ত্তন করিয়া শোনান বিখ্যাত বেতার শিল্পী শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, রাগভূষণ। তাঁহার

সুললিত কণ্ঠস্বর এমনভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করেন যে সবাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া অধীর আগ্রহে কীর্ত্তনের শেষাবধি শ্রবণ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মথুরা ও বৃন্দাবনের বিভিন্ন মঠাদি ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শন করিয়ে দর্শকের প্রচুর আনন্দ প্রদান করেন। চলচ্চিত্র দেখিয়া দর্শকবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণের চিরায়িত স্মৃতিধন্য লীলাস্থলী দেখিবার লোভ ও লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পরদিবস (ইং ১।৯।৮৩) নন্দোৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ যতি মহারাজ সর্ব্বশ্রী শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, কমলাপতি ব্রহ্মচারী, রঘুনন্দন ব্রহ্মচারী ও অত্রত্য মঠরক্ষক সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব জনসাধারণের মধ্যে অকৃপণ হস্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে প্রায় ৮ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধন্যাতিধন্য মনে করেন। এদিনও যথাসময়ে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সর্ব্বশ্রী কানাইলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, ভাগবত ব্রহ্মচারী, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ও ললিতমাধব ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রভুগণ এদিনও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সবাইকে আনন্দ দান করেন। কীর্ত্তনান্তে চিত্তরঞ্জন (পশ্চিমবঙ্গ) হইতে আগত শ্রীজগন্নাথ প্রভুজী তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' হইতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নাম, লীলা, রূপ ও গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন।

রামায়ণ পাঠান্তে ধর্ম্মসভা শুরু হয়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় "সনাতন ধর্ম্ম ও বিশ্ব সমস্যা বা বিশ্ব সমস্যার সমাধানে সনাতন ধর্ম্ম"। প্রধান অতিথির আসনে অলঙ্কৃত বি. এস. এফ এর অ্যাসিস্টাণ্ট কমাণ্ডার মিঃ ডি. এন. আরিয়া তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে বৈদিক ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবাত্মার ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্মের আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া বিশ্ব সমস্যার সমাধানে এই ধর্ম্মের গুরুত্বের কথা বলেন। অতঃপর প্রধান বক্তা হিসাবে তুরা গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীতপনকুমার দাস বলেন,—"জীবের নিত্য অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সকল প্রকার ধর্ম্মই নৈমিত্তিক। শুধু জড়বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে কখনই বিশ্বের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। জগতে সবাই যখন আস্তিক্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তখনই বিশ্বসমস্যার সমাধান সম্ভব।" 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন মুখে তিনি তাঁহার বক্তব্য সমাপন করেন। তদনন্তর স্থানীয় গারো-সম্প্রদায় হইতে আগত শিক্ষিত যুবক মিঃ আজিমের বাংলা ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর তাঁহার বিশেষ দখল আছে।

পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশেষ রেখাপাত করেন। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজের মনোগ্রাহী বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রংশসা লাভ করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বক্তব্যে বলেন,—"যে-ধর্ম্মে আত্মা, পরমাত্মা বা ভগবান্ অবিনাশী এবং চিরশান্তির পথের কথা উল্লিখিত তাহাই সনাতন ধর্ম্ম।" সনাতন ধর্ম্মের সকল কথা বেদান্ত দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও মধ্যে চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় এই ধর্ম্মের অপর নাম ভাগবত-ধর্ম্ম। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রনায়ক এবং জড় বিজ্ঞানীরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের দোঁহাই দিয়ে নিজেদের সনাতনিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেও উহাদের ধর্ম্ম অনিত্য—ছলধর্ম্মেরই নামান্তর। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যেই সনাতন ধর্ম্মের মাধ্যমে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সবাইকে বন্ধন করেছিলেন সেই ধর্ম্মই বিশ্বসমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম।" শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বুঝিতে পারিলেন, সনাতন ধর্ম্মই যথার্থ উদার, আত্মকল্যাণকারী ও শাশ্বত শান্তির পথ-প্রদর্শক।

এদিনও শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী, রাগভূষণ প্রভু তাঁহার সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ-গান কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে উত্তরোত্তর বেশী মুগ্ধ করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উড়িষ্যার পবিত্র তীর্থস্থানগুলি দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়ান। শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে শ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু নন্দোৎসবের পরেও দুইদিন মনোমুগ্ধকারী রামলীলা কীর্ত্তন করেন।

মঠের ডেকোরেশন্ ও প্রবেশ-পথের তোরণদ্বার নির্ম্মাণে সর্ব্বশ্রী গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, নরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, জয়গোপাল ব্রহ্মচারী ও পুলিনচন্দ্র বর্ম্মণের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। উৎসবের সেবার আনুকূল্য সংগ্রহে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ যতি মহারাজ, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীখগেনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদামোদরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। সর্ব্বোপরি শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রদর্শনী নির্ম্মাণে উদ্দীপনা প্রশংসার যোগ্য। মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নৃসিংহ অবতারের বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত লীলামূর্ত্তির প্রদর্শনী।

প্রতিদিন অগণিত দর্শনার্থিগণ প্রাকৃতিক ও স্থানের বিপদ সঙ্কুল ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়াও দুর্দ্দমনীয় গতিতে মঠের মহানন্দ আস্বাদনে ছুটিয়া আসিতেন। এই অনুষ্ঠানে জনসমাগম দেখিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথাটি বার বার মনে হইত—"পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" সত্যিই, সাধু-সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য নানা বাধা-বিপত্তি মস্তকে ধারণ করিয়াও পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা জঙ্গলপূর্ণ দুর্গমস্থান তুরাতে গৌড়ীয়মঠ স্থাপনপূর্ব্বক মঠের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে অগণিত নর-নারীকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণনাম-গান পান করাইয়া উৎসবটিকে তুরা বা গারো হিলসের জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়াছেন এবং সমগ্র মেঘালয়ার গৌরব বাড়িয়েছেন। তাই সর্ব্বশেষে মুক্তকণ্ঠে ভক্ত ও ভগবানের জয়গান করি। "জয়তু ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! জয়তু ভক্তবৃন্দ" !!

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণ-ভাষ্য

ও

শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত

বিদ্বদ্‌রঞ্জন-ভাষাভাষ্য সমন্বিত।

উত্তম বাঁধাই—২০'০০ টাকা

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

পঞ্চদশ অধ্যায়

[পুরুষোত্তম-যোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

সংসাররূপী বৃক্ষ
বড়ই বিস্ময় ।
কহয়ে পণ্ডিতগণ
ইহার বিষয় ॥১॥
বৃক্ষ অতি সুমহান
মূল ঊর্দ্ধ গত ।
শাখাগুলি ঊর্দ্ধে নিম্নে
চতুর্ব্বেদ পত্র ॥২॥
অশ্বত্থ বৃক্ষের সাথে
ইহার সাদৃশ্য ।
কিছু কিছু যোগী বুঝে
সে ঘোর রহস্য ॥৩॥
এই বৃক্ষ পরিপুষ্ট
সত্ত্বাদি গুণেতে ।
বিষয়রূপী পল্লব
শোভিছে বৃক্ষেতে ॥৪॥
বৃক্ষের স্বরূপ জানে
সাধু সন্তজন ।
বৈরাগ্যের সহায়তে
হয়েক সক্ষম ॥৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

নাহি সেথা মায়াময়
নাহিক কামনা ।
পুত্র-কন্যা-ভার্য্যা লাগি
না রহে ভাবনা ॥৬॥
সুখাদিতে সমভাবে
রহে সেইজন ।
মনে মনে হরষিত
কহে সুবচন ॥৭॥
চিত্ত যেথা ধীর শান্ত
রহে আত্মজ্ঞান ।
লভয়ে অব্যয়-পথ
সেই পুণ্যবান্ ॥৮॥
প্রকাশিতে নাহি পারে
অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য ।
পুণ্যবান্ যায় তথা
সে-স্থান আশ্চর্য্য ॥৯॥
তথা যদি যায় কেহ
লভি দিব্যজ্ঞান ।
নাহি ফিরে এ ধরাতে
রহে দিব্যধাম ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১১)

অবিদ্যার বশে যবে
জীব সনাতন ।
মন-সহ ইন্দ্রিয়কে
করে আকর্ষণ ॥১১॥
প্রকৃতির সাহচর্য্য
ভোগের আশায় ।
সনাতন শুদ্ধসত্ত্বা
নিজকে হারায় ॥১২॥
বিষয় ভোগের শেষে
প্রাণ বাহিরায় ।
জীবাত্মা ছাড়িয়া দেহ
অন্য দেহে যায় ॥১৩॥

যবে যায় সাথে লয়
সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি।
মন চলে সাথে সাথে
হইবারে সাথী ॥১৪॥
দেহ থেকে দেহান্তর
জ্ঞানী দেখা পায়।
অজ্ঞ জনে নাহি পায়
আবদ্ধ মায়ায় ॥১৫॥
যোগীজন পায় দেখা
আত্মা দেহস্থিত।
মালিন্য রহিলে চিত্তে
হয়েক বঞ্চিত ॥১৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)
অগ্নির মধ্যে তেজ তিনি
সূর্য্যের কিরণ।
চন্দ্রালোকে মধুহাসি
আলো বিকীরণ ॥১৭॥
সর্ব্বগুণে গুণাকর
জীবের ধারক।
শস্য হয় তিনি পুষ্টি
তিনি সহায়ক ॥১৮॥
সেই শস্যে বাঁচে প্রাণী
বাঁচে জীবকুল।
দয়াময় হরি তিনি
নাহি সমতুল ॥১৯॥
প্রাণাপান বায়ু তিনি
জঠরের অগ্নি।
পরিপাকে সহায়ক
শক্তি সঞ্জিবনী ॥২০॥
বেদার্থের জ্ঞাতা তিনি
জ্ঞাতব্য বিষয়।
বেদান্তের প্রবর্ত্তক
জানিবে নিশ্চয় ॥২১॥
সর্ব্বহৃদে অবস্থিত
স্মৃতির আগার।
কভু স্মৃতি পায় লোপ
জীবন বেকার ॥২২॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—২০)
উত্তম পুরুষ তিনি
পরমাত্মা নাম।
অব্যয় অক্ষয় তিনি
পুরুষ প্রধান ॥২৩॥
অক্ষরের উর্দ্ধে তিনি
ক্ষরের অতীত।
পুরুষ উত্তম নামে
বেদে বিনিন্দিত ॥২৪॥
ইহাই পরম তত্ত্ব
রহস্যে আবৃত।
জ্ঞানি সে জানিতে পারে
তাঁহার মাহাত্ম্য ॥২৫॥
মাহাত্ম্য জানিলে হয়
সেজন কৃতার্থ।
কর্ম্মী হয় উপযুক্ত
লভে পরমার্থ ॥২৬॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউদিল্লী।

দর্শনার্থীর মন্তব্য

"শ্রীকৃষ্ণ"

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আমরা এইসে ও কয়েক দিন অবস্থান করে অপূর্ব্ব আনন্দ ও জ্ঞান- লাভ করে গেলাম। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—শ্রদ্ধা-বিনয় না থাকলে জ্ঞান লাভ করা যায় না! আমি ভারতের বহু মঠ-মন্দির ও পূত আশ্রমসমূহে গিয়েছি। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, পুষ্কর, কাশী, এলাহাবাদ, পুরীধাম, মাদ্রাজ, ত্রিভেন্দ্রাম, রামেশ্বর, পণ্ডিচেরী, মাদুরা, কন্যাকুমারী, তিরুপতি প্রভৃতি স্থান। কিন্তু অভূতপূর্ব বিনয়-মিশ্রিত সুমিষ্ট ব্যবহার ও যত্ন এই আশ্রমের প্রতিটি ভক্ত ও সন্যাসী-ব্রহ্মচারী মহারাজগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মনোমুগ্ধ ব্যবহারে আনন্দে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা—এই মঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক এবং বর্ত্তমান-কালে দেশের যুব-সমাজের যে-অবক্ষয় লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে এই মঠের আশ্রমিকদের সদাশয় বিনীত ব্যবহার ও সরল জীবন-যাপন দিব্য উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভারতের কল্যাণ উদ্ধারে এক মহান ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ইতি— ২০/১০/৮৩ ইং

বিনয়াবনতঃ—

(স্বাঃ) শ্রীচুনীলাল গোস্বামী,

অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট

ও

সম্পাদক, শ্রীমা কেন্দ্র, সিঁথি

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৫শ বর্ষ } ২৬ কেশব, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৭ গৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৯০ ; ইং ১৬।১২।১৯৮৩ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকম্
[শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্]
(শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্)

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকিগাত্রমুল্লাসয়ন্।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥১॥

হে স্বরূপ! 'এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক'—এইরূপ সহাস্য-মধুরবাক্যে রঘুনাথ-দাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করিয়াছিলেন

এবং যিনি স্বয়ংই নির্জ্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ়-প্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥১॥

স্বরূপ ! মম হৃদ্ব্রণং বত ! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরম্ ।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥২॥

হে স্বরূপ ! রূপ কি প্রকারে আমার মনোব্যথা অবগত হইল ? যেহেতু এই 'রূপ' আমার মনোগত ভাব লিখিয়াছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোক পাঠ কর,—এই প্রকারে যিনি কখন প্রেম প্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥২॥

স্বরূপ ! পরকীয়-সৎ প্রবর-বস্তু-নাশোচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন ।
সনাতনমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৩॥

হে স্বরূপ ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুনাশেচ্ছু অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করিতেছে, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছ কি ?—এইরূপে যিনি, মহাবিস্মিত ও আহ্লাদভরে হাস্যযুক্ত, লজ্জায় অবনত-বদন শ্রীসনাতনকে সমস্ত প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥৩॥

স্বরূপ ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজম্ ।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যং কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৪॥

হে স্বরূপ ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করাইলাম, কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল হইল ? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না ;—এই বলিয়া যিনি আপন চরণ-লেহন

করাইয়া সেই শিশুকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৪॥

স্বরূপ ! রসরীতিরম্বুজদৃশাং ব্রজে ভণ্যতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা শ্রুতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে ।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৫॥

হে স্বরূপ ! ব্রজে কমলাক্ষীগণের গাঢ়-প্রণয়-মান-জনিতা রস-পরিপাটী বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে । দেখ, এই প্রণয়-মর্য্যাদা লাভ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মী মানিনী হইয়াছেন ;—এইরূপে যিনি স্বরূপ-সমীপে মর্ম্মোদ্ঘাটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৫॥

স্বরূপ ! রস-মন্দিরং ভবসি মদামান্মুস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্ত্তসে ।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৬॥

হে স্বরূপ ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ । তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া প্রতীতি হইতেছে,—এই বলিয়া সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে যিনি পুলকিত করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৬॥

স্বরূপ ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো ! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো ! কথয় কিন্নু, তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ ।
ব্যধৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন হীত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৭॥

হে স্বরূপ ! আমি কি দেখিলাম ? স্বরূপ বলিলেন,—হে প্রভো ! কখন দেখিলেন ? প্রভু বলিলেন,—রাত্রিতে স্বপ্নযোগে । স্বরূপ বলিলেন,—প্রভো ! কিপ্রকার সে ? প্রভু বলিলেন,—নবীন-নীরদ-সদৃশ তরুণ যুবা ! স্বরূপ বলিলেন,—তিনি কি করিতেছিলেন ? আর কি তাঁহার দর্শন

পাওয়া যাইবে? প্রভু বলিলেন,—আর দর্শন পাওয়া যাইবে না।—এই বলিয়া যিনি শোকভরে অপূর্ব্ব দশাপ্রাপ্ত হয়েন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৭॥

স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥৮॥

হে স্বরূপ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হাস্য করিয়া পলায়ন করিলেন, ধরা দিলেন না। হায় হায় সখে! কি উপায় হইবে?—এই বলিয়া যিনি সর্ব্বদা ভূপতিত হয়েন, ইতঃস্ততঃ ধাবিত হন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥৮॥

স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্ ॥৯॥

যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া স্বরূপের পরিকর রূপে গ্রহণ করিবেন ॥৯॥

সজ্জন—বিজিত-ষড়্‌গুণ (১৬)

ষড়্‌গুণ কি কি এবং তৎসম্বন্ধে মতভেদ

ষড়্‌গুণ বলিতে ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই ছয় বিরোধী গুণই ষড়্‌গুণ।

ষড়্‌গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম, মহাপুরুষগণ উহার অধীন নহেন

এই ছয়টি গুণ অনাত্মার ধর্ম্ম। অনাত্মা বলিতে দেহ ও মনকে বুঝায়। চেতন-বৃত্তি বা আত্মবৃত্তি যেকালে জড় বা অনাত্মার অনুশীলনে

প্রভুত্ব করে, সেইকালে তাদৃশ চেতনকে 'মন' বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মন জড়বস্তুতে অস্মিতার সহায়তায় মমত্বারোপ করে। প্রকৃতির রাজ্যে তিনটি গুণের বিক্রম দেখা যায়। গুণসমূহ হইতে সকল অনিত্য কর্ম্মের উদয় হয়। চেতনবুদ্ধি গুণের দ্বারা চালিত হইলে কর্ম্মফলের ভোক্তা হন। যেকালে মন কর্ম্মফলের বাধ্য থাকেন, তখন তাহাকে ষড়্‌গুণ-জিত বলা যায়। ফলভোগ-রাহিত্যে বা কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিলে তিনি সাধু হইতে পারেন। সেকালে তাঁহার জড়ভোগ—স্পৃহা আদৌ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ ছয়গুণের অধীন নহেন। ঐ আগন্তুক গুণগুলি অনাত্ম-বস্তুর উপর বিক্রম প্রকাশ করে। সজ্জনের উপর ষড়্‌গুণের আধিপত্য নাই।

সজ্জনের বৃত্তি হরিসেবাময়ী, তিনি কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় দেহ-মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন

সজ্জন অন্য-কর্ম্মফল-ভোগী মানবের ন্যায় জড় দর্শনে একই রকম পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু তিনি আত্মবিৎ কৃষ্ণশুশ্রূষাবুদ্ধি দ্বারা ভোগে অসংস্পৃষ্ট। তাঁহার বৃত্তি নিত্যা হরিসেবাময়ী। কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়কেই ষড়্‌গুণের বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু সজ্জন কখনও ষড়্‌গুণের বাধ্য নন। সজ্জন জানেন যে, আত্মা নিত্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট, আগন্তুক অনিত্য ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ ও মনকে যে গুণসমূহ বিকার উৎপন্ন করায়, তাহা সজ্জনের বুদ্ধি স্পর্শ করে না, তিনি ঐ ছয় গুণ হইতে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ, তাই তিনি ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী

যেখানে সজ্জন পরিচয়ে কাম-ক্রোধাদির বিকট নৃত্য দেখা যায়, সেখানে দ্রষ্টৃ সাধারণের দৃষ্টিতে দৃশ্যের প্রতি সজ্জন-বিষয়িণী শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। আবার তাদৃশ হিংসা-দ্বেষের তাণ্ডব নৃত্যের ছলনায় গুরুদ্বেষী জনে সজ্জনের তাদৃশ ব্যবহার—বিজিতষড়্‌গুণ সজ্জনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত-কারক নহে। গুণগুলি দেহ ও মনের বিকার উৎপন্ন করে বলিয়া আত্মবিৎ সজ্জনের সম্পত্তি নহে। জ্ঞানীর শান্ত অবস্থায় ঐ গুণষট্‌ক অব্যক্ত থাকিলেও পুনঃ পুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাকৃত বিকৃতি উৎপন্ন করে। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া কোন বিকার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের ধর্ম্ম-প্রকাশক

তজ্জন্য পরমহংসের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বা পরমহংস্য-সংহিতা সজ্জন-

নির্ম্মৎসরগণের বা বিজিত-ষড়্গুণের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সজ্জন বিজিত-ষড়্গুণ—একথা জানা হইলেই বদ্ধজীবও সজ্জন হইতে পারেন। যেকালে তিনি সজ্জনের ধারণা সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিতে বিচার করেন, তৎকালাবধি বিজিত-ষড়্গুণ কি অবস্থা, বুঝিতে সমর্থ হন না। বিজিত-ষড়্গুণ সজ্জন-গণের অমল পাদপদ্ম দেখিবার যোগ্যতা হইলে জীবও সজ্জন হন।

সজ্জন—মিতভুক (১৭)

'মিতভুক্'-শব্দের তাৎপর্য্য—
ভগবৎপ্রসাদ ভোজীই প্রকৃত মিতভুক্

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন করেন, তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের ভোজন হয়। সজ্জন কখনও অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীর ন্যায় তিনি ফল্গুবৈরাগ্যের আবাহন করেন না, হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদ গ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ-প্রসাদের মিতভোজী।

স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে যাহা গৃহীত হয়, তাহা মিতভোজন নহে

আত্মপ্রসাদ সেবায় অমিত-ভোজন নাই। সূক্ষ্ম-শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয়, তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয়, তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে নিত্যভোজন একটি বিশিষ্ট পরিচয়।

আধিক্য ও ন্যূনতা সর্ব্ববিষয়েই ভক্তি-হানিকর ; শ্রীরূপ গোস্বামি-বর্ণিত পরমার্থ-বিরোধী ছয়টী দোষ

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—অত্যন্ত আসক্ত অধিক ভোজী এবং ভোজন-বিরত বিরক্ত, উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"আধিক্যে ন্যূনতায়ঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।" শুষ্ক বৈরাগী যাহাকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলে, তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

ষড়্‌বেগ-গ্রস্ত আমিষ ভোজী ও মাদক-সেবীগণ 'গো-দাস' অসজ্জন

"জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি যায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

জিহ্বা-বেগ ও উদর-বেগ প্রত্যেক সজ্জনেরই প্রশমন কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি গোস্বামী হইতে পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় যিনি প্রয়োজনীয় প্রসাদ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হন, তাহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশু-ভোজন, মৎস্য-কূর্ম্মাদি ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। মাদক-দ্রব্যাদি-সেবীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামিগণ অহিফেন ও ধূম্র-পানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন-নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতিকর উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি-নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ,

সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্তি-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব-স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যই তাঁহার ক্রিয়াসমূহে ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্-ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। **ভগবৎ প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্-বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই।** শ্রীবৈষ্ণব কিছু আশা করেন না; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্ম-কামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়তা লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি

আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরাবর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে,— শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন। তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। 'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণা ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র-ধর্ম্ম বিক্রয়-দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তি সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধ সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৪ পৃষ্ঠার পর)

যদি আত্মেন্দ্রিয় সুখ-বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণকে সুখ দেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্রতিকূলতাশূন্য হয়ে অনুকূল হয়, তবেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ তথা "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্" সার্থক হয়। কৃষ্ণ সেবায় অন্যাভিলাষ তো থাকবেই না, এমন কি অন্যাভিলাষের প্রবৃত্তিও ত্যাগ করতে হবে, তবেই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ তথা "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" অনুসারে অন্যাভিলাষিতা শূন্য বলা যাবে। ভক্তির আবরক কর্ম্মজ্ঞানাদি বর্জ্জন করে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি। উত্তমা ভক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অস্মদীয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বলেছেন,—শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এই উত্তমা ভক্তির আকর। এই সাধনভক্তি একমাত্র ভগবৎ সুখানুসন্ধান তৎপর হ'য়ে যাজন করলে সাধক অনায়াসে শীঘ্র সাধনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারেন এবং প্রেম প্রাপ্তির পর উত্তরোত্তর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা লাভ করতে পারেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"ভক্তি-যোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ।" এখানে 'ভক্তিযোগো' বলিলেই হয়। 'ভগবতি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণ স্মরণাদি ভক্তির যে-

সব আকার সেগুলি যখন একমাত্র ভগবৎ সুখের জন্য হয়, তখনই তাহা ভক্তিযোগ আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভক্তিযোগই প্রেম দিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসুখ-বিধান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হ'লেও তাহাকে ভক্তিযোগ বলা যাবে না এবং তাহার ফলে প্রেমলাভ হবে না।

ভক্তি ব্যতীত অন্য সাধনে কৃষ্ণ-প্রীতি-বাঞ্ছা নাই। বিভুচেতন কৃষ্ণকে অণুচেতন জীবই সেবা করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ আছে বলেই ভক্তি বা সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য। কিন্তু কৃষ্ণের সেবা করার উপযুক্ত স্থান কোথায়? শাস্ত্র বলেছেন,—"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।" কৃষ্ণের সংসারেই কৃষ্ণের সেবা হয়। কৃষ্ণ তাঁর সংসারেই থাকেন, অন্যের সংসারে যাবেন কেন? আমাদের নিজ ভোগের জন্য যে-সংসার সেখানে কৃষ্ণ থাকবেন কেন? আমাদের সংসারে আমাদের পুত্র কন্যা, পরিজন, দাস-দাসী প্রভৃতি আছে, আমরা সেখানে কর্তা হ'য়ে কর্তৃত্ব করছি,—তাই এটা মায়ার সংসার। আর কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু বা কর্ত্তা, আর যত ভক্ত, দাস-দাসী তাঁরই সেবায় নিরত। আমরা কৃষ্ণভক্ত হ'লে তবেই কৃষ্ণের সংসার পত্তন করতে পারব। গৃহস্থ-ভক্তগণ সর্ব্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাঁদের বিচার;—

"ভাল-মন্দ-নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥"

মঠ-মন্দির অপ্রাকৃত স্থান। সেখানে গুরুদেবের সংসার। সেখানে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, আর যত ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করতে অনুক্ষণ তৎপর; সেখানে ভগবৎ-প্রাধান্য কেবল ভক্তি আর ভজন। সৌভাগ্যবানেরাই সেখানে আছেন ও থাকেন। ঐ গুরুদেবের সংসারই আমাদের ভক্তি বা ভজন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। 'আমি কৃষ্ণের—কৃষ্ণ আমার' এই বোধ না জাগ্‌লে কি কৃষ্ণের ভজন হয়? কৃষ্ণকে সুখী করবার বাঞ্ছা ও তাঁর সুখের জন্য কার্য্যই তো ভজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—"কৃষ্ণ সুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়"—(চৈঃ চঃ)। 'গোপাল-তাপনী' উপনিষদে আছে,—"ভক্তিরস্য ভজনম্।" কৃষ্ণেরই ভজন করতে শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ-গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিত্যানন্দ-স্বরূপকে ভজন করতে বলেছেন,—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।"—(গীতা ৯।৩৩)

অর্থাৎ—"অতএব, তুমি অনিত্য ক্লেশপূর্ণ এই মনুষ্যলোক লাভ করে, আমার ভজনা কর।"

শুদ্ধভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের সাম্মুখ্য লাভ করা যায়, তাই ভক্তিকে অভিধেয় বলা হয়েছে। কৃষ্ণ-প্রাপ্তিই সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যে মুখ্য-প্রাপ্তি; তাই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় মুখ্য অভিধেয় নামে খ্যাত। ভগবান্ কৃষ্ণকে পা'বার একমাত্র উপায় সম্পর্কে শাস্ত্র জানিয়েছেন,—

"ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয়-নাম।
সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥"—(চৈঃ চঃ)

শুদ্ধভক্তির বহু অঙ্গ,—তন্মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে শাস্ত্রে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের উল্লেখ আছে। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের সার-সংক্ষেপ নয়টি ভক্ত্যঙ্গ;—যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। উক্ত নববিধা ভক্তিই সমস্ত প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রধান। প্রেমের সিদ্ধি বিষয়ে নববিধা ভক্তিই অন্তরঙ্গ সাধন। নববিধা ভক্তিই উত্তম শিক্ষা ও শুদ্ধভক্তি তথা অভিধেয়। নববিধা ভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এই চারিটী বিষয়ের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হ'লে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হ'য়ে থাকে। স্মরণের দ্বারা শ্রবণ ও কীর্ত্তন অন্তর্মুখী হয়, কিন্তু অপরের মঙ্গল সাধিত হয় না। একমাত্র কীর্ত্তন মাধ্যমে নিজের ও অন্যের হৃদয়-কর্ণ-মন কৃতার্থ হয় এবং সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয়। তাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের মধ্যে কীর্ত্তনই মুখ্য। বহু লোকের সম্মিলিত কীর্ত্তনের নাম সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শিক্ষাষ্টকে' বলেছেন, "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"—অর্থাৎ, "শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনই অবশ্যম্ভাবী।" শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা বিষয়ক সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। যথা,—

'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-'বাণী'—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নব-বিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণ-প্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।" 'প্রেম-বিবর্ত্ত' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—

"নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গ প্রধান।
শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ।

কৃষ্ণনামই সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী এবং কৃষ্ণনামেই প্রেম-সম্পত্তি লাভ হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই ভজনের যাবতীয় অঙ্গ পূর্ণ হয়ে থাকে; যথা,—

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব॥"

—ভাঃ ৮।২৩।১৬

অর্থাৎ,—"(শুক্রাচার্য্য বল্লেন) মন্ত্র হইতে (স্মরণাদি ভ্রংশদ্বারা), তন্ত্র হ'তে (ক্রমবৈপরীত্যদ্বারা) এবং দেশ-কাল-পাত্র তথা বস্তু হ'তে (দক্ষিণাদি-দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তনমাত্র সে সকলকে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ, পরিপূর্ণ করে।" শ্রীকৃষ্ণই গোলোক হ'তে ভূলোকে নামরূপে অবতীর্ণ। নাম প্রভুর করুণায় নামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবার সৌভাগ্য লাভ হয়। মহাজন-গীতিতে পাওয়া যায়,—

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণ-প্রীতি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

শ্রীনাম-ভজনের অধিকার কা'র কাছে পাওয়া যাবে এবং শ্রীনাম ভজনের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ কি করে হবে? ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে প্রথমেই 'গুরু-পদাশ্রয়' উল্লেখ থাকায় ভক্তি-পথের পথিকের ভজনারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে গুরু-পদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। প্রেমোদয়ের ক্রম বলা হয়েছে,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

— ভঃ রঃ সিঃ ৪।১৬

অর্থাৎ, "প্রথমে শ্রদ্ধা—সাধুসঙ্গে শাস্ত্র-শ্রবণ-দ্বারা শাস্ত্রের অর্থে বিশ্বাস। তৎপরে সাধুসঙ্গ—ভজনরীতি শিক্ষার জন্য ইহাই গুরুপদাশ্রয়। তাহার পর

ভজন-ক্রিয়া—গুরু ও সাধুগণের উপদেশক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভজন; তৎপরে অনর্থ নিবৃত্তি—তত্ত্বভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থ-সমুদয় ভজন দ্বারা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও নিষ্ঠাদি পরবর্ত্তীক্রম উদিত হয়। নিষ্ঠা—চিত্তবিক্ষেপশূন্য নিরন্তর ভজন; তৎপরে রুচি—বুদ্ধিপূর্ব্বক ভজনে ও ভজনীয় বিষয়ে অভিলাষ; তৎপরে আসক্তি—ভজনে বা ভজনীয় বিষয়ে স্বাভাবিকী রুচি; তৎপরে ভাব ও ভাব হ'তে প্রেম উৎপন্ন হয়।"

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"

ভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গ হ'লে সাধু-কৃপায় কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয় ব্যতীত ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ হয় না। শুদ্ধভক্তিই সাধন অবস্থায় শ্রদ্ধামূলা সাধনভক্তি, পরিপক্ক হ'য়ে ভাবাবস্থায় রতিমূলা ভাবভক্তি এবং ক্রমে প্রীতি প্রগাঢ় হ'লে প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। সাধন-ভক্তি আবার দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। বিধি-মার্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা ভজন কর্‌তে কর্‌তে সাধন অবস্থায় ভক্তি-সুখ উদয় হয় এবং আত্মার স্বাভাবিক রতির উদয় হলে রাগমার্গে ব্রজের মধুর রস আস্বাদন হয়। সাধুর নিকট সুমনোযোগ সহকারে একান্ত সেবোন্মুখ হ'য়ে কৃষ্ণ-কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে কৃষ্ণ-কথায় রুচি জন্মায় ও আহার-শুদ্ধি, একাদশী ব্রতাদি পালন প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচার পালনে প্রবৃত্তি হয় এবং শমাদি গুণসকল স্বয়ং উপস্থিত হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালে তাঁর কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। সাধু-গুরুর সঙ্গ হ'তেই ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়। সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্যত্র বলেছেন,—

"সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

শ্রীল শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গরে বলেছেন,—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥" (ক্রমশঃ)

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহতিথি-বাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

নিকুঞ্জ-যূনো-রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ
যা যালিভি যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

দীর্ঘ পনেরো বছর, বিরহ-স্মৃতি-আখর,
ঘুরে এল, মরমের কোণে।
জ্যোৎস্নাভরা চাঁদনী রাতে, মাঙ্গলিক ধ্বনি-সাথে,
জাগায় মূরতি-প্রেমঘনে॥

হাস্যভরা আস্যখানি, যা'তে মাতে বিশ্বপ্রাণী,
লাস্য দেখি মুগ্ধ সর্ব্বজন।
কিবা সে-নর্ত্তনভঙ্গী, আছে কত দিব্য সঙ্গী,
মনে লয় গোলোকের ধন॥

বিরহের নহে তিথি, ইথে স্ফুরে নষ্ট স্মৃতি,
যাঁর লাগি' ভূরি আয়োজন।
বিশ্রম্ভ ভকতদলে, আনন্দের কোলাহলে,
আজি মাতার মর্ত্ত্যভুবন॥

(হে গুরো!) ভক্তরূপ অঙ্গীকরি, আসি এ ভূতলোপরি,
প্রকটি' আদর্শ-গুরুনিষ্ঠা।
দ্বিতীয় কুরেশসম, গরিমায় নিরুপম,
ধরাধামে স্থাপিলা প্রতিষ্ঠা॥

আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ, সে-বেদান্তসূত্রসাথ,
ছিল তব চির পরিচিতি।
(তেঁই) 'কৃতিরত্ন'-আখ্যাদান, করিলেন গুণবান্,
ভকতি সিদ্ধান্তসরস্বতী॥

শ্রবণাদি নব ভক্তি, প্রকাশিলা যথাশক্তি,
(মন্দিরের) নবচূড়া তাহারই প্রতীক্ ।
প্রগাঢ় ভক্তিযাজনে, যেবা রত দৃঢ় মনে,
হন তিনিই পরমার্থদৃক্ ॥
কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
শিখালে মঠাংশ খণ্ড করি ।
হেন গুণ আছে যাঁর, গণনে না পাই পার,
(যেন) তাঁর পদ চিরদিন স্মরি ॥
(হে দেব) বৈষ্ণববিজয়-গান, মায়াবাদ খান্ খান্,
করি হ'ল তব অন্তর্দ্ধান ।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-নভঃ, হইল এবে নিষ্প্রভ,
উজ্জ্বল করহ মতিবান্ ॥
বৈরাগ্য-বিষয়কর্ম্ম, দুইই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম,
যুগপৎ তোমাতেই সম্ভব ।
সাধিতে আপন ব্রত, রহি স্বীয় কার্য্যে রত,
এ জগতে দেখালে বৈভব ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি, সেবিবারে গৌরহরি,
ক'রেছিলে গুরুপদ সার ।
সৃষ্টবেদান্তসমিতি, তব অভিনব কীর্ত্তি,
রাখি' গেলে অবনী মাঝার ॥
বিরহে অমৃতধারা, সদা পানরত তাঁরা,
যাঁহাদের হৃদয় কাতর ।
আমি অতি অভাজন, বঞ্চিত অমৃত-ধন,
অর্ঘ্য লহ করুণাসাগর ॥

শ্রীগুরুকৃপাকাঙ্ক্ষী—
(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী (মহারাজ)

যুগধর্ম্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৮ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্ব শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—ইদানীং কালেঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি যুগেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। দোষাণাং নিধেরপি কলেরেকো মহান্ গুণোঽস্তি। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি, তথৈবৈক এব গুণঃ সর্ব্বানপি উক্তলক্ষণান্ দোষান্ হন্তি। স এব কস্তত্রাহ— কীর্ত্তনাদেবেতি। নাত্র ধ্যানাদেরপেক্ষা। যদ্বা কীর্ত্তনাদেব কিমুত কীর্ত্তনসহিত-ধ্যানাদিভ্যঃ। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টপুরুষার্থং প্রেমানং।

কলিযুগ দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহাগুণ আছে বলিয়া কলিযুগ সমস্তযুগ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই গুণটী কি? কেবল হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগবাসী জনগণ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিতে পারে। কীর্ত্তনে স্মরণাদির কোন অপেক্ষা নাই। কেবল কীর্ত্তনের দ্বারাই সব লাভ হইবে। স্মরণ সহিত কীর্ত্তন করিলে ত কথাই নাই। এইটাই কলিকালে মহাগুণ। এখন প্রশ্ন, অসংখ্য দোষের মধ্যে একটী গুণ কি করিবে? তদুত্তর এই যে, যেরূপ একজন প্রবল পরাক্রম রাজা অসংখ্য দস্যুকে বিনাশ করে, এক চন্দ্র যেরূপ সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে, তদ্রূপ একটী গুণই কলিযুগবাসীর সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

এখানে আর একটী প্রশ্ন—অশেষ দোষদুষ্ট কুমতি-পরায়ণ কলির জীব কিরূপে কীর্ত্তনের আদর করিবে? ইহার উত্তরে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—"কংসাদের্নারদাদর ইব"। অর্থাৎ কংস প্রভৃতি রাজগণ মহাদুষ্ট হইয়াও যেরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে আদর করিতেন, সেইরূপ কলিকালে লোক কুমতিপরায়ণ হইলেও হরিকীর্ত্তনের আদর করিবে।

কেহ যদি বলেন,—ডাকার মত ত ডাকা চাই? ইহার উত্তর এই যে,— প্রথমেই ডাকার মত ডাকা হয় না। লেখার মত লেখা, পড়ার মত পড়া, হাঁটার মত হাঁটা একদিনে সম্ভব নয়। যেরূপ লিখিতে লিখিতেই লেখা হয় পড়িতে পড়িতেই পড়া হয়, হাঁটিতে হাঁটিতেই হাঁটা হয়; সেইরূপ নাম করিতে করিতেই নামে রুচি হইবে, ডাকার মত ডাকা হইবে। উপরি-উক্ত শ্লোকেও এই কথাই আছে—'কীর্ত্তনাদেব'।

এই যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই যে যাবতীয় পুরুষার্থ লাভ হয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

সারগ্রাহী সজ্জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিযুগ কেবল হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদায় স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ও প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

নিজ ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়াও কলিকালে যুগধর্ম্ম হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত যে জীবের প্রকৃত শান্তি হইতে পারে না, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও আমরা দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৃহে থাকাকালে যখন অধ্যাপনার্থ পূর্ব্ববঙ্গে শুভ-বিজয় করেন, তখন এই ঘটনাটী ঘটে—

হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেনজন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যারে॥
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র-সদা জপে রাত্রি দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রিশেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥
নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তিঁহো করিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহ নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগত-কারণ॥
বেদ-গোপ্য এসকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা॥
'অহোভাগ্য' মানি' পুনঃচেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া।
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্য-গণ-সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
জোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে॥
বিপ্র বলে-"আমি অতি দীন হীনজন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপাকরি' সব তত্ত্ব কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥"
প্রভুবলে, "বিপ্র তোমার ভাগের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার॥
চারি যুগে চারিধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি-তলে।
স্ব-ধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ ধাম চলে,
কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপঃ-যজ্ঞ।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া।
রাত্রি দিনে নাম লহ খাইতে শুইতে॥
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১৬-১৪৬)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্যত্রও ভক্তগণকে এই কথাই উপদেশ দিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহাযজ্ঞ শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৭৫-৭৮)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতে যুগধর্ম্ম সম্বন্ধ এইরূপ লিখিত আছে—

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)
নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ (শিক্ষাষ্টক-১)
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন ।
চিত্ত শুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।৮-১৪)
নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক-২)
অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ।
সর্ব্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৬-১৯)
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক-৩)
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন ।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ।
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২১-২৬)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উক্তিতে আমরা পাইলাম—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম এবং এই হরিসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই যুগধর্ম্ম সাধিত হয় এবং নিত্যশান্তি বা পরাশান্তি পাওয়া যায়। হরিনাম-কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মকে বাদ দিয়া আর যাহাই করি না কেন, তাহাতে প্রকৃত শান্তি অফুরন্ত সুখ বা নিত্য-আনন্দ লাভ হইবে না। অতএব যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত যে কলিকালে আমাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন—যখন হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম এবং যুগধর্ম্ম ব্যতীত সুখ হইতে পারে না, তখন যাঁহাদের গৃহে বা মঠে শ্রীবিষ্ণুপূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন? ইহার উত্তরে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"যদ্যপ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তি-সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা"। অর্থাৎ, যদি কলিযুগে অন্যভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেই তাহা করিতে হইবে। নচেৎ তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে না। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে ভক্ত্যঙ্গসম্রাট্ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই প্রধান। হরিনাম-কীর্ত্তন কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বা সাধন নহে, তাহা ভক্তি ও ভগবান্ যুগপৎ। হরিনামই সাধন, হরিনামই সাধ্য। হরিনামই উপাসনা, হরিনামই উপাস্য। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন,—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। একমাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম,' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নামসঙ্কীর্ত্তন'।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০, ৭১)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"নিরন্তর শ্রীনাম কীর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীতে থাকাকালে আমাদের অন্য কোন সাধন-ভজন নাই।"

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩০।৪৪ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন,—"ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুঃ।" শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই শ্রীহরির কৃপা হইবে এবং হরির কৃপাতেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

যাঁহারা নিত্যানন্দময় শ্রীহরির চরণকমল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন—চির-শান্তি কামনা করেন,—তাঁহাদের সকলেরই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ ইহার দ্বারা যাবতীয় সুখ লাভ হইবে। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন—'নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দভুবন মাঝে'। "হে মহাত্মগণ! হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য সম্বল নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের আশ্রয় নাই। হরিনামই সাক্ষাৎ ভগবান্। হরিনামাশ্রয়ই ভগবচ্চরণাশ্রয়। এই দুস্তর ভবসমুদ্রে ভাসমান হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির আশ্রয় গ্রহণ কেবল তৃণধারণপূর্ব্বক মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার বাঞ্ছার ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। অতএব আপনারা হরিনামরূপ মহাপোত অবলম্বনপূর্ব্বক এই দুস্তর সমুদ্ররূপ সংসার পার হউন।'

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-উপলক্ষে
জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮-শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের
দ্বিতীয় দিনের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা।
তারিখ—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
বিষয়—সনাতনধর্ম্ম ও বিশ্বসমস্যা

সর্ব্বপ্রথমে মদীয় গুরুপাদপদ্ম জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের চরণে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম; তদনন্তর সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ, সুধী-সজ্জনবৃন্দ ও মাতৃমণ্ডলী।

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় সনাতনধর্ম্ম ও বিশ্বসমস্যা বা বিশ্ব সমস্যার সমাধানে সনাতন ধর্ম্ম; এতক্ষণ ধরে আমরা বিবিধ সুধী বক্তাগণের নিকট

থেকে সনাতন-ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করলাম। সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে এইটাই মনে হবে জগতে অন্যান্য যত কিছু ধর্ম্ম চলছে, এর প্রায়গুলিই প্রাকৃত, জড় ও ধ্বংসশীল। 'পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে।' জগতের যে ধর্ম্মকথা সে' গুলোতে প্রাকৃত স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করছেন আত্মধর্ম্ম কি? যে ধর্ম্মে আত্মার বিনাশ নাই, যে-ধর্ম্মে পরমাত্মা বা ভগবানের বিনাশ নাই তাহার কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা যখন বদ্ধদশা লাভ করেছে তখন একটা গবেষণা নেওয়া হয়েছে যে, তার সেই বদ্ধদশা কি করে ঘুচবে? এর কোন ব্যবস্থা আছে কি না? এর কথাটা আচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর তাঁর এক শ্লোকে মোহমুদ্গরের মাধ্যমে জানিয়েছেন,—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

"হে ভাই! তুমি এ জগতে কোথা থেকে এলে? মৃত্যুর পর আবার কোথায় তুমি ফিরে যাচ্ছ? এ জগতে তোমার যে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এদের কি তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে বা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে? তোমার অবস্থিতি এখানে কতদিন? তুমি এই তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর।" ঠিক এই জিনিসটাই আমাদের বুঝবার বিষয় ও সাধনার ক্ষেত্র। কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ করে গেলে, পাবে কি সুখ জীবনে?

শাস্ত্র এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছেন, এ সংসারে আমাদের জন্ম আর মৃত্যু এই দুটিই যেন সম্বল, মাঝখানে যা কিছু করে যাচ্ছি সেটা যেন দুদিনের। সেটা কোন এক কবি বলেছেন, World is a stage and we are actors. অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা হয়েছে,—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ;
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

হে মানব! তুমি এ জগতে এসেছ ক্ষণিক সময়ের জন্য, এখানে part play করে পুনরায় তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে, জগতের যে সুখ শান্তি

যেটা আমরা আশা করি, তাহা ঠিক সুখ শান্তি ও বাস্তব নয়। আর্যাঋষিগণ সনাতন শাস্ত্রে তাই বলেছেন,—

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত,
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন মগ্নঃ॥

সংসারে থেকে আমরা খাওয়া পরা থাকা এই নিয়ে যে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছি সে সময়টা আমাদের Fixed Deposit-এ আছে কিনা সেটা বিচার করা প্রয়োজন, পরব্রহ্ম, প্রেমাস্পদ ভগবানকে ভালবাসাই হল সনাতন ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ও সূত্র। এতক্ষণ ধরে সেই কথাই আলোচনা করা হয়েছে, দেহ ও মনের ধর্ম্ম অনিত্য, কিন্তু আত্মধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন।

আজ সমগ্র বিশ্বে যাঁরা চিন্তাশীল মনিষী তাঁরা সবাই দাবী করছেন যে, এই বিংশ শতাব্দীর যুগ হল বৈজ্ঞানিক যুগ। অপর ভাষায় প্রধান অতিথি Mr. Arya বলেছেন যে এটা হল যান্ত্রিক যুগ। যন্ত্রেতেই সব কাজ হচ্ছে, কিন্তু তাতেই তো শান্তি নাই। যদি এটা বৈজ্ঞানিক যুগ হয়, তবে মানুষ কেন শান্তি পাচ্ছে না? পাশ্চাত্ত্য দেশের একটি কথা আমাদের দেশের সকলের মুখে মুখে আছে, "Science ends in philosophy and philosophy ends in religion." এই Science হল Material science. যেখানে জড়বিজ্ঞান তার বিচার শেষ করছেন, সেখান থেকে দর্শন শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ হয়েছে, দার্শনিক বিচার যেখানে শেষ, সেখানে থেকে আরম্ভ হল ধর্ম্মজগৎ। সেই ধর্ম্মজগতের কথাই আমাদের বর্ত্তমান সভার আলোচ্য বিষয়। সেই ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীর মোড় ঘুরাতে পারে। একদিন এক পাশ্চাত্ত্যের ধর্ম্মসভায় Pope বলেছিলেন, "India guided by God can lead the whole world back to sanity." বর্ত্তমান যে-সমাজ তাহা ঝগড়া-বিবাদ, বিসম্বাদে পরিপূর্ণ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমাজ। এই সমাজের মোড় ঘুরাতে পারে অধ্যাত্ম ভারত, ধার্ম্মিক ভারত। সুতরাং ভারতবাসীদিকে, ভারতের যে অন্তরাত্মা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব। কিন্তু আমরা এমনি বোকা ও হতভাগা, আমরা মনে করছি আমাদের বোধহয় কিছুই নাই। সবকিছু সম্পদ লাভ করেও আমরা সেটাকে utilise করতে পারছিনা বা তার সদ্ব্যবহার করিতে পারছি না। ঋষিগণের যে অবদান

তাহা আমরা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছি না। এইটাই হলো বর্ত্তমানে আমাদের অত্যন্ত দুরাবস্থার বিষয়। সেই দুরাবস্থা যতদিন না কাটিয়ে উঠছে আমাদের কল্যাণ ও শান্তি কোথায়? বিজ্ঞান যদি আমাদের শান্তি দিতে পারত, তাহলে কিছু প্রচেষ্টা তারা নিতই।

কিন্তু কোথায় শান্তি? আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোদয় তিনি উল্লেখ করে গিয়েছেন U. N. O. অর্থাৎ United Nations of Organisation. আবার দেখা যাচ্ছে U. N. O. যে-ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে আমাদের কি কিছু কল্যাণ হয়েছে? শান্তি কি কিছু তাঁরা আনয়ন করতে পেরেছেন? যেখানে রাজনীতি সর্ব্বস্ব, সেখানে কি কিছু আশা করতে পারি আমরা? বর্ত্তমান দুনিয়া দুটোভাগে ভাগ হয়েছে। দুই দলে দুটো যেন শিবির তৈরি হয়েছে। তারা দুজনেই চাচ্ছে, আমার পদানত থাক, তবে তোমায় কিছু সাহায্য দেব। যেখানে এইভাবে রাজনীতি প্রচলিত সেখানে শান্তির সমাধান কি করে হয়? শান্তি আমরা পেতে পারি না। তাই বৈজ্ঞানিক জগৎ ও পাশ্চাত্ত্য দেশ আজ চিন্তা ভাবনায় পড়েছেন। অনন্ত সমস্যাগ্রস্ত আমাদের শান্তি কিরূপে সম্ভব? Peace, peace বলে চীৎকার হলেও তাহা আমরা কিরূপে লাভ করব? সনাতন আর্য্যঋষিগণ এই শান্তির সন্ধান দিয়েছেন। যদি আমরা সবাই একেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও ভালবাসতে পারি তবে একটা জাতি হিসাবে সমগ্র বিশ্বে, পরিচিতি হইবে। সেই জাতি হলো মানব জাতি। গতকাল আমি আপনাদের সামনে উত্থাপন করেছিলাম, মানব বা মনুষ্য কাকে বলে। মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব নিয়ে সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ বহু তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। মানবত্ব বা মনুষ্যত্ব কাকে বলব? একজন কবি তিনি লিখে গেছেন, More than man you can not be. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। কবি কি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি কি শুধু মানুষের চেহারাটাকেই লক্ষ্য করেছেন? তা নয়। যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় নাই সেখানেই মানবকে দানব বলা হয়েছে। আর যেখানে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানেই তাঁহাকে যথাযথভাবে মানব বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সেই মানবত্বই দেবত্ব।'

প্রেমময় যে ভগবান্, যার কেউ সমান না উর্দ্ধে নাই, তাকে কেন আমরা ভালবাসতে চেষ্টা করি না? জগতে বহু প্রথা প্রচারিত আছে, আমাদের ধর্ম্মপ্রথার মধ্যেও আমরা 'সাম্য,' স্বাধীনতা' ও 'মৈত্রী' তিনটি শব্দের

ব্যবহার দেখতে পাই। কিন্তু আলোচিত ঐ তিনটি আসবে কি করে? সাম্যবাদ আমরা কি করে প্রমাণ করাতে পারি? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রমাণ করব কিসে? বহু ব্যক্তি আজকাল বলছেন—আমরা সবাই মানুষ। কিন্তু প্রমাণ কি যে—আমরা মানুষ। তার প্রমাণটাই হলো নীতি-আদর্শপরায়ণ ব্যক্তিই মানুষ।' যদি আমরা ভগবানকে সমানভাবে ভালবাসতে পারি তবেই প্রত্যেক জীবাত্মাকে ভালবাসতে পারব। যে-মানুষ নিজের পিতা-মাতা-অভিভাবককে ভালবাসতে পারে না, সে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কি করে প্রচার করবে?

বহু ব্যক্তি আজ সমাজে বলতে চাচ্ছেন, সবাইয়ের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু যদি কোন Madical Scientist সেখানে বসে থাকেন তিনি বলবেন, ওটা ভুল ও বাজে কথা। Blood-এর gradation আছে, যেমন A. B. C. D. gradeation. সবাইকে সব রক্ত দেওয়া যাবে না, এখানেও পার্থক্য স্থাপিত হলো, পার্থিব জগতের যত কিছু দুনিয়াদারীর জিনিসে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা সাম্যবাদ প্রমাণ করতে পারি না। তবে প্রমাণিত হয় কিসে? আত্মকল্যাণ-চিন্তায় আত্মদর্শনে প্রমাণিত হয়েছে সুষ্ঠুভাবে। সনাতন আর্যঋষিগণ সেই সাম্যবাদের কথা বলেছেন, যে সাম্যবাদ আমাদিগকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই জগতের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা শান্তি লাভ করতে পারি না। যদি আমরা গীতা আলোচনা করি তাহলে দেখব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে আত্মদর্শন উপদেশ করছেন। অর্জ্জুনকে উপদেশ করার ভগবানের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে তার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র জগদ্বাসী আমরা যে-রোগে ভুগছি সেই রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি এই উপদেশ করছেন। শান্তি আমরা কি করে লাভ করতে পারি, সেখানে বলছেন। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

"আপূর্য্যমণচলপ্রতিষ্ঠং,
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। (গীঃ ২।৭০)

এই জগতে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। বহু সমস্যায় জর্জ্জরিত এই পৃথিবীতে আমাদের কামনা-বাসনা সীমায়িত হওয়া উচিত, তা না হলে আমাদের রক্ষা নাই। আজ বিশ্বে যে হাহাকার ও অভাববোধ তাহা বহুতর

ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্ট। এখন থেকে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তখন যে-ভাবে সন্তুষ্ট ছিলাম এখন সে-ভাবে কিন্তু থাকতে পারছি না। আমাদের অভাববোধ কোটীগুণ বেড়ে গেছে। শাস্ত্র শিখাচ্ছেন, তুমি তোমার এই কাল্পনিক অভাববোধটাকে কমিয়ে আন, তাহলে তুমি শান্তি পাবে। কিন্তু জগৎটাকে অশান্তি দিয়ে গড়া হয়েছে, শান্তি দিয়ে তো গড়া হয় না। তবে আমরা শান্তির সন্ধান করি কিরূপে? তার সূত্র বের করেছেন শাস্ত্র,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ভক্তকে শিক্ষা দিয়েছেন ভগবান্, 'তমেব শরণং গচ্ছ' অর্থাৎ তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর। আত্মসমর্পণ বিনা কখনও শান্তি লাভ করা যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভাবি, আমাদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে পারব ততদিন কোন সমস্যার সমাধান হবে না। যেখানে সমাধান আছে, সেখানেই সংবিধান নিতে হচ্ছে, Full surrender-এর কথা গীতা, ভাগবত, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি-মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং যেন এই শিক্ষার কথা কখনও ভুলে না যাই।

বিশ্বে যে অনন্ত সমস্যা আছে (যেমন অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা প্রভৃতি) তার সমাধান হতে পারে যদি আমরা মূল কেন্দ্রটাকে ঠিক রেখে চলি, সেই মূলকেন্দ্র হচ্ছে ভগবানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রভৃতি স্থাপন করা। সেই ভগবান কে, তাহা কাল সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। তিনি অনন্ত বিশ্বাত্মা; নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ। নিঃশক্তিক নন, Positive side-এ তাঁর সব আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সাকার, সগুণ সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমময় ভগবান্ অনন্ত জীবকে ভালবাসতে পারেন এবং তাঁদের ভালবাসা গ্রহণ করতে জানেন।

আমরা অণুচেতন জীব তাকে যদি ভালবাসার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের আত্মদর্শন পূর্ণভাবে জাগরিত হয়েছে বুঝতে হবে, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলাম জানতে হবে। সনাতন আর্য্য ঋষিগণের এবং সনাতন আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণের পথেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্ভব।

— সংগ্রাহক: শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

ষোড়শ অধ্যায়

[দৈবাসুর সম্পদ-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

দৈবী গুণী রহে শুদ্ধ
হয় আত্মজ্ঞানী।
নাহি রহে ভয় ক্রোধী
নহে অভিমানী ॥১॥

দৈবীগুণী সংযমী
জ্ঞানে বেদবাণী।
যজ্ঞ করে, তপ করে
যথাযথ দানী ॥২॥

প্রাণীকে না দেয় ব্যথা
বড়ই সরল।
ত্যাগী হয় দৈবীগুণী
সত্যতা সম্বল ॥৩॥

নাহি করে পরনিন্দা
হয় শান্তশিষ্ট।
অন্যকে সান্ত্বনা দেয়
কহিয়া সুমিষ্ট ॥৪॥

নাহি লোভ ভোগ্য দ্রব্যে
রহে লজ্জা ধৃতি।
ক্ষমা করে দোষী জনে
মানে শৌচ বিধি ॥৫॥

অভিমানী নাহি হয়
দৈবীগুণী লোক।
নিজগুণে ধরা করে
আলোকে আলোক ॥৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৭)

এ জগতে দুই শ্রেণী
হয় পরিদৃষ্ট।
কেহ হয় অভিমানী
কেহ শান্তশিষ্ট ॥৭॥

দৈবীগুণী শুদ্ধাচারী
লভে উর্দ্ধগতি।
অদৈবী অশুচি রহে
জড়লোকে স্থিতি ॥৮॥

আসুরী জনেতে হয়
রূক্ষ অভিমানী।
দর্পী দম্ভী ক্রোধী হয়
আসুরী অজ্ঞানী ॥৯॥

রহেনা প্রবৃত্তি ধর্ম্মে
নহে সদাচারী।
অধর্ম্মে নিবৃত্তি নহে
জানিবে আসুরী ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১২)

কাম হেতু হয় সৃষ্টি
নাহি ভগবান্।
ইহাই আসুরী মত
ধর্ম্মে নাহি স্থান ॥১১॥

চরিতার্থ করিবারে
ইন্দ্রিয় নিচয়।
লালসার পিছে ধায়
আসুরী হৃদয় ॥১২॥

নাহি মানে ভগবানে
তাঁহারি বিধান।
ঈশ্বর বিহীন ভাবে
করে অবস্থান ॥১৩॥

লইয়া অশুচি ব্রত
কামনায় পূর্ণ।
করে কর্ম্ম হীনমন্য
প্রবৃত্তি জঘন্য ॥১৪॥

করয়ে বিষম চিন্তা
সারাটি জনম।
কামনাতে রয়ে রত
ভোগ পরায়ণ ॥১৫॥

করিবারে চরিতার্থ
আশা অগণিত।
চাহে শুধু বিত্তঅর্থ
নহে পরিতৃপ্ত ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৩—১৮)

ঈশ্বর বিদ্বেষী জন
হয় অহঙ্কারী।
হইয়া তাহাতে মত্ত
করে বাড়াবাড়ি ॥১৭॥

ভাবে সে প্রধান নিজে
বড়ই কুলীন
শ্রেয়ঃ দানী মানী শ্রেষ্ঠ
শীর্ষে সমাসীন ॥১৮॥

ভাবে অতি বলবান
অতিশয় সুখী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ হানে
হয় মার-মুখী ॥১৯॥

এইরূপে বৃদ্ধি পায়
প্রবল লালসা।
অহরহ করে গ্রাস
মিটে নাকো আশা ॥২০॥

অকারণে দেয় ক্লেশ
সাধু সন্ত জনে।
পায় কষ্ট নিজে সদা
পরমাত্মা সনে ॥২১॥

নিজের নামের লাগি
করে অনুষ্ঠান।
বিধিশাস্ত্র নাহি মানে
গর্ব্বে গরীয়ান ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯—২০)

ক্রূঢ়মতি নরাধম
না মানে ঈশ্বর।
অধর্ম্ম করয়ে বহু
কুকর্ম্ম বিস্তর ॥২৩॥

নরাধম লয় জন্ম
ব্যাঘ্র সর্পাদিতে।
পরে যায় নিম্নে আরো
পতঙ্গ শ্রেণীতে ॥২৪॥

ভগবান নাহি আসে
পরিত্রাণকারী ।
ভাসিয়া বেড়ায় তাই
কূল না নেহারী ॥২৫॥
(শ্লোক- সংখ্যা : ২১—২৪)
নরকের তিন দ্বার
কাম-ক্রোধ-লোভ ।
ইহারা আনয়ে সাথে
নারকীয় ভোগ ॥২৬॥
ত্রিদোষ হইলে মুক্ত
লভে শ্রেষ্ঠ গতি ।
দ্বিমত নাহিক ইথে
ইহা সত্য অতি ॥২৭॥
কোন্ কর্ম্ম করণীয়
কোনটি উচিৎ ।
কহে তাহা ভক্তিশাস্ত্রে
অভ্রান্ত সঠিক ॥২৮॥
কামনা জাগ্রত রাখি
যেবা করে কর্ম্ম ।
নাহি হয় সিদ্ধিলাভ
কামনার জন্য ॥২৯॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল

সাধুসঙ্গে দক্ষিণভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত ১৩৯০ সালের দক্ষিণভারত পরিক্রমা; যাত্রিগণের মিলনস্থল কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ। ২৮শে অক্টোবর, ১৯৮৩; ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৯০; শুক্রবার সকাল ৬.৩০ মিনিটে আমরা সর্ব্বাগ্রে মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমগুরু-পাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, সমিতির আরাধ্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, ভক্তবিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেব ও সর্ব্বমঙ্গলময় বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও বন্দনা-মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করি। পরিক্রমা-পার্টি পরিচালনার দায়ীত্ব পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার দরুন তিনি পরিচালনার দায়ীত্ব কৃপাশীর্ব্বাদরূপে শ্রীপাদ কমলাপতি ব্রহ্মচারী প্রভুকে অর্পণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ দেন। পার্টির পরিচালনায় পূজ্যপাদ শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু সর্ব্বতোভাবে পরামর্শ দান ও সাহায্য-সহানুভূতিশীল প্রধান সহায়ক। পরিচালনার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

সেদিন প্রাতে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সুপরিচিত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর সর্ব্বোচ্চ মন্দির নির্ম্মাণকারী শ্রীশ্রীমদ্ সখী-চরণদাস বাবাজী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের (রায় বাড়ীর) সম্মুখে আমাদের Shri Kirsha Travels নামক বাস উপস্থিত হয়। যাত্রিগণের আসন সংগ্রহের নিয়মানুসারে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট যথাযথ স্থানে বসিলে আমরা শুভযাত্রা করি। সকালের জলযোগের জন্য ছিল লুচি তরকারী। বৈকালে ২টার সময় আমরা রেমুণায় (বালেশ্বরে) পৌঁছি। রেমুণায় সেবিত ক্ষীরচোরা শ্রীশ্রীগোপীনাথকে দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। এই গোপীনাথ-জীউ একদিন অযাচিত বৃত্তিপরায়ণ শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের জন্য ক্ষীরচুরি করিয়াছিলেন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান্ কী না করিতে পারেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ও শ্রীগোপীনাথের চরিত্র বর্ণন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপী-নাথের সেবা সৌষ্ঠব দর্শনে মুগ্ধ হন। পুজারীকে এখানকার ভোগরাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যায় যে, গোপীনাথকে প্রত্যহ দ্বাদশটি মৃৎপাত্র ভর্ত্তি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। আজও পৃথিবীতে এমন ভোগের ব্যবস্থা আর কোথাও নাই। পুরীপাদের মনে ইচ্ছা হয় কেমন এই ক্ষীর, একটু আস্বাদন করিলে তিনিও তাঁহার গোপালকে সেইভাবে ভোগ লাগাইতেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান্ একটি ক্ষীরভাণ্ড ধরার আড়ালে লুকাইয়া রাখেন। পূজারীজী ঠাকুরকে শয়ন দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় স্বপ্নাদিষ্ট হন গোপীনাথের চুরিকরা ক্ষীরভাণ্ড মাধবেন্দ্রপুরীকে দেওয়ার জন্য। পূজারী দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখেন সত্যই এক ক্ষীরভাণ্ড। তিনি ক্ষীর-পাত্র লইয়া বাহিরে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন,—"ক্ষীর লহ কে হও মাধবেন্দ্রপুরী। তোমা লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥" শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ক্ষীর সেবা করিয়া গোপীনাথের ভক্তবাৎসল্য দর্শনে ভাবে বিভোর হইলেন। তাঁহার মহিমা শ্রবণে লোক-সংঘট্ট হইবে, তাই প্রতিষ্ঠার ভয়ে শীঘ্র স্থানান্তরে গমন করিলেন। "প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া। প্রতিষ্ঠার স্বভাব, পাছে যান ত গড়াইয়া॥"

অপরাহ্ন ৫টার সময় রেমুণা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ৮-৩০ মিঃ আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র (ভদ্রকের নিকট বাউদপুর) পৌঁছি। রাত্রি এই মঠেই বাস করি। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদবিহারীজীউ সেবিত হইতেছেন।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র

২৯শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিক, শনিবার শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচার-কেন্দ্রে আমরা মঙ্গলারতি দর্শন করিলাম। শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম। আমরা তীর্থক্ষেত্রে নানা দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিতে যাইব। কিন্তু আমরা কি ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারি? অপ্রাকৃত ভগবান্ ত দূরের কথা প্রত্যহ যে সূর্য্যকে আমরা দেখি, তাহাও যখন তখন আমাদের ইচ্ছামত দেখা যায় না; গভীর রাত্রে কেহ যদি সূর্য্য দেখিতে চাহেন যেমন দেখা সম্ভব নহে, প্রভাতের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদিত হইয়া তাঁহার আলোক আমার দৃষ্টিগোচর হইলে সূর্য্যালোকেই সূর্য্য দর্শন সম্ভব। শ্রীবিগ্রহ ও তীর্থ দর্শনও ঠিক তদ্রূপ। আমি অন্যান্য সাথী-সঙ্গীদের পশ্চাতে রাখিয়া সবার আগে যাইয়া ঠাকুর দর্শন করিব, এ বুদ্ধি থাকিলে, ঠাকুর দর্শন সম্ভব নহে। ঠাকুর আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহার কৃপাদৃষ্টির অপ্রাকৃত আলোকে ঠাকুরকে দেখা যায়। চক্ষু থাকিলেই দেখা যায়, এ বুদ্ধি-বৃত্তি যাহার সে নিতান্ত মূর্খ। রাত্রি হঠাৎ আলোক নিভিয়া গেলে কেহ তাহার আত্মীয়-স্বজন বিষয়-সম্পদ কি দেখিতে পারে? তাই মদীয় পরম গুরুপাদ-পদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আমাদিগকে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারতি দর্শন-শিক্ষা দিয়াছেন— "তোমার নিদ্রায় জীব নিদ্রিত ধরায়। তব জাগরণে বিশ্ব জাগরিত হয়॥ শুভদৃষ্টি কর প্রভু জগতের প্রতি। জাগুক হৃদয়ে মোর সুমঙ্গলা রতি॥" এ প্রার্থনায় সমগ্র বিশ্বের হিতাকাঙ্ক্ষা আছে। ঠাকুর অপরকে দর্শন করুন, অপরে দর্শনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক, আমাদের এ বুদ্ধি থাকিলে সকলেই সুষ্ঠুরূপে তীর্থ দর্শন করিতে পারিব। এ মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তীর্থধাম পরিক্রমা-বিষয়ে প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমরা তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া প্রভাত ৪টার সময় ভুবনেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করি।

ভুবনেশ্বর

আমরা সকাল ৮টার সময় ভুবনেশ্বর পৌঁছি। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর। উড়িষ্যার ইতিহাসে নানা উত্থান-পতনের সাথে মনে জাগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের উৎকল ভূমি জয়ের আশা, সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়,

তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, চেদীরাজাদের রাজত্ব, তাঁহাদের আমলে জৈন ধর্ম্ম। রাজা শশাঙ্ক, হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্ সাঙ্-এর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তারপর ১৫৬৮তে শেষ হিন্দু সম্রাট মুকুন্দদেব পরাজিত হন কালাপাহাড়ের কাছে। কোণারকের সূর্য্য-মন্দির এই কালাপাহাড়ের অপকীর্ত্তির বিভীষিকার নিদর্শন। আফগানদের শাসন। মোগল-শাসনান্তে ভারতে আসে ব্রিটিশ-শাসন। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর ২৬টি স্বাধীন রাজ্যের যুক্ত হয়—তন্মধ্যে অঙ্গরাজ্য উড়িষ্যা। নূতনরূপে সজ্জিত হয় উড়িষ্যার রাজধানী—এই ভুবনেশ্বর। দিল্লীর মত ভুবনেশ্বরও দুই ভাগে বিভক্ত; একদিকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠা বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরাদি ও অপর দিকে নূতন রাজধানীর অফিস-কাছারী, ঘরবাড়ী।

লিঙ্গরাজ—আমাদের দর্শনীয় মন্দিরগুলি মোটামুটি লিঙ্গরাজকে কেন্দ্র করিয়া। উড়িষ্যার প্রাচীন রাজা যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাহার আয়োজিত ও পরিকল্পিত এই মন্দির গড়িয়া তোলেন ললাট কেশরী। মন্দিরে নূতন জগমোহনের রূপ দেন কোণারকের সূর্য্য মন্দির নির্ম্মাতা নরসিংহদেব।

বিন্দু-সরোবর—অতীতে এই জায়গার নাম ছিল একাম্রকানন। পার্ব্বতীর খুব প্রিয় ছিল। একদা পার্ব্বতী কাননের পথে 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামে দুই দৈত্যের সামনে পড়েন। তাহারা পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে একটি শর্ত্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া দেবীকে কান্ধে বহন করিতে হইবে। দুই দৈত্য রাজী হইয়া কাঁধে তুলিলেন পার্ব্বতীকে। দেবীর ভারে দুই দৈত্য পেষাই হইয়া গেল। পার্ব্বতী ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইলেন। সেই সময় হাজির হইলেন শিব ঠাকুর। পার্ব্বতীর পিপাসা মিটাইবার জন্য তিনি তৈরী করিলেন এই সরোবর। শিবের আহ্বানে সমস্ত নদ-নদী-সরোবর বিন্দু বিন্দু করিয়া জল দানে পূর্ণ করিলেন এই সরোবরকে। পরম পবিত্র এই জল, স্নানে পুণ্য হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথও স্নান করিতে আসেন এই বিন্দু সরোবরে।

অনন্ত বাসুদেব মন্দির—বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বপারে ইহার অবস্থান। বহু প্রাচীন এই মন্দিরের একটি শিলা-লিপিতে ভবদেব ভট্টের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। অনন্ত বাসুদেব শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব। আর লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর শিব ভক্ত-তত্ত্ব। ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। অভিন্ন মানে—ছাড়া নহেন। ভক্ত ভগবান ছাড়া নহেন। ভগবানও ভক্ত-

ছাড়া থাকেন না। শ্রীভগবানের সেবালাভ ও তাঁহার চরণামৃত-প্রসাদেই ভক্তের পরিতৃপ্ত। "হরিরেব সদারাধ্য সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।" আমরা যাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব বলি সেই ভুবনেশ্বর শিবও এখানে অনন্তবাসুদেবের আরাধনা করেন। অনন্তবাসুদেবের প্রসাদ দ্বারা ভুবনেশ্বরের সেবা হয়। শ্রীহরির নির্ম্মাল্য প্রসাদ দ্বারা সমস্ত দেবদেবীকে পূজা বা শ্রদ্ধা করাই শাস্ত্রীয় বিধান।

সিদ্ধারণ্য—এখানে কেদারগৌর বা গৌরীকুণ্ড। ইহার পাড়ে মুক্তেশ্বর শিব। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" আমরা তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া অন্ধ্র প্রদেশের সিংহাচলমের দিকে যাত্রা করিলাম। রাত্র ৭ ঘটিকায় আমরা সিংহাচলমে পৌঁছিয়া দেবস্থানম্ ধর্ম্মশালায় প্রসাদ গ্রহণান্তে রাত্রি বিশ্রাম করি।

সিংহাচলম্—৩০শে অক্টোবর (১২ই কার্ত্তিক), রবিবার সিংহাচলমে ভোর ৫টায় আমরা সাড়ি দিয়া টিকেট সংগ্রহ করিয়া সর্ববিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন মানসে মন্দিরের বাসে ২৫৪ মিটার উচ্চ পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমরা স্বুবর্ণ-আবৃত সিংহবদন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্ত প্রহ্লাদের উপর শ্রীনৃসিংহ-দেবের কৃপার কথা মনে স্মরণ করিতে পারিলাম। পূজ্যপাদ নরহরি প্রভু ও শ্রীপাদ কমলাপতিপ্রভু স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভগবানের প্রপত্তি স্বীকার করেন ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে অসুরের অন্যায় আচরণ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যুগে যুগে ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও অসুর দলনের জন্য ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্মাদি লীলা-বিলাস করেন। আমরা প্রাণভরে শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেন আমরা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীধাম দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। দর্শনান্তে "দেবস্থানম্ ধর্ম্মশালায়" ফিরিয়া প্রসাদ সেবা করিয়া মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মাদ্রাজ হাইওয়ে বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাই রাস্তা বন্ধ। প্রায় ২৫০ কিঃ মিঃ পথ ঘুরিয়া আমরা রাজমন্দ্রী পৌঁছিলাম। **(ক্রমশঃ)**

—নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা

[সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনযোগে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তৎপার্ষদবৃন্দের পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শনের সুযোগ]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিষ্টার্ড)
ফোন : এন্-ভি-ডি — ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯০ (ইং ১৪।৩।৮৪) শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রথম পর্য্যায়ে পদব্রজে (১) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, (২) শ্রীমধ্যদ্বীপ, (৩) শ্রীকোলদ্বীপ, (৪) শ্রীঋতুদ্বীপ, (৫) শ্রীজহ্নুদ্বীপ, (৬) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, (৭) শ্রীরুদ্রদ্বীপ, (৮) শ্রীসীমন্তদ্বীপ ও (৯) শ্রীঅন্তর্দ্বীপ প্রভৃতি নববিধা ভক্তিপীঠস্থানসমূহ দর্শন হইবে।

এতদ্ব্যতীত ৫ই চৈত্র, ১৩৯০ (ইং ১৯।৩।৮৪) সোমবার হইতে আরামপ্রদ (Luxary) বাসযোগে নিম্নস্থান সমূহও দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা,—

১০। **কাটোয়া**—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাস্থলী ও শ্রীমাধাইয়ের সমাধিস্থান।

১১। **শ্রীখণ্ড**—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের পাট।

১২। **কেন্দুবিল্ব**—শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি।

১৩। **একচাকা**—শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-স্থলী।

১৪। **রামকেলি**—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর মিলনস্থল।

১৫। **নান্নুর**—শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুরের জন্মস্থান।

১৬। **বীরনগর**—শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী।

১৭। **কালনা**—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মিলনস্থান।

১৮। **বিষ্ণুপুর**—শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ ও দলমাদল কামান।

১৯। **খানাকুল**—শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট।

২০। **বরাহনগর**—শ্রীভাগবত আচার্য্যের পাট।

২১। **পানিহাটি** —শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভবন ও দণ্ডমহোৎসব-স্থান।

২২। **ফুলিয়া** —নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী।

২৩। **হালিশহর** —শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের জন্মস্থান।

২৪। **চাকদহ** —শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাট।

২৫। **যশড়া** —শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পাট।

উপরোক্ত দর্শনীয় স্থান ব্যতীত বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, হাজারদুয়ারী (মুর্শিদাবাদ), তারকেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ প্রভৃতি শ্রীমন্দির ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করানো হইবে।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

সংরক্ষিত (Reserved) বাসে প্রায় একসপ্তাহকাল ভ্রমণ সময়ে যাত্রিগণের দুইবেলা প্রসাদ ও একবেলা জলযোগ, বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য ৩৫৫'০০ (তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে। বাসের প্রথম দিকের ২৫টী আসনের জন্য প্রত্যেককেই অতিরিক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিতে হইবে। আসন সংরক্ষণ করিবার জন্য যাত্রার একমাস পূর্ব্বে অগ্রিম ১৫০'০০ টাকা এবং বাকী সম্পূর্ণ টাকা যাত্রার ৪/৫ দিন পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। (শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় প্রতিবৎসর সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপভাবে সেবানুকূল্য নির্দ্ধারিত করেন উহা শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদানকারী যাত্রিগণের ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য থাকিবে। —ইতি

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সেবকবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)— ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য। অনিবার্য্য কারণে অনুসরণিকা পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ব্বিপাক বা কোনরূপ দুর্ঘটনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বা সমিতি দায়ী হইবেন না।

মশারীসহ বিছানা এবং হাল্কা থালা, ঘটি, বাটী, টর্চ প্রভৃতি সঙ্গে লাইবেন।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৫শ বর্ষ | ২৬ নারায়ণ, বাসুদেব, ৪৯৭ গৌরাব্দ
৩০ পৌষ, রবিবার, ১৩৯০ ; ইং ১৫।১।১৯৮৪ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]

মধুর-মৃদুল-চিত্তঃ প্রেমমাত্রৈকবিত্তঃ
স্বজন-রচিত-বেষঃ প্রাপ্তশোভা-বিশেষঃ।
বিবিধ-মণিময়ালঙ্কারবান্ সর্ব্বকালং
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥১॥

যাঁহার চিত্ত মধুর ও কোমল, প্রেমই যাঁহার একমাত্র ধন, জননী প্রভৃতি স্বজনগণ যাঁহার বেষ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে যিনি বিলক্ষণ শোভা

প্রাপ্ত হন, যিনি বিবিধ মণিময় অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে চিরকাল স্ফুর্ত্তি লাভ করুন ।১॥

নিরুপম-গুণ-রূপঃ সর্ব্বমাধুর্য্য-ভূপঃ
শ্রিত-তনুরুচি-দাস্যঃ কোটিচন্দ্র-স্তুতাস্যঃ ।
অমৃতবিজয়ি-হাস্যঃ প্রোচ্ছলচ্চিল্লিলাস্যঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীগোপালদেবঃ ॥২॥

যাঁহার রূপ ও গুণের তুলনা নাই, যিনি সর্ব্বমাধুর্য্যের নৃপতি, সকলেই যাঁহার অঙ্গকান্তির দাসত্ব করে, যাঁহার হাস্যে অমৃতও ধিক্কৃত হয়, যাঁহার বদনকমল কোটি কোটি চন্দ্র-কর্ত্তৃক স্তুত, যাঁহার ভ্রূনৃত্য সর্ব্বতঃ উচ্ছলিত, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ।২॥

ধৃত-নব-পরভাগঃ সব্যহস্ত-স্থিতাগঃ
প্রকটিত-নিজকক্ষঃ প্রাপ্তলাবণ্য-লক্ষঃ ।
কৃত-নিজজন-রক্ষঃ প্রেম-বিস্তার-দক্ষঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৩॥

যিনি কোন অপূর্ব্ব গুণোৎকর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার বামহস্তে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি নিজ পার্শ্বদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন ও শত-সহস্রভাবে লাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বজন-রক্ষক ও প্রেম-বিস্তারদক্ষ সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি লাভ করুন ॥৩॥

ক্রমবলদনুরাগ-স্বপ্রিয়াপাঙ্গভাগ-
ধ্বনিত-রসবিলাস-জ্ঞানবিজ্ঞাপি-হাসঃ ।
স্মৃত-রতিপতি-যাগঃ প্রীতি-হংসী-তড়াগঃ
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৪॥

উত্তরোত্তর-বর্দ্ধনশীল অনুরাগবতী ব্রজাঙ্গনাগণের অপাঙ্গ-চালনায় যাঁহার রস-বিলাস-বিষয়ে পরিস্ফুট জ্ঞান-জনিত হাস্য সূচিত হইয়া থাকে এবং যিনি অনঙ্গ-যজ্ঞ স্মরণ করিয়া থাকেন, প্রীতিরূপী হংসীর তড়াগ-স্বরূপ সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৪॥

মধুরিমভরমগ্নে ভাত্যসব্যেহংসলগ্নে
ত্রিবলি-ললসবক্ত্রাৎ যস্য পুষ্টানতত্বাৎ ।

ইতরত ইহ তস্যা মাররেখেব রস্যা

স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৫॥

যাঁহার মাধুর্য্যময় দক্ষিণ-কটিদেশে আলস্য-হেতু ত্রিবলি লক্ষিত হইয়া থাকে এবং সেই ত্রিবলির বিপরীত দিকে কন্দর্পরেখার ন্যায় মনোহর রেখা লক্ষিত হয়, সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি লাভ করুন ॥৫॥

বহতি বলিতহর্ষং বাহয়ংশ্চানুবর্ষং

ভজতি চ সগণং স্বং ভাজয়ন্ যোঽর্পযন্ স্বম্ ।

গিরি-মুকুটমণিং শ্রীদামবন্মিত্রতা-শ্রীঃ

স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৬॥

যিনি ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি নিবারণের জন্য শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং বর্ষায় অভিভূত স্বজনদিগকে অন্ন-পানাদি প্রদান করিয়া যথোচিত স্থানে অর্থাৎ শ্রীদামের ন্যায় শ্রীগিরিরাজের সহিত মিত্রতার শোভা-সম্পাদনকারী সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৬॥

অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বং-

স্তদমল-হৃদয়োত্থাং প্রেমসেবাং বিবৃণ্বন্ ।

প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা

স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৭॥

সেই গোপালদেব স্বীয় শক্তি প্রকটনদ্বারা শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভক্তি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অতুলনীয় অনুরাগ এবং তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় হইতে উদ্গত প্রেমসেবা আমাকে প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি লাভ করুন ॥৭॥

প্রতিদিনমধুনাপি প্রেক্ষ্যতে সর্ব্বদাপি

প্রণয়-সুরস-চর্য্যা যস্য বর্য্যা সপর্য্যা ।

গণয়তু কতি ভোগান্ কঃ কৃতি তৎপ্রয়োগান্

স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেবঃ ॥৮॥

ভক্তগণ প্রতিদিন এখনও সর্ব্বদা যাঁহার প্রণয়-রসের আচরণময়ী শ্রেষ্ঠ আরাধনা দেখিয়া থাকেন, যাঁহার অনুষ্ঠান ও উপভোগ কোন পণ্ডিতই সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীল গোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৮॥

গিরিধর-বরদেবস্যাষ্টকেনেমমেব
স্মরতি নিশি দিনে বা যো গৃহে বা বনে বা।
অকুটিল-হৃদয়স্য প্রেম-দত্ত্বেন তস্য
স্ফুরতু হৃদি স এব শ্রীল-গোপালদেব ॥৯॥

যিনি গৃহে বা বনে অবস্থান করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে দেবোত্তম গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকদ্বারা তাঁহাকেই স্মরণ করেন, সেই সরল-প্রাণ ভক্তজনের হৃদয়ে শ্রীগোপালদেব প্রেম-প্রদানপূর্ব্বক বিরাজ করুন ॥৯॥

সজ্জন—অপ্রমত্ত (১৮)

রিপু-তাড়িত জড়-বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিরই—প্রমত্ত আর জড়ে উদাসীন কৃষ্ণৈকশরণ-সজ্জনই—অপ্রমত্ত

কোন বিষয়ে অতিরিক্ত অভিনিবিষ্ট বিষয়ীকে প্রমত্ত বলে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধজীব অনেক সময় প্রমত্ত হন। নির্বিষয়ী কোন জড়-বিষয়ে প্রমত্ত হন না। একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ জড়ে উদাসীন ব্যক্তিই অপ্রমত্ত, সজ্জন। বিষয়ীর ইন্দ্রিয়সমূহ জড়রূপ-রসাদিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ। তিনি সেই বিষয় সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে করিতে লুব্ধ হইয়া প্রমত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পাঁচটী পরিপন্থী বিষয় আসিয়া বিষয়ী বদ্ধজীবকে প্রমত্ত করায়। সজ্জন সর্ব্বদা কৃষ্ণৈকশরণ, তজ্জন্য অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় কদাপি প্রমত্ত হন না। কৃষ্ণ-সেবায় প্রমত্ত হওয়ায় তিনি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অপ্রমত্ত।

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ভোগময় রাজ্যে বিচরণ এবং ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার

কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ হইয়া কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনও বা চতুর্দ্দশ-লোকাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করেন। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ করুণা করিয়া জীবকে আকর্ষণ না করেন, তৎকালাবধি জীব কৃষ্ণ-বিমুখ-রুচিবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণব্যতীত বিষয়ান্তরে স্ব-স্ব চেষ্টা প্রদর্শন করে। কৃষ্ণের আকর্ষণ তাহার নিকট প্রবল না হওয়ায় তাহার প্রমত্ত ছাড়ে না।

প্রমত্ততা-বশে মাদক-দ্রব্যাদি ও প্রসাদ-ব্যাজে তাম্বুলাদি সেবনকারিগণ হরিবিমুখ অহংগ্রহোপাসক

জীব কখনও নানাপ্রকার মাদক-দ্রব্য সেবা করিয়া হরিবিমুখ জীবনযাপন করেন এবং প্রমত্তাবশে নস্য গ্রহণ, অহিফেন, গঞ্জিকা ও তাম্রকূট সেবন, ধূম্র-পান, কফি ও চা, সুরা প্রভৃতি পানে মত্ত হইলে সজ্জন হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কখনও বা তিনি তাম্বুল-বীটিকায় প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য বিষয়কে অধিক আদর করেন, কখনও বা প্রসাদ উপলক্ষণে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিষয়াভিনিবেশের অভিনয় দেখান। কখনও বা বিচার-চাতুর্য্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অহংগ্রহ-উপাসনায় প্রমত্ত হন। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয়ে অভিনিবেশ প্রমত্তার লক্ষণ।

স্থূলকথা এই যে, সজ্জন কোনও কৃষ্ণেতর চেষ্টায় প্রমত্ত নহেন। তিনি নিত্যকাল অপ্রমত্ত হরিসেবা করেন।

—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

সজ্জন—মানদ (১৯)

'মানদ'-শব্দে মানদাতা ও মান-গৃহীতা উভয়কেই বুঝায়

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা—দুইটী বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ-ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব, সে-বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন, তিনি 'বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ, যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহার বৃত্তি। সুতরাং বৈষ্ণব মানদ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে তিনিও তাঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব-ধর্ম্ম অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

বৈষ্ণবের মানদ-ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া অসজ্জন-কর্ত্তৃক উহার অপব্যবহার

মান দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গৃহীতা হন, তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না। সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী, তাহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপরতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে থাক্, সেই মানে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ করেন। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব-সমাজ কিরূপ অপরাধ-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহা আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বৈষ্ণব কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধশ্চ্যুত হন। এইরূপে বর্ত্তমানকালে বহির্ম্মুখ শৌক্রসমাজ-দৃষ্টিতে কি-প্রকার পরমহংস-বৈষ্ণবের সুতুঙ্গ পদবী অধঃপাতিত হইয়াছে, দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই।

অপ্রাকৃত দৈন্য ও মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি নিরয়প্রাপক

বৈষ্ণবকে সর্ব্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-বর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত। পরমহংস-বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্রজ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী দুর্ম্মদ দুর্নীতিপর মূর্খ শূদ্র-চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস-বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পরমহংস-ধর্ম্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী অবৈধচারী ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ-বর্ণ বা সন্ন্যাস-আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস-বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস-বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্মফলভোগী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা

করেন না, কিন্তু অজ্ঞের মূর্খতার হস্ত হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস-বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্র অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপর কর্ম্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। মূর্খের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানব-ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও, বৈষ্ণব-পরমহংসের পক্ষে উহাই মানদ-ধর্ম্ম—(ইহা) বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পারমহংস্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন

শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষা দিবার জন্য শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস-বৈষ্ণবধর্ম্ম তদপেক্ষা অনুপাদেয়, এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন ;—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপী ভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধভক্ত মধুর রসে প্রবিষ্ট হইলে বর্ণাশ্রম ভাব ও আশ্রম-মিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই—একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীব-স্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 'শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম'—এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য, তাহাও প্রচার করেন নাই।

বৈষ্ণবের মান-দাতৃত্ব-ধর্ম্ম নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনঃশিক্ষায় তিনি ভূসুর ব্রাহ্মণে সর্ব্বদা দম্ভহীন হইয়া অপূর্ব্ব রতি করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদ-ধর্ম্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ-দেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভূসুরগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদ-ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের পাদ-গ্রহণকালে অম্বরীশ-রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরু-

প্রদত্ত যজ্ঞ-সূত্রাদি ধারণ যদি মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত, তাহা হইলে পরম-ভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্রপ্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না।

বিষ্ণু-দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলা এবং শিষ্যের পক্ষে গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম অস্বীকার—দুইই মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘ্যাতকারী

গুরুপদাসীন বৈষ্ণব. গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলিয়া মানদ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক, "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" বাক্যও অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, এমন কি, প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু, কিন্তু শিষ্যত্ব অনুবন্ধ লৌকিক ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রকৃত্যাতীত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যও মানদ-ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। "সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে" জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্যজনে মান দিলে তাহা-দের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না; সুতরাং তদ্দ্বারা বদ্ধজীবে দয়া করাই হইবে।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শিক্ষাষ্টক

(শিক্ষাষ্টক-বঙ্গভাষা)

পরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। সেই তত্ত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ঐ তত্ত্ব যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষভাবে প্রতীত হয়। সবিশেষতা নির্ব্বিশেষতা যুগপৎ সিদ্ধ হইলেও সবিশেষ প্রতীতিই বলবতী। নির্ব্বিশেষ প্রতীতি উপলব্ধ হয় না, কেবল স্বীকার্য্য হয়, এই মাত্র।

সেই সবিশেষ প্রতীতিময় পরমতত্ত্ব স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিরূপে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থিত তেজ, তন্মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত তেজ-রশ্মি এবং তেজ-প্রতিচ্ছবি যেরূপ এক সূর্য্য-তত্ত্বে সর্ব্বদা চতুর্দ্ধা অবস্থিত, তদ্রূপ পরমতত্ত্বের চারি প্রকার রূপ নিত্য-সিদ্ধ। শক্তিমান্ তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হইলেও চারি প্রকার ভেদময়। অতএব ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্য-সত্যাত্মক। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি বিচিত্র-বিক্রমময়ী। তাহার অনন্ত প্রভাবের মধ্যে তিনটী প্রভাব আমরা জানিতে পারি। সেই তিন প্রভাবের এক একটি প্রভাবযুক্ত হইয়া তত্ত্বের পরাশক্তি স্বভাবতঃ অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি-রূপে নিত্য দেদীপ্যমানা। অন্তরঙ্গা শক্তিসহকারে অনন্তসংখ্যক রশ্মিপরমাণু-স্থানীয় সেই তত্ত্বের জীবস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। বহিরঙ্গা শক্তিসহকারে সেই তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণবৈচিত্র্যস্থানীয় মায়াবৈভব; নিত্যসিদ্ধ স্বরূপাদির যাথার্থ্য এই। স্বরূপ অনন্ত হইলেও বিশেষ পরিচিত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য — এই তিন নিত্যভাব-ভেদে ভগবৎস্বরূপ ত্রিবিধ অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ। রূপবৈভব অনন্ত হইলেও পরব্যোম, গোলোক-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ — এই তিন ধামবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠরূপ চিজ্জগৎ এবং ঐ ঐ স্বরূপের যথাযোগ্য তত্রস্থিত সমস্ত লীলোপকরণই স্বরূপবৈভব। ভগবৎ-সূর্য্যের বহিশ্চর চিৎপরমাণুরূপ জীবের সংখ্যা অনন্ত। জীব স্বভাবতঃ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ এই দুই বৈভবের মধ্যবর্ত্তী। তটস্থশক্তি-দ্বারা উভয় বৈভবের যোগ্যতাবিশিষ্ট; অনাদি স্বরূপ-বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবৈভব-মধ্যস্থিত; মায়াবৃত্তিরূপা অবিদ্যাবন্ধন-নিবন্ধন স্ব স্বরূপভ্রমজনিত জড়াভিমানদ্বারা জড়ধর্ম্মরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণশীল। অতএব তিনি সর্ব্বদা সংসার-দুঃখাচ্ছন্ন। অনন্ত জড়াত্মক ব্রহ্মাণ্ডনিচয় তথা বদ্ধজীবগণের স্থূললিঙ্গ-শরীরদ্বয়বিশিষ্ট মায়াবৈভবই পরমতত্ত্বের প্রতিচ্ছবিগত বর্ণ-বৈচিত্র্যরূপ তদ্বিভূতির অতি হেয় চতুর্থপাদ মাত্র।

ঐশ্বর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ বৈকুণ্ঠস্থ পরব্যোমে চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দাস্যরসাশ্রিত নিত্যসিদ্ধজীবগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত।

মাধুর্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে অনন্ত লীলার বিস্তারক। সেই অন্তঃপুরের দুইটি প্রকোষ্ঠ। এক প্রকোষ্ঠে গোলোক, যেখানে মধুর রস নিত্য স্বকীয়-

ভাবাত্মক। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ বৃন্দাবন ; যেখানে মধুর রস নিত্য পারকীয়-ভাবাত্মক।

ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপ দ্বিভুজ, কদাচ ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ-মধ্যে নবদ্বীপ-প্রকোষ্ঠে ভক্তভাবাত্মক ঔদার্য্যরসাবিশেষে স্বীয় রসযোগ্য পরিকর-সহিত জীবাচার্য্য-স্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

১৪০৭ শকাব্দায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যার পর ঔদার্য্য-প্রচুর ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চগত স্বীয় ধাম নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শ্রীশচীগর্ভে অবতীর্ণ হন। শিশুকালে বয়সোচিত বালচাপল্য, পৌগণ্ড-বয়সে বিদ্যাভ্যাসাদি, কৈশোর-বয়সে বিবাহ, মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ও কীর্ত্তন-প্রচারদ্বারা সমস্ত গৌরভূমির আনন্দ বিধান করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রথম ছয় বৎসরে পাশ্চাত্ত্য, ওড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে পবিত্র হরিভক্তি প্রচার ও শুদ্ধহরিভক্তি-বিরুদ্ধ সমস্ত মত খণ্ডন করেন। শেষ অষ্টাদশ বৎসর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি প্রচারক দ্বারা বহু দেশে স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মত প্রচার করেন এবং নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের পরমরস আস্বাদন করত জীবের কর্ত্তব্যতা বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন ;—

> পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি' লোক শিক্ষা দিল।
> সেই অষ্ট শ্লোক আপনে আস্বাদিল ॥
> প্রভুশিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
> কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥

প্রভু-যে অষ্ট শ্লোক প্রচার করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি,—যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, শ্রেয়োরূপ কুমুদবিকাশক ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয় এবং যাহা বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারক, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ক এবং শুদ্ধ জীবের সমস্ত স্বরূপ স্নিগ্ধকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-লীলা-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকদ্বারা পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ নিখিলজীবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক জীবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরমতত্ত্বের

অন্তর্ভূত তটস্থশক্তি-প্রসূত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান-সিদ্ধির নিমিত্ত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্" এই চরণের উক্তি হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ তটস্থ অর্থাৎ স্বরূপানন্দরূপ বৈকুণ্ঠ ও বিরূপানন্দরূপ মায়াবৈভব উভয় অবস্থার যোগ্য। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ তাহার মায়া-প্রবেশ ও বিশুদ্ধ চিদভিমানরূপ বিশুদ্ধ অহঙ্কার বিকৃত হইয়া জড়াভিমানরূপ বিকার-দ্বারা শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের জড়মল-কর্ত্তৃক আচ্ছন্নতা হয়। কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা চিত্তের অবিদ্যামল দূরীভূত হইলে চিত্তদর্পণে স্বরূপতত্ত্বের বিশুদ্ধ-দর্শন হয়। ইহারই নাম স্বরূপসিদ্ধি। সেই সিদ্ধির অবান্তর ফলস্বরূপ সংসারদুঃখ নাশ হয়। জীব তাহাতে মায়া-সঙ্গরূপ বৈধর্ম্ম্য পরিত্যাগ ও স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ, জীবস্বরূপ, মায়াস্বরূপ ও মায়ান্তর্গত ভূতভবিষ্যতাত্মক কাল ও কর্ম্মস্বরূপ-জ্ঞানের নাম সম্বন্ধজ্ঞান। "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্" এই অর্দ্ধপদ-দ্বারা অভিধেয়তত্ত্বরূপ সাধনভক্তির উল্লেখ। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, কেবল হরিভক্তি-দ্বারাই সাধিত হয়,—এইরূপ শাস্ত্রার্থনির্ধারণরূপা শ্রদ্ধা সৎসঙ্গ হইতে উদিত হইলে জীব সাধুগুরুপদাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই প্রকার নববিধা ভক্তি অবলম্বন করত শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই কীর্ত্তন হইতে পরবিদ্যার পরমজ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া জীবের শ্রেয়ঃ সাধন করে। সাধনাঙ্গে পূর্ব্বজাত-শ্রদ্ধা বা ভগবন্মাধুর্য্য-লোভ যখন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করত ভাবদশাতে পরিণত হয়, তখন স্বরূপতঃ জড়োদ্ভূত স্থূললিঙ্গরূপ ঔপাধিক দেহদ্বয়ে আত্মাভিমানশূন্য হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বসিদ্ধ চিৎস্বরূপ এবং রসাধিকার-[illegible] সংযোগী চিদ্দেহ লাভ করেন। মধুররসাবিষ্ট জীবগণ স্বীয় রসযোগ্য গোপীদেহ লাভ করত মাধুর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবনধামে কৃষ্ণলীলার উপকরণ হইয়া থাকেন। এস্থলে স্বরূপশক্তির বিদ্যাপ্রভাবে জীবের গোপীভাব-প্রাপ্তিই স্বরূপতঃ বিদ্যাবধূত্ব লাভ। তখন জীব বিদ্যাবধূ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে জীবন-স্বরূপ বরণ করেন। ভাবদশা ক্রমশঃ চিন্ময়ের বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ চিৎসামগ্রী-দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া চিদেকরসতা লাভ করে। তৎকালে জীবের আনন্দাম্বুধি স্বভাবতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। চিদ্রসের নিত্যনব-ধর্ম্মবশতঃ তখন ভূতভবিষ্যদ্রূপ জড়মল-দূষিত কাল থাকে না। সর্ব্বকালই বর্ত্তমান ও নূতন। অতএব অনুরাগলব্ধ জীবের পদে পদে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন তখন

পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ হয়। তদবস্থায় গুণগুণীভেদাভাবজনিত বিশুদ্ধ চিন্ময়-তত্ত্বাত্মক জীব বিশুদ্ধ অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট অণুচৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত অবস্থায় যে কৃষ্ণকীর্ত্তন তাহা সর্ব্বাত্মস্নপনস্বরূপ অবস্থা অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকার সময়ে ব্রহ্মলয় বা স্বীয় সম্ভোগসুখরহিত সচ্চিদানন্দ-যুগল-সেবাই জীবের সিদ্ধসত্তার অভিন্ন সহচর। ইহাই প্রয়োজন-তত্ত্ব। এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান মার্জ্জিত। শুদ্ধভক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বত্র প্রযোজন। এস্থলে শ্লোকের চতুর্থপাদে 'পরং' শব্দদ্বারা ভুক্তি ও মুক্তিসাধক ধর্ম্মজ্ঞানান্তর্গত হরি-কীর্ত্তন অনাদৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চারিপ্রকার। নাম-সঙ্কীর্ত্তন, রূপসঙ্কীর্ত্তন, গুণসঙ্কীর্ত্তন ও লীলাসঙ্কীর্ত্তন। পরমার্থরূপ বস্তুর নামই তদনুভবের মূল। নাম পূর্ণরূপে উদিত হইলে রূপের উদয় হয়। রূপ পূর্ণরূপে উদিত হইলে গুণসমূহের উদয় হয়। গুণ সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে লীলা বোধ হয়। অতএব নামই সর্ব্বমূল এবং সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র কারণ। নামই ক্রমশঃ রূপ-গুণ-লীলা-রূপে পরিণত হয়। অতএব নাম-ব্যতীত বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের গত্যন্তর নাই। প্রভুর উপদেশ সমস্তই নামকে লক্ষ্য করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—"হে ভগবন্! আপনি জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া অনেক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত প্রভৃতি মুখ্য নামসমূহে যাহাদের অধিকার হয় নাই, তাহাদের পক্ষে পরমাত্মা, পাতা, নিয়ন্তা, ব্রহ্ম প্রভৃতি অনেক গৌণ নামও প্রকাশ করিয়াছ। সেই সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নামে সমস্ত শক্তি এবং গৌণ নামসমূহে বহুবিধ পাপ-নাশক ভুক্তি-মুক্তিফলপ্রাপক শক্তি অর্পণ করিয়াছ। জীবের অযোগ্যতা দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বীয় নামগ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম কর নাই। এসমস্তই তোমার কৃপা। কিন্তু আমার দুর্দ্দৈবের কথা কি বলিব? তোমার মধু-মাখা নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।" নামের সমস্ত শক্তি আছে বটে, কিন্তু দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব দূর না হইলে, জীবের নামে রুচি হয় না। সাধুনিন্দা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিভূতি শিবাদি দেবতাতে ভেদবুদ্ধি, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, বেদ ও তদনুগত-শাস্ত্রনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম-বলে অসৎপ্রবৃত্তি, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান-জ্ঞান, বহির্ম্মুখ ও অনধিকারীকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে প্রীতির অভাব

—এই কয়েকটি অপরাধ মার্জ্জন-পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলে নামের স্বরূপ উদিত হয়। অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীগুরু হইতে নামতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধে তাঁহার অনুশীলন করিবেন। নামগ্রহীতার পক্ষে কর্ম্মান্তর্গত পাপক্ষয়-চেষ্টা বা পুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টার প্রয়োজন নাই, যেহেতু শ্রদ্ধা উদিত হইবার সময়েই কর্ম্মাধিকার দূর হইয়া থাকে। ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয়কালেই তদিতর-বিষয়িণী অশ্রদ্ধা সহজেই উদিত হয়। তাহা হইলে পাপ-পুণ্যমতি আর থাকে না। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ স্বভাবতঃ যাহা যাহা করিয়া থাকেন এবং যে যে বিরক্তি প্রদর্শন করেন, সে সমুদায়ই বিধিনির্দ্দিষ্ট পুণ্য অপেক্ষা সার্থক ও নির্ম্মল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নামাপরাধ থাকিলে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা দূরে থাকুক অবনত হইয়া পড়ে। চিরজীবন সাধন করিয়াও নামাভাস অবস্থা উন্নতি লাভ করে না। অতএব শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণে) এরূপ উক্ত হইয়াছে,—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তি-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ-করাণি চ॥" নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য ব্যাকুল চিত্তে কিছুদিন অনবরত নাম করিলে ঐ ঐ অপরাধের অবসর-অভাবে তদপরাধ-শূন্য হইয়া পড়ে। তখন নামবলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা অনায়াসে উদিত হয়।

নিরপরাধে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যখন মুখ্যনাম আলোচনা করেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ চারিটী লক্ষণ অনুভূত হয়। অতএব শ্রীমহাপ্রভু কহিলেন,—'হে জীবসকল! যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন, যিনি তরু অপেক্ষা সহ্যগুণকে অবলম্বন করেন, স্বয়ং অমানী হইয়াও সমস্ত লোককে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনিই হরিকীর্ত্তনের অধিকারী। এই জড়-জগতে তৃণ অতি তুচ্ছ বস্তু হইলেও তাহারও এই বিশ্বের একটী বস্তু বলিয়া অভিমান অপহৃত হয় না, কিন্তু চিৎপরমাণুরূপ জীবের এই জড়-জগতে কিছুমাত্র অভিমান করা উচিত নয়, যেহেতু জীবের চিদভিমানই স্বাভাবিক, জড়াভিমান নিতান্ত আরোপিত ও মিথ্যা। সংহেতৃকর্তৃক ছিন্ন হইলেও বৃক্ষ সকলকে ছায়া ও ফলদানে পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবের উপকর্ত্তা উভয়ের প্রতি সর্ব্বদা দয়াযুক্ত থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু জীবের দয়াই জীবে স্বধর্ম্মরূপ ভক্তির অন্তর্গত ধর্ম্মবিশেষ। নাম-গ্রহীতা স্বয়ং জড়াভিমানজনিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, সন্ন্যাসাদি আশ্রম, ধন, রূপ,

বল, বীর্য্য, অধিকার, পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিরর্থক-অভিমানশূন্য হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রের প্রতি পরমাদররূপ মান দান করিবেন। ভগবৎকৃপায় যে-সকল আধিকারিক সত্ত্বগণ ব্রহ্ম-শিবাদি পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। এই কয়েকটী লক্ষণ না দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ এখনও দূর হয় নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে।

উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়-যুক্ত নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে অহৈতুকী, উত্তমা, কেবলা, শুদ্ধা, অমিশ্রা, অকিঞ্চনা, নির্গুণা ইত্যাদি বিশেষণযুক্তা ভক্তির অন্বয়গত লক্ষণ হয়। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় দুইটী ব্যতিরেক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণযুক্তা হইলে ভক্তি শুদ্ধা হয়। অন্যাভিলাষ-শূন্যতা ও জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃততাই ভক্তির ব্যতিরেক লক্ষণ। সেই তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে শিখাইবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কহিয়াছেন,—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন প্রাণেশ্বররূপ তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রদত্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ধনই—ধন, তাহা আমি চাই না। দেহ ও দেহানুগত স্ত্রী, পুত্র, কলত্র, প্রজাদিরূপ জনও আমি চাই না। কৃষ্ণভক্তিপোষিকা বিদ্যা ব্যতীত সামান্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-প্রতিষ্ঠিত কাব্য-নাটকাদি-রচনা-শক্তি (উপলক্ষে কোন বহির্ম্মুখ বিদ্যা) আমি চাই না। কেবল ফলানুসন্ধানরহিতা শুদ্ধা ভক্তিই আমার প্রার্থনা। 'সংসার-দুঃখনাশ এবং চিৎস্বরূপলাভরূপ মোক্ষ ভক্তের পক্ষে অনায়াসলভ্য অবান্তর ফল। তজ্জন্য প্রয়াস বা প্রার্থনাদ্বারা ভক্তির স্বরূপকে দূষিত করা উচিত নয়। যে-সময়ে জীবের জড়মোচনের যোগ্যতা উপস্থিত হইবে তখন কৃষ্ণকৃপাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব ভক্তগণ 'জন্মে জন্মে যেন অহৈতুকী ভক্তি লাভ করি',—এইমাত্র বাসনা করিবেন অন্য বাসনা করিবেন না।

সংসারদুঃখ-বিষয়ক আলোচনা কি নিতান্ত অকর্ত্তব্য? না। ভক্তিভাবকে বিশুদ্ধরূপে রাখিয়া যতদূর সংসারমোচন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে, সাধক ততদূর তদ্বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সংসারদুঃখ-মোচন-প্রার্থনা কদাচ করিবেন না, কেবল এই প্রকার প্রার্থনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না,—'হে মাধুর্য্যরসবিষয় শ্রীনন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস। তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়া-

বৈভবে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মজালময় বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এই অবস্থায় আমি যতই চেষ্টা করি ততই তোমার চরণাশ্রয় সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তুমি কৃপা না করিলে আর তোমার অকৃত্রিম দাস্যরূপ মম স্বধর্ম্ম আমার পক্ষে সুলভ হয় না। হে করুণাময়! আমাকে তোমার পাদপদ্মাস্থিত ধূলি-সদৃশ করিয়া রাখ। তাহা হইলে আমি আর তোমার বহির্ম্মুখতারূপ মায়াভিনিবেশে আবদ্ধ হইব না।' এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে সেই করুণাময় যখন আমাদিগকে তাঁহার চরণাশ্রয় দান করেন, তখন আর জীবের ক্লেশ থাকে না।

পূর্ব্ব পঞ্চ শ্লোক সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণানুশীলনকারী শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধু-গুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় ভজন, তাহা হইতে স্বরূপোপলব্ধি-জনিত অবিদ্যারূপ অনর্থনাশ, তদনন্তর নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি এবং আসক্তির পরিপাকে ভাব বা রতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিকে আশ্রয় করত উদিত হয়; এই ক্রমটী প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাবদশায় ভক্তির অখণ্ড একস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। নাম-কীর্ত্তন তখন অত্যন্ত প্রবল হয়। ক্ষান্তি, অব্যর্থ-কালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি ও কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি রতির লক্ষণস্বরূপ হইয়া পড়ে। ভাব বা রতি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণপরমাণু অর্থাৎ প্রেমের প্রথমাবস্থা। তদুদয়ে নৃত্য, গড়াগড়ি, গীত, চীৎকার, শরীর-মোটন, হুঙ্কার, হাই, প্রভূতশ্বাস, লোকাপেক্ষাশূন্যতা, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা এই সকল অনুভাব এবং স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়রূপ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক, স্বরভঙ্গ এই কয়টী বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অতএব তদ্দশা-প্রার্থনাস্থলে সাধক এইরূপ লালসা করিয়া থাকেন,—"হে গোপীজনবল্লভ! তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কবে আমার নয়নদ্বয়ে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে, আমার বদন গদ্গদভাবে স্বর ভঙ্গরূপ বিকার লাভ করিবে এবং আমার সমস্ত বপু পুলকিত হইতে থাকিবে? হে নাম! আমি ভোগমোক্ষ প্রার্থনা করি না, সেই সর্ব্বানন্দ-বিস্তারিণী ভাবদশা প্রার্থনা করি।"

রতিরূপা ভাবাত্মিকা ভক্তি প্রেমদশায় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ ভাবচতুষ্টয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকারসকল সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। মমতাতিশয় দ্বারা ভক্তের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণ ও ঘনীভূত ভাবময় হইয়া প্রেমের পীঠস্থান হয়। তখন ভক্তিরসের আশ্রয় যে ভক্ত এবং বিষয় যে কৃষ্ণ তদুভয়ের মুখ্য সম্বন্ধ-বুদ্ধিভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চপ্রকার মুখ্যরস এবং তদুভয়ের গৌণ সম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস এই প্রকার সপ্ত গৌণরস দেদীপ্যমান হয়। যে জীবের যে রসে রুচি তাহার পক্ষে সেই রসই আশ্রয়ণীয়, কিন্তু মধুর রসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। শান্তরসে উল্লাসময়ী প্রীতি রতি অবস্থায় লক্ষিত। তদবস্থায় তদ্বিষয়-ব্যতিরিক্ত অন্যত্র তুচ্ছ-বুদ্ধি। রতি মমাতিশয়যুক্তা হইলে প্রেমরূপে দাস্যরসে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় প্রীতিভঙ্গকারী হেতুসকল কার্য্য করিতে পারে না। নিতান্ত বিশ্বাসময় প্রেম প্রণয়রূপে সখ্যে লক্ষিত হয়। সে অবস্থায় বিষয়ের সম্ভ্রমযোগ্যতা থাকিলেও সম্ভ্রম থাকে না। প্রিয়ত্বের আতিশয্যপ্রযুক্ত কৌটিল্যাভাসময় ভাববৈচিত্র্যের নাম মান। তদবস্থায় ভগবান্‌ও প্রেমময় ভয়কে স্বীকার করেন। চিত্তের অতিশয় দ্রবভাবময় প্রেমকে স্নেহ বলি। তদবস্থায় মহাবাষ্পাদি বিকার দর্শনে অতৃপ্তি, বিষয়ে ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও অনিষ্টাশঙ্কা হইয়া থাকে। মান ও স্নেহ বাৎসল্য হইতে লক্ষিত, অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্যে লক্ষিত হয় না। অভিলাষাত্মক স্নেহের নাম রাগ। তদবস্থায় ক্ষণিক বিরহও অসহ্য। সংযোগপর দুঃখও সুখ। সেই রাগ অনুক্ষণ নিজ বিষয়ীভূত তত্ত্বকে নূতন নূতনরূপে অনুভব করাইয়া স্বয়ং নবনবভাবে অনুভূত হইয়া অনুরাগ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই অবস্থায় আশ্রয় ও বিষয়ের পরস্পর অত্যন্ত বশ্যভাব। বিষয়-সম্বন্ধে অন্য প্রাণীতে জন্মগ্রহণ লালসা হয়। বিপ্রলম্ভে অত্যন্ত বিস্ফূর্ত্তি হয়। অসমোর্দ্ধ চমৎকার উন্মত্ততাময় অনুরাগকেই মহাভাব বলে। তদবস্থায় সংযোগসময়ে নিমেষের অসহ্যতা ও কল্পের ক্ষণত্ব উপলব্ধ হয়। বিয়োগে ক্ষণকে কল্পপ্রায় মনে হয়। যোগে ও বিয়োগে উদ্দীপ্ত অশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের দিগ্‌দর্শন মাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্যে দৃষ্ট হয়। "অহো! গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকে যুগ পরিমাণ বোধ হইতেছে, চক্ষু হইতে

যেন বর্ষাকালের ধারা নির্গত হইতেছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যবৎ বোধ হইতেছে।" জড়াবদ্ধ জীবের পক্ষে পূর্ব্বরাগময় বিপ্রলম্ভ অত্যন্ত উপযোগী ইহাই কথিত হইল।

প্রেমদশাপ্রাপ্ত জীবের এইরূপ ভাব,—আমি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানি না। তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করুন বা পদতলে আমাকে মর্দ্দন করিয়া সুখী হউন অথবা অদর্শন দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত করুন। তিনি প্রেমলম্পট। আমাকে যেরূপ বিধান করিয়া তিনি সুখলাভ করেন আমার সেই অবস্থাই স্বীকার, যেহেতু তিনি আমার প্রাণনাথ বই অপর কেহ ন'ন। প্রেমদশায় ভক্তগণ কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া পড়েন। তখন ভক্ত ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে আকর্ষণরূপ একটী উভয়সম্বন্ধনিষ্ঠ পরমধর্ম্ম দীপ্ত হয়। আকর্ষ ও লৌহ যেমত পরস্পর যথাবিহিত অবস্থিত হইয়া লৌহ আকর্ষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি মার্জ্জিত চিত্ত বিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম। জীবের বৈমুখ্যবশতঃ ঐ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় বিষয় ও আশ্রয়ে অবস্থিত হয়। সাম্মুখ্য উদিত হইলেই সেই ধর্ম্মের ক্রিয়া-পরিচয় লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মসাধনকার্য্যে জীবের ঐ ধর্ম্মের উদয় ব্যতীত অন্য ফল নাই। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন, যথা,—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
> (ভাঃ ১০।৩২।২২)

এই শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন স্বরূপ-জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে সাধনভাবপ্রেম-অনুসন্ধানরূপ পরমতত্ত্ব আলোচনার উপদেশ করিয়াছেন,—হে জীব! যদি তোমার ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তবে সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি বিশেষ যত্নসহকারে এই শিক্ষাষ্টক অনুভব কর।

শ্রীচৈতন্যার্পণমস্তু।

—জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

সপ্তদশ অধ্যায়

[শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৬)

সত্ত্ব, রজ, তমগুণে
শ্রদ্ধা হয় ভিন্ন।
ভিন্ন রুচি ভিন্ন শুচি
চিন্তা ভিন্ন ভিন্ন ॥১॥

প্রকৃতির অনুসারে
শ্রদ্ধা হয় স্থির।
কেহ হয় ধীর স্থির
কেহ বা অধীর ॥২॥

সত্ত্বগুণী নম্র অতি
রজ না তদ্রূপ।
তমোভরা তমোগুণী
ধরে নানা রূপ ॥৩॥

সত্ত্বগুণী করে পূজা
দেব ও দেবীকে।
রজগুণী করে পূজা
যক্ষ-রক্ষাদিকে ॥৪॥

তামসিক জনে পূজে
ভূত প্রেতাদিকে।
উহারা আনন্দ দেয়
অজ্ঞ তামসিকে ॥৫॥

কঠোর তপস্যা করে
অবিবেকী জন।
দম্ভ আস্ফালন ভরা
অহঙ্কারী মন ॥৬॥

এইরূপ তপস্যায়
যেবা হয় রত।
কষ্ট দেয় নিজ দেহে
প্রভুও বিরক্ত ॥৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১০)

সাত্ত্বিক আহার করে
সত্ত্বগুণী জন।
বৃদ্ধি পায় আয়ু সত্ত্ব
রোগে উপশম ॥৮॥

সুরভিত রুচিকর
ঐ আহারে তৃপ্তি।
সাথে আনে বল শক্তি
দেহের সমৃদ্ধি ॥৯॥

রাজসিক খাদ্য হয়
অতি লবণাক্ত।
অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ
রুক্ষ অতিমাত্র ॥১০॥

কটু খাদ্য রাজসিক
অম্ল অতিশয়।
রোগ আনে পরিণামে
হয় বিপর্য্যয় ॥১১॥

তামসিক আহারাদি
অভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট।
বাসি পচা শুষ্ক ইহা
করয়ে অনিষ্ট ॥১২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১১—১৩)

সাত্ত্বিক যজ্ঞেতে হয়
ঈশ্বর বন্দনা।
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে
হয় এক মনা ॥১৩॥

রাজসিকে করে যজ্ঞ
ভরা দাম্ভিকত্ব।
প্রচার করিতে চাহে
অসার কর্ত্তৃত্ব ॥১৪॥

ভক্তিশূন্য যজ্ঞ যাহা
তাহা তামসিক।
মন্ত্রশূন্য তম-পূর্ণ
শাস্ত্র বিপরীত ॥১৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৪—১৯)

শারিরীক তপস্যাকে
রহে সরলতা।
ব্রহ্মচর্য্যে হয় ব্রতী
দেহের সুরক্ষা ॥১৬॥

বাঙ্ময় তাপস কভু
কহেনা অযথা।
ধর্ম্মশাস্ত্র করে পাঠ
তাহে প্রবণতা ॥১৭॥

মানস তপস্যা আনে
চিত্তে প্রসন্নতা।
সৌম্যভাব হয় দৃষ্ট
সংযত কথা ॥১৮॥

এই তিন তপস্যাকে
কহয়ে সাত্ত্বিক।
কায় মন বচনেতে
সত্যের প্রতীক ॥১৯॥

রাজসিক তপস্যাতে
দম্ভের প্রচার।
প্রতিপত্তি চাহে দম্ভী
কিন্তু অসার ॥২০॥

তামসিক তপস্যাতে
দেহ হয় ক্লিষ্ট।
উদ্দেশ্য আহত করা
অন্যকে অতিষ্ঠ ॥২১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২২)

দানে রত তাৎপর্য্য
বিবিধ দানেতে।
বিনা স্বার্থে দেয় কেহ
কেহ নিজ স্বার্থে ॥২২॥
নাহি চাহে প্রতিদান
সে দান সাত্ত্বিক।
দেশ-কাল পাত্র তাহে
শাস্ত্র মতে ঠিক ॥২৩॥
প্রতিদান চাহে দানে
রাজসিক দান।
স্বর্গ চাহে অর্থ চাহে
চাহে যশ-মান ॥২৪॥
অবজ্ঞাপ্রসূত দান
উহা তামসিক।
দেশাচার মাত্র তাহা
পাত্র নহে ঠিক ॥২৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৮)

ব্রহ্মের ঘনিষ্ট অতি
ওম্ তৎ সৎ।
শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
এ বাণী মহৎ ॥২৬॥
ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ
সৃজনের সাথে।
ওম্ তৎ সৎ বাণী
বিদিত জগতে ॥২৭॥
ওঁ মন্ত্রের উচ্চারণে
দুর্গতি খণ্ডন।
যজ্ঞদান কর্ম্মাদিতে
পবিত্র বচন ॥২৮॥
তৎ শব্দ পুণ্য অতি
ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য।
যেই জন বলে ইহা
হয় সেই ধন্য ॥২৯॥
সৎ শব্দ উচ্চারিত
হয় যথারীতি।
মাঙ্গলিক কর্ম্ম যথা
বিবাহ প্রভৃতি ॥৩০॥
যজ্ঞদান তপকর্ম্মে
শ্রদ্ধা প্রয়োজন।
নতুবা বিফল হয়
সব আয়োজন ॥৩১॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৫৪ পৃষ্ঠার পর)

সাধু-গুরু-মুখেই ভাগবতী-কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীল শিবজী পার্ব্বতীর নিকট বলেছেন,—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন মেধয়া ন চ টীকয়া।"—(ভাগবত) শাস্ত্র আরও বলেন,—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"—(চৈঃ চৈঃ) জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতায় পাই,—"সাধুগণের বৃত্তি battery-র action-এর (ব্যাটারীর কার্য্যের) মতন। উহা অসদ্ বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌-বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না।"

সাধু-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও সাধু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়া ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। নিজে লঘু হয়ে বৈষ্ণবের সেবা ও গুরুদেবের সেবা করতে হয়। কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু গৃহস্থের কৃত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন,—"কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।" কৃষ্ণ-সেবা, কার্ষ্ণ-সেবা তথা বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজপথ নির্ণীত হওয়ায় তৎ-তাৎপর্য্য সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ বিশেষ স্মরণীয়;—"কৃষ্ণ-সেবা, কার্ষ্ণ-সেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হ'লেও তিনটীই এক তাৎপর্য্যপর। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণ-সেবা করলেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবের সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করলে কৃষ্ণ-সেবা ও নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও তাহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হ'তে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।"

সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় লাভ করে শ্রদ্ধা সহকারে কৃষ্ণ-নাম রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়ক কথা শ্রবণের ফলে শ্রীনাম-ভজন-কীর্ত্তনের অধিকার হয় এবং ভজনের উন্নতিক্রমে প্রেমভক্তি লাভ হয়। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় ব্যতীত ভজন হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

সদ্‌গুরুদেবের কাছে প্রথমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। তৎপরে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ মন্ত্রের দীক্ষা নিতে হয়। তবেই দীক্ষা সফল হয়। শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়েছেন,—

"দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ॥
শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষ কর্ণে তপোধন।
দীক্ষাং কুর্য্যাঃ সুতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণাল্লারকা ভবেৎ॥"— (শ্রীরাধাতন্ত্র)

কৃষ্ণ-মন্ত্র অপেক্ষাও কৃষ্ণ-নামে অধিক শক্তি বিদ্যমান। কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে ভগবানের সহিত মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণনামেই পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে পাই,—

"কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে (২৮৪ সংখ্যায়) উল্লেখ আছে,—"ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষি প্রভৃতিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।"

অর্থাৎ—মন্ত্র অপেক্ষা যে-নাম অধিক সামর্থ্য লাভ করেছেন, সেই নাম কীর্ত্তনকারীর পক্ষে মন্ত্র-দীক্ষার অপেক্ষা কেন? তদুত্তরে বলছেন,—যদিও নামগ্রহণকারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদি-সম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চন-মার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করেছেন।"

ভক্তগণ সাধন ও সিদ্ধি—সকল অবস্থাতেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য স্বীকার করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত ভগবৎ দর্শন হয় না। শুদ্ধভক্তির প্রকৃত বিচার বুঝ্‌তে না পারলে অন্যাভিলাষিতা বশে ভোগী বা ত্যাগী হয়ে পথভ্রষ্ট হ'তে হবে। জাগতিক সকল বস্তুই ভগবৎ সেবার উপকরণ; ভগবৎ সেবার বস্তু নিজে ভোগ করাও যেমন অপরাধ, তেমনি ত্যাগ করাও অপরাধ। অতএব আমরা কোন কিছু ভোগ করব না এবং ত্যাগও করব না। সব কিছু ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় নিয়োজিত করব—

এই বাস্তুই ভক্তগণ পোষণ করেন। ভক্তির পরিপন্থী ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাগ করে যুক্তবৈরাগ্য আচরণই হরিসেবার অনুকূল। যুক্তবৈরাগ্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে শাস্ত্র বলেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ববিভাগ ২।২৫৫)

অর্থাৎ—"কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্তিশূন্য হয়ে এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করে তদীয় সেবানুকূল বিষয়মাত্র গ্রহণ করলে তাহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে।"

আবার ভক্তি-বিরোধী ছয় প্রকার দোষ বর্জ্জন ও ভক্তির অনুকূল ছয়প্রকার গুণ গ্রহণ করাও ভজনপিপাসুগণের আশু কর্ত্তব্য। ভক্তি লাভের কণ্টক, যথা—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"
(শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত উপদেশামৃত ২ শ্লোক)

অর্থাৎ,—"অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়মে অনাদর অথবা ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্ত ব্যতীত অন্য-জনসঙ্গ এবং নানা মতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টি দোষ হ'তে ভক্তি বিনষ্ট হন।"

ভক্তির অনুশীলনের অনুকূল-কার্য্য যথা—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"
—(শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকৃত 'উপদেশামৃত' ৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ,—"ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস, অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখেও ধৈর্য্যাবলম্বন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন ও কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগ বর্জ্জন—এইরূপ ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্তরূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ, সাধুমহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করেছেন এবং যে-বৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছেন—তদনুরূপ সদাচার বা সদ্বৃত্তি;—এই ষড়্গুণ হ'তে ভক্তি সিদ্ধ হন।" যাহাতে ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুতি না হয় এবং সাধনায় বিশুদ্ধতা সঞ্চার হয়, তজ্জন্য সাধকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সাধনাঙ্গের বিধি ও নিষেধ সম্বন্ধে আরও শিক্ষা সাধুজন ও গুরুদেবের নিকট জেনে নিতে হয়।

শব্দব্রহ্ম নিষ্ণাত সদ্‌গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতিনিধি, তিনি সাধুগণের হরিকথামৃত-দ্বারা সাধক জীবের কর্ষিত হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃপা করে ভক্তিলতার বীজ 'শ্রদ্ধা' বপন করেন এবং বৈষ্ণবাপরাধ, স্ত্রী-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত সঙ্গরূপ নিষিদ্ধাচার, কপটতা সংশয় প্রভৃতি কুটীনাটী, জীব-হিংসা প্রবৃত্তি, লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনিষ্টকর বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়ে তাহা নির্ম্মূল করার জন্য উপদেশ দেন।

"অনন্য ভাবেতে কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
নাম-রূপ-গুণ-ধ্যান কৃষ্ণ-আরাধন॥
সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ নাশের যত্ন কর।
ভক্তিলতা ফল দান করিবে সত্বর॥"

সাধু-গুরু কৃপালব্ধ ভক্তিলতার বীজ সাধু-গুরুর নিকট শ্রুত শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথার কীর্ত্তনরূপ জল-সেচনে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে লতায় পরিণত হয় এবং তৎপরে বর্দ্ধিত হয়ে গোলোক-বৃন্দাবনে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-রূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করে প্রেমফল প্রদান করে। শরণাগত শুদ্ধ সাধু-সঙ্গে ঐ ভক্তিলতা পালন করেন এবং তৎসঙ্গে বৈষ্ণবাপরাধ, কুটীনাটী, নিষিদ্ধাচার, কুসিদ্ধান্ত প্রভৃতি ক্ষতিকারক আগাছাগুলি হৃদয়-ক্ষেত্র থেকে সমূলে উৎপাটন ক'রে ভক্তির ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভের সৌভাগ্য পান। শুদ্ধ ভক্তিলতার গোলোক-বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে স্থানপ্রাপ্তি সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যুক্তিপূর্ণ ভাষণের কিয়দংশ এস্থলে বিবৃত করছি;—

"পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

'উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।'

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। ভক্তিলতা-বীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না করলে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হলো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম মাচার কার্য্য করবে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ করলেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ ইত্যাদি লোকে

গেলে লতা জ্ব'লে যাবে! তা'হলে পণ্ডপরিশ্রমে পর্য্যবসিত হবে—খোলে কেবল চাটি দেওয়াই মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁদের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—তমধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিনভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised (ক্রিয়াশূন্য) হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

খানিকটে প্রগতি (Progress) দেখিয়ে স্তম্ভ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার ওপর পারে ব্রহ্মলোক বা জ্যোতির্ধাম। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা করতে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহজগতে দেখ্‌ছি রস পাঁচ প্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর বাকী আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যাচ্ছে, সে দিক্ থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

'তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।'

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা-বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।"

সুতরাং নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানা শুদ্ধভক্তিযোগ সাধনাতে নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির অভীপ্সিত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে সর্ব্বোচ্চ স্থান গোলোক-

বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব হয়। শ্রীনামপ্রভুর কৃপাতেই ব্রজভাব লাভ হয়। কেবলা শুদ্ধভক্তিযোগে ভগবানকে যেভাবে আপন করে পাওয়া যায়, অন্য কোনও উপায়ে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। শ্রুতি বলেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—অর্থাৎ "ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট নিয়ে যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।" ভক্তি-যোগের কি অদ্ভুদ্ প্রভাব! ভক্তাধীন কৃষ্ণ ভক্তের কাছে ধরা না দিয়ে থাকৃতে পারেন না। ভক্তিযোগেই ভক্ত ও ভগবানের অপূর্ব্ব মিলন দৃষ্ট হয়। ভক্তি-যোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-কথা স্মরণ হয়,—

"ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিলা তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে কান্ধে কৈল গোপ সে শ্রীদামা॥"

আরও অসংখ্য উদাহরণ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ভগবানকে লাভ করতে ভক্তের জাতি, কুল, বিদ্যা, বৈভব প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। ব্রজের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের তপস্যা, জাগতিক বিদ্যা প্রভৃতি কোন কিছুই গুণ ছিল না; তথাপি তাঁরা ব্রজের মালাকার ও তাম্বুলিকাদি ব্রজ-বনিতাদের কাছে কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিষয়ক কথাদি শ্রবণ করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন। পক্ষান্তরে যাজ্ঞিক সুপণ্ডিত ধর্ম্মাবোধণ ব্রাহ্মণগণের কৃষ্ণ-ভক্তি না থাকায় কৃষ্ণ-দর্শনে পরাঙ্মুখ হ'লেন। সুতরাং ভজন পরায়ণ হওয়াই কৃষ্ণ-কৃপা পাবার সহজ উপায়।

ভগবান্ ভক্তের প্রদত্ত পত্র-পুষ্প, জল-তুলসীতেই প্রীত হন এবং ভক্তের কাছে আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করে দেন। তিনি বারংবার ভক্তের ঋণ স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

"তুলসীদল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানাং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৬১)

অর্থাৎ—"একটি মাত্র তুলসীদল বা এক গণ্ডুষ জলদ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা করলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবৃন্দের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥"

অর্থাৎ—"যিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে থাকেন, আমি শুদ্ধচিত্তে সেই ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই সমস্তই গ্রহণ করে থাকি ।

শুদ্ধভক্ত ব্যতীত শুদ্ধভক্তিযোগের মাহাত্ম্যকেই বা কে জানে ? ভগবান্ যেমন ভক্তের হৃদয়, তেমনি ভক্তও ভগবানের হৃদয় । ভগবানের অন্তরের খবর শুদ্ধভক্তই জানেন । শুদ্ধভক্ত স্বভাবতঃই পাপাচরণ প্রবৃত্তিশূন্য । শুদ্ধ-ভক্তের পাপ-পুণ্যের চিন্তা নাই । ভগবানের সেবাই ভক্তের জীবাতু ; ভগবান্ সেবককেই আকর্ষণ করেন । ভগবানকে ভালবাস্‌লে তাঁর ভালবাসা পাওয়া যায় । শুদ্ধভক্তিমার্গেই ভগবৎ সেবা সম্ভব এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ব্রজ-ধামেই সুষ্ঠু সেবা হয় । ব্রজধামে সঙ্কোচ, গৌরব ও সম্ভ্রমাদির লেশমাত্র নাই । সেখানকার বিশ্রম্ভ-সখ্য, বিশুদ্ধ বাৎসল্য ও সর্বোপরি কান্তা-রসের চমৎকারিতা রাগমার্গের ভক্তগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে আস্বাদন করেন ।

"রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবানে পায় ।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ হেতু শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সেবা ও শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । এই প্রসঙ্গে পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিচার-ধারার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপিত কর্‌ছি ;—

"সমস্ত শাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলে স্তব কর্‌লেও যশোমতী তাঁকে তাঁহার সামান্য পুত্র মাত্রই বিচার করেছেন । যিনি নিখিল বিশ্বের পালক-গণেরও পালক সেই কৃষ্ণকে নন্দ-যশোদা তাঁদের পাল্যজ্ঞান করেছেন । সখাগণ অতিশয় বিশ্রম্ভ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধের উপর আরোহন ক'রে নানাবিধ ক্রীড়া করেছেন । ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণকে দেবগণের দ্বারা বন্দিত দর্শন করেও তাঁকে কান্তজ্ঞান কর্‌তেন । শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রয়েছে । ইহাই মূল আদর্শ । শ্রীকৃষ্ণে কোনও প্রকার হেয়তা আরোপিত হ'তে পারে না । ব্রজগোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা প্রাকৃত রাজ্যের অন্তর্গত নহে । প্রাকৃত রাজ্যের বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ থাক্‌লে, তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না ।"

এই কলিকালে কোন ভক্ত্যঙ্গ যাজনকালে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন সংযোগে তাহা করার জন্য শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছেন,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥"—(ভাঃ ৬।৩।২২)

অর্থাৎ—"নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ তাহাই এই জগতে জীব সকলের 'পরমধর্ম্ম' বলে কথিত হয়।"

জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভাষণ এস্থলে উল্লেখ কর্‌ছি,—"ভগদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন পরমার্থ জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা ও সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ত্তি, সর্ব্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি চিহ্নিত আছে।

* * * * * *

শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথে সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কেবলমাত্র সাধন ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর্‌তে হবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবার দ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হবে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত কর্‌তে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম অখিল রসময়।

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হয়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করে জগৎকে জানিতে দিয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই ভাগবতধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্-বিষয়ে পরিপূর্ণতা। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সৌজন্যে

নবদ্বীপে দাতব্য চক্ষু অপারেশন

শিবির

'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত ধর্মীয় সংস্থা। মানব সমাজের পারমার্থিক কল্যাণ চেতনা করাই যদিও ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহ জগতের বাস্তব সত্ত্বাকে বাদ দিয়ে নহে—এই ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে কালোচিত পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করে জনসাধারণের ইহ ও পরকালের কল্যাণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান দরদী হৃদয় ও যে-উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন তাহারই এক অংশ বিশেষ এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

আধ্যাত্মিক বা অন্তর্দর্শনের প্রচেষ্টা ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ ভাবে উহার প্রেরণা যোগাইয়া গিয়াছেন, তৎসহ সমাজ জীবনের ভাবনাকেও তাহারা পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ আধ্যাত্মিকতাবাদকে বাস্তব রূপায়ণ করিতে গেলে সামাজিক পরিস্থিতিতে অনুকূল না করিতে পারিলে নির্যাতীত পীড়িত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত সমাজকে সুস্থ ও ব্যাপকহারে অগ্রগামী করা সম্ভব নহে। তজ্জন্যই প্রাচীনকালেও অনেক ঋষি-মুনিবৃন্দ পাহাড়ের গহ্বর বা গুহা পরিত্যাগ করিয়া জন-সমক্ষে মিলিত হইয়াছিলেন। জনসাধারণকে অভয়ের বাণী শুনাইয়া তাহাদিগের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহা অপনোদনে সহায়ক হইয়াছিলেন। সেই ঐতিহ্যময় স্মরণাতীত কালের বার্ত্তাবাহকরূপে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান স্বীকার্য।

তাই দীন-দরিদ্র, অনাথ-আতুরগণের কল্যাণের জন্য বিনা খরচায় দৃষ্টি-হীনদিগের চক্ষুচিকিৎসায় অস্ত্রপ্রয়োগ (Eye operation)-এর সুব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কার্য্য-সফলতার আহ্বানে স্থানীয় ডাক্তার পরমভক্তিমান শ্রীসুশীল কুমার ভৌমিক, M.B.B.S.—সুহৃদ মহাশয় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এগিয়ে আসেন। তাঁহার মুখ্য প্রচেষ্টা ও আরও কয়েকজন সুচিকিৎসকের সৌজন্যে বিগত ৮ই আশ্বিন (২৫ ৯.৮৩) আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা চক্ষুচিকিৎসক ডাঃ আই. এস, রায় (Dr. I. S. Roy, M. B. B. S., D. O, M. S., F. R. C. S. & D. O.)-এর অধি-

নায়কত্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিঃ) মূল আশ্রম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নবনির্মীয়মান বৃহৎ ধর্ম্মশালা (যাত্রীনিবাস) গৃহে প্রায় ৬০ জন দৃষ্টিহীনের চক্ষে অস্ত্রোপচার করা হয়।

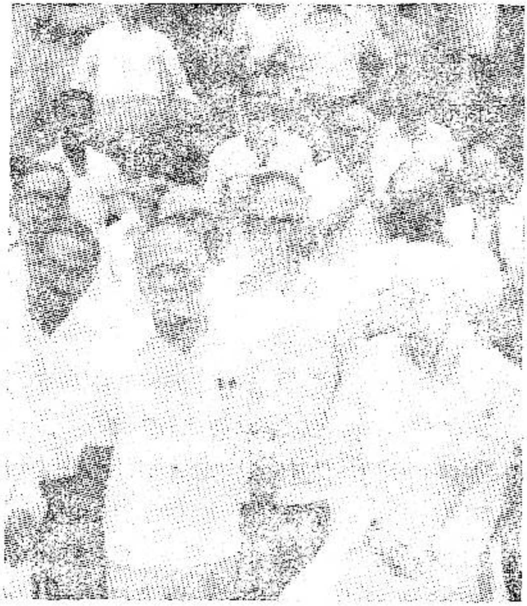

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ
ডাঃ আই, এস্, রায় মহাশয়কে শিবিরের
ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করাইতেছেন।

উক্ত কার্য্যের বিভিন্ন ধরণের তদারকি (Supervision) ব্যাপারে ডাঃ পি. মুখার্জ্জী (Dr. P. Mukherjee, M. B. B. S., D. O, M. S.), ডাঃ এ. সরকার (A. Sarker, M. B. B. S , D. O.) ও ডাঃ এস, কে, ভৌমিক (Dr. S. K. Bhowmick, M. B , B. S.) প্রমুখ পুরোভাগে সহায়তা করেন। অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসকগণের (Doctors) মধ্যে সর্ব্বশ্রী পি. এন্ বিশ্বাস, পি. এল. সাহা, এস. দাসগুপ্ত, কে, বর্দ্ধন, ডি, বাকচী, এ, কে, ব্যানার্জী, ডি, কে. বাকচী, এস. কে. বৈদ্য, এস. পি. সেনগুপ্ত, এস পি, মুখার্জী প্রভৃতি এবং **ডাক্তার আই, এস্, রায়** মহাশয়ের সহগামী আরও কিছু চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার

[সর্ব্ব দক্ষিণ অংশের ছবিতে সেবা-সচিব স্বামীজী মহারাজ খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ আই,এস্, রায়ের সহিত সমিতির জনহিতকর তথ্যাদি সম্পর্কে কথোপকথনে রত এবং বাম অংশে চিকিৎসকগণ রোগীকে অস্ত্রোপচার করিতেছেন।

মুখ্য স্বাস্থ্য-আধিকারীক (C. M. O.) মহোদয়ও উপস্থিত হইয়া পরিস্থিতি দেখা-শুনা করেন। তদুপরি ডাক্তার এ. কে. মৈত্র (চক্ষু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ), ডাক্তার এস্.কে, নন্দী, এম্. বি.বি. এস্. ডাক্তার এস্. এন. মুখার্জ্জী প্রভৃতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দও খোজ খবর নিয়েছিলেন এবং নবদ্বীপ পৌরপতি মহাশয়ও চক্ষু অস্ত্রোপচারের দিন উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন।

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্ব (ইং ২৪।৯।৮৩) দিবসেই রোগীগণকে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের আবাসস্থলে থাকা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে রোগীদেরকে ডাক্তারগণ ২।৩ বার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারের (ইং ২৫।৯।৮৩) দিন সকালে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আই. এস্, রায় মহাশয় তাঁহার সদলবলে কলিকাতা হইতে সমিতির মুখ্য কেন্দ্রস্থল শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনেক আশ্রমবাসী সাধু-সজ্জনগণসহ এ্যাটর্নী ও সহঃ সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সমিতির পক্ষ হইতে চিকিৎসক দলকে সুস্বাগত ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ইতিমধ্যেই নদীয়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক ও নবদ্বীপ শহরের পৌরপতিও আসিয়া উপস্থিত হন। সমিতির পক্ষ হইতে সকলকেই বিশেষ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ ডাঃ সুশীল কুমার ভৌমিক মহাশয়সহ রোগী-দিগের থাকা ও অপারেশনের হলঘর এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থাদি প্রদর্শন করান। চিকিৎসকগণ ব্যবস্থাপনা ও সুন্দর পরিবেশ দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর একটু পরেই প্রবীণ ও স্বনামখ্যাত ডাঃ রায় অপারেশনের কার্য্য উদ্বোধন করতঃ অভিজ্ঞ ও সুচিকিৎসকগণকে উক্ত কার্য্যের যথাযথ নির্দ্দেশনা প্রদান করেন।

দিবা প্রায় দ্বিপ্রহরে ডাক্তার সুশীল কুমার ভৌমিক মহাশয় ও আরও কয়েক গন্যমান্য ব্যক্তিগণের আহ্বানে সারা দিয়া ডাঃ রায় মহাশয় অনতিদূরে অবস্থিত মণিপুর ঘাটেরোপস্থ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ শ্রীমৎ তিনকড়ি গোস্বামী প্রভুজীর চক্ষু অপারেশন করার জন্য উক্ত আশ্রমে গমন করেন এবং তাহাও সুচারুরূপে সমাধা করেন। তদনন্তর পুনঃ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া চক্ষু অপারেশন কার্য্যগুলি তদন্ত করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কর্ম্মকুশলতা সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছে।

একসপ্তাহাধিককাল সমিতির উল্লিখিত নবনির্ম্মীয়মান যাত্রীনিবাসে রোগীগণ অবস্থান করেছিলেন; বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে দায়ীত্ব নিবদ্ধ সুচিকিৎসকগণ রোগীগণকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত শুশ্রূষা-কারিণীগণও (Nurse) যথাযোগ্য ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করায় সমিতির সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ অজিত কুমার মৈত্র (Eye specialist) মহাশয় প্রত্যহ অতিরিক্ত ভাবে (Special) সমিতির পক্ষ হইতে দেখা শুনা করায় রোগিগণের আরও মনের বল বর্দ্ধিত হইয়া-ছিল। ১৫ই আশ্বিন (ইং ২।১০।৮৩) ডাক্তারগণের নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী রোগিণকে ছাড়িয়া (Release) দিবার ব্যবস্থা ছিল। তদুপরি আরও

প্রায় একমাস কাল ২।৩ বার পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোগীগণের উক্ত অপারেশনের জন্য অবস্থানকালীন পাওয়া ঔষধ ও পথ্যাদি প্রভৃতি বিনা খরচায় ব্যবস্থাপনার জন্য সমিতির মহৎ সহানুভূতি স্মরণীয়। এই প্রস্তুতি লইবার প্রায় ১॥/২ মাস পূর্ব্ব হইতে প্রচার-পত্র বিলি এবং নবদ্বীপ শহরে উচ্চ শব্দকারী (Loud-speaker) যন্ত্রসহযোগে প্রচার-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উক্ত সুযোগ গ্রহণ করিতে অসহায় ও অভাবগ্রস্থ জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই চক্ষু অপারেশন-শিবির সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান যাইতেছে যে, অন্ততঃ বৎসরে একবার এই চক্ষু অপারেশন শিবির যাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে সংঘটিত হইতে পারে তজ্জন্য অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণ তথা প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়া সহযোগিতা করিলে দীন দরিদ্র অসহায় জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন। সমিতির উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মর্ম্মস্পর্শিতা তথা নির্ম্মল পরিবেশ উচ্চ প্রসংশার দাবী রাখে। তজ্জন্য এই সমিতি যদিও মুখ্যতঃ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,—কিন্তু ইঁহার অবদান সুদূরপ্রসারী।

— শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
সভাপতি,
নবদ্বীপ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা

সাধুসঙ্গে দক্ষিণভারত পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর)

কুম্ভকোণাম্—চিদাম্বরম্ হইতে ৬৮ কিঃ মিঃ কুম্ভকোণাম্। কাবেরীর তীরে পুরাণ-প্রসিদ্ধ এই শহর। শোনা যায় প্রলয়ের সময় অমৃতকুম্ভের কানা পড়েছিল এখানকার মহামঘম্ সরোবরে। প্রতি মাঘ মাসে মেলা বসে এখানে। ১২ বৎসর অন্তর বসে কুম্ভমেলার আসর। পরবর্ত্তী পূর্ণকুম্ভ ১৯৯২-তে। বিষ্ণু ও শিবের মিলিত বিগ্রহ এখানে রয়েছেন চক্রপাণি, অষ্টভুজ, ত্রিনেত্র প্রভৃতি নামে সুবিদিত।

তাঞ্জোর—৬ই নভেম্বর (১৯শে কার্ত্তিক) রবিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় আমরা তাঞ্জোরের দিকে যাত্রা করিলাম। কাবেরী উপত্যকায়

সাংস্কৃতিক নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাঞ্জোরকে কেন্দ্র করিয়া। অতীতে চোল রাজাদের রাজধানীও ছিল এই তাঞ্জোরে। দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চোল রাজারা ছিল খুবই প্রথিতযশা। মোট ৭৪টি মন্দির আছে এই তাঞ্জোরে। এগুলি চোল রাজাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহদেশ্বর মন্দিরটীর তুলনা হয় না। এমনকি ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে ভারতের অন্যতম মন্দির বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছে। আর শিল্পীদের নির্ম্মাণ পারদর্শিতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু পরিব্রাজক ও বৈজ্ঞানিক ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির শিল্পনৈপুণ্যতার কথা চিন্তা করিয়া এদেশের বিজ্ঞান-সম্মত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হন। মূল মন্দিরে উপাস্য দেবতা শিব। মন্দিরের সম্মুখে একটি মণ্ডপ। মধ্যস্থলে একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তর খোদিত শিববাহন বৃষব চরণ মুড়িয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট আছেন। বৃষটির কলেবর ১৬ ফুট লম্বা, ১২ ফুট উচ্চ এবং ৭ ফুট বেড়-বিশিষ্ট ওজন ২৫ টন। যখন এই বৃষব প্রস্তুত হয় সে-সময় বর্ত্তমান যুগের ন্যায় ইলেক্‌ট্রিক বা হাইড্রলিক ক্রেন বা বাষ্পযান ছিল না। কিন্তু কি উপায়ে সুদূর পর্ব্বত হইতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এই বিপুল দেহবিশিষ্ট বৃষ গঠন করিয়া নির্ম্মাতাগণ শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যার অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন?

তাঞ্জোর নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, তাঞ্জোর নামে কোন দৈত্য এই স্থানে বাস করিত। তাহার অত্যাচারে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের জনমণ্ডলী প্রপীড়িত হইয়া ভগবৎ আরাধনায় নিযুক্ত হন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে রক্ষার্থে স্বয়ং আসিয়া দৈত্যকে সংহার করেন। দৈত্য তাঞ্জোর মৃত্যুকালে ভগবানকে অনুরোধ করে যে, স্থানটি যেন তাহার নামে অভিষিক্ত করা হয়। ভগবান্ মুমূর্ষু দৈত্যের অনুরোধ রক্ষা করিয়া এই স্থানটির নামকরণ করেন তাঞ্জোর। মারাঠা স্মৃতির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাঞ্জোরের দুর্গ। রাজা বিজয়রাঘব এর নির্ম্মাতা। প্রাসাদের দু-ধারে দুটী মিনার। একটি হইতে শ্রীরঙ্গমের ভগবান্ রঙ্গস্বামীকে প্রণাম করিতেন রাজা। আর দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হইত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার।

শ্রীরামেশ্বরম্

৭ই নভেম্বর (২০শে কার্ত্তিক) সোমবার সকালে আমরা কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা মাসের প্রভাতী-কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীরামেশ্বর শিবকে দর্শন

করিতে যাই। দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু তীর্থগুলির মধ্যে রামেশ্বরম্ অন্যতম। দক্ষিণ ভারতের উপকূলের প্রান্তভূমি এই রামেশ্বরম্ একটি দ্বীপের আকার। মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই শহর। দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতিতে দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছরে গড়িয়া উঠিয়াছে দক্ষিণ-ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম এই মন্দিরটি। কথিত আছে (যদিও মূল রামায়ণে এই পূজা-সম্পর্কে জানা যায় না) রামায়ণের রামচন্দ্র লঙ্কার পথে পূজা করিয়াছেন এই শিবের। সান্ধ ও সমাস উভয় প্রকারে 'রাম' ও 'শিবে'র মধ্যে রামই ঈশ্বরতত্ত্ব। রাম+ঈশ্বর=রামেশ্বর বা রাম যাঁহার ঈশ্বর, রামেশ্বর। কেহ যদি প্রশ্ন করেন, রাম যদি ঈশ্বর ও শিব যদি সেবক হন, তবে রামচন্দ্র শিবের পূজা করিয়া তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছেন কেন? তাহার উত্তর—ক্ষুদ্র কার্য্যে তদুপযোগী সৈনিক নিযুক্তকরণ। এস্থলে একটি উপমা স্মর্তব্য। কোন এক সময়ে পর্ব্বতকন্দরে এক শায়িত সিংহের কেশর একটি ইঁদুর কাটিয়া লইত। সিংহ জাগ্রত হইলে ইঁদুরটি একটি সরু গর্ত্তে প্রবেশ করিত। সেখানে সিংহ তাহার শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ না পাইয়া গ্রাম হইতে একটা বিড়াল আনিয়া পালন করে। পরে ইঁদুর সেই গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া পুনরায় কেশর কাটিতে আরম্ভ করিয়লে—অমনিই কন্দরে লুক্কায়িত বিড়াল লাফ দিয়া তাহাকে ধরিয়া বিনাশ করিল। শিক্ষা কি? ক্ষুদ্র শত্রুর্ভবেদ্ যস্তু বিক্রমাণ্নৈব ন লভ্যতে। তমাহর্ত্তুং পুরস্কার্য্যা সদৃশস্তস্য সৈনিকঃ॥ প্রয়োজনানুসারে সৈনিক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। মশা মারিতে কি কামান দাগা উচিৎ? অথবা পিতামাতা বা মণিবের পুত্র কিংবা চাকরের আদর পরিচর্য্যা নিন্দনীয় নহে, উহা মহানুভবতা। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তশিবের পূজাও তদ্রূপ ভগবত্তা বা ভক্তবাৎসল্য। মন্দিরের কারুকার্য্য খুবই মনোহারী। পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘতম অলিন্দ আছে এই মন্দিরে। মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটি কুণ্ড আছে। তীর্থযাত্রিদের বিশ্বাস এখানে স্নান করিলে পুণ্য হয়। রামেশ্বরমের সমুদ্রও শান্ত। উৎসাহীগণ গন্ধমাদন পর্ব্বত পরিক্রমা করিতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন পূজিত হন এখানে। আমরা স্নান-মন্দির দর্শন করিলাম। বৈকাল ১টার সময় আমরা ট্রেনযোগে Manda-pamএ পৌঁছি। সেখানে আমাদের পরিভ্রমণ বাসে কন্যাকুমারী যাত্রা করি। পথে রামনাথপুরমে রাত্রি যাপন করিয়া পরের দিন ত্রিচুন্দুর খ্যাত কার্ত্তিক মন্দির দর্শন করিয় বৈকাল ৫টার সময় কন্যাকুমারীতে পৌঁছি।

কন্যাকুমারী

৮ই নভেম্বর (২১শে কার্ত্তিক) মঙ্গলবার কন্যাকুমারীতে অবস্থান। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তভূমি এই কেপ কমোরিন বা কন্যাকুমারী। বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর—এই তিনের মিলন এখানে। মন্দিরের চত্বর হইতে জলের রঙ্ দেখিয়া সহজেই পৃথক্ করা যায় উহাদের। ৭ রঙের বালী পাওয়া যায় কন্যাকুমারীকায়। তবে কন্যাকুমারীকায় পুরীর সমুদ্রের মত স্নানের উপযোগী 'সী-বীচ' নাই, জলে নামাও বিপজ্জনক। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সাধনায় তপস্যা করেন সমুদ্র মাঝে এক শিলাখণ্ডে. সেই হইতে তাহার নাম হয় বিবেকানন্দ শিলা। ১৯৭০ সালে সেই শিলার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে বিবেকানন্দ রক সৌধ। এই শিলায় কন্যাকুমারীর পদচিহ্ন আছে। লঞ্চে পারাপার হওয়া যায়। সমুদ্রপারেই নির্ম্মিত হইয়াছে গান্ধীস্মৃতি-সৌধ। ইহা এমনই জ্যামিতিক ছকে তৈরী, প্রতি ২রা অক্টোবরের দুপুরের সূর্য্যরশ্মি সরাসরি গান্ধী মূর্ত্তির মুখে পড়ে।

কন্যাকুমারীর মন্দির—অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়াইয়া আছে এ মন্দির সম্বন্ধে। প্রবাদ আছে পার্ব্বতীর আর একরূপ—এই দেবী। ব্রহ্মার বরে বাণাসুর পুরুষের হাতে অবধ্য। তখন বিষ্ণুর পরামর্শে ইন্দ্র যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞের হোমাগ্নি হইতে আবির্ভাব দেবী কন্যাকুমারীর। নারদের চক্রান্তে শিবের সঙ্গে বিবাহের লগ্ন অতীত হওয়ায় আজও তিনি কুমারী। দেখিতে খুবই সুন্দরী তিনি। দিনের বিভিন্ন লগ্নে পূজা হয় তাঁহার। সাজও বদল হয় প্রতিবারই। জামা, গেঞ্জী ছাড়া ধুতি বা প্যাণ্ট পরে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ৪টি স্তম্ভ আছে মন্দিরে, উহাতে আঘাত করিলে মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা ও জলতরঙ্গের সুর উঠে। মন্দির চত্বর হইতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য সুন্দররূপে দেখা যায়। কোজাগরী পূর্ণিমাতে একই সময়ে সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় দেখা যায় কন্যাকুমারীকায়। রাত্রি পাঠ-কীর্ত্তনকালে আমাদের ন্যায় গুজরাট হইতে আগত একটি পার্টি আমাদের সহিত যোগদান করেন ও খুবই আনন্দিত হন। সাধুসঙ্গে তীর্থ দর্শনের মহিমা-কীর্ত্তন হয়। ৯ই নভেম্বরও আমরা কন্যাকুমারীতে অবস্থান করিয়া ভালভাবে দর্শন করি। যাত্রিগণ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নানা দ্রব্য ক্রয় করেন।

১০ই নভেম্বর (২৩শে কার্ত্তিক) বৃহস্পতিবার কন্যাকুমারীতে আমাদের সাথের ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগরাগ করিয়া প্রসাদ পাইয়া আমরা বৈকাল ২টার সময় রওনা হইয়া ত্রিবান্দ্রম শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ ভগবানকে দর্শন করিলাম। ইনি গর্ভোদকশায়ী ২য় পুরুষ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ আছেন। ইঁহার নাভিদেশ হইতে উত্থিত মৃণাল অন্তর্ভাগে চতুর্দ্দশ লোক ও সর্ব্বোপরি শ্রীব্রহ্মা উপবিষ্ট। এ বিগ্রহ এতই বৃহদ্ যে তিনটি দরজা দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে হয়। যাত্রিগণ প্রত্যেকে ধীরে সুস্থে ভালভাবে দর্শন করেন শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভকে! ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গৃহদেবতা এই পদ্মনাভস্বামী ১৭২৯ সালে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের পর রাজা মার্ত্তণ্ড ভার্মা সমগ্র রাজ্যকে দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। অতুলনীয় ভাস্কর্যমণ্ডিত সাততলা গোপুরমটি দ্রাবিড় স্থাপত্য রীতির নিদর্শন হইয়া আজও পর্যটকগণের আকর্ষণ করেন। কথিত আছে খৃষ্ট জন্মেরও ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ৪০০০ রাজমিস্ত্র, ৬০০০ শ্রমিক আর ১০০ হাতীর দীর্ঘ ৬ মাসের শ্রমে গড়িয়া উঠে এই মন্দিরটি। রাত্রি ১০টার সময় প্রসাদ পাইয়া আমরা মাদুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

মাদুরা

১১ই নভেম্বর, (২৪ কার্ত্তিক) শুক্রবার সকাল ৬ ঘটিকায় মাদুরা মীনাক্ষী মন্দির ও মাদুরাস্থিত মীনাক্ষী দেবীকে দর্শন ও মন্দিরের কারু-কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হই। তদানিন্তন কালে কিভাবে এই সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল তাহা বিস্ময় কর।

মীনাক্ষী মন্দির—দ্রাবিড় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দির। আয়তনে দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মন্দির। কারুকার্য্য খচিত ৯টি গোপুরম্ আছে ইহার। পূর্ব্বদিকের গোপুরম প্রবেশ-পথ। মন্দিরে দেবালয় ২টি—একটিতে শিব দ্বিতীয়টিতে শিবজায়া মীনাক্ষী দেবী। দেবীর চক্ষুদ্বয় মৎস্যের ন্যায় বলিয়া নাম মীনাক্ষী। প্রবাদ আছে মন্দিরের গোল্ডেন লোটাস ট্যাঙ্কে সাহিত্য মূল্য আছে এমন কোন পাণ্ডুলিপি ফেলিলে ডুবে না; আর সাহিত্য-মূল্য যাহার নাই তাহা ডুবিয়া যায়। স্তম্ভগুলিতে আঘাত করিলে সঙ্গীতের স্বরলিপি তরঙ্গিত হয়। আর একটি প্রবাদ—দেবরাজ ইন্দ্র আবিষ্কার করেন এই মন্দিরকে। লিঙ্গটিও জঙ্গল হইতে ইন্দ্রেরই পাওয়া। তাঁহারই হাতে প্রতিষ্ঠা পান দেবতা। মন্দিরের আর এক আকর্ষণ তামিল নববর্ষে পালিত হয় দেব-বিবাহ বার্ষিকী। সন্ধ্যার সেই মিছিলে দেবতারাও বাহির হয়। (ক্রমশঃ)

— নিজস্ব সংবাদদাতা

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে পৌষ, ১৩৯০ ; ইং ১৪।১।১৯৮

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসজ্বারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ২রা গোবিন্দ, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ৬ই ফাল্গুন, ১৩৯০ সাল (ইং ১৯।২।৮৪), রবিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৪ঠা গোবিন্দ, ৮ই ফাল্গুন (২১।১।৮৪) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত **দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীমধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—৬ই ফাল্গুন, রবিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

৭ই ফাল্গুন, সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৫শ বর্ষ — ২৬ মাধব, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৭ গৌরাব্দ; ২৯ মাঘ, সোমবার, ১৩৯০ ; ইং ১৩।২।১৯৮৪ — ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীমদনগোপাল-দেবাষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠকুর-বিরচিতম্]

মৃদুতলারুণ্য-জিত-রুচির-দল-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-ঝষ-চিহ্নিতম্।
হৃদি সমাধায় নিজ-চরণ-সরসী-রুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥১॥

হে মদনগোপাল! আপনার সুকোমল চরণতলের অরুণ-বর্ণদ্বারা অতি মনোরম হিঙ্গুলপ্রভা তিরস্কৃত; আপনি শঙ্খ, চক্র, বজ্র, পদ্ম, কলস ও মৎস্য প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত সেই নিজ চরণকমল আমার হৃদয়ে সংস্থাপন-পূর্ব্বক আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥১॥

মুখর-মঞ্জির-নখ-শিশির-কিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।
শ্রবণ-নেত্র-শ্বসন-পথ-সুখদ ! নাথ ! হে
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥২॥

হে নাথ ! আপনি স্বীয় চরণযুগলের সুমধুর শব্দযুক্ত নূপুরদ্বারা ভক্তগণের কর্ণদ্বয়ের ও নখচন্দ্রাবলীর দ্বারা নেত্রদ্বয়ের এবং চরণপর্য্যন্ত দোলায়মান মনোহর বনমালার সুগন্ধের দ্বারা নাসিকার পরমসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে এই সকল সুখ প্রদান করিয়া নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥২॥

মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন-চাতুর্য্য-চিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ।
কনক-তাটঙ্ক রুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৩॥

হে মদনগোপাল ! আপনার ঈষৎ বক্রেযুক্ত মণিময় উষ্ণীষে, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত নয়নযুগলের মনোহর ভঙ্গিমায় এবং কনক-বিনির্মিত কর্ণভূষণের কিরণছটায় মাধুর্য্য-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয়ে আমার চিত্ত নিমগ্ন করত আপনি নিজ সদনে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৩॥

অধর-শোণিম্নি দর-হসিত-সিতমাচ্চিতে
বিজিত-মাণিক্য-রদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে।
নিহিতবংশীক ! জন-দুরবগম-লীলা ! হে
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৪॥

হে প্রভু ! আপনি ঈষৎ হাস্যান্বিত বদনের শুভ্রবর্ণ শোভিত ও মাণিক্য-বিজয়ী দন্তনিকরের কিরণনিচয়ে বিভূষিত রক্তিমাধরে বংশী ধারণ করিয়া থাকেন এবং আপনার লীলা জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয়। হে মদনগোপাল ! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৪॥

পদক-হারালি-পদকটক-নটকিঙ্কিণী-
বলয়-তাটঙ্কমুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ।
কলিতনব্যাভ ! নিজ-রুচিত-ভক্ত-ভূষিতৈ-
র্মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৫॥

হে মদনগোপাল! আপনি কণ্ঠভূষণ, হারশ্রেণী, পদবলয়, কটিভূষণ, করবলয় ও কর্ণালঙ্কার প্রভৃতি নিখিল মণিময় আভরণে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেন। এই সকল উজ্জ্বল স্বীয় দেহাভরণে বিভূষিত আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৫॥

উড়ুপকোটি-কদন-বদন-রুচি-পল্লবৈ-
র্মদনকোটী-মথন-নখর-কর-কন্দলৈঃ।
দ্যুতরুকোটী সদন-সদয়-নয়নেক্ষণৈ-
র্মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৬॥

হে মদনগোপাল! আপনার মুখচন্দ্রের রুচি-বিস্তারে কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত ও নখরূপ কর-নবাঙ্কুরে কোটিমদন মথিত হয় এবং কৃপার্দ্রনয়ন-যুগলের ঈক্ষণ কোটিকল্পতরুর আলয়-স্বরূপ। আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৬॥

কৃতনরাকার! ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত!
দ্যুতি-সুধা-সার পুরু-করুণ? কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতনং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৭॥

হে নরদেহধারিন্! হে মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ-সেবিত! হে দ্যুতিসুধা-সার! হে ভক্তাভীষ্টপূরক! যাহা চির-নিত্য এরূপ কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সমূহকে পৃথিবীতে প্রকটন করত হে মদনগোপাল! আপনি আমাকে নিজ সমীপে রক্ষা করুন ॥৭॥

তরণিজা-তীর-ভুবি তরণি-কর-বারক-
প্রিয়ক-ষণ্ডস্থ-মণিসদন-মহিত-স্থিত!
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদ-রমিত! রাধয়া
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৮॥

হে প্রভো! আপনি শ্রীযমুনা-তীরবর্ত্তী দিবাকরের আতপ-নিবারক কদম্ব-তরুর মূলস্থিত মণিময় ভবনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং ললিতাসহ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত হইতেছেন। হে মদনগোপাল! আপনি নিজ সমীপে আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৮॥

মদনগোপাল ! তব সরসমিদমষ্টকং
পঠতি যঃ সায়মতিসরল-মতিরাশু তম্ ।
স্ব-চরণাম্ভোজ-রতি-রসঃতরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥৯॥

হে মদনগোপাল ! যিনি অকপট হৃদয়ে ভবদীয় এই মধুর অষ্টক সন্ধ্যাকালে পাঠ করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে স্বীয় চরণকমলের প্রেমরস-প্রবাহে নিমজ্জিত করত হে মদনগোপাল ! আপনি আমাকে নিজ সমীপে নিরন্তর রক্ষা করুন ॥৯॥

সজ্জন—অমানী (২০)

সজ্জন—সকলের সম্মানদাতা, সুতরাং অমানী

বৈষ্ণব, সকলের সম্মান-দাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী। জগতের জীবসমূহ অনেকেই প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাব-বিশিষ্ট। অপরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের পিপাসা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ করা তাঁহাদের সৌভাগ্যে কুলায় না। বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান করেন, তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন।

বৈষ্ণব মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় স্থূল-সূক্ষ্মাভিমানে জড়িত নহেন

অনিত্য জগতে নানাবিধ অভিমানে জীবগণ জড়িত। বদ্ধজীবের অস্মিতাভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন। তিনি সর্ব্বদাই অমানী; সুতরাং আভিজাত্যে, পাণ্ডিত্যে বা সদ্‌গুণে তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎই মায়ার অধিকৃত রাজ্য। তথায় কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান।

জড়াভিমান-রহিত সজ্জনের অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস্যাভিমান

কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণভাস্কর আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না। যেখানে হরিভক্তি

সেখানে কৃষ্ণসূর্য্যালোক, যেখানে বিমুখতা সেখানেই অভিমান বা জড়াহঙ্কার। সজ্জনের কোন জড়াভিমান থাকিতে পারেন না, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণদাসরূপ অপ্রাকৃত অভিমানে পরিচিত; নশ্বর জড়াভিমানে তিনি উদাসীন, সুতরাং অমানী। যে-কিছু প্রাকৃত মান প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার লভ্য হয়, তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা নশ্বর অভিমানীর সম্পত্তি বলিয়াই জানেন। জড়-মান সজ্জনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

সজ্জন—গম্ভীর (২১)

আত্মবিৎ সজ্জন-দেহ-মনোধর্ম্মের অতীত

সজ্জন আত্মবিৎ বলিয়া দেহ ও মনের সকল অনিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। আত্মার বৃত্তি নিত্য, সুতরাং সজ্জনের বৃত্তি নিত্য ও মনের বিক্ষোভিদ্বয় আচ্ছাদন করিলেও আত্মাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে নিত্য নিশ্চলতা, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মায়াবাদীর মানসিক স্থৈর্য্যও গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে স্থৈর্য্য আত্মধর্ম্মে আরোপ করেন, তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে এক অবস্থা ও পরে অবস্থান্তর, এরূপ ভাবদ্বয় গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক। মায়াবাদী যদি নিত্য স্থির আত্মধর্ম্মের অনুশীলনে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বহুজ্ঞান-প্রসূত মানস-ধর্ম্মের সাহায্যে আত্মার নিত্যধর্ম্ম স্থাপনে চাঞ্চল্য দেখাইতেন না। মায়াবাদীর অবিগাম্ভীর্য্যের পূর্ব্বে তদ্বিপরীত ধর্ম্ম চাঞ্চল্যই তাঁহার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্ব্বদা নিত্য অবস্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ হরিসেবায় নিযুক্ত; সুতরাং মানসিক যুক্তি-বিচার গাম্ভীর্য্যময় হরিসেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে না।

অনাত্ম ধর্ম্ম গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল, আত্মস্থ বৈষ্ণবই গম্ভীর

কর্ম্মফলপ্রার্থিগণের অভাবজনিত ফলকামনা চঞ্চলতার পরিচায়ক। ফল প্রাপক অনিত্য ফল-লালসায় অনিত্য কর্ম্মসমূহের আবাহন করিয়া অস্থায়ী ফললাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরি-সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন নিত্য কার্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অনুভূতিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিতেই গাম্ভীর্য্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও

অনাত্মবস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম চেষ্টা থাকিলেই উহা তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

আত্মানুগ দেহ-মন সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গাশক্তি-প্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে পৃথক্ ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে-কালে আত্মা সজ্জন নামে পরিচিত, তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূলদেহ উভয়ই আত্মবৃত্তির অনুকূলভাবে অবস্থিত। যে-কালে আত্মবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুষুপ্ত-প্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব সর্ব্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর উদ্দাম প্রচণ্ড নৃত্য করিতে অসমর্থ, সেইজন্য ঠাকুর শ্রীবিল্বমঙ্গল লিখিয়াছেন,— "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্, যদি তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোর মূর্ত্তি আমাদিগের ভজনীয় তত্ত্বরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগকে বদ্ধযুগ্ম-করে সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম আমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জনের গাম্ভীর্য্য নিত্য ও অপ্রতিহত

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবনিতা অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই, সজ্জন শ্রীদামোদর-স্বরূপের গাম্ভীর্য্য মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি এবং গোপাল আচার্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই; তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের ফল্গু কর্ম্মজ্ঞান-চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিবসব্যাপী মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ-কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পরিহাররূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গাম্ভীর্য্যের পরিচয়। —জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রীতি

প্রীতি—এই শব্দটি বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটি তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ-নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

প্রীতিই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থ-লাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়—তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তি-বাঞ্ছার উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব-দেবত্বে ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥

বিধি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল "তি"।
সকল সুখের এ তিন আখর,
তুলনা দিব সে কি ?
যাহার মরমে পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরীতি না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

পদার্থ দুই প্রকার,—চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুর রূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

চিৎ পদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃতি-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি ?

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্ম বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই

বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতিশক্তি দ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধ জীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতি-ধর্ম্মের পরিচয় এই যে প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ **প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়।** জড় জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে একবস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহৎ জড়, ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার ইহাদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।৩) বলিয়াছেন ;—

স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরে সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি। সে-সমুদয়ই আদর্শরূপে চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে শুদ্ধরূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয় পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড় জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন ;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে-জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে-জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥

"'পিরীতি' 'পিরীতি' তিনটী আখর
পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত॥"

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন-সিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ, মুক্ত জীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্।

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একেবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড়সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখ-সমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমানন দ্বারা জড়পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া, এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে আপনা-দিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্ম-জগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন।

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক,

বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণ-সঙ্গসুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব, তাহা চণ্ডীদাস দর্শন করিয়াছেন, যথা;—

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম-বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম-করম
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈঞা পিরীতি-আরতি
আর কার আমি হয়॥
যে মোর করম কপালে আছিল,
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
থাকু ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥
পরশী দুর্জ্জন বলে কুবচন,
না যাব সে লোক, পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া॥

জীব এ-জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূল দেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান, ধন্য পরি-

বর্ত্তন। ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে কৃষ্ণের সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১)

পরপুরুষাসক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এক প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণী শক্তি স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতিয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে স্থূলদেহের ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাবগত প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতিমাত্র; ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে অনুরক্তি, তাহাই শুদ্ধ প্রীতি শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৫।৬)—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। (ইত্যুপক্রম্য) ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি

আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড় জগতে ও লিঙ্গ জগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে মৈত্রেয়ী! স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গ শরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত জীব পরম বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ করিবে; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদ-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে-কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম-সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। **বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম, কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র।** আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান-ইতি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টাদশ অধ্যায়

[মোক্ষযোগ]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৬)

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়
কৃষ্ণ-জনার্দ্দনে।
সন্ন্যাসী কাহাকে বলে
ত্যাগী কোনজনে ॥১॥

কহিলেন জনার্দ্দন
উভয় লক্ষণ।
সন্ন্যাসী না চাহে কর্ম্ম
ভাবিয়া বন্ধন ॥২॥

ত্যাগী করে শুদ্ধ কর্ম্ম
ফলে নাহি আশা।
কর্ম্ম করে ধর্ম্ম ভাবি
ধর্ম্মই ভরসা ॥৩॥

যজ্ঞদান তপকর্ম্ম
করিবে যতনে।
চিত্ত হয় সুনির্ম্মল
করণীয় কর্ম্মে ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—১২)

মোহবশে ত্যজে যদি
কর্ম্ম আবশ্যিক।
জানিবেক সেই কর্ম্ম
করে তামসিক ॥৫॥

নাহি করে নিত্য কর্ম্ম
ভাবিয়া অসার।
সেই ত্যাগ রাজসিক
ভুল সংস্কার ॥৬॥

কর্ম্মফল করি ত্যাগ
করে নিজ কর্ম্ম।
ইহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ
ত্যাগ অগ্রগণ্য ॥৭॥

ফলের আকাঙ্ক্ষা করি
যেবা করে কর্ম্ম।
ইষ্টানিষ্ট তথা মিশ্র
ভোগে সেইজন্য ॥৮॥

সত্ত্বগুণী ত্যাগীজন
করয়েক কর্ম্ম।
করেনা ফলের আশা
সমর্পিয়া ধন্য ॥৯॥

কর্ম্ম বিনা দেহধারী
বাঁচিবে কেমনে।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া কর্ম্ম
করে ত্যাগী জনে ॥১০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৩—১৭)

অধিষ্ঠান তথা কর্ত্তা
বায়ু প্রাণাপ্রাণ।
কারণ ও দৈবশক্তি
কর্ম্মেতে প্রধান ॥১১॥

কর্ম্মে রহে পঞ্চ হেতু
সর্ব্ববিধ কর্ম্মে।
আত্মা নহে তাহে যুক্ত
রহে হৃদমর্ম্মে ॥১২॥

যেই জন কর্ম্মফলে
রহে অনাসক্ত।
করিলেও হত্যাকার্য্য
তবুও সে ভক্ত ॥১৩॥
মুক্ত যোগী করে কর্ম্ম
ঈশ্বরের নামে।
করে কর্ম্ম শুদ্ধ চিত্তে
যায় পুণ্যধামে ॥১৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা ১৮—২২)

জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা
ইহারাই হেতু।
সকল কর্ম্মেতে রহে
এই তিন বস্তু ॥১৫॥
কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ
ইহারা আশ্রয়।
কর্ম্মের আশ্রয় ইহা
তাহে কর্ম্ম হয় ॥১৬॥
হইলে সাত্ত্বিক জ্ঞান
অব্যয় দর্শন।
পৃথক্ না দেখে জ্ঞানী
দেখে একজন ॥১৭॥
ভেদজ্ঞান বলবান
রাজসিক জ্ঞানে।
জনে জনে ভিন্নভাবে
প্রভুত্ব স্থাপনে ॥১৮॥
ভিত্তিহীন যুক্তি যাহা
তামসিক জ্ঞান।
তামসিক নিজে ভাবে
অতি জ্ঞানবান ॥১৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩—২৫)

সত্ত্বগুণী কর্ম্মী কভু
কর্ত্তা নাহি সাজে।
রাগ, দ্বেষ নাহি মনে
সানন্দে বিরাজে ॥২০॥
রাজসিক করে কর্ম্ম
চাহে শীঘ্র ফল।
অহঙ্কার রহে মনে
কর্ত্তা সে সকল ॥২১॥
না বুঝিয়া করে কর্ম্ম
তামসিক জন।
নাহি ভাবে ক্ষয় ক্ষতি
ধন পরিজন ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬—২৮)

সত্ত্বগুণী করে কর্ম্ম
নহে ফলাসক্ত।
নিজেকে না ভাবে কর্ত্তা
কর্ম্মে রহে রত ॥২৩॥
উদ্যম রহয়ে মনে
ধৈর্য্য সমন্বিত।
হর্ষ-শোক সমতুল্য
সম ইষ্টানিষ্ট ॥২৪॥
রাজসিক কর্ত্তা করে
অন্যকে শোষণ।
পরশ্রীকাতর হয়
ফলাসক্ত মন ॥২৫॥
বিষয়ে আসক্তিপূর্ণ
কভু বা হর্ষিত।
ক্ষতি যদি হয় কভু
হয়েক ব্যথিত ॥২৬॥

তামসিক কর্ত্তা হয়
উদ্যম বিহীন।
অন্যকে করয়ে হেয়
নিজেও মলিন ॥২৭॥
তামসিক অবিনয়ী
বড়ই অলস।
গুরুজনে নাহি মানে
হয় প্রবঞ্চক ॥২৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৯—৩২)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বুদ্ধি
ত্রিবিধ প্রকার।
জনে জনে ভিন্ন ভাব
প্রভাব ইহার ॥২৯॥
যে বুদ্ধি বলিয়া দেয়
হিত বা অহিত।
তাহাই সাত্ত্বিক বুদ্ধি
জানিবে নিশ্চিত ॥৩০॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য
নাহি জানা যায়।
রাজসিক বুদ্ধি তাহা
প্রমাদ ঘটায় ॥৩১॥
অধর্ম্মকে বলে ধর্ম্ম
বুদ্ধি বিপরীত।
তামসিক বুদ্ধি, তাহা
করয়ে অহিত ॥৩২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৫)

আছয়ে ত্রিবিধ ধৃতি
সত্ত্ব, রজঃ, তমে।
সাত্ত্বিক ধৃতি পবিত্র
রহে শুদ্ধ মনে ॥৩৩॥
করে প্রভু-আলাপন
প্রভুর কথন।
ইন্দ্রিয়াদি রহে বশে
বশীভূত মন ॥৩৪॥
রাজসিক ধৃতি হয়
বিষয়ে অসক্তি।
ধর্ম্ম অর্থ কামে মত্ত
তাহারি প্রস্তুতি ॥৩৫॥
তামসিক ধৃতি হয়
ভরা অবিবেক।
নিদ্রাতে আচ্ছন্ন থাকে
শোক ও ভয়েতে ॥৩৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৬—৪০)

প্রথমেই বিষবৎ
পরে মধুময়।
ইহাই সাত্ত্বিক সুখ
শেষে ভাল হয় ॥৩৭॥
রাজসিক সুখ হয়
প্রথমে অমৃত।
পরিশেষে হয় তাহা
বিষে অধিকৃত ॥৩৮॥
তামসিক সুখ হয়
আলস্যে লম্বিত।
তন্দ্রা ঘোরে রহে সদা
মোহ বিজড়িত ॥৩৯॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ
সর্ব্বত্রে প্রখ্যাত।
দেবতা মানবে জানে
সকলেই জ্ঞাত ॥৪০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪১—৫৪)

শম, দম, শৌচ, ক্ষমা
তপস্যা আস্তিক্য।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুণ
জ্ঞানেতে গরিষ্ঠ ॥৪১॥

ক্ষত্রিয় নহেক ভীত
রহে তাতে ধৃতি।
শৌর্য্য, বীর্য, রহে তাহে
দক্ষতা প্রভৃতি ॥৪২॥

কৃষিকর্ম্ম করে বৈশ্য
করে গোপালন।
বাণিজ্য তাহার কর্ম্ম
জীবন ধারণ ॥৪৩॥

শূদ্রের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম
ত্রিবর্ণের সেবা।
নগণ্য নহেক ইহা
সেবা পরিচর্য্যা ॥৪৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪৫—৪৯)

কর্ম্ম কর সম্পাদন
ঈশ্বরের নামে।
হইবে তাঁহারই পূজা
কর্ম্মের মাধ্যমে ॥৪৫॥

রাখহ ইন্দ্রিয় বশে
ভোগেতে স্তিমিত।
মিলিবে তাহাতে সিদ্ধি
জানিবে নিশ্চিত ॥৪৬॥

দোষ রহে কিছু কিছু
সকল কর্ম্মেতে।
কর্ম্ম কর শুদ্ধচিত্তে
সরল মনেতে ॥৪৭॥

কর্ম্ম হউক যথা-তথা
করিবে যতনে।
কর্ম্ম কর ধর্ম্ম ভাবি
হরষিত মনে ॥৪৮॥

যদিও বা অঙ্গহীন
স্বধর্ম্ম প্রধান।
পাপ নাহি হয় তাহে
রহে নিজ মান ॥৪৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫০—৫৩)

নাহি রহে অহঙ্কার
যোগীর মনেতে।
স্থিরচিত্তে রহে যোগী
নিবিষ্ট ধ্যানেতে ॥৫০॥

অল্পভোজী হয় যোগী
সংযত বাক্।
যোগী চাহে নির্জ্জনতা
একান্তে নিবাস ॥৫১॥

পরিত্যজে পরিগ্রহ
হয়েক নির্লোভ।
কাম-ক্রোধে রহে মুক্ত
নাহি মনে ক্ষোভ ॥৫২॥

বিষয়ে আসক্ত নহে
মমতা বর্জ্জিত।
সেই যোগী লভে ব্রহ্ম
যোগীজনোচিত ॥৫৩॥

আগে হয় সিদ্ধিলাভ
পরে লভ্য ব্রহ্ম।
এই গতি প্রাপ্ত হ'য়ে
যোগী হয় ধন্য ॥৫৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫৪—৫৮)

সাধকের শুদ্ধচিত্ত
সদাই প্রসন্ন।
সর্ব্বভূতে সম-মতি
সম ভাবাপন্ন ॥৫৫॥
জানিয়া প্রভুর স্থিতি
তাঁহারি প্রকাশ।
সানন্দে বিরাজ করে
প্রভুতে বিশ্বাস ॥৫৬॥
লালায়িত নাহি হয়
অধিক আশায়।
হা হুতাশ নাহি করে
বিয়োগ ব্যথায় ॥৫৭॥
করিলে নিষ্কাম কর্ম্ম
প্রভুর ধেয়ানে ॥
পাইবে প্রভুকে তুমি
প্রভু ঘনশ্যামে ॥৫৮॥
যে-চিত্ত নিবিষ্ট রহে
পরমাত্মা সাথে।
হয়েক সঙ্কট-মুক্ত
তাঁহারি কৃপাতে ॥৫৯॥
কহিলেন ভগবান্
পার্থ ধনঞ্জয়ে।
মানিবে প্রভুর বাক্য
অকুণ্ঠ হৃদয়ে ॥৬০॥
না করিও অবহেলা
রহি অহঙ্কারে।
নিশ্চিত পতন তাহে
কে রোধিতে পারে ॥৬১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫৯—৬২)

ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের
করণীয় কর্ম্ম।
পার্থও করিবে তাহা
ভাবি নিজ ধর্ম্ম ॥৬২॥
সকল হৃদয়ে প্রভু
আছেন বসিয়া।
দৈবী মায়া রহে সাথে
বেষ্টন করিয়া ॥৬৩॥
মুগ্ধ রহে জীবকুল
ঈশ্বরী মায়াতে।
মায়ার পুতলী চলে
যন্ত্রীর কথাতে ॥৬৪॥
অতএব যুক্তিযুক্ত
ঈশ্বর মনন।
তবেই মিলিবে বস্তু
মনের মতন ॥৬৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬৩—৬৬)

ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম
বল ভগবান্।
বারে বারে কর নাম
হইবে কল্যাণ ॥৬৬॥
রহিবে না পাপ-তাপ
দহিবে না শোক।
পাইবে মুক্তির স্বাদ
নবীন আলোক ॥৬৭॥

অঙ্গীকারে আবদ্ধিয়া
কহিলেন কৃষ্ণ।
যজ্ঞরূপে কর কর্ম্ম
হইবারে ধন্য ॥৬৮॥
ভজ কৃষ্ণ প্রভুবরে
কর নমস্কার।
করিবেন কৃপা তিনি
ঘুচিবে আঁধার ॥৬৯॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৬৭—৭৩)
যেথা হয় গীতা পাঠ
কৃষ্ণ আরাধনা।
তাহে তুষ্ট হৃষীকেশ
শুনি গুণপনা ॥৭০॥
গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী
শ্রেষ্ঠ গুণীজন।
শ্রবণ করেন যিনি
সাত্ত্বিক সজ্জন ॥৭১॥
গীতা পাঠ জ্ঞান-যজ্ঞে
ঈশ্বর অর্চ্চনা।
পাঠ ও শ্রবণে হয়
তাঁহারি বন্দনা ॥৭২॥
ভক্তি শ্রদ্ধাহীন যেবা
নিন্দে ভগবান্।
তাহাকে না শুনাইবে
শ্রীগীতার গান ॥৭৩॥

শুনিয়া এ উপাখ্যান
পার্থ ধনঞ্জয়।
হইলেন মোহমুক্ত
স্মৃতি সমন্বয় ॥৭৪॥
স্থির করিলেন পার্থ
নিজের কর্ত্তব্য।
ক্ষত্রিয় সন্তান তিনি
করিবেন যুদ্ধ ॥৭৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৭৪—৭৮)
সঞ্জয়েতে বিদ্যমান
মহতী সুকৃতি।
শুনিলেন কৃষ্ণমুখে
তাঁহার বিবৃতি ॥৭৬॥
বারে বারে স্মরণীয়া
সে মহান বাণী।
অতিমাত্রা হরষিত
সঞ্জয় পরাণি ॥৭৭॥
কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনের
অপূর্ব্ব কথন।
রোমাঞ্চিত করে দেহ
আনন্দ সঘন ॥৭৮॥
যেথা প্রভু যোগেশ্বর
সাথে ধনঞ্জয়।
ধর্ম্ম-নীতি অভ্যুদয়
সুনিশ্চিত জয় ॥৭৯॥

———

শ্রীগীতা-মাহাত্ম্য

(উপরের লাইনে শ্লোক
নীচের লাইনে মর্ম্মার্থ)

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী
তিরোহিত কালরাত্রি।
সীতা সত্যা পতিব্রতা
সত্যে পূর্ণ পুণ্যকথা॥

ব্রহ্মাবলি-ব্রহ্মবিদ্যা
গীতা মাতা স্বয়ং সিদ্ধা।
ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী
ত্রিতাপ-জ্বালা-হারিণী॥

অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা
মাতৃরূপা মধুছন্দা।
ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী
আপদে বিপত্তারিণী॥

বেদত্রয়ী পরানন্দা
মধুপর্ক পুণ্যগন্ধা।
তত্ত্বার্থ জ্ঞান-মঞ্জরী
জ্ঞানে পূর্ণ ধ্যানেশ্বরী॥

—সমাপ্ত—

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত-বিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী।

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেই নববিধাভক্তি বিদ্যমান। তাই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই প্রধান অভিধেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে 'শিক্ষাষ্টকের' মাধ্যমে নাম-ভজনের শিক্ষাই দিয়াছেন, কিন্তু অর্চ্চনের শিক্ষা দেন নাই। 'অর্চ্চন' যদিও নববিধা ভক্তির অন্তর্গত, তথাপি 'অর্চ্চন' অপেক্ষা ভজনের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশামৃতে জানিতে পাই ;—

"নববিধা ভক্তির মূলে 'ভজন' সম্ভাবিত হ'লেও 'অর্চ্চন' তদন্তর্গত হওয়ায় উহাও ভজনাঙ্গ বলে গৃহীত হয়। 'সমগ্র ভজন' ও 'ভজনাঙ্গ' এক তাৎপর্য্যপর নহে। সম্ভ্রম-জ্ঞান সহ অর্চ্চ্যের উপাসনায় অর্চ্চন সংশ্লিষ্ট। উপাচার সহ প্রপঞ্চাগত বিচারে মর্য্যাদামূলে ভগবৎ-সেবা 'অর্চ্চন' নামে অভিহিত। বিশ্রম্ভ সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রখর রশ্মি ক্ষীণপ্রভ প্রতীত হ'লেও

স্নিগ্ধ কমনীয় চন্দ্রিকালোকের মাধুর্য্যোৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। 'অর্চ্চনে' স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ ন্যূনাধিক বিজড়িত, ভজন-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্মাতীত শরীরী ভগবানে সাক্ষাদ্ভাব-সেবারত।

* * * * *

সকল সময়ে সর্ব্বতোভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ কৃষ্ণভজন বৈষ্ণবেরই সম্ভব। ইতরাস্মিতায় সার্ব্বকালিক ভজন সম্ভবপর হয় না। লব্ধস্বরূপ ভজনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাল বা নিরন্তর কৃষ্ণসেবনপর।"

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু। জগতের কোন বস্তু ও তার নামের মধ্যে যেমন ভেদ আছে, কৃষ্ণ ও তাঁর নামের মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ নাই।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

বাচ্যরূপ কৃষ্ণ ও বাচকরূপ কৃষ্ণনাম—উভয়ই একই তত্ত্ব, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, নাম প্রভুই অধিক করুণাময় ও উদার। 'কৃষ্ণ' শব্দটি অপ্রাকৃত শব্দ (transcendental sound)। ঐ শব্দ প্রাকৃত জগতের নহে, গোলোক-ধাম থেকে ঐ 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃপাপূর্ব্বক এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২।১০৯)

অর্থাৎ,—"অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু হ'তে পারেন না। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হতেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।"

প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত বস্তুতে মায়ার ব্যবধান আছে, কুণ্ঠা (limitation) আছে,—কিন্তু কৃষ্ণ-নামে তাহা নাই। যখন তৃণাপেক্ষা সুনীচ ও তরু অপেক্ষা সহনশীল হ'য়ে কৃষ্ণকে ডাকা হয় বা 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারিত হয় এবং কৃষ্ণের সুখ বা সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, তখনি কৃষ্ণ সাড়া দেন;— কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের অভিন্নতা উপলব্ধি হয় এবং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে কৃষ্ণ দর্শন হয়। প্রাকৃত জগতে বহুদূর থেকে টেলিভিশনে চিত্র দর্শন যেমন সম্ভব হয়, তেমনি ভক্ত তাঁর হৃদয়-মন্দিরে ভগবৎকৃপায় ভগবানকে দর্শন করতে সমর্থ হন।

নামের স্বরূপ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন ;—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ-পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী ১০৮)

অর্থাৎ,—"কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম-নামীতে ভেদ নাই।"

রাগমার্গিয় ভাব-ভক্তির অনুশীলনে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত। সত্যযুগে তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল। তখন যুগধর্ম্ম ছিল 'ধ্যান'। অতঃপর ত্রেতায় তপঃ অবলুপ্ত হ'লে শৌচ, দয়া ও সত্য—এই ত্রিপাদ ধর্ম্ম রইল; তখন 'যজ্ঞ' যুগধর্ম্মরূপে নির্ণিত হ'ল। দ্বাপরে 'শৌচ' অবলুপ্ত। অবশিষ্ট রইল দয়া ও সত্য—এই দ্বিপাদ ধর্ম্ম। তখনকার যুগধর্ম্ম 'অর্চ্চন' হ'ল। এইবার কলিযুগে 'দয়া' লুপ্ত হ'ল ; ফলে একপাদ ধর্ম্ম 'সত্য' রইল। এ যুগের ধর্ম্ম 'কৃষ্ণনাম'। কলি-যুগধর্ম্ম শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী, যথা ;—

"কলিযুগ-ধর্ম্ম—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে-শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণকে অন্যত্র আবার বলেছেন,—

"আপন সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু কহে,—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥"—(চৈঃ ভাঃ)

যজুর্ব্বেদ বলেছেন ;—

"দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-মাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—তন্নাম কিমিতি? স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কোঽসৌ বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি।"

অর্থাৎ,—"দ্বাপরান্তে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—হে প্রভো! কলিকালে সংসার হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বল্‌লেন—ভগবান্ শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব অনায়াসে সংসার হ'তে মুক্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বে। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—কলিকালে কি 'নাম' কর্‌তে হবে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বল্‌লেন,—কলিকালে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'মহামন্ত্র' তথা 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'—ইহা কীর্ত্তন কর্‌তে হবে। এই নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব যাবতীয় পাপ ও অপরাধ হ'তে মুক্তি লাভ করে ভগবানকে অনায়াসে লাভ কর্‌তে পার্‌বে। ইহা ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোনও উপায় নাই। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—এই নাম-কীর্ত্তনের বিধি কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বল্‌লেন,—হরিনাম কীর্ত্তনের কোন বিধি বা নিয়ম নাই। এই হরিনাম কীর্ত্তন শুচি, অশুচি, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদা করা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে,—

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞা সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ,—"সারগ্রাহী জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করে থাকেন। কারণ কলিযুগে কেবল নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই সমুদয় স্বার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ হয়।"

বেদান্তে কথিত হয়েছে,—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।" "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ।" অর্থাৎ, "পুনঃ পুনঃ হরিনাম কর।"

উপনিষদে বর্ণিত 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র, যথা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥"

—(কলি সন্তরণোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষনাশকারী, ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।"

পুরাণে 'হরে কৃষ্ণ'-মহামন্ত্রের মহিমা, যথা ;—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ।"—(অগ্নিপুরাণ)

অর্থাৎ—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"—এই মহামন্ত্র যাঁরা অবহেলাপূর্ব্বক উচ্চারণ করেন, তাঁরা কৃতার্থ হন। ইহাতে কোন সংশয় নাই।"

সকলের পক্ষেই সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। এই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই সকল সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন। এই নামের মাহাত্ম্য সর্ব্বাধিক। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শাস্ত্র-বচন ও মহাজন-বাণী উদ্ধৃত কর্‌ছি ;—

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর উক্তি ;—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥" (ভাঃ ২।১।১১)

অর্থাৎ,—"হে রাজন! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরিনামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরমসাধন ও সাধ্য বলে পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ণিত হয়েছেন।"

'গর্গসংহিতা'-বাক্যে পাই,—

"রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ যে জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥

অর্থাৎ,—"প্রত্যহ রাধাকৃষ্ণ-নাম জপ কর্‌লে মহাপুণ্য হয়, অর্থলাভ হয়, নানাপ্রকার বিষয়সুখও লাভ হয়; যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয়, সংসার হ'তে মুক্তি হয়, ভক্তি হয়, প্রেমলাভ হয় এবং ভগবৎ প্রাপ্তিও হয়ে থাকে।"

'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' আছে,—

"কৃষ্ণস্য নানাবিধ-কীর্ত্তনেষু
তন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনমেব মুখ্যম্।
তৎ প্রেম সম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্
শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ ॥"

অর্থাৎ,—"কৃষ্ণের নামকীর্ত্তন, রূপ-কীর্ত্তন, গুণ-কীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা মুখ্য। কারণ ইহার দ্বারা শীঘ্রই কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-১১, বিঃ-২৩৪ সংখ্যাধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য ;—

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥"

অর্থাৎ,—"এই শ্রীহরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হ'তে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গব শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক, কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হ'লে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করে থাকেন।"

শ্রীধর স্বামীপাদ বলেছেন,—

"জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াং।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন-তুলায়াং ॥"

অর্থাৎ,—"জ্ঞান এবং সিদ্ধি তুলাদণ্ড ধরে মাপা যায়, কিন্তু কৃষ্ণনাম ও প্রেমকে তুলাদণ্ডের দ্বারা মাপা যেতে পারে না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ (শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ ॥"

(শিক্ষাষ্টক, ৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ,—"হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা ক'রে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করেছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

যিনি আপনাকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হন ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।"

শ্রীগৌর-পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ প্রভু "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে লিখেছেন,—

শুন হে ভক্তবৃন্দ! কলিকালের ধর্ম্ম।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিনা তার নাহি কর্ম্ম ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান দুর্ব্বল সাধন।
অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম ॥
ধর্ম্ম-ব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত।
অপ্রাকৃত তত্ত্বলাভে নাহি করে হিত ॥
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে, শ্রবণে।
অপ্রাকৃত সিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে ॥
শ্রীনাম-রহস্য সর্ব্বশাস্ত্রেতে দেখিবা।
নাম উচ্চারণ মাত্র চিৎসুখ লভিবা ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন,—

"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর সাংখ্য-যোগ জ্ঞান।
কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান্ ॥
গোবিন্দ গোপাল-রাম শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ হরি যশোমতী প্রাণধন ॥
মদনমোহন শ্যামসুন্দর মাধব।
ব্রজনাথ ব্রজগোপ রাখাল যাদব ॥

এইরূপ নিত্যলীলা প্রকাশক নাম।
এসব কীর্ত্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম॥
"নামাশ্রিত জনে নাম সদা রক্ষণ করে।
অপরাধ কভু তার না হইতে পারে॥"
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি।
পূর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ অতি॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—

"বেদশাস্ত্র শ্রুতি বা কীর্ত্তন-মুখে এসেছে। এখন কলিকাল—বিবাদ-যুগ; যে-কোন কথা বলি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তর্ক প্রতিবাদ হ'য়ে থাকে। হরি-কীর্ত্তনই একমাত্র শ্রৌত-পথ।"

সাধুসঙ্গ দ্বারাই শুদ্ধনামের উদয় হয়। শাস্ত্রে সাধুসঙ্গেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বিধি কথিত হয়েছে,—

"মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ।
ইতি জাতসুনির্ব্বেদং ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্ত সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥"—(ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

অর্থাৎ—"অজামিল বল্লেন,—'আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ বস্তুতে উদিত হয়েছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করে ভগন্নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করব।' হে রাজন! অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হয়েছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করলেন।"

পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

'দশ অপরাধ' ত্যজ মান অপমান।
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জ, আর লহ কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার ॥
জ্ঞান-যোগ চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্ত-রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া ॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধু-গুরু আছে কেবা আন ॥"

অতএব, আমাদের পথের সম্বল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র। এই নাম-সাধনই সর্ব্ব সাধন-শিরোমণি। ভক্তিমার্গে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও অনুগমনই ভক্তির পথ। কৃষ্ণাবতার শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনামের ভজনই স্বরূপতঃ ভক্তি। শ্রীগুরুদেবের নিকট নাম-নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য জেনে নিয়ে গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সাধন-ভজন করতে থাকলে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নামাপরাধে বিষয়-সম্পত্তি, ধন-দৌলত, ভোগ-সুখ ইত্যাদি পাওয়া যায়; নামাভাসে ভবক্ষয় বা অনর্থ নিবৃত্তি হয় বা সংসার থেকে মুক্তি হয়। নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ লাভ হ'লেও তাহা অবান্তর ক্ষুদ্র ফল,—শুদ্ধভক্তগণ তজ্জন্য লালায়িত হন না। যেখানে বিষয়-ভোগাদি স্পৃহা বিদ্যমান, সেখানে কৃষ্ণ থাকেন না। সৌভাগ্যবশে সেবোন্মুখ অবস্থায় শুদ্ধনাম উদিত হ'লে ক্রমে প্রেমাবস্থা লাভ হয়, তখন ভবনাশ বা স্বরূপ-সিদ্ধি হ'য়ে থাকে। শুদ্ধভক্তের ভজন ভগবানের সুখের জন্য।

"সেই শুদ্ধ ভক্ত যেই ভজে তোমা' লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ ভাগী ॥" (চৈঃ চঃ)

নাম নিতে নিতে নামাপরাধ ক্ষয় হয় ও ক্রমে শুদ্ধ নামের উদয় হয়—তাই নামই উপায়।

"নামে নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।
অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)

শ্রীনাম প্রভুকে ধরে থাকলে যাবতীয় পাপ ও অপরাধ ক্ষয় হ'য়ে নামীর দর্শন মিলে। আবার নামই উপেয়। কৃষ্ণনামেই স্বয়ং ভগবান্ ও ভক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান। কৃষ্ণনামই আমাদের পরমগতি,—একমাত্র আশ্রয়। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র আর্ত্তি সহকারে সংখ্যা নির্ব্বন্ধে জপ্য ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়ও। উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের দ্বারা নিজেও যেমন কৃতার্থ হওয়া যায়, তেমনি শ্রবণকারীদেরও কৃতার্থ করা যায়। নাম-কীর্ত্তনও অন্যযুগে ছিল, তবে এই কলিযুগের জন্য ইহা একমাত্র শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃহন্নারদীয়-বচন)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥"

আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কতদিন আর এ'জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে? মৃত্যুর পর তো সব সম্বন্ধই শেষ হ'য়ে যাবে। আজ যাঁ'দের আপন ব'লে ভাব্‌ছি, মরণের পরে তাদের সাথে আর দেখা হবে না কিন্তু,—'নিতাই'র চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য';—শ্রীগুরুদেবের সহিত সৎশিষ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিত্যকালের, সে' সম্বন্ধে কোথাও খাদ নাই—পরিপূর্ণ খাঁটি। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে তাহার কোনকালে কোনদিন ছেদ হয় না। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় রাখাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অনিত্য জীবনের অনিত্য মায়াময় সম্বন্ধগুলিতে আকৃষ্ট থেকে লাভ কি? সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে সদ্‌গুরুদেবের আনুগত্যে অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সরলতা ও প্রীতির সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা এবং হরি-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত। হরি-ভজন ব্যতীত আমাদের উদ্ধারের সহজ ও সুলভ পথ আর নাই।

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব, না পায় দুঃখের শেষ।
সাধু-সঙ্গ করি' হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥
বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' লয় কৃষ্ণনাম, অনলে পড়য়ে জল ॥"

সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হউক! গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মবৃত্তি—ভক্তি-যাজনের প্রযত্নে আমাদের দিবারাত্র অতিবাহিত হউক! হরিভজন করতে যতই অভাব, অসুবিধা, বিপদ্ আসে আসুক্—তাহাতে আমরা ভীত নই;—শ্রীহরি-কৃপা ব্যতীত যখন একটা তৃণ পর্য্যন্ত নড়ে না, তখন জাগতিক ত্রিতাপ সমুদয়ও শ্রীহরির কৃপা এবং তাহা হরিভজনের সহায়ক। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো—" শ্লোকে ভগবানের স্তবে ভগবৎ অনুকম্পা লাভের জন্য স্বকর্ম্মের মন্দ ফল ভোগ করতে করতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা ভক্তিবিধানের শিক্ষা পেয়ে থাকি। আমাদের দেহ-মনোধর্ম্মের অচেতন বৃত্তি ঘুচে গিয়ে চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হউক এবং চেতনের বৃত্তিদ্বারা চেতন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীচৈতন্য-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবাই প্রধান ব্রত হউক! আমরা নিয়ত হরিরস-মদিরা পান ক'রে উন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য করতে করতে যেন বলতে থাকি;—

"ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তু গুরবো জনাঃ।
তথাপি পরমানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্ ॥"

অর্থাৎ—"আত্মীয়-স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, গুরুজনগণ আমাকে নিন্দা করেন করুন; তথাপি কৃষ্ণ-নামই আমার একমাত্র জীবন, কৃষ্ণনামই আমার একমাত্র আনন্দ ও আশ্রয়। কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করার সাধ্য আমার নাই—নাই—নাই।"

পরিশেষে সাধু-গুরু-মহাত্মাগণের কৃপা প্রার্থনা ক'রে গাই,—

"এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ' সংসার-সিন্ধু ॥"

—সমাপ্ত—

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

নির্যাণ-সংবাদ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৮ই মাঘ, ১৩৯০ (২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮৩) সোমবার রাত্রি ১টা ২২ মিনিটে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিষ্কপট এবং নিষ্ঠাসম্পন্ন সেবক শ্রীপাদ সান্দীপনিদাস ব্রজবাসী প্রভু চিরতরে আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবানিষ্ঠা, স্বাভাবিক দৈন্য, অমায়িকতা, উদারতা এবং সর্ব্বোপরি শ্রীহরিনামে নিষ্ঠা প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি মৃদঙ্গ-বাদনে বিশেষ প্রবীণ ছিলেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তন আদিতে স্বয়ং মৃদঙ্গ বাদন করিতে করিতে উদণ্ডভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে মাতোয়ারা হইয়া পরিতেন এবং সকলকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতেন।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত 'আঁধার-মাণিক' নামক গ্রামে ছিল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীসুধীরচন্দ্র আইচ। তিনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত পরোপকারী, সত্যবাদী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, মৃদুভাষী এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পরিণত বয়সে আঁধারমাণিক নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু দাসাধিকারীর সঙ্গে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে যোগদান করেন। শ্রীপরিক্রমাকালে বৈষ্ণবদের নিকট প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করিয়া মঠবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি মঠে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপে এবং শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ চুঁচুড়ায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি জীবনের অন্তিমকাল পর্য্যন্ত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ মথুরায় থাকিয়া ৭।৮ বৎসর যাবৎ নিষ্ঠার সহিত বিবিধ প্রকার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হইতে সাধারণ ব্যক্তিগণও সকলেই তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণে এবং ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন।

গত ২৩শে মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবারে শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর আবির্ভাব, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ মথুরায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার পূত এবং আদর্শচরিত বর্ণনমুখে তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভার অন্তে বহু বৈষ্ণবগণ এবং স্থানীয় শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ সেবন করানো হয়।

— নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জনহিতার্থে অবদান

প্রায় ১৭ লক্ষ ভারতবাসী কি যাতুবলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতি আকৃষ্ট ও আপ্লুত হল—সেইটি অবশ্যই বিচার্য্য। শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও জনসাধারণের প্রতি 'সহানুভূতিপূর্ণ সেবা-প্রভাবে'। উক্ত দ্বিপন্থায় অল্প সময়ের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল এত বিপুল সংখক ভারতবাসীকে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিসৃত পন্থায় নিজেকে 'সেবাময়' করিয়া তুলিতে পারেন। সামাজিক জীবন-ধারায় আদর্শ জীবন অতিবাহিত করিবার যে অবদান প্রদান করিয়াছেন এই সমিতির পথ-নির্দ্দেশিক্ষা তাহা লক্ষ্যভ্রষ্টেরও জীবন-সাথী। উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্ব্বাঞ্চল ব্যাপীয়া ইহার শাখ্য-কেন্দ্রগুলি পরিসর লাভ করিয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রই স্বনির্ভরশীল।

শ্রীবিগ্রহ-সেবা, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দার্শনিক দিগ্‌দর্শন, শ্রীভগবানের নামগ্রহণ ও ভজন, আর্ত্তের বিভিন্ন-মুখী সেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র তথা মেধাবী ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, দরিদ্র-দুঃস্থদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রসাদ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি

এর মুখ্য উদ্দেশ্য জীবজগতের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান। কারণ পারমার্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তবেই জীবজগতের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে। কেননা উহার ফলস্বরূপেই নিত্যশান্তি—সংঘাতমুক্ত নিত্য আনন্দ-মুখর জীবন লভ্য হয়। এই প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কোন দৃষ্টিভঙ্গীর ভাবনা-চিন্তা করেন না; যেহেতু আধ্যাত্মিকতা দৃষ্টিভঙ্গী—সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমাজ-জীবনকে আদর্শভাবে রূপদান করা। শুধু খাওয়া-দাওয়া ফুর্ত্তি করিয়াই উন্নতমানের এই মানব-জীবনকে নষ্ট করা সমীচীন নহে। তাই সামাজিক জীবনের আদর্শ বজায় রেখে এই শরীরের ধারক ও বাহক সেই যে অবিনশ্বর আত্মানুভূতি তাহা অবশ্যই লাভ করিতে হইবে। এই জন্যই সামাজিক জীবনের আনুসঙ্গিক কার্য্যাদি করার সঙ্গে সঙ্গেই পারলৌকিক চিন্তন অনুভব বাঞ্ছনীয়। কারণ পারমার্থিক বা ধর্ম্মচিন্তাকে বাদ দিলে মানুষ যথাযথ সভ্য না হইয়া ইতর প্রাণী-সদৃশ হইয়া পরে।

যেহেতু আত্মতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমাত্র শরীরের চিন্তাকেই বহুমানন করে তজ্জন্যই সমিতি ইহকালের জনহিতকর কার্য্যমাধ্যমে জনসাধারণকে নৈতিক চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য আর্ত্ত, দুঃস্থ, পতিত, অবহেলিত, অসহায় প্রভৃতির প্রতিও সহানুভূতিশীল হইয়া জ্ঞান উন্মেষণা প্রদানের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টার পরিকল্পনা (Scheme) গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্যই নিম্নবর্ণীত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণে যত্নবতী হইয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ-সেবা বা ঠাকুরসেবা

সমিতি উহার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলগুলিতে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া জন-সাধারণকে বৈদিক শিক্ষায় অনুপ্রাণীত করিয়া থাকেন। এই সেবার মাধ্যমে আগত জনসাধারণকে শুধু উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থাই যে করেন তাহা নহে—পরন্তু উদরপূর্ত্তি ও তৎসহ প্রসাদসেবনের ফলে পারমার্থিক সুকৃতিও লাভ করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পঞ্চ দিবস পূর্ব্ব হইতেই মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমিতির সকল কেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও মূল আশ্রম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সপ্তাহাধিককাল বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদযাপিত হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসমেত প্রায় দের লক্ষাধিক ব্যক্তি

আকণ্ঠ প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করেন। কেহবা আমন্ত্রিত, কেহবা আগত, কেহবা রবাহুত—এই ভাবেই দশদিন ব্যাপীয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় দ্বাদশ দিবস ব্যাপীয়া ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় এবং সহস্র সহস্র জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদুপরি শ্রীঝুলনযাত্রা, শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে সারদীয়া পূর্ণিমা-তিথিতে বিপুলভাবে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। অন্নকূট-মহোৎসব উপলক্ষে দীপান্বিতার পরের দিবসেও আগত অজস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এর পর রাসপূর্ণিমাকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপের প্রখ্যাত রাস-মেলা উপলক্ষেও সহস্র সহস্র আগন্তুককে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। ইহা ব্যতীতও আধুনিক বিশ্বে ধর্ম্মজাগরণের বিপ্লবী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া তিন দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। মোটকথা ১০।১২টী উৎসবে এবং প্রত্যহ আতুর, দরিদ্র প্রভৃতিকে লইয়া শুধু নবদ্বীপের আশ্রমেই বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই জনহিতকর ব্যাপারেই ইহার যাবতীয় অর্থাদি ব্যয়ীত হইয়া থাকে। শুধু যে ঠাকুরসেবা বা বিগ্রহ-সেবা তাহাই নহে, পরন্তু উহার অন্তরালে জনগণকে প্রসাদ (অন্ন) বিতরণ অনুষ্ঠানও সমিতির কার্য্যসূচীর অন্যতম অঙ্গ।

দাতব্য চিকিৎসালয়ঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শাখা-মঠসমূহের মধ্যে কলিকাতা, শিলিগুড়ি, পুরী, কোরন্ট, তুরা, মথুরা এবং প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত করিয়া এক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। ঐ চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৯॥ শত রোগী এই সকল চিকিৎসাকেন্দ্রে আসেন। তাঁদের ঔষধ ও দুঃস্থদের পথ্য- এই সমিতি হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য সমিতি বৎসরে প্রচুর আর্থিক দান প্রভৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থাঃ ভারতীয় কৃষ্টির মূলধারক সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সংলগ্ন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

রয়েছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুমোদিত। পরিষদ কর্ত্তৃক যদিও দুইজন পণ্ডিতকে অনুমোদন করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তরফ হইতে আরও ৩।৪ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিভিন্ন বিভাগের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। এখানে প্রায় ১৭ জন আবাসিক ছাত্র আছেন—যাহাদের খাওয়া-থাকা প্রভৃতির যাবতীয় ব্যয়ভার সমিতি কর্তৃক বহন ও পরিচালিত হয়। এই তো কয়েক মাস পূর্ব্বে সংস্কৃত পরিষদের পরিদর্শক (Inspector) ও শিক্ষা-বিভাগের উপ-পরিদর্শক (Sub-Inspector) এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের সম্পাদক (Secretary) শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় টোল (চতুস্পাঠী) পরিদর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান।

এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য জনজাতিদিগকে হিন্দু সংস্কৃতির দিকে আকর্ষণ করার জন্য মেঘালয়স্থ তুরা শহরে সমিতির পরিচালিত শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গণে শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। পার্ব্বত্য জনজাতি ও স্থানীয় অনগ্রসর জনসাধারণকে হিন্দুধর্ম্মে আপ্লুত করার জন্য সমিতির কর্তৃপক্ষগণের এই পদক্ষেপ। উক্ত তুরা শহরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি অর্থাৎ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতি বৎসরেই এক বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা কার্যাত ঝুলন-উৎসব হইতেই আরম্ভ হয়, তবে জন্মাষ্টমী-কালে ব্যাপকরূপ ধারণ করে। ইহাতে তুরা শহরে এমনই সাড়া পরে যে, মনে হয় যেন সেখানকার জাতীয় উৎসব। ৩।৪ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র জনগণের সমাগম, তুরা শহরকে এক অনাবিল আনন্দে মুখরিত করে। রাজ্যের মন্ত্রীমহল, সরকারী বিভিন্ন মহলের উর্দ্ধতন ও প্রায় সর্ব্বস্তরের পদস্থ অফিসার অনেকেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এই মিলন অনুষ্ঠানের যেমন সাফল্যতা আনয়ন করেন—সেরূপেই ইহা যে বর্ত্তমান সমাজে বিশেষ প্রয়োজন তাঁহাদের উপস্থিতিতে উহাও প্রমাণিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-মুখে তুরা শহরের প্রধান প্রধান পথগুলি পরিক্রমা করেন। উক্ত শোভাযাত্রা যদিও ধর্ম্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ঔদার্য্যময়-পন্থায় সকলেরই কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার অবকাশ নাই। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস ও সংঘাতহীন বিশ্বভ্রাতৃত্ব রূপায়ণ-প্রচেষ্টাই ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঙ্কীর্ণতার কোন সংশ্রব নাই।

ভ্রমণ-মাধ্যমে শিক্ষা

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন তীর্থ তথা শহর, মহানগরী প্রভৃতিও দর্শনের সুবিধা প্রদানের জন্য সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ ও সেবকবৃন্দ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হওয়ায় তাহা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়। প্রতিবৎসরেই এই সমিতির বিভিন্ন প্রচার কেন্দ্র হইতে সাধু-সন্নাসীগণের পরিচালনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে জনসাধারণ ভ্রমণ বা দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন। ভ্রমণকালে তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্য বা ইতিবৃত্ত-বিষয় বর্ণনামুখে ভারতাত্মার বৈচিত্র্যতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনলস প্রচেষ্টা করেন। তাই ভ্রমণ যে প্রমোদ বা আনন্দ বিনোদনের জন্যই শুধু করা হইয়া থাকে তাহা নহে—পরন্তু সমাজের মাঝে ভ্রাতৃত্ব জাগরণের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

গ্রন্থাগার (Public Library)

দেশে সরকারী ও বেসরকারী অনেক গ্রন্থালয় বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট হইলেও এই সমিতি শান্তি-গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীসূচক গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার মাধ্যমে মানব সমাজকে এমন আলো প্রদান করিতে চান—যাহা সুস্থ, সবল ও উদার মানসিকতার জাগরণ সৃষ্টি করিতে পারে তজ্জন্য সামাজিক বহুমুখী কল্যাণ প্রদানকারী গ্রন্থের সমাহার করিয়া ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন সুষ্ঠুভাবে রাখার জন্য সৎগ্রন্থ-শিক্ষা প্রদানের এই প্রচেষ্টা। উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মানব-সমাজ উদার ও সুশৃঙ্খল হইবার আগ্রহী হইতে পারে তজ্জন্যই ইহার ব্যবস্থা ও ইহাই ইহার-প্রচার বৈশিষ্ট্য।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকালীন সমিতির অবদান

এই সমিতির কার্য্যকলাপই সমাজের কল্যাণমুখী। সহজ সরল সুস্থ সমাজের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া মানব জীবনকে সহায় করা এই সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য। এইজন্য সাত্ত্বিক ধর্ম্মীয় চিন্তাধারা-মাধ্যমে মানব-সমাজের সহিত ওতঃপ্রোত সম্পর্ক রেখে ইহলৌকিক ও পারলৌক কল্যাণার্থে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করিয়া চলিতেছেন।

যখনই কোন বিধ্বংসী বন্যা, এমনকি জনসাধারণ খড়াকবলিত হইয়া ভীতি ও নিরাশগ্রস্ত হইয়া পরেন —তখন ইহার সদস্যবৃন্দ জনগণের দ্বার প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য সেবার হাত প্রসারিত করেন তখন ইহকালের সহায়-সহানুভূতি তো করেনই, পরন্তু যাহাতে

তাহারা নিরাশায় মুহ্যমান না হন তজ্জন্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ পারমার্থিক কল্যাণের জন্য উদ্দীপনাময় শাস্ত্রীয় উপদেশাবলী দ্বারা দৃঢ় ও উদ্দীপ্তময় করেন—যাহাতে তাহারা বিপদে মুসরে না পরেন, অথচ জিঘাংসার বৃত্তিও না হয়, এরূপ শিক্ষাদর্শই ইহার বৈশিষ্ট্য।

এই সমিতির কার্যাকলাপ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (His Excellency Shri Bhairab Datta Pandey) ও ভারতের রাষ্ট্রপতির (His Excellency Jnani Shri Jail Singh) অবগতির জন্য তথ্যাদিও (Report) প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্ত্তাগণের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতেও জনসাধারণের যোগাযোগ রয়েছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাণকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন করিতে স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক (Addl. District Magistrate, Nadia) মাননীয় শ্রীমৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী (Shri M. K. Brahmachari, I. A. S.) মহাশয়কে সমিতির পক্ষ হইতে Attorney & Asstt. Secy. শ্রীমৎ আচার্য মহারাজ আমন্ত্রণ করেন।

সমিতির সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের সহিত মাননীয় অতিরিক্ত জেলাধীশ শ্রীমৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী, আই, এ. এস্ মহোদয় দীর্ঘ সময় সমিতির বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কে আলোচনা ও পরিদর্শনাদি করেন। আলোচনা-কালে বিভিন্ন তথ্যাদিও প্রদর্শীত হয়। এক্ষেত্রে শুধু একটি বিষয়ে উল্লেখ সংক্ষেপে করিতেছি। সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশের আশা রহিল।

শ্রীব্রহ্মচারী মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজকে প্রশ্ন করেন—আপনারা সমাজের কোন সামাজিক (Social Work) সেবা করেন কি ?

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী মহারাজ একটু স্মিত হেসে বলেন,—নিশ্চয় তো আমরা সমাজের যেরূপ সেবা করি, এরূপ খুব কম সংস্থাই করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ মানুষ সমাজের কাজ সম্পর্কে উহার তথ্যগত কি ভিত্তি তাহা গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিতে যান না। আপনারা তো সামাজিক (Social Work) কাজ বলিতে কিছু লোককে অল্পবিস্তর খাইয়ে দেওয়া ও বস্ত্রাদি বা অর্থাদি দান করা অথবা গৃহাদি কিছু করে দেওয়া বা কাহারও ছেলে-মেয়েদের বিবাহাদি সংযোজন ইত্যাদি কার্য্য। কিন্তু ঐগুলি জড়ীয় ইন্দ্রিয়-তোষণ-নীতি ব্যতীত আর কি ? এইগুলির পরিণতি

কতটুকু শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় তাহা অবশ্যই বিচার্য্য ও সময়-সাপেক্ষ। আচ্ছা বলুন তো—খাওয়া, ভোগপর আকাঙ্ক্ষা, কাম-চরিতার্থ আর সীমিত গণ্ডির মধ্যেই স্থূলবিচার ছাড়া আর কি? যাহারা শুধু স্থূল বা শরীরের চিন্তা লইয়াই মস্‌গুল তাহারা ইতর ব্যতীত আর কি? কারণ এই শরীরের চিন্তাই যাহার বা যাহাদের সর্বস্ব, তিনি বা তাহারা তো গণ্ডীবদ্ধ ভাবনাতেই ব্যস্ত; এর পরিণতিতে ক্ষুদ্র স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে আসুরিক বৃত্তি প্রকাশ পায়—যাহা পাশবিকতার নামান্তর মাত্র। হ্যাঁ, কথাগুলি শুনিলে আপনি হয়তো বলিবেন,—"এত রূঢ় কথা বলেন।" কিন্তু আপনাকে আমি অনুরোধ করে বলিতেছি যে, কথাগুলির বাস্তবতা অনুধাবন করিতে যেন উদাসীন না হন। আপনি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও সরকারী দায়ীত্বশীল-পদে আসীন—এমতাবস্থায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিলে জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে, আর আপনার সৎবৃত্তির বিকাশ-সাধনে আপনিও কল্যাণময় ফলভাগী হইবেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আপনি ভারতীয়—বিশেষতঃ জন্মসূত্রে সনাতন হিন্দুসমাজে জন্মলাভ করিয়াছেন; সুতরাং জন্মসূত্রেই আধ্যাত্মিক ভাবনা হৃদয়ে কিছু না কিছু প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব হিন্দু-শাস্ত্রের একটা উদ্ধৃতি না দিয়া পারিতেছি না। যে-শাস্ত্রকে মথিত করিয়া আর্য্যঋষিগণ ত্রিকাল জ্ঞাত হইয়া জগতে কল্যাণময় বাণী দিয়ে গিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য। কেন না সেই বাণীগুলির মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে-সমস্ত দিক্‌দর্শন করাইয়া গিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময় ও আশ্চার্যজনক হইলেও বাস্তব সত্যরূপেই সুবিদিত রয়েছে। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যে-সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহা ইদানিন্তনকালে উহার নিছক সত্যরূপায়ণে প্রমাণিত করিতেছে তাঁহাদের সুদূরদৃষ্টির অমোঘ সত্যতা। তাঁহারা সময়কে কতগুলি কালে বিভক্ত করিয়া কোন্ কালে কিরূপ ঘটমান অবস্থা হইবে তাহা বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে এই যে হানাহানি, কলহ-বিবাদ, নিরীশ্বরবাদীতা প্রভৃতির প্রকোপ হইবে তাহাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে আশ্রয় করে নাই—ততদিন নিজে যেমন নিরুদ্বেগ শান্তি পেতে পারে না, সেইরূপ অন্যেরও শান্তি আনয়ন করিতে পারিবে না। আমরা পৌরাণিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে সুনিশ্চিত ভাবে অবগত হইতে পারি যে, যে-সকল রাজন্যবর্গ বা শাসকদল

ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না অর্থাৎ ঈশ্বর-বিদ্বেষী তাহারা সমাজে শুধু বিভীষিকারই সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা নিজের স্বার্থ নিয়াই ব্যতীব্যস্ত, আর তার পরিণতিই দেশ ও দশকে অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত করিত।

যাহারা ধর্ম্ম মানেন না, তাহাদিগকে শাস্ত্রতো সোজাসুজি পশু-পদবাচ্যে ভূষিত করিয়াছেন, যথা—

আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মহি তেষাং অধিকোবিশেষো ধর্ম্মোহীনা পশুভির্সমানা॥ (পদ্মপুরাণ)

[আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন অর্থাৎ কাম-চরিতার্থ সকল প্রাণীতে বিদ্যমান। একমাত্র মানব 'ধর্ম্মচিন্তা' করিতে পারেন, তাই তাহাদের উহাই বৈশিষ্ট্য ; কিন্তু যে-মানব ধর্ম্মচিন্তা করেন না তাহারা পশুতুল্য। কেন না পশুগণ ধর্ম্মের ধারধারে না।]

আমরা যদি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই—আহার, নিদ্রা ব্যতীত মৈথুন অর্থাৎ সম্ভোগ-কামনা পশুগণ অপেক্ষা মানুষের মধ্যেই বেশী উচ্ছৃঙ্খলভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা পশুগণ মৈথুন বা স্ত্রী-সম্ভোগ করিলেও তাহারা সময় বা কালাকালের কথা ভুলিয়া যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বেশী ইতরতা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ কোন প্রকারে সুযোগ পেলেই মনে হয় তাহার ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না বা সে-সুযোগ বর্জ্জনে অনেকটা অনীহা প্রকাশ করেন। দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, ঋতু প্রভৃতি মানুষ কোনটারেই অপেক্ষা করতে চায় না। কিন্তু পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও তাহারা ঋতুকাল প্রভৃতির বিচার করিতে ভোলে না। সুতরাং তাহারা কতটা সজাগ ও সংযমী তাহা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া তাই শাস্ত্রকারগণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে কোন্ দৃষ্টিকোণের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

যাহারা শুধু ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করা লইয়াই ব্যস্ত ও তাহার সর্ব্বতোভাবে ইন্ধন যোগাইতে বদ্ধপরিকর অথচ এই ইন্দ্রিয়গণ যে কোন্ উৎসধারার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করে, সেই অতত্ত্বজ্ঞ ও অদূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমাজে কি প্রকৃত মঙ্গল প্রদান করিতে পারেন ? যাহারা নিজেরই মঙ্গল করিতে পারিল না—তাহারা কি করিয়া অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ? কোন অন্ধব্যক্তি অন্যকে পথ দেখাইয়া দিবে কি করিয়া ? কোন মূর্খ ব্যক্তি অন্যকে অধ্যয়ন করাইবেন কি করিয়া ? যাহাদের দর্শন

শুধু স্থূল মাংসপেশীর উপর, যাহারা শুধু আজ-কালের কথামাত্র ভাবে—তাহাদের বিচক্ষণতা কতদূর তাহা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়।

এই জন্যই আমরা সমাজকে খাওয়া-পরা দেওয়া বাদেও আরও কিছু দিতে চাই--যেটার কথা খুব কম লোকই চিন্তা করিতে সমর্থ। খাওয়া-পরা তো ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং স্থায়ীবন্দোবস্ত করার প্রচেষ্টা যাহাতে করা যায় সেই বিষয়েই আমাদের বক্তব্য।

অনেকে বলেন,—'পেটে খাবার না থাকিলে তখন আর আনন্দ বা ঈশ্বরে নাম কিছু ভাল লাগে না; সুতরাং খাবারটাই মুখ্য। কিন্তু খাবারটাই যদি মুখ্য হয় বা পেট ভরা থাকিলে সব ঠিক হইতে পারে তাহা হইলে ধনি লোক বা ধনি দেশতো নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকা উচিত ছিল? অথচ বাস্তবে তাহার কোন মূল্যায়ন আছে কি? যদি তাই হইবে আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে তো অশান্তি থাকার কোন কারণ থাকিত না?

গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী বা স্থূল দৃষ্টিতে নিবদ্ধ থাকার জন্য আমাদের মধ্যে বেশী সংঘাত দেখা দেয়। সূক্ষ্ম বা আত্মদর্শন হইলে বা থাকিলে তবেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়া সম্ভব। সেই যে আত্মা, তাহা চিরন্তন ও কলুষমুক্ত। দেশ-কালের ব্যবধানে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও উহার অনুসন্ধানে কতজনে ব্রতী?

বল্‌তে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, বহু সময়ের দরকার, তদুপরি শ্রোতার ধৈর্য্যেরও অনেক প্রয়োজন। আপনার সময় কম, এমতাবস্থায় আপনার আর কত সময় লইতে পারি? তবে সমাজের প্রকৃতই যদি কিছু উপকার করিতে হয় তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জাগরণ বিশেষ প্রয়োজন। যেমন শিক্ষার প্রসার না হইলে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটিতে প্রতিবন্ধকতা হয়, সেইরূপে আধ্যাত্মিক চেতনা না হইলে খাওয়া মলত্যাগ করাই একমাত্র কার্য্য হইয়া দাড়ায়—নিত্যশান্তি সুদূর পরাহত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর জগতের শিক্ষার জন্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে বলিয়াছেন,—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বিনা ধর্ম্মনাই,—শুন সনাতন"

এস্থলে 'নাম' অর্থাৎ 'শব্দব্রহ্ম'—যাহা শব্দ-সামান্য বা যে কোন নাম হইলেই হইল তাহা নহে। 'জীবে দয়া অর্থাৎ জীবকুলের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই 'জীব' মানে শুধু মানুষকেই লক্ষ্য করা হয় নাই, পরন্তু সকল

প্রাণিগণকে বুঝাইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবার 'অর্থ'—যাঁহারা ঈশ্বরে অনুরক্ত বা ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসী এই ব্যক্তিগণের সেবা করিলে মনের কলুষতা বিদূরিত হইয়া মানুষ নির্ম্মল হইবার সুযোগ পান। প্রতিটি ব্যক্তির যদি এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকে তবে স্বার্থপরতার অবকাশ কোথায়?

আমরা প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পাই—ধনানি জীবিতঞ্চ পরার্থে উৎসৃজেৎ" এই সুমহান বাণী নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আসুরিক বৃত্তিকে প্রদমিত করার জন্য দধিচী মুনি নিজের জীবনকে দেবতাগণের হিতার্থে উৎসর্গ করিয়া আনন্দের সহিত দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা অসুরকুলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দৈবী-রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মুখ্য কর্ত্তব্য সাধিত হয় নাই বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্গকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতঃ ধন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং নিরীশ্বর জগতে কখনই শান্তি আসিতে পারে না। মরুর মরীচিকা তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে যেমন ভ্রম উৎপাদন করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, সেইভাবে শান্তিরূপ আলেয়ার কুহক হাতছানিতে প্রধাবিত হইয়া এই দেহ-মনকেই 'আমি' প্রতীতি হওয়ায় প্রতারিত হন। একমাত্র নিজের শরীর ও মনের সুখ-সচ্ছন্দতাকেই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া তাহার ক্ষণিক সুখ-বিধানের জন্যই অদম্য উৎসাহী হইতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজে যেমন প্রতারিত হইয়াছেন—সেইরূপেই অন্যকেও প্রতারিত করিতে থাকেন। অতএব এইরূপ অপরিণামদর্শিতার দ্বারা দেশ বা সমাজ বা ব্যক্তির যথার্থত সেবা করা অথবা মঙ্গল করা যায় কি?

এই হেতু আমরা আত্মকল্যাণের জন্যও দৈহিক স্বাচ্ছন্দতার কথা চিন্তা করিয়া অন্ন বা খাদ্য-সামগ্রী ঈশ্বরে উৎসর্গ করতঃ প্রসাদরূপে জনসাধারণকে বিতরণ করি। তজ্জন্য প্রসাদ বিতরণ আমাদের অন্যতম সমাজসেবা-বৈশিষ্ট্য। সমাজ-সেবার নামে ধান্দাবাজ তাহা কোনপ্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে।

সুতরাং সমাজ-সেবা, সমাজ-সেবা বলিয়া যদি আত্মকল্যাণের ক্ষেত্র হনন করা হয় তবে তাহার বিষময় ফল সমাজ-জীবনকে ক্ষয়রোগ-গ্রস্থের কাঠামো গঠন ব্যতীত আর কি? এই জন্যই চাই সুচিন্তিত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গী। সমাজে কৃষক, মজুর, মেথর, মুচি, কলকারখানার কর্ম্মী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রভৃতি সকলেই তো একটা না একটা সমাজের সেবা করিয়া চলিতেছেন। তবে অবদান-বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় এক ধরণের নহে, অথচ প্রয়োজন সকলকেই। তাহা না হইলে কোনরূপ

কোন একটা গোষ্ঠীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রসঙ্গ আসিবে। অতএব সমাজসেবা-প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কত সুদূর-প্রসারী তাহা ধীর স্থির-ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ জানাই।

স্বামীজী মহারাজের সহিত বেশ দীর্ঘ সময় বিভিন্ন দিক্‌ আলোচনান্তে সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহের আরতি দর্শন করেন। ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও মাল্যদ্বারা মহারাজজী জেলাশাসক মহাশয়কে বিভূষিত করতঃ বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে মাননীয় শ্রীব্রহ্মচারী মহোদয় সমিতির সভাপতি মহারাজের নিকট এক পত্র ও মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন ; তাহার অনুলিপিও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী,
[অবসরপ্রাপ্ত সরকারীপদস্থ কর্ম্মচারী]
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

Shri M, K, Brahmachari, I.A.S.
ADDL. DISTRICT MAGISTRATE, NADIA
KRISHNAGAR

No. 34-CLR 6th February, 1984

To
The President,
Shri Goudiya Vedanta Samiti (Regd.)
Shri Debananda Goudiya Math,
P.O. Nabadwip, Dist. Nadia.

As impressive, I enclose a write-up in Bengali on my visit to your 'Math' at the time of last 'Rash Purnima' for for such action as you might think proper.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd./–Illegible

(*M. K. Brahmachari*)
Additional District Magistrate.
(Land Reforms), Nadia.

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনান্তে
অতিরিক্ত জেলাশাসক মহোদয়ের মন্তব্য

শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের আমন্ত্রণে আপনাদের নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আমার উপস্থিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া অনেক তথ্য অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

এতদ্ব্যতীত রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে আশ্রমের আনন্দময় ও পবিত্র পরিবেশে আরও কিছু সময় কাটানোর সৌভাগ্য হইয়াছিল ; শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ তখন সন্ধ্যারতি এবং নামসঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় বিহ্বলপ্রায়। সেই ভাবোন্মাদনায় অন্যান্য সকলের মতই আমার মনকেও এক অপার্থিব উদ্দীপনায় পূর্ণ করে দিয়েছিল। পরে স্বামীজীর সঙ্গে আরও অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়। আলোচনায় আমার ভূমিকা অবশ্যই ছিল শ্রোতার। বলতে দ্বিধা নেই, সেই আলোচনা আমার চিন্তা ও মননকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল।

মঠের অতিথিশালাটি পরিদর্শন করে যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করি। নবদ্বীপের মতো একটি প্রাচীন তীর্থস্থানে এরকম একটি সুন্দর এবং আধুনিক অতিথিশালার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আশাকরি নানা উৎসব উপলক্ষে আগত অনেক তীর্থযাত্রী এখানে এসে আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করে আনন্দিত হবেন।

স্বাঃ-/ মৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী

(শ্রীমৃণালকান্তি ব্রহ্মচারী)

অতিরিক্ত জেলাশাসক, নদীয়া।

—গ্রন্থ-বার্ত্তা—

শ্রীবৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠকম্

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল,—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠ-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা-সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা-মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা)** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯০ (ইং ১৪।৩।৮৪) বুধবার হইতে ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮৪) রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ, পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।** ইতি—তাং ১।৯।৯০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৮৪,) বুধবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং—(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১লা চৈত্র ইং ১৫।৩।৮৪), বৃহস্পতিবার ; —(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর ; তদনন্তর (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনির স্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য) —**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৩। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮৪), শুক্রবার ;—সহর নবদ্বীপস্থ (কোলদ্বীপ) শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (পৌঢ়ামায়া-স্থান) দর্শনান্তে (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঙ্গেরডাঙ্গা ; ও (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯)— **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট এবং চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৪। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮৪), শনিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৫। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮৪), রবিবার—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৮৪) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৮৪) বুধবার হইতে প্রাতঃ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "**শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা**" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬·২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি.-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে "**কার্য্যাধ্যক্ষ** অথবা '**প্রকাশক**' **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—২৫-০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-৫০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—০০-৬০, ৫। মায়াবাদের জীবনী -৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-00, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—২-৫০, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা -২-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য -২-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১৫-00, ১৬। ঐ (হিন্দী)—২০-00, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১-২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—-৬-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—২-৫০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—৩-০০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১-৫0, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২০-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা—৭-00, ২০। শ্রীগৌরাঙ্গ—৫-০০ ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৫-০০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—3·00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদারবাগান লেন, কলিঃ -৪
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
৭। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
৮। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ. (বর্দ্ধমান)।
৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ. (দার্জ্জিলিং)।
১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ(নদীয়া)

BOOK-POST SI. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.
Pin-741302; Phone : NVD-247